INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 16th March 1987, Monday, at 11 A M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Chief Ministe, 9 (Nine) Minister, The Deputy Speaker and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৪২

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৪২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮৬ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে দামছড়া পুলিশের হাতে ধর্মনগর এফ, সি, আই-এর চুরি যাওয়া একশত তেইশ কুইন্টাল চাউল ধরা পড়েছে।

২) সত্য হয়ে থাকলে পুলিশ এই ঘটনাটির রিপোর্ট ধর্মনগর মহকুমার খাদ্য দপ্তরকে জানিয়েছে কিনা এবং,

৩) জানিয়ে থাকলে মহকুমা খাদ্য দপ্তর এই ব্যাপারে কোন মামলা দায়ের করেছে কি ?

উত্তর

১) ২) ৩) গত ৬-১২-৮৬ ইং দামছড়া থানার পুলিশ খবর পান যে ১১৬ বস্তা চাউল দামছড়া থানার এলাকায় লংগাই নদীর তীরে মালিক বিহীন অবস্থায় পরে আছে। এই সংবাদটি দামছড়ায় অবস্থিত ফুড ইন্সপেক্টর ও পুলিশকে জানায়। এই সংবাদের মুলে ধর্মনগরের সার্কেল ইন্সপেক্টর অব পুলিশ মালিক বিহীন এই ১১৬ বস্তা চাউল এই স্থান হইতে সীজ করে ধর্মনগর এস. ডি. জে এম কোর্টে চালান দেন। এই ১১৬ বস্তা সিদ্ধ চাউলের ওজন প্রায় ৭,৭৬৫ কেজি ছিল।

ধর্মনগরের অধিবাসী শ্রীসুভাষচন্দ্র দে গত ১২-১২-৮৬ ইং তারিখ ধর্মনগর এস ডি জে এম-এর কোর্টে হোলসেল ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এবং সীজ করা চাউলের মেমো দাখিল করে এই চাউল তাহার নিজের বলে দাবী করেন। পরবর্ত্তী সময়ে কোর্টের আদেশে মং ৩৫,০০০ টাকা জামিনের ভিত্তিতে সীজ করা চাউল শ্রীদেকে দেওয়া হয়। মহকুমার খাদ্য দপ্তর হইতে এই বিষয়টি নিয়ে মোকদ্দমা দায়ের হয় নাই. যেহেতু পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে মোকদ্দমাটি বর্ত্তমানে ধর্মনগর এস ডি জে এম-এর কোর্টে বিচারাধীন আছে। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করছেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার পুলিশ যে চাল ধরল সেটা ১২৩ বস্তা ছিল এবং পরে এইটাকে কমিয়ে ১১৬ বস্তায় আনল, কিভাবে পুলিশ খবরটা পেয়েছিল এবং কত নাম্বার গাড়ী, গাড়ীর মালিককে, যে চালটা ধরা হল এইসব খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং যদি না থাকে তাহলে এইসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার কাছে এখনই এই সংবাদ নাই, পুলিশকে বলব এইটা সম্পর্কে তদন্ত করতে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পুলিশ খবর পেয়ে চাল ধরেছে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, তা পুলিশকে কি জনসাধারণ জানিয়েছিল, না কিভাবে খবর পেয়েছে? যেহেতু এইটা খাদ্য দপ্তরের ব্যাপার, খাদ্য দপ্তরকে এই ব্যাপারে মামলা প্রভৃতি দায়ের করার কোন সুযোগ পুলিশ কেন দিল না এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—এই যে সুভাষচন্দ্র দে সে যে তার নিজের চাল বলে দাবী করছে কিন্তু চাউল যখন ধরা পড়েছে তখন সে বা কোন দাবীদার সেখানে ছিল না এইটা পুলিশ দপ্তরের সঙ্গে যোগসাজসে এই ধরণের চোরা কারবারী চালটা নিজের বলে, প্রথমে পরিমাণগতভাবে চালটাকে কমিয়ে দেখানো হয়েছে, দ্বিতীয়ত একটা মালিক সাজিয়ে গোটা বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে পুলিশ ধর্মনগর বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের একটা অংশ এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কি না এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি ঘটনাটার তদন্ত করা হচ্ছে, যেসব তথ্য মাননীয় সদস্য দিচ্ছেন সেইগুলি পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই উপস্থিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৩

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৩

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশন এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন কর্পোরেশন কোন সালে গঠিত হয় ?

২) উক্ত কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর ৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোথায় কোথায় কত পরিবারকে রিহ্যাবিলিটেশন-এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে উহার লক্ষ্যমাত্রা কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশন এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন কর্পোরেশন নামে কোন কর্পোরেশন এ রাজ্যে নাই।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্যার, ওনার আওতায় যে পুণর্বাসনের স্কীম আছে, সেটা কি এবং তার লক্ষ্যমাত্রা কি ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—স্যার, এখানে ত্রিপুরা ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশন এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন কর্পোরেশন নামে কোন কর্পোরেশন নাই। তবে ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটা কর্পোরেশন ১৯৮৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ১৯৮৩ সালের ১লা মার্চ হইতে কাজ আরম্ভ হয়েছে। উক্ত কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৫৯টি উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং যে যে কেন্দ্রের যত পরিবারকে এই সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে তার হিসাব দেওয়া গেল :— উত্তর ধর্মনগর ৭০টি পরিবার, পুর্ব দলুবাড়ী ৪৬টা পরিবার, আবাঙ্গা ২৩টি পরিবার, করবুক ২০টি পরিবার। মোট ১৫৯টি পরিবার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্যার, এই পুনর্বাসন প্রকল্পে কি কি সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেটার আর্থিক পরিমান কত, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— স্যার, এইটা আলাদা করে যদি প্রশ্ন করে তাহলে সেটা দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি না যে, এই রিহ্যাবিলিটেশন এবং প্লেনটেশন এলাকায় ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্য্যন্ত কত পরিবারকে রিহ্যাবিলিটেশন দেবার টারগট সরকারের ছিল এবং কত পরিবারকে রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার,এইটাতে আলাদা প্রশ্ন এলে এনকুয়্যারী করে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

প্রশ্ন

১) নলছড়ে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়;

৩) তকছাপাড়া ঘনিরামপাড়া পুলিশ ফাঁড়িটিতে আরো পুলিশ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি;

৪) যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ দেওয়া হবে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) তকছাপাড়া ঘনিরামপাড়া পুলিশ ফাঁড়িটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন আছে। সুতরাং আরো পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজন হচ্ছে না।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীনারায়ণ দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই তকছাপাড়া ঘনিরামপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ না থাকায় গত ১৪ই মার্চ রাত প্রায় ১১টা কি ১২টা হবে চার পাঁচটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে এবং ডাকাত দল বাড়ীর লোকজনদের প্রচণ্ডভাবে মারধর করছে। গত কয়েকদিন আগে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ এস, পি, জনগণের

সহায়তায় একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছেন। সেই কুখ্যাত ডাকাতকে জামিনে মুক্ত করে আনবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগার করবার জন্য নাকি তারা এইভাবে ডাকাতি করছে এবং এটা পুলিশের যোগসাজসে এটা করেছে বলে সেখান কার জনগণের অভিযোগ। কাজেই জনগণকে রক্ষা করবার জন্যে এবং যারা ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত এবং ডাকাতি করছে তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, এস, পি, ওয়েষ্ট-এর নেতৃত্বে পুলিশ জনগণের সহায়তায় একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছেন. কাজেই সেখানে পুলিশের সঙ্গে ডাকাত দলের যোগসাজস রয়েছে এটা সত্য নয়। তবে সত্য হচ্ছে ঐ এলাকায় সত্যি সত্যি ডাকাতি হলে পুলিশকে বলব যাতে প্রয়োজন হলে এই ফাঁড়িতে আরো পুলিশ দিয়ে উহাকে শক্তিশালী করা হয়। কারণ এই ডাকাতরা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই যে কোন সময়ে একটা অঘটন ঘটতে পারে এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীলেন প্রসাদ মলসই এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসই :—স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১১

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সাম্প্রতিককালে মিজোরামের বৈরী মিজোদের অত্যাচারে ৪০টি রিয়াং পরিবার কাঞ্চনপুর ব্লকের খেদাছড়া গাঁও সভায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে শরনার্থী হিসাবে সাহায্য করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না।

৩) যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহলে উপরোক্ত ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা

নেওয়ার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ?

উত্তর

১) ইদানিং এরকম কোন রিয়াং পরিবার খেদাছড়া এলাকায় আশ্রয় নেয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মিজোরাম থেকে ৪০টি নয় ৪৩টি পরিবার এসেছেন এবং আজকে পাঁচ ছয় মাস যাবৎ তারা সেখানে বাস করছেন। আমার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল। আমি তাদের জিগ্যেস করলাম যে, তারা কত পরিবার এবং কেন তারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তরে তারা জানালেন যে, মিজোরামে তাদের উপর মারধোর করা হয় তাই তারা সেখান থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না বা এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১২০টি পরিবার মিজোরাম থেকে খেদাছড়া দামছড়া এই সব জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং সরকার তাদের জন্য ৩৪,৯১৫ টাকা রিলিফ দিয়েছেন, রেশনের ব্যবস্থা থাকিতে করেছেন। রাজ্য সরকার এই দিকে নজর রাখছেন।

স্যার, এইটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রতিবেশী রাজ্য থেকে, বাংলাদেশ থেকে নয়, আমাদের ত্রিপুরাতে দুর্বলতর অংশের লোক আসছেন। আমি আশা করব মিজোরামের নতুন সরকার তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তাদের উপর যাতে অত্যাচার না হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে

কি না যে, খেদাছড়া, দামছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মিজোরা এসে সেখানকার জনগণের উপরে অত্যাচার করে তাদের মারধর করে। সেখানে একটা সি, আর, পি, ক্যাম্প ছিল সেটা কিছু দিন আগে তুলে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অনুমানের ভিত্তিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যা আনলে নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীদেবপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে খেদাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতে ...নপুর বি ডি, সি,-র মিটিং-এ বার বার বলা হয়েছে যে, সেখানে গরু মহিষ বা অন্য পশু পালন করা যাচ্ছেনা। কারণ সেখানে বাংলাদেশ এর বর্ডার ছাড়াও মিজোরামের বর্ডার রয়েছে। সে মিজোরামের বর্ডার দিয়েও এই পশু প্রতিদিন চুরি হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা বন্ধ করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বি, ডি, সি, র মিটিং-এও দাবী করা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রাজ্য সরকার এই মনোভাব গ্রহণ করছেন না। প্রতিবেশী রাজ্য তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মাননীয় সদস্যদের বলব সেটা রাজ্য সরকারের গোচরে আনতে। অনেক অভিযোগ আমরা অন্য প্রতিবেশীর রাজ্য থেকে পেয়েছি। আসামে আমাদের ড্রাইভাররা লাঞ্ছিত হয়েছে, মেঘালয়ে আমাদের ড্রাইভাররা লাঞ্ছিত হচ্ছে। সেখানে পুলিশ অ্যাকশান করতে পারবে না, তা নয়, তাদের উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে তাদের সরকারের উপর আমাদের আস্থা স্থাপন করতে হবে। যে সমস্যাটা আজকে এখানে সৃষ্টি হয়েছে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলি আপোষ আলোচনার মাধ্যমে মিজোরাম সরকারের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং সেইভাবেই করতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা:—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে উপজাতি অংশের জনগণের স্বার্থে এবং সম্প্রীতির জন্য ত্রিপুরা সরকার মিজোরাম সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটার সমাধান করবেন কিনা ? চিঠি পত্রের মাধ্যমে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—সমস্যাটা যদি চিহ্নিত করা হয় তাহলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে ?

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস:--এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪১

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৭৯ ও ৮০ সালের দাঙগার সংগে যুক্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত সরকারের থাকা সত্ত্বেও বাঙালীদের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত মামলা এখনো প্রত্যাহার করা হয় নি ?

২) যদি সত্য হয় তবে তার কারণ ; এবং

৩) কবে নাগাদ উক্ত মামালাগুলো প্রত্যাহার করা হবে আশা করা যায়।

উত্তর

১নং, ২নং, ৩নং প্রশ্নের উত্তর : —
১৯৭৯ ইং সনে দাঙার সঙ্গে যুক্ত মোট ২৩টি মামলার চার্জসিট দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৪টি মামলা কোর্ট থেকে নিষ্পত্তি হয় এবং বাকী ১৯টি মামলা সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙগার সংগে যুক্ত মোট ২০১টি মামলার চার্জসীট দেওয়া

হয়। পরে বিচার বিবেচনায় দেখা যায় ২৪টি মামলা ১৯৮০ সনের জুনের দাঙগার সংগে জড়িত নয়। সুতরাং এই ২৪টি মামলা জুনের দাঙগার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

জুন ১৯৮০ দাঙগার সাথে যুক্ত ১৭৯টি মামলার মধ্যে ১৩টি মামলা কোর্ট থেকে নিস্পত্তি হয় এবং বাকী ১৬৬টি মামলা সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

সুতরাং ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালের দাঙগার সংগে যুক্ত কোন মামলা প্রত্যাহারের বাকী নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বহুবার জানানো হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের দাঙগায় ১৮৭।৮০ নং এই মামলা তুলে দেওয়া হয়েছে যে মামলাতে ৮১ থেকে ৯৬ বছরের বৃদ্ধও জড়িত, তাদের কোর্টে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। হয়ত উইথড্র হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশ এখনও আসামীদের হয়রানি করছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—১৯৭৯ সালের সব মামলাই দাঙগার মামলা নয়। এখন যদি কেউ ৮০ সালের দাঙগার মামলা বলে উপস্থিত করে সেটা রাজ্য সরকারের কাছে গ্রহণ করা কঠিন। যে মামলাটির কথা বলেছেন আমি সেটা পুলিশের কাছে তদন্ত করার জন্য দিয়েছিলাম। যদি দাঙ্গার সংগে জড়িত মামলা হয় তাহলে প্রত্যাহার করা হবে। আমাদের কাছে দাঙগার সংগে জড়িত মামলা প্রত্যাহারের বাকী নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এ' স্পেসিফিক মামলাটি আর্মস অ্যাক্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দাঙগার ঘটনা আর্মস্ ছাড়া হবে, এটা তো হয় না। কিন্তু আর্মস্ অ্যাক্টে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা বিচার বিবচনা করে অতি সত্বর জানাবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই রকম কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—১৯৭৯ ইং সনে তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়ায় যে মিনি দাঙ্গা হয় উপজাতি যুব সমিতির সুখদয়াল জমাতিয়ার নামও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, সেখানে সমিতির ৭০।৭৫ বৎসর বয়সের লোককে কয়েকজন কর্মচারীসহ অ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেছে এবং তাদের জামিন দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বার বার কেন হয়রানি করা হবে এবং এটা উইথড্র করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কাকেও হয়রানি করার ইচ্ছা রাজ্য সরকারের নেই। তা হলে মান্দাই-এর মত মামলা প্রত্যাহার করা হত না। মাননীয় সদস্য যে মামলাটির কথা বলেছেন সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কত ব্যাটেলিয়ান আধা সামরিক বাহিনী দাবী করে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত ব্যাটেলিয়ান আধা সামরিক বাহিনী পেয়েছেন তাহার হিসাব।

২) রাজ্য সরকারের অধীনে এ পর্য্যন্ত সি, আর, পি, এফ ; বি, এস, এফ, টি, পি ; টি, এ, পি ; টি, এস, আর ; হোমগার্ড ইত্যাদি মোট কত ব্যাটেলিয়ান আছে তাহার হিসাব ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫ ব্যাটেলিয়ান আধা সমারিক বাহিনী (আসাম রাইফলস) চেয়ে মাত্র ২ বা ব্যাটেলিয়ান ও ৩ কোম্পানি আসাম রাইফেলস্ পেয়েছেন।

২) ক) সি, আর, পি, এফ, — ৫ ব্যাটেলিয়ান।
খ) বি, এস, এফ, — ১ ব্যাটেলিয়ান।
গ) আর, এ, সি, — ১ ব্যাটেলিয়ান।
ঘ) টি, আর, এস, — ১ ব্যাটেলিয়ান।
ঙ) টি, এ পি, — ২ ব্যাটেলিয়ান।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে কোন কোন ক্ষেত্রে হোমগার্ড এর হাতেও রাইফেল দিয়ে কাজ করানো হয় কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা অসত্য।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্তমানে এই রাজ্যে যে ৫ ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি, এফ, ছাড়াও বি, এস, এফ, আসাম রাইফেলস এবং অন্যান্য ফোর্স আছে, তা এই রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পর্যাপ্ত নয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাজ্যে সি, আর, পি, এফ, আসাম রাইফেলস্ ; বি, এস, এফ ; এবং অন্যান্য যে সমস্ত ফোর্স আছে, তাদের এক একটি ব্যাটেলিয়ানকে কতজন করে জোয়ান আছে, তার তথ্য জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য, এক একটা ফোর্সের প্রত্যেকটি ব্যাটেলিয়ানে কতজন জোয়ান নিয়ে গঠিত তার তথ্য জানতে চেয়েছেন। তিনি নিশ্চয় অবগত নন যে এক একটা ফোর্সের ব্যাটেলিয়ানে ঠিক একই ধরণের সংখ্যক জোয়ান থাকে না। যেমন সি, আর, পি, এফে কম থাকে, আবার আসাম রাইফেলসে কিছু বেশী থাকে। কাজেই কোন ফোর্সের ব্যাটেলিয়ানে যদি ১০০ অথবা ১৩০ জন করে জোয়ান থাকে, তাহলে এ্যাকচুয়েল অপারেশন প্রোফাইলে তার সব কয়জনকে ব্যবহৃত করা হয়, তা নয়, তার কম সংখ্যক জোয়ানকেও কাজে লাগাতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙখল :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার — ২৮৮।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার — ২৮৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৭ ইং মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়ার তীর্থস্থানের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হতে মং ৯০০ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে সরকার প্রতি বছর ধুমাছড়াতে মকর সংক্রাতি উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

উত্তর

১) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ৯০০ টাকা বরাদ্দ করেন নি।

২) স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এই ধরণের উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্বশাসিত জেলা পরিষদই করে থাকে। ধুমাছড়ার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সরকার হতে প্রতি বছর ব্যবস্থা করার কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে ধুমাছড়াতে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা করা হয়। এটা এই বছর থেকে হচ্ছে তাও নয়, বিগত তিন বছর ধরে সেখানে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হচ্ছে এবং সরকারী ভাবে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে. এটা আমি ভাল ভাবেই জানি। মেলা উপলক্ষে সেখানে যে স্থানীয় কমিটি তৈরী করা হয় সেই কমিটিই সরকারকে সহযোগীতার করার জন্য প্রস্তাব রেখেছে। গত ২৮-১-৮৭ ইং তারিখে ছা-মনু ব্লকের বি, ডি, সির মিটিং এ বি, ডি. ও বলেছেন যে মেলা উপলক্ষে ২,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং এই জাতীয় একটা উৎসব

যখন গত তিন বছর ধরে সেখানে হয়ে আসছে সরকার এর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নেনেব কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে বলেছি যে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এর জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নি। এই ধরণের উৎসবের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন একটা নিউক্লিয়াস বাজেট থাকে এবং সেই নিউক্লিয়াস বাজেটের অর্থ এস, ডি, ও, ও বি, ডি. ওদের কাছে প্লেস করা থাকে। যেহেতু এখানে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে উৎসব করা হয়, মেলা করা হয়, সেহেতু তীর্থস্থান হিসাবে অন্যান্য স্থানের জন্য যা কিছু করা হয়, এটার জন্যও তা বিবেচ্য হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৩০৯।

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৯।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের উপজাতি জুমিয়াদের জুম কাটার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ? এবং

২) থাকিলে, প্রতি পরিবারকে কত টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) জুম কাটা অর্থাৎ হার্ভেস্টিং এর জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন স্কীম নাই।
২) তাই প্রশ্ন উঠে না। তবে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন যে সব জুমিয়া আছে, তাদের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ধরণের একটা স্কীম রূপায়ণ করা হচ্ছে এবং যারা জুম করেন, তাদের পরিবার পিছু সেই স্কীম অনুযায়ী ৩০০ টাকা করে দেওয়ার সংস্থান আছে। যে ৩০০ টাকা তাদের দেওয়া হয় নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়,

যেমন ঃ—

১) যাদের দুই একরের মত জুম ধান লাগাবার জমি আছে, তাদের জুমের বীজ রোপনের জন্য ৯০ টাকা দেওয়া হয়।

খ) প্রথমবারে জুম বাছার জন্য দেওয়া হয় ১২০ টাকা।

গ) দ্বিতীয়বারে জুম বাছার জন্য দেওয়া হয় আরও ৯০ টাকা। এছাড়া বর্তমান আর্থিক বছরে ১১,৩৮৯টি জুমিয়া পরিবারের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে এবং ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য ১৬,৩৩টি জুমিয়া পরিবারের জন্য আরও ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কক-বরক

রবীন্দ্র দেববর্মাঃ—মাননীয় মন্ত্রী সাকালাইখা যে, আব একটা ডিসট্রিক কাউন্সিল রাংরৗজাক। স্ব-স্বাশিত জেলা পরিষদ তৗংমানি সাকাও বচৗং নগখা যে বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে হুগ' তাংনানি বাগৗই হুগনানি বাগৗই, ৩০০ টাকা খৗলাই রৗজাগ। আবনি পরে বন্ধ খৗলাই স্ব-স্বাশিত জেলা পরিষদ ৩০০ টাকা খৗলাই হুগ' তাংনানি বাগৗই রৗজা। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, চৗংনৗগখা যে, যখন হুগ' তাংনানি তৗনয রৗমানি সাকাং হুগসে তাংয়া তৗনায়, হুগ' তাংনানি তৗনয় রৗঅয় আব কোন সামুং নাংযা। যার কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা খৗলাই-নাদে যে, হুগ' হুগনানি বাগৗই বাং রৗঅয় বরকন সাহায্য খৗলাইনাদে? হুগ'নি মাইচৗলাই অবর ঠিক সময় রৗজাকনাইদে? হুগনি মাইচৗলাই চৗং রৗজাকমানি নাগখা যে, হুগ ঠিক, পাইমানি জরা' তৗগনি মাই চৗলাই রৗজাগ'। আর খৗলবাচৗলাই, সিপিং বাচৗলাইব মাই রৗমানি জরা' সে রৗজাগ'। আবন পরিবর্তন খৗলাইনানি সরকারনি কোন পরিকল্পনা তংদাতং?

বঙ্গানুবাদঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখানে একটা ডিসট্রিক কাউন্সিলের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। স্ব-স্বাশিত জেলা পরিষদ গঠন হওয়ার আগেও আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর জুম বাছাই ও জুম কাটার জন্য ৩০০ টাকা

করে দেওয়া হয়। এরপর এটাকে বন্ধ করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ৩০০ টাকা করে জুম বাছাই করার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, জুম বাছাই করার জন্য যে সাহায্য দেওয়া হয় অথচ এর আগে জুম বাছাই করা হয়না। এ রকম হলে জুম বাছাই করার জন্য সাহায্য দিয়ে এটা কোন কাজে লাগেনা। যার কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি না যে জুম কাটার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করা যায় কি না? এবং জুম বীজ ও ঠিক ঠিক সময় দেওয়া হবে কি না? জুম বীজ দেওয়া ও আমরা দেখেছি যে, জুম চাষ শেষ হওয়ার ঠিক প্রাক মুহূর্তে জুম বীজ দেওয়া হয়। এটাকে পরিবর্তন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন উঠিয়েছেন, তার সবটা ঠিক নয়। কারন জুম কাটার জন্য স্ব শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের আগেও টাকা দেওয়া হত না, জুম বাছার জন্য দেওয়া হত। এখন যেহেতু জুম অঞ্চলটার সবটাই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অধীন, তাই তার অধীন প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। আর জুম লাগানোর জন্য সরকারের কোন বরাদ্দ নেই, এটাও ঠিক নয়। কারণ সময় মত জুমিয়াদের জুমের বীজ ধান সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেকটি ব্লকে টাকা প্লেস করা থাকে। যখন জুমের ধান উঠে, তখনই জুমের বীজ সংগ্রহ করার জন্য ব্লক অফিস থেকে টাকা দেওয়া হয় এবং সেই টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্যাক্স ও ল্যাম্পসের মাধ্যমে জুমের বীজ সংগ্রহ করা হয়। হয়তো জুমের বীজ দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা দেরী হতে পারে, তবে সেটা ব্যাপক কিছু নয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেহেতু এ. ডি. সি, এফেয়ার্সের মিনিষ্টার, এটা জানা আছে কি ১৯৭৮ সালের যে সেনসাস সেই সেনসাস অনুসারে জুমিয়াদের সংখ্যা হল ১০ হাজার, এটা এখন বেড়ে প্রায় ২০ হাজার হয়েছে। এই দিক থেকে তাদেরকে জুম চাষের জন্য ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। দেউ রিজার্ভ এটা সি, পি, আই এম-এর গাঁও সভা সেখানে দুইশো পরিবারের মধ্যে মাত্র একশো পরিবারকে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গাঁওসভা সেই টাকাকে কমিয়ে ১৫০ করে দিয়েছে। কাজেই সরকারী সাহায্য যাতে প্রত্যেকটা পরিবারকে কাভার করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সাহায্য দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যালটমেণ্টের টাকা সি, পি, আই, এম গাওসভা হিসাবে দেওয়া হয় না। দলমত নির্বিশেষে সকলকেই এই টাকা দেওয়া হয়। সব জুমিয়া পরিবারকে দিয়ে কাভার করা সম্ভব নয়। তবে সবচাইতে দুস্থ পরিবার-গুলিকেই দেওয়া হয়। বাজেটে প্রোভিশন আরেকটু বাড়াতে পারলে এটা পুরণ করা সম্ভব হতে পারে।

সাপ্লী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জুমিয়া যারা তারা সবাই দুস্থ তাদের মধ্যে সবচাইতে বলার কোন প্রয়োজন আছে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে প্রত্যেক ব্লকেই প্রায় ৫০ শতাংশ দুস্থ জুমিয়া পরিবার আছে? তারা জুমের বীজ এবং সরকারী সাহায্য সময়মত না পেলে চাষ করতে পারে না। এগুলি সময়মত দেওয়ার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেট কোয়েশ্চন নং ৩১৮, ট্রাবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১৮।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বর্ষে কতজন উপজাতী গরীব লোককে তাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এস, টি, কর্পোরেশন থেকে সহায়তা করা হয়েছে।

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে কতজনকে সহায়তা করার টার্গেট ছিল; এবং

৩) যদি টার্গেট অনুযায়ী সহায়তা করা না গিয়ে থাকে তবে তার কারণ?

উত্তর

১) ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২,৭৮৭ পরিবারকে সাহয়তা করা হয়েছে

২) ৪,০৬৫ জনকে সহায়তা করার টার্গেট ছিল।

৩) ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের শেষে লক্ষ্যমাত্রার কত শতাংশ পূরণ করা সম্ভব হল বলা যাবে। এখনই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কর্পোরেশনের এলাকা উপজাতীদের মধ্যে এক্সটেনশন করার পদ্ধতি কি এবং এই ব্যাপারে কি কি নিয়ম-কানুন আছে?

শ্রীদশরথ দেব : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কর্পোরেশনের যারা বেনিফিশারী তাদের অধিকাংশই ল্যাম্পস এবং প্যাকসের অন্তর্ভুক্ত সদস্য। ল্যাম্পাস এবং প্যাক্স থেকে সিলেকশন হয়ে আসলে ব্যাংক এবং কর্পোরেশন উভয়েই বেনিফিশারী সংখ্যা স্ক্রুটিনি করেন। ইনডিভিজুয়েলের ভিত্তিতে টাকা দিতে গেলে ব্যাংক টাকা পয়সা দিতে দেরী করে। ফলে ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের টার্গেট পৌঁছতে অসুবিধা হয়। আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে যে গাঁওসভা লিস্ট পাঠাতে দেরী করে এবং এই লিস্ট এলে ব্যাংক এবং কর্পোরেশন উভয়ে যৌথ সমীক্ষা করেন। অনেক সময় দেখা যায় ল্যাম্পসও নাম পাঠাতে দেরী করে। এই সব সমীক্ষা করে ব্যাংক অনেক সময় টাকা দিতে দেরী করে। এই সমস্ত অসুবিধা আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ইনডিভিডায়েল মেমবারশীপ দেওয়া হয় না যার ফলে আর্থিক সাহায্য শতকরা ৫৫ শতাংশের বেশী পায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, যে সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্স ডিফলটার তাদের জন্যই বেনিফিশারীরা লোন পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হন? এটা বি, ডি, সির মিটিংএ আলাপ আলোচনা হয়েছিল যে গাঁওসভা থেকে যথা সময়ে লিষ্ট দেওয়া হয় নি একথা ঠিক নয়। অনেক আগে নাম পাঠান সত্বেও তা কার্যাকরী হচ্ছে না। কাজেই সিড্যুল কাস্টস্ কর্পোরেশনের মত ডাইরেক্ট ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, একথা ঠিক নয় যে, ল্যাম্পস্‌গুলি ডিফল্টার হলেই সেই ল্যাম্পসের সদস্যরা টাকা পায় না। এই রকম একটা ধারণা প্রথমে ছিল, এবং ব্যাঙ্কের আপত্তিও ছিল। তবে ধাপে ধাপে ব্যাঙ্ক ফিন্যান্স এবং কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়, একটা পার্টিকুলার ল্যাম্পস্‌ ডিফল্টার হলেও সেই ল্যাম্পস্‌-এর সদস্যের যদি অন্য কোন ব্যাঙ্কে ঋণ না থাকে, তাহলে তাঁকে ঋণ দেওয়া হবে এটাই সিদ্ধান্ত, এই নীতিই চালু হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, তাতে আমি বলতে পারি, সিডুল্ড কাষ্টস্‌দের একটা সুবিধা আছে. এতে ব্যাঙ্কও উৎসাহিত ওদের ইণ্ডিভিজুয়াল দিতে। তবে ডিফল্টার হলে এরাও পায় না। ট্রাইবেলদের ইণ্ডিভিজুয়াল লেভেলে দেওয়ার কথা আমরা চিন্তা করছি। আমাদের যখন বোর্ড হবে তখন আমরা আবার বিবেচনা করব, ইণ্ডিভিজুয়াল দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ইণ্ডিভিজুয়াল কারোকে দেওয়া হয় না। মূলতঃ, ক্লাস্টার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত থেকে নাম ঠিক করে দেয়। আমি একটা পার্টিকুলার কেসের কথা বলছি। এতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বুঝতে পারবেন, ইণ্ডিভিজুয়ালও দেয়া হচ্ছে। কিল্লা অঞ্চলে পঞ্চায়েত থেকে নাম নির্বাচন করা সত্বেও আজ পর্যান্ত তাদের লোন দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেখানকার এক গ্রাম্য টাউট কারো কারো কাছ থেকে ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, হাজার টাকা নিয়ে গ্রামীন ব্যাঙ্কে নাম পাঠায় এবং তারা অলরেডি টাকা পেয়ে যায়। সবগুলিই হচ্ছে ইণ্ডিভিজুয়াল কেইস। ব্যাপারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনা আমার জানা নেই। তবে আমরা খবর নিয়ে দেখতে পারি। এতদিন পর্যন্ত আমরা কর্পোরেশন থেকে ল্যাম্পস্‌সের মেম্বারের ভিত্তিতে লোন দিচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের ডেভলাপমেন্ট করার জন্য। আর ইণ্ডিভিজুয়াল যদি কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা ঘটতে পারে। তথাপি আমি বিষয়টি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—০২২।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৩২২।

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৩২২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে-সমস্ত বেকার যুবকদের ষ্টেনোগ্রাফার পদে নিয়োগের জন্য সম্প্রতি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে তদনুযায়ী তাদের নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২৮-৬-৮৬ ইং তারিখে ষ্টেনোগ্রাফার চাকুরীতে নিয়োগের জন্য যে ২৩জন প্রার্থীর নামের তালিকা পাঠাইয়াছিলেন সরকার সেই তালিকা গ্রহণ করিতে অসমর্থিত হওয়ায় উক্ত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, এই যে ২৩ জনের কথা বলছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের নাম প্রেরণ করেছেন তাদের সরকার থেকে কেন নিয়োগপত্র দেওয়া হল না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সুপারিশ তা সরকার মানতে বাধ্য নন। এই সুপারিশের মধ্যে কিছু অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে সে জন্য এই প্যানেলটি সম্যক বাতিল করে নতুন প্যানেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে তৈরী করতে বলা হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার :—স্যার, এই যে নামের তালিকাটি সরকার গ্রহণ করেননি, তার পরবর্ত্তী সময় যে সংখ্যক ষ্টেনোগ্রাফার নেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সরকারের এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে নূতন করে যাতে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ করা হয় এবং তার

পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইন্টারভিউ নিয়েছেন কি? যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে কোন প্যানেল তৈরী করেছেন কি? করে থাকলে সেই প্যানেল অনুযায়ী নূতন চাকুরী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: স্যার, একটি সম্পূর্ণ নূতন প্যানেল ৫০ জন কেনডিডেটের নাম দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাঠাতে বলা হয়েছিল সরকার থেকে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাত করেনই নি এবং, পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, যা তারা দিতে পারেন না। একটি কেস্‌ও কোর্টে হয়েছিল। শ্রীমতী মমিতা মজুমদার তিনি কোর্টে একটি কেস্‌ ফাইল করেছিলেন। ডেট অব হিয়ারিং ঠিক হয়েছিল। যেহেতু গভর্ণমেন্ট প্যানেলটি গ্রহণ করেন নি তার জন্য তিনি কেইসটি প্রত্যাহার করেন এবং কেস্‌ ড্রপড থাকে। তারপরও আমরা আশা করেছিলাম, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারের কাজ-কর্মে বাধার সৃষ্টি করবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্যানেল তৈরী না করে বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের কাজ কর্মে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা আশা করব, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এটা থেকে বিরত থাকবেন, এবং সরকারের কাছে নূতন নামের প্যানেল পাঠাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে বলেছিলেন, এবং যারা পরীক্ষায় পাশ করেছিল সেই সমস্ত সফল প্রার্থীদের বলেছিলেন, মামলা মিটে গেলে তাদের কথা বিবেচনা করা হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই রকম আশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের দিয়েছিলেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ রকম কোন আশ্বাস দেন নি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেড়িয়েছিল, এবং মুখ্যমন্ত্রী তার বিরোধীতাও করেন নি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—"দৈনিক সংবাদে" বেড়িয়েছিল। বিরোধীতা করতে হলে দৈনিক সংবাদের সব সংবাদই বিরোধীতা করতে হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আমার কাছে আপনার লিখিত প্রতিশ্রুতির কপি আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা জানেন, এই মামলা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার সঙ্গত কারনেই এই প্যানেল গ্রহণ করেন নি। মামলা চলা কালে সরকার কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। যেহেতু মামলাটি ড্রপড হল, সেই জন্য সরকারের পক্ষে নূতন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হল। নূতন সিদ্ধান্ত হলো, ফ্রেশ প্যানেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দিতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এটা দিতে বাধ্য। নূতন প্যানেল তৈরী না করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর অফিসকে অমর্য্যাদা করছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার মানতে বাধ্য নন। এটা যে কোন রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের কাছে মাননীয় বিরোধী নেতারা জেনে নিন যদি না জানেন। কাজেই এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে যে অসহযোগিতা করছেন সে রকম কোন রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনই রাজ্য সরকারের সঙ্গে করতে পারেন না।

শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—এটা কি ঠিক যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে পরীক্ষা নিয়েছিলেন সেই পরীক্ষা বাতিল বলে রাজ্য সরকার ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারের মতের সঙ্গে অনৈক্য মত পোষণ করেন যার ফলে নূতন করে প্যানেল তৈরী করতে বলায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন তা অস্বীকার করেন। এটা ঠিক, রাজ্য সরকার যেকোন সময় যেকোন প্যানেল বাতিল করতে পারেন। আর এটাও কি ঠিক, রাজ্য সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নেবার পদ্ধতির ব্যাপারে বলার কোন অধিকার নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার মতামত দিতে পারেন কিন্তু সে মতামত রাজ্য সরকার মেনে নিতে বাধ্য নন। দ্বিতীয়তঃ এই প্যানেল যা করা হয়েছিল তা বাদ দিয়ে ফ্রেশ প্যানেল করার কথা বলা হয়েছিল। কাজেই, নূতন প্যানেল করার যে দায়িত্ব রাজ্য সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দিয়েছেন সেই

দায়িত্ব তিনি পালন করছেন না বলে আমাদের অভিযোগ। আমি আশা করব, পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

মিঃ স্পীকার : -মাননীয় সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার : -এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন।

শ্রীমানিক সরকার : -স্যার আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে—

"১২ই মার্চ মান্দাইগামী টি, আর, এস ৫৮৫ নং বাসে প্লাষ্টিক ব্যাগে একটি টাইম বোমা ও কিছু পোষ্টার পাওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এক্ষুনি এ সম্পর্কে বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১২-৩-৮৭ ইং সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শ্রীজীবন রায়, পিতা মৃত অমরচাঁদ রায়, নারায়ণপুর, পি এস, এয়ারপোর্ট, টি, আর, এস ৫৮৫ গাড়ীর মালিকের ছোট ভাই, সঙ্গে শ্রীসুবোধ দাস, পিতা অতুল দাস, রাণীরবাজার, ঐ গাড়ীর হেল্পার তারা একটা প্লাষ্টিক ব্যাগ নিয়ে এসে থানায় উপস্থিত হন যার মধ্যে তারা এ্যাকসনের কিছু থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন এবং সঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা কিছু শ্লোগান আছে

"মান্দাই হত্যার প্রতিশোধ চাই"। রিপোর্টে তারা বলেছেন যে ১২-৩-৮৭ইং তারিখে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় টাউন বাসে মান্দাই থেকে কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়ে খয়েরপুরে এসে এই ব্যাগটা বাসের মধ্যে দেখতে পান। তারা মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলেন এই ব্যাগ কার? কিন্তু কেউ এগিয়ে আসলো না এই ব্যাগ আইডেনটিফাই করতে। তারপর তারা আগরতলায় এসে পূর্ব থানায় রিপোর্ট করলেন যে নিশ্চয়ই এটা অভিসন্ধিমূলক কোন বাক্স। তারপর এ্যাক্সপার্ট দিয়ে তদন্ত করানো হয়। এই ইনভেষ্টিগেশান ১৫৭ ধারায় সি, আর, পি, সি অনুসারে এস, আই শ্রী আর, এম. মালাকার করছেন। এই বাক্সের ডেস্ক্রিপশান হচ্ছে—প্লাইউডের বাক্স, একটা টাইম পিস দুইটা তারের সঙ্গে যুক্ত দেখলে মনে হয় একটা সুইচ আছে। আর যেসব শ্লোগান লেখা ছিল সেগুলি আমি পড়ে দিচ্ছি –

১) বঙ্গ জাগরণী বাহিনী এখন থেকে বাঙ্গালীস্থান মুক্তি বাহিনী নামে পরিচিত হল বাঙ্গালীস্থান মুক্তি বাহিনী জিন্দাবাদ ৯টি।

২) মান্দাই বাঙ্গালী হত্যার প্রতিশোধ বাঙ্গালী মুক্তি বাহিনী জিন্দাবাদ-১১টি।

৩) মান্দাই বাঙ্গালী হত্যার প্রতিশোধ বাঙ্গালীস্থান মুক্তি বাহিনী জিন্দাবাদ-৪টি।

৪) আমরা চাই বাঙ্গালী স্থান বাঙ্গালীস্থান মুক্তি বাহিনী জিন্দাবাদ-৮টি।

স্যার, এই বাক্স সম্পর্কে আমরা তদন্ত করছি। এর পরে এ সম্পর্কে কায়দায় যদি কোন তথ্য আমরা পাই সেটাও হাউসের সামনে উপস্থিত করব। এই ধরনের একটা হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম। আর একটা মেজরিটি কমিউনিটির পক্ষ থেকে এই ধরণের শ্লোগান দেওয়ার অর্থ হচ্ছে মাইনরিটি কমিউনিটিকে আতংকিত করা। এটা টি, এন, ভির চেয়েও খারাপ।

শ্রীমানিক সরকার :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আগরতলা শহরে "আমরা বাঙ্গালী" দলের নামে কিছু দেয়াল-লিখন হচ্ছে। দাবী হচ্ছে আগামী ১লা এপ্রিল কালা দিবস পালন করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে ষষ্ঠ তপশীল প্রবর্তনের প্রতিবাদে। এই দেয়াল লিখন এবং কালা দিবস পালন আহ্বানের মধ্যে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে

উত্তেজনা সৃষ্টি করে আরেকটা দাঙ্গার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, সারা দেশে এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মদত নিয়ে বিভিন্ন বিভেদকামী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা কোন শক্তির কাজ এটা পুলিশকে বের করতে হবে আমি রেডিলী বলতে পারছিনা যে, এটা "আমরা বাঙ্গালী"র কাজ বা কংগ্রেস (আই কাজ, বা সংখ্যাগুরু অন্যান্য সংগঠনের কাজ। তদন্ত সাপেক্ষে আমি এই ধরনের মন্তব্য করতে চাই না। আমরা বাঙ্গালী শ্লোগানের সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চয়ই পরিচিত। এই টাইম বোমাটি সম্পর্কে পুলিশ বলেছে—এটা এক্সপ্লোসিভ করলে ১৭।১৬ জন লোক মারা যেতো। কাজেই এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। আমরা কলকাতা থেকে এক্সপার্ট আনছি যারা এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং খুঁজে বের করা হবে কারা এই বাঙ্গালীস্থান মুক্তি বাহিনী।

শ্রীজওহর সাহা—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এতে আমরা এই-টুকু উদ্বিগ্ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্যোক্তা, যার সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতির শ্লোগান তুলে ভারতবর্ষের সংহতিকে দুর্বল করতে চায় এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যারা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করতে চায় রাজ্যের এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা এই রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—রাজ্য সরকার কোন সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করতে পারেন না। তার একতিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের।

শ্রীমতিলাল সাহা : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে বোমার কথা মাননীয় মন্ত্রী বললেন এটা কি আমাদের, নাকি আদার কান্ট্রির এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, রাজ্য সরকারের বে-আইনী করার কোন রকম অধিকার যদি না থাকে তাহলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বে-আইনী ঘোষণা করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা এই রাজ্য সরকারের আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, অদ্ভুত প্রশ্ন, বোমাটা কে তৈরী করলো তাকে খুঁজে বের করতে পারা গেল না, তাকে বে-আইনী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করা, কি অবান্তর এবং দায়িত্বহীন প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করতে পারেন ? আশ্চর্য্য !

সুধীররঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা গেল ঐ টি. এন. ভির মতো আর একটা সংস্থা জন্ম নিয়েছে। আমরা জানি অন্ততঃ কোন কিছুই হাওয়ায় গড়ে উঠে না, এই রাজ্যে একটা সরকার রয়ে গেছে যার হাতে এই সমস্ত খবরাখবরের লোক রয়ে গেছে, সেই যে সংগঠন আমি বলবো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ কি কোন খবর দিয়েছেন ? আর না দিলে এই যে সংগঠন জন্ম নিল এখানে কোথায় জন্ম নিল, কিভাবে জন্ম নিল সেই সংগঠন, এইযে তার ইনএফিসিয়েনসি সেটা প্রামাণিত হয়েছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা মনেকরেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, যত দিন পর্য্যন্ত ওরা এই রাজ্যে থাকবেন কতদিন পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফাইট করা পারা যাবে না, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা পারা যাবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে ৪টি রেফারেন্স আছে। গত ১০,৩,৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ১৩, ১৪ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ইং আগরতলা অনুষ্ঠিত সম্মেলন ত্রিপুরা নাথ সহ অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবীতে এবং মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কর্তৃক কার্যকরী করার দাবী সম্পর্কে ?"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ছয় বছর আগে মণ্ডল কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে দেশের ৩৭০০টি গোষ্ঠীকে পশ্চাদপদ বলে চিহ্নিত করা হয়। ইহা দেশের সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ। এর সাথে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির জন সংখ্যা যদি ধরা যায়, তাহলে তা হবে জন সংখ্যার আরো শতকরা ২২.৫ ভাগ। এর অর্থ হলো-জন সংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ হয় তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি অথবা অনগ্রসর জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে এই বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর করার দায়িত্ব হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার সে দায়িত্ব গ্রহণ না করে তা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন রাজ্য সরকারের হাতে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অনগ্রসর বলে চিহ্নিত জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বড় অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য তাদের অতিরিক্ত সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য। রাজ্য সরকার মণ্ডল কমিশনের সঙ্গে একমত যে, সমস্যাটির সমাধান প্রধানতঃ আমূল ভূমি সংস্কারের উপর নির্ভরশীল যার দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ তা না করছেন, রাজ্য সরকারকে এই জনগোষ্ঠীকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সে দায়িত্ব তাদের নিতে হবে।

ত্রিপুরায় কেবলমাত্র তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু আছে। জনসংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগ তপশীলি উপজাতির শতকরা ১৫ ভাগ তপশীলি জাতির অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া প্রাক্তন সৈনিক ও প্রতিবন্দীদের জন্যও আসন সংরক্ষিত আছে শতকরা ৪ ভাগ। সুপ্রীম কোর্ট মনে করেন কোন রাজ্যে চাকুরী বা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট শতকরা ৫০ ভাগের বেশী সংরক্ষিত রাখা সমুচিত নয়। বাস্তব অবস্থায় ইহাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক সংকটের চাপে সরকারী চাকুরীর সুযোগ যেভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, তাতে সংরক্ষণের সংখ্যা যতই বাড়ানো হোক

না কেন, তাতে খুব অল্প সংখ্যক গরীবই সুযোগ পেতে পারেন। তবুও সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগোষ্ঠীর এই অসম বিকাশের সুযোগ নিয়ে এক দল স্বার্থন্বেষী নেতৃত্ব নিজেদের 'অনগ্রসর পন্থী' ও 'অগ্রসর পন্থী' পরিচয় দিয়ে অনগ্রসর শ্রমজীবি মেহনতির মানুষের মধ্যে, ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সম্প্রীতিতে প্রচণ্ড বিভেদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছেন। গুজরাটে তারা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঙ্গা বাধিয়েছেন. অন্ধ্রতে তারা তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, কর্ণাটকে শতকরা ৯০ ভাগের বেশী সংরক্ষিত পদ ঘোষণা করে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃস্টি করেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সংরক্ষণের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে বর্ণে বর্ণে, ধর্মে ধর্মে, প্রচণ্ড বিরোধ সৃস্টি করেছেন। কোথাও কোথাও বুদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বীদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে, দেশের সমগ্র জাতির সংহতি আজ বিপন্ন।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার যে নীতিতে পরিচালিত তাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়তে পারছেন। যারা তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির অন্তর্ভূক্ত নয়, আগামী এপ্রিল মাস থেকে সেই সব ছাত্রও বুকগ্রান্ট ষ্টাইপেণ্ড পাবেন যদি তাদের পরিবারের আয় বছরে ৭ হাজার টাকা বা তার কম হয়। তথাকথিত অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ গ্রামীন কারিগর। তাদের জন্য ব্যাপক স্বনির্ভর পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে, যাতে রাজ্য সরকার প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা অনুদান দেবেন এবং ৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের ঋণ সংগ্রহ করে দেবেন। এদের মধ্যে আছেন—তাঁত শিল্পী, কর্মকার, কুম্ভকার, কাষ্ঠ শিল্পী, খোর শিল্পী, বাদ্যকর ইত্যাদি। যারা কৃষিতে অনগ্রসর সেই দুর্বল অংশের কৃষিজীবিদের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভর্তুকি দিয়ে সার ও বীজ সরবরাহ করার, ফলের চাষ, রাবার চাষ প্রভৃতিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার। তাদের মধ্যে যারা গৃহহীন, ভূমিহীন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তারা জমি বন্দোবস্ত ও গৃহ নির্মাণের অনুদান পাবেন। এর মধ্যে আছেন কপালী, ঝাড়ুজীবি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দুর্বল কৃষিজীবি প্রভৃতি। চাকুরীর ক্ষেত্রে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তাতে সংরক্ষিত আসনের পরেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের। এই নীতি যাতে সঠিকভাবে কার্য্যকরী করা হয় তার উপরে নজর রাখা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন এবং তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবি, তাই বামফ্রন্ট

সরকারের কর্মসূচী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। উন্নয়নমূলক কাজের শতকরা ৯০ ভাগ সুফল তারা পৌছে দিচ্ছেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা দুর্বলতম সেই অংশের কৃষিজীবি মানুষের কাছে। ত্রিপুরায় ধর্মের প্রশ্ন, জাতের প্রশ্ন উপজাতির প্রশ্ন কোন দিনই এই শ্রমজীবি জনগণের ঐক্যকে দুর্বল করতে পারে নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে কংই-র কিছু নেতা, উপজাতি যুব সমিতি, নকশাল পন্থী প্রভৃতিদের সহযোগিতায় ইদানিং ও-বি-সি-র পতাকা তলে তাদের সমবেত করার চেষ্টা করছে। গত ১৩, ১৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাদের নেতারাই আগরতলায় নাথ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে তার পরদিনই রাজ্য কংগ্রেস (ই) সভাপতি অভিনন্দন জানান। যদিও কংগ্রেস-এর ৩০ বছর শাসনে তারা তাদের জন্য প্রায় কিছুই করেন নি। রাজ্য সরকার মনে করেন—এটা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার আর একটি উদ্যোগ। শ্রমজীবি জনগণ এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ: —স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শুধু সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের দিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন। তবে কেন্দ্র কেন দেন নি? মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা এবং জানাবেন কিনা ১৯৮১ ইং এর ১৪ই আগষ্ট ভারত সরকার সংবিধানে প্রত্যেক রাজ্য সংবিধানের ৩০৪ ধারা বিধানমতে কমিশন গঠন করা এবং ওবিসিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন করলেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? তিনি বলছেন, এইগুলি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিতেছেন। কর্ণাটক এবং তামিলনাডুতে ইলেকশানের আগে সেখানে দিয়েছেন দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। মাননীয় মন্ত্রী এইকথা বললেন কিনা যে আমাদের সংবিধানের নিয়ম অনুসারে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা সরকারের চীফ সেক্রেটারী এস, আর, শংকরণ ২৩-৯-৮২ ইং তারিখে যে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারকে তার যে উত্তর দিয়েছিলেন তার নাম্বার বলে দিচ্ছি, এই চিঠিটা মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি নিতে পারেন। এই চিঠিটার নাম্বার হল টি ডব্লিউ। ৬-৪ (বি সি)-৭৭ পত্রে মণ্ডল কমিশনের যে সুপারিশ মেনে নিয়েছিলেন। এই বিধানসভায় বিগত ৬-৯-৮৬ ই

তারিখে মন্ত্রী মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে সমর্থন করেছেন এবং বামফ্রন্ট কমিটিও সেটা সমর্থন করেছেন। আজকে যদি বাধা থাকে। তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দেননি বলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সেটা প্রশ্নই উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার ক্লারিফিকেশান বলুন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এও জানাবেন কিনা যে ও,বি,সিকে চিহ্নিত না করে কিভাবে বামফ্রন্ট সরকার আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে, বাজেট করেছিলেন প্ল্যানিং মেশিনারি এস. টি এস, সি এবং এই ওবিসিদের জন্য ৫ কোটি ৭০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা যোজনা বরাদ্দ হয়েছে এবং এই ও, বি, সিকে চিহ্নিত না করে কিভাবে টাকা খরচ করলেন ? ও, বি, সিকে চিহ্নিত না করে যদি খরচ করেন তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী কিনা এবং এই টাকা আত্মসাৎ করেছেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিজেই ভুলে যাচ্ছেন নিজে কি বলছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এইকথা বলেননি আমরা এস, টি. এস, সির জন্য আমরা সবকিছু করছি আর কারো জন্য কিছু করছিনা এইটা ঠিক নয়। এখানেও বলিনি। বক্তব্য হচ্ছে যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট একটা কমিশন গঠন করতে বলেছেন। এখানে বলতে পারতেন, আপনারা কেন কমিশন গঠন করলেননা ? কমিশন গঠন না করে কাউকে চিহ্নিত করা যায়না। ১০৭টা নাম লিস্টে আছে। কে ঠিক করবে ? প্রশ্ন হচ্ছে, কমিশন কেন গঠন করা হলনা ? কমিশন গঠন আমরা এইজন্য করিনি যেহেতু এরা দুর্বল অংশের মানুষ এইসব তথাকথিত ও, বি, সি যারা এদের দ্বারা চিহ্নিত, তারা সবাই এই রাজ্যের আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। এমনকি চাকুরীর ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্ব পাচ্ছেন। এই রাজ্য অন্যান্য রাজ্যের মত নয়। পশ্চিম-বাংলা এবং ত্রিপুরা এই দুই জায়গায় তারা মনে করছেন যে এইটা চিহ্নিত করা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার সামিল, যারা শ্রমজীবি মানুষ তাদের অনৈক্যের সৃষ্টি করার সামিল। উদ্দেশ্য প্রমোদিতভাবে স্বার্থন্বেষী লোক যারা তারা এইটা করতে চাইছেন।

অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখি এর ভয়াবহ চেহারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু পশ্চিমবাংলা, তাদের সামনে এই প্রশ্নটি এসেছিল—

Government of West Bengal set up a committee on August 1st, 1980 to study whether it was necessary to invcke the powers vested in the State Government under Article 15 (4), 16 (4) and 29 (2) read with 15 (4) of the constitution, In its report submitted on August 30th, 1980 the Committee recommended that poverty and low levels of living standards rather than Caste should in our o inion, be the most important criteria for identifying Backwardness." যারা বাংলা বুঝেন না তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কে ব্যাকওয়ার্ড. কে ব্যাওয়ার্ড না তার অর্থকরী পরিস্থিতি দিয়ে বিচার করতে হবে। তারা কোন কাস্ট, সেটা কোন বড় কথা নয়।

It also recommended that the identipication of occupational grops as backward and formulation of comprehensive programmes for the economic devolopment of these groups who are below the poverty line. যারা পোভারটি লাইনের নীচে আছে তাদের জন্য অর্থনৈতিক কি কি সুযোগ সুবিধায় রিলিফ দেওয়া যায় সেটা কার্যকরী করা দরকার।

The committee was against reservation of quotas in Government services for Backward Classes,

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের রিজার্ভেশান সারভিসে রাখতে রাজী হয়নি।

The report of the committee has been accepted by the West Bengal Government to to, এখানে আমরা যারা বিলো পোভারটি লাইন. তাদের রক্ষা করা আমাদের সমস্ত বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর সামনে আমরা তৈরী করছি। মোষ্ট অফ দি বেনিফিটসগুলো সো-কল্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস।

কাজেই তাদের আলাদা করে কাষ্ট ভিত্তিক চিহ্নিত করে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে

যারা নেতৃত্ব দিতে চান তাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার একমত নন, তারা শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যকে যে-কোন উপায়ে রক্ষা করবেন। এই সব উস্কানী-মূলক যে সংগঠন তারা নাথ শ্রমিকদের যে অন্যান্য সংগঠন সেগুলিকে যতই চেস্টা করুন না কেন তার মধ্যে দিয়ে কিছু ভোট কোচিং-এর তারা চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরার শ্রম-জীবি মানুষ তাকে সমর্থন করবে না।

শ্রী ধীররঞ্জন মজুমদার :—স্যার, এখানে যেটা ও বি সির ব্যাপারে যে প্রশ্নটা, ইট ইজ এ কনষ্টিটিউশান্যাল অব্লিগেশন. কনষ্টিটিউশান এই দায়িত্ব সরকারের হাতে দিয়েছে যে, সোসিয়েলী এ্যাণ্ড কালচারেলী, একটা ইকনমিক আছে তার সঙ্গে একটা ফেকটার, মেইন ফেকটার হচ্ছে এখানে সোসাল এণ্ড এডুকেশান্যাল. ব্যাকওয়ার্ড সেই জন্য আরটিকাল ৩০৪-এ সেখানে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি কমিশন তৈরী করবেন এবং সেই অনুসারে কমিশন তৈরী করা হয়েছে, সেই কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছেন পার্লামেণ্টে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, টু আইডেনটিফাই যে সব কাজগুলি তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের উপরে একজিকিউটিভলি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই অনুসারে ভারতবর্ষের সর্বত্র সেটা করা হয়েছে, শুধু ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে করা হয়নি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন. ইকনমিক ক্রাইটেরিয়া করে সেটা করার জন্য, যে-সমস্ত প্রোগ্রামগুলি সেটার সঙ্গে একটারও কোন সম্পর্ক নাই এবং সেই ভাবে সেটাকে একটা সাম্প্রদায়িকভাবে না নিয়ে ব্যাকওয়ার্ড যারা তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সংবিধানে যে-সমস্ত নির্দ্দেশ আছে এবং মণ্ডল কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নির্দ্দেশ দিয়েছেন সেটাকে আইডেনটিফাই করার জন্য দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন, সেই অনুসারে কাজ করবেন কি না মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে শতকরা ৪০টা ষ্টেইটে এখনও ও বি সির কোন কমিশন গঠন করেনি এবং ও বি সির কোন সিদ্ধান্তও মেনে চলছেন না। মাননীয় সদস্য যদি না জানেন উপায় নাই। এখানে মুসলমান যারা ও, বি, সির অন্তর্ভূক্ত না। কেন অন্তর্ভূক্ত না ? এই কমিশন হওয়ার আগে থেকেই অন্তর্ভূক্ত, মাননীয় সদস্য কি মনে করেন ও, বি, সি নূতন করে কিছু করছে, আগে থেকেই বিভিন্ন

জায়গায় তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। আমাদের এখানে আগে থেকে কিছু কিছু মানুষকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত, তখন কমিশন কোথায়? কমিশন নো কমিশন। প্রশ্ন হচ্ছে তারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিনা তারা অন্যান্য রাজ্যের থেকে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা এখনও পাচ্ছেন, চাকুরী এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই পাচ্ছেন আরও পাবেন, আমরা নজর রাখব যাতে তারা কোন রকমে বঞ্চিত না হন।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া নাথ কমিউনিটির সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন যে, এইটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-কোন থেকে করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরার যে কিছু দিন আগে নাথ সম্মেলন হয়েছে, বিশেষ করে বিভাগীয় স্তরে কিছু সম্মেলন হয়েছে সেই সম্মেলনে, আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি যে, এইটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার না, পিছিয়ে জনগোষ্ঠী তাদের কিছু দাবী সেখানে তুলে ধরেছে। এই যে বিভাগীয় স্তরে সম্মেলগুলি হয়েছে তাতে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়, শাসক দলের বিভিন্ন এলাকার কিছু প্রধান ও সি পি এম দলের একজন প্রাক্তন বিধায়কও এই সম্মেলনের অংশীদার হয়েছিলেন। সুতরাং এইটাকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে না নিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য যারা তাদের সমস্যা নিয়ে বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে দাবী তুলেছেন সেই দাবীগুলি পূরণের জন্য রাজ্যের মধ্যে একটা কমিশন গঠন করে সেই সকল জাতি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের এই দাবী দাওয়ার প্রতি নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, নাথদের স্বার্থ নিয়ে সম্মেলন ডাকা হয়েছে বলে তিনি বলছেন এই তাঁত শিল্পীরা কোথায় ছিলেন? তাঁতগুলি কোথায় ছিল? সমস্ত ছিকাতে তোলা ছিল একটা গামছা তৈরী ও বিক্রি করতে পারত না, আর আজকে শতাধিক সংগঠন শ্রমিক নিয়ে কোথায় কোপারেটিভ করেছে অ্যাপেক্স করেছে, ৭-৮ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি হচ্ছে, এখানে শুধু নয় সারা ভারতবর্ষে। কোথায় ছিল এইসব নেতা? তখন নেতাদের একমাত্র কাজ ছিল বেশী দামে সুতা বিক্রি করা, দুই টাকার সুতা ৫ টাকায় বিক্রি করা, এই ছিল পেশা। আমিও ১৯৫০ সাল থেকে তাদের দেখছি, কোন জায়গায় এক ফোটা সুতা সরকার থেকে দেওয়া হয়নি। এখন

তারা নাথ সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে এসেছেন, তাদের মাথায় তুলে নাচতে হবে। নাথ সম্প্রদায়ের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কিছু করেছেন বলেই নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে ওনারা কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। যারা শ্রমজীবি মানুষ তারা বিভিন্ন জায়গায় এদের নিন্দা করেছে. এইটা বিচ্ছিন্নতাবাদী, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস থেকে নাথকে আলাদা করে নিয়ে গেছে. এইটা যদি বিচ্ছিন্নতাবাদ না হয় তো কি বিচ্ছিন্নতাবাদ ?

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে এইটা উষ্কানীমূলক বক্তব্য সাম্প্রদায়িক দলের, এই ব্যাপারে আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে, তিনি এইটাকে কেন উষ্কানীমূলক ও সম্প্রদায়িক বলে অবহিত করেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার. তাদের কথামত যে, ১৩৭টা অনুন্নত সম্প্রদায় রয়েছেন. সেই নাথ সম্মেলনে তাদের সবাইকে কেন ডাকা হলোনা ? কাজেই এইটা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে, এই নাথ সম্মেলন ডেকে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদ সাম্প্রদায়িক মুষ্টিমেয় কিছু নেতাকে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস (আই) এর টিকেট পাইয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব আন্দোলন জনসাধারণকে নীচে ফেলে দেবে। এইভাবে শ্রমিক মেহনতী মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করা যাবে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এইটা সাম্প্রদায়িক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কিনা যে, এই ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামোতে পরিচালিত হচ্ছে এবং যদি তাই হয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে. এস, টি, এবং এস. সি, যারা রয়েছেন তারাও সাম্প্রদায়িক ? তাদের কেন ফেসিলিটি দেওয়া হচ্ছে ? মিঃ স্পীকার স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাতে চাই যে, কিছুদিন আগে যে ও, বি. সি, মিছিল হয়ে গেল সেখানে কি শ্লোগান উঠেছিল ? ওবিসি ঐক্য জিন্দাবাদ. সেখানে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ও, বি, সি, র অন্তর্ভূক্ত ত্রিপুরার অনুন্নত জাতিগোষ্ঠি সেখানে সম্মেলন করেছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এখানে বলছেন যে, এইটা সাম্প্রদায়িক। আজকে ভারতবর্ষের ১৮টি রাজ্য তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে এই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি মেনে নিয়েছেন। আর ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার

বলেছেন, এটা সাম্প্রদায়িক। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই পশ্চাদপদ ১৩৭টি জাতিগোষ্ঠিকে সরকার বিভিন্নভাবে আনছেন। তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, চাকুরীর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে ইত্যাদি। ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) দ্রু উপধারায় করা হচ্ছে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই যে, এই জাতিগোষ্ঠীকে চিহ্নিত না করে কিভাবে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? সেটা মাননীয় মন্ত্র মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমৎপেম চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলছেন এটা খুবই গুরুতর। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে, বিধানসভায় আসার আগে তারা যেন সংবিধান ভাল করে পড়ে তারপর বক্তব্য রাখেন। এইটা না করে এস, টি, এস, সি-রা কেন সুযোগ পাচ্ছে ইত্যাদি নানা ধরণের কথা বলছেন। মাননীয় সদস্যকে এটা বুঝানো সম্ভব নয়। তবে বলব, যারা গ্রামাঞ্চলে তাঁতী রয়েছেন তাদের সঙ্গে গিয়ে মিট করুন এবং জেনে নিন তারা কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাহলেই মাননীয় সদস্য সেটা বুঝতে পারবেন। শুধু কপালে সিল দিয়ে, ও, বি, সি, সিল কপালে দিয়ে দিলেই হবে না। আজকে যারা শিল্পী বা কারিগর রয়েছেন তারা আজকে শিল্পকলা কারখানার মালিকও। আজকে মহাজনদের হাত থেকে এই সব শিল্পকে উদ্ধার করে তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। আজকে কারিগররা নিজেরা এখানকার কাপড়ের উপর যে-সব নকসা করছেন তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। আগে এখানে সুতা রং করানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এখন এটাও করা হচ্ছে। কাজেই সংবিধান আগে ভাল করে জানুন। সংবিধান-বিরোধী কাজ বামফ্রন্ট সরকার করে না। সংবিধান যারা মানেন না তারা আসামীর কাঠগড়ায় রয়েছেন দিল্লীতে। বামফ্রন্ট সরকার নয়।

মিঃ স্পীকার :— আরো তিনটি রেফারেন্স রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় রেফারেন্সটি গত ১০-৩-৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়া জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :—সম্প্রতি সোনামুড়া কলমচৌরায় এবং সদরের চম্পকনগরে কর্তব্যরত বনকর্মীদের উপর কাঠ পাচারকারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১।১।৮৭ ইং হইতে ১০।৩।৮৭ ইং পর্য্যন্ত সোনামুড়ার কলমছড়ায় এবং সদরের চম্পকনগরে কর্তব্যরত বনকর্মীদের উপর কাঠ পাচারকারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমনের কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই। তবে সম্প্রতি বনকর্মীদের উপর দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে একটি চম্পকনগর এলাকায় অপরটি কলমচৌরা থানাধীন আশাবাড়ী এলাকায়। ঘটনাগুলি নিম্নরূপ :—

১। চম্পকনগরের ঘটনা।

গত ৯।৩।৮৭ ইং দুপুর প্রায় ২ টার সময় ফরেস্টার শ্রীব্রজেশ্বর গোপ তিনজন ফরেষ্ট গার্ড সহ বড়মুড়ার ১৯৬৮ ইং সনের শালবাগানে গিয়ে দেখেন কয়েকজন উপজাতি পুরুষ ও মহিলা সরকারী গাছ কাটিয়া লাকড়ী করিতেছে। বনকর্মীদের দেখে তাহারা পলাইয়া যায়। ফরেষ্টার শ্রীগোপ তাহার সঙ্গীগণ সহ অফিসে ফেরার পথে তেলিয়ামূড়ার ডি, এফ, ও, সহ পুনরায় তাহারা ঐ বাগানে গিয়া কাটাগাছগুলি গাড়ীতে উঠাইয়া নিবার চেষ্টা করিলে ৫-৬ জন লোক দা, কুড়াল নিয়ে তাহাদিগকে আক্রমন করে এবং গার্ড শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্মাকে ঘুষি মারে। তাহারা গাড়িটি আগুন দিয়ে জ্বালাইয়া দিবে বলিয়া হুমকি এবং গালাগাল দিতে থাকে। এই অবস্থায় ডি, এফ, ও, তাহার সাথের কর্মীগণসহ স্থান ত্যাগ করিয়া চম্পকনগর রেঞ্জ অফিসে চলে আসেন।

এই ঘটনায় চম্পকনগর ফরেষ্ট অফিসের শ্রীব্রজেশ্বর গোপের অভিযোগ গত ৯-৩-৮৭ ইং রাত পৌনে আটটার সময় চম্পকনগর পুলিশ ফাঁড়িতে নথিভুক্ত করা হয়। এবং ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩৫৩, ৪২৭ ধারায় জিরানিয়া থানায় মোকদ্দমা নং ৭ (৩) ৮৭ লিপিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—তদন্তকালে ফরেষ্টার শ্রীগোপ এবং তাহার সাথী অন্যান্যগণ বিবাদীদের নামধাম জানেন না বলে জানান। তবে দেখিলে বিবাদীদের চিনিতে পারবেন বলে জানান। এই ঘটনা জিরানীয়া থানার সাধুপাড়া গ্রামের শ্রীচন্দ্রমোহন

রূপিনীকে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ১২।৩।৮৭ ইং তাহার বাড়ীতে তল্লাসী চালান। কিন্তু শ্রীরূপিনী পলাতক থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই। উক্ত ঘটনার সংগে জড়িত আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান চলছে এবং তদন্ত অব্যাহত আছে।

২। কলমচোরার ঘটনা

গত ২৪।২।৮৭ ইং বেলা অনুমান ২টার সময় আশাবাড়ী ফরেষ্ট বিট অফিসের শ্রীজগৎমনি জমাতিয়া, শ্রীদুলাল চন্দ্র দে উভয়ে মালী-কাম-ওয়াচার এবং দৈনিক মজুর শ্রীহামুমিয়া আশাবাড়ী ফরেষ্ট গর্জন বাগানে প্রহরারত ছিলেন। এ সময় পুটিয়া গ্রামের শ্রীবাক্রু মিয়া, শ্রীতাহের মিয়া আরও অনেকে, সংখ্যায় প্রায় ৪০।৫০ জন লাঠি নিয়ে তাহাদিগকে চার্জ করে কেন তাহারা জনসাধারণের গরু এমনিতে বাধিয়া রাখে। তাহারা জানায় যে তাহারা কাহারো গরু বাধিয়া রাখে নাই। ১০টি গরু বাগান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা এই কথায় বিশ্বাস না করে তাহাদিগকে কিল ঘুষি মারিতে থাকে। উক্ত লোকজন তাহাদিগকে ১ ঘন্টার মত ঘেরাও করিয়া রাখে। তাহাদিগকে পুটিয়া গাঁও প্রধানের বাড়ীতে যাওয়ার কথা বলে রাস্তায় মারধোর করে। এই সময় শ্রীজমাতিয়ার মং ১৫০ টাকা, শ্রীদুলাল দেব একটি হাত ঘড়ি এবং মং ১০০ টাকা খোয়া যায়। তারপর তারা অফিসে ফিরে আসে।

এই ঘটনাটি শ্রীজগৎমনি জমাতিয়ার অভিযোগ মূলে গত ২৫।২।৮৭ তারিখ বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় কলমচোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮।১৪৯।৩৩২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(২) ৮৭ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ গত ২৬।২।৮৭ ইং এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুটিয়া গ্রামের শ্রীজয়নাল আবেদনিকে গ্রেপ্তার করেন। গত ২৭।২।৮৭ ইং তাহাকে কলমচোরা থানা হইতে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত ২৮।২।৮৭ ইং এই অভিযোগে পুটিয়া গ্রামের শ্রীবাক্রু মিয়া এবং শ্রীতাহের মিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। তাহারা এই দিনই থানা হইতে জামিনে মুক্তি পান। বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীভামুলাল সাহা :—কর্তব্যরত বনকর্মীদের উপর যে হারে আক্রমণ হচ্ছে এবং চম্পকনগর আমরা দেখছি যারা সরকারী বাগান রক্ষার কাজে রয়েছেন এর আগেও তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে এবং মহিলাদের বেলাও ইত্যাদি হয়েছে এবং বনকর্মীরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। কলমচোয়াতে আশাবাড়ীতে তাদের মারধোর করা হয় এবং তারা কর্তব্য করতে গিয়েছিলেন, গরু হটিয়ে দিয়েছিলেন। থানা থেকে ত'দের জামিন দেওয়া হয়েছে। এইগুলি লঘু করে দেখা হচ্ছে। সেটা ভালভাবে দেখা হবে কিনা ? তা না হলে এগুলি বাড়তেই থাকবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—চম্পকনগর একটা ট্রাবল্ড স্পট। কেউ গ্রেপ্তার হলে বাকী বাহিনী তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মাননীয় সদস্যদের যদি প্রভাব থাকে তাহলে তাদের প্রভাব বিস্তার করুন যাতে গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ না করতে হয়। এমনিতে আমরা ট্রাইবেলদের কেটে নিতে দিই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে হাজার হাজার টাকার কাঠ তারা ইচ্ছামত কেটে নিয়ে যাবে কলমচোয়াতে যে ঘটনা ঘটল সেটাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জড়িত। একটা অজুহাত দেখিয়ে বাগানের উপর প্রভাবটা অক্ষুন্ন রাখবেন যার ফলে আমাদের বন দপ্তরের কর্মীরা লাঞ্ছিত। পুলিশ ত'দের যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে এর থেকে বিরত করতে না পারেন তাহলে পুলিশকে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :- আর একটি রেফারেন্স নোটিশ আছে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক দেওয়া। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এর উপর একটি বিবৃতি আজ দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। বিষয়টি হলো—"জি. এম, হাসপাতালে ৯-৩-৮৭ইং তারিখ থেকে অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, সদর মহকুমার মধুবন নিবাসী শ্রীসনাতন সরকারের স্ত্রী প্রিয়বাসী সরকার নামে ৪৫ বছর বয়স্কা একজন রোগিনীকে গত ২রা মার্চ জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগিনী জ্বরে ভোগছিল—ত'কে মেনিন-জাইটিস সন্দেহক্রমে ভর্তি করা হয়। ৩রা মার্চ জি, বি, হাসপাতাল থেকে 'কল" পেয়ে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ রোগিনীকে পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে রোগিনীর সেপটিক অ্যাবরশান হয়েছিল। এই তথ্য ভর্তির সময় প্রকাশ করা হয় নাই। সংগে

সংগে তাকে ভি, এম. হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে সেপটিক ব্লকে স্থানান্তরিত করা হয়। নিয়মিত টেটেনাস প্রতিষেধক দেওয়া হয় এবং জেন্টামাইসিন. জেনটিবায়োটিক ইত্যাদি প্রয়োগ করে রোগিনীর চিকিৎসা চালানো হয়। ৫ই মার্চ এই রোগিনীকে পোষ্টারিয়র ক্যালপোটোমীও ডি. এ্যাণ্ড সি. করা হয়। কালপোটোমীতে প্রচুর পরিমাণে পূঁজ বের করা হয়। যথারীতি চিকিৎসা চলতে থাকে। ৯ই মার্চ ধনুষ্টংকারের লক্ষণ দেখা দিলে রোগিনীকে আইসোলেশান ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। যেহেতু ধনুষ্টংকার অত্যন্ত মারাত্মক এবং সংক্রামক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে এই রোগ অন্য রোগীদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। ওয়ার্ড ও অপারেশন থিয়েটার ধোঁয়ামুক্ত করে জীবানুমুক্ত করার কাজ জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় এবং মাইনর অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়। জীবানুমুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগে ভি, এম হাসপাতালে দুইদিন পর থেকে আবার অপারেশন শুরু হয়।

প্রকৃতপক্ষে দুদিন লাগেনি. কয়েক ঘণ্টা ৯ই মার্চ সকাল থেকে শুরু হয়েছিল. ১০ই মার্চ দুপুর নাগাদ আবার নিয়মিত অপারেশন শুরু হয়েছে, কারণ এটাকে খুব দ্রুত জীবানুমুক্ত করা হয় মাইনর অপারেশন থিয়েটার। মেজর অপারেশন থিয়েটার কোন সময়েই বন্ধ ছিল না। কাজেই সেখানে অপারেশনের কাজ নিয়মিতই চলছে। এইরকম ঘটনার ক্ষেত্রে অন্যান্য রোগীদের জীবনের খাতিরে অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রাখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্যার, গাইনি ওয়ার্ডে রোগিনী যেহেতু ছিল, কাজেই সেখানে যে সমস্ত রোগিণী আগে থেকেই ভর্তি ছিল, তাদের বাধ্য হয়ে কয়েক দিনের জন্য সেখান থেকে সরিয়ে নিতে হয়। এন. টি, টি, ওয়ার্ডে তাদের স্থানান্তরিত করে ৯ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এম, টি, টি. ওয়ার্ডে কোন রোগী ভর্তি করা হয় নি। এম, টি, টি, ওয়ার্ডে তারা ছিল। আজকে সকাল থেকে আবার নিয়মিত ভর্তি হচ্ছে। মাঝখানে একটু অসুবিধা হয়েছিল. যেহেতু একটা ওয়ার্ডকে বীজানুমুক্ত করা হয় সেজন্য ইমার্জেন্সী রোগী ছাড়া অন্য রোগীদের বলা হয়েছে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করার জন্য। এই জন্য কিছু রোগিনী ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা নিষেধ ৬৷৭ দিনের জন্য সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার: আমাদের সময় শেষ. হয়ে গেছে। আর একটা রেফারেন্স

পিরিয়ডের নোটিশ ছিল। এর পরেও আছে কলিং এটেনশান নোটিশ। কিন্তু এখন সময় নেই। এইগুলি রিসেসের পরে নেওয়া যাবে।

এই হাউস বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার :—এখনও আমাদের হাতে উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশ রয়েছে, নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য, শ্রীজওহর সাহা মহোদয়। গত ১২-৩-৮৭ ইং তারিখে উত্থাপিত এই নোটিশটির বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি স্বীবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলে। আমি, এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য খাদ্য ও জনসংমভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হল --

'গত ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে এই পর্যান্ত অমরপুর খাদ্যগুদামে চাউলের অভাবের কারণে ব্যাপক খাদ্য সংকট, এস, আর, ই, পি, এন আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি, পিতে চাউলের অভাবে কাজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে'।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অমরপুরের খাদ্যগুদামে চাউলের অভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কারণ অমরপুর মহকুমার রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা হল -১৫,৭৭৯ এবং রেশন কার্ড অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮, ২৮৪ ও ২২, ৭৪৭ এবং লোক সংখ্যা অনুসারে মাসিক চাউলের চাহিদা প্রতি মাসে ৬৫৭ মেঃ টন।

মহকুমার বিভিন্ন গুদামে চাউলের মজুদ এরূপ :

অমরপুর	১৪৪ মিঃ টন (১২—৩—৮৭)
গণ্ডাছড়া	২২৭ মেঃ টন (৮—৩—৮৭)
অম্পি	৪০ মেঃ টন (৯—৩—৮৭)
রইস্যাবাড়ী	৮৫.৫ মেঃ টন -(—৩—৮৭)

গত জানুয়ারী ১৯৮৭তে অমরপুর গুদাম থেকে ৭০ মেঃ টন চাউল বণ্টন করা হয়েছে। পবর্তিত বণ্টনের হিসাব ঃ

১) ত্রাণ শিবিরের জন্য — ২,২৯ মে. টন
২) রেশন সপের মাধ্যমে কার্ড হোল্ডারদের জন্য — ৪৬৩,১ মেঃ টন
৩) এস, আর, ই. পি — ৮,২ মেঃ টন
৪) এম, আর, ই, পি — ৪,১ মেঃ টন
৫) আর, এল, ই, জি, পি — ১৬,১ মেঃ টন
মোটঃ — ৭২০,৫ মেঃ টন

গত ফেব্রুয়ারী মাসে অমরপুর গুদাম থেকে ৮৬৫ মেঃ টন চাউল বণ্টন করা হয়েছিল এভাবে ঃ -

১) ত্রান শিবির — ৩৯২ মেঃ টন
২) কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে — ৪৯৯,৯ মেঃ টন
৩) এস, আর, ই, পি — ২১,৪ মে. টন
৪) এন, আর, ই. পি — ৬ ৯ মেঃ টন
মোট ঃ ৮৬৫ মেঃ টন।

গত ১লা মার্চ থেকে ১২ই মার্চ ১৯৮৭ ইং সন পর্য্যন্ত ৩৯৩,১ মেঃ টন চাউল অমরপুর গুদাম হতে বিলি হয়েছে, এইরূপে।

১) ত্রান শিবির — ১৩০,৫ মেঃ টন
২) কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে — ২৫৬,৬ মেঃ টন
৩) এস, আর, ই, পি — ২,০ মেঃ টন
৪) এন, আর, ই, পি — ১,০ মেঃ টন
মোট ঃ ৩৯৩, ১ মেঃ টন।

অমরপুর খাদ্য গুদাম হতে ক্রমান্বয়ে চাউলের বণ্টনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ধিত হারে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

কোন সময়েই গুদাম চাউল শূন্য হয়নি। ১২-৩-৮৭ তারিখে ও গুদামে ১৭৪ মেঃ টন চাউল মজুদ ছিল। ত্রাণ শিবিরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত কোন চাউলই বরাদ্ধ করেননি তথাপি রাজ্য সরকার ত্রান শিবিরে সরবরাহ অক্ষুন্ন রেখেছেন।

বর্তমানে অমরপুরের জন্য প্রতিদিন ১০০ টন করে চাউল পাঠিয়ে মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে।

অমরপুর গুদামে মজুদের হিসাব নিম্নরূপ :—

২০,০,৮৭	১৭৪ মেঃ টন	২১,১,৮৭	১১৯ মেঃ টন
২০,২,৮৭	১১১ ,,	২৩,২,৮৭	১০৯ ,,
২৪,২,৮৭	১৮৮ ,,	২৫,১,৮৭	১০৮ ,,
২৬,১,৮৭	১৪৭ ,,	২৭,২,৮৭	৮৩ ,,
২৮,২,৮৭	৭৩ ,,	১,৩,৮৭	৭৩ ,,
২,৩,৮৭	২১ ,,	৩,৩,৮৭	১৩৮ ,,
৪,৩,৮৭	১৫১ ,,	৫,৩,৮৭	৯৯ ,,
৬,৩,৮৭	১১৩ ,,	৭,৩,৮৭	১১০ ,,
৮,৩,৮৭	১৪৯ ,,	৯,৩,৮৭	১১৩ ,,
১০,৩,৮৭	৮৬ ,,	১১,৩,৮৭	৭০ ,,
১২,৩,৮৭	১৪৪ ,,		

কাজেই এই অবস্থার মধ্যে সেখানে খাদ্যের কোন অভাব নাই

সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে তথ্য দিলেন যে এত মেট্রিক টন চাউল পাঠানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি এর কোন মিল নেই। কারণ গত ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে অমরপুর শহরে যে কয়েকটা রেশন সপ আছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে বৈক্ষু, অম্পি এবং চেলাগাঙ্গে যেখানে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে ৮০ কুইন্টল করে চাউল দেওয়া হত। সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১০ কুইন্টাল চাউল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীরামকুমার নাথ :—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে কতগুলি নাম আছে সেগুলি আমি পড়ে শোনাচ্ছি, ২নং বীরগঞ্জ রেশনসপ— ... সেই এলাকায় ল্যাম্পসের একটা ব্রাঞ্চ—সেই সেই রেশন সপের শ্রীব্রজরাম জমাতিয়া কার্ড নং ৩১৫, শ্রীরজনী-কান্ত জমাতিয়া কার্ড নং ২৭৬, শ্রীগহনকুমার জমাতিয়া কার্ড নং ২৯৫, শ্রীঅন্তহরি জমাতিয়া কার্ড নং ৩৩৩, শ্রীদেবমোহন জমাতিয়া কার্ড নং ১২৪, এই রকম অনেকটি নাম আমার কাছে আছে আমি সেগুলি পড়তে যাচ্ছি না তারা রেশনসপে গিয়ে চাল না পেয়ে ফিরে এসেছে। এছাড়া কবরুক প্রভৃতি পত্যন্ত অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহের চাল যায় নাই সেইসব এলাকায় এস, আর, ই, পি, এন আর, ই, পি, এবং আর, এন, ই, জি, পির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এই তথ্য আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে তথ্য দিচ্ছি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এফ, সি, আইর গুদাম থেকে পেতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে এই সম্পর্কে আমি আগেও এই হাউসে জানিয়াছিলাম। এবং আমরা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়কে তার-বার্তা করে জানিয়ে ছিলাম যে, আমরা গৌহাটি থেকে বাই রোড আমরা চাল নিয়ে আসব। তার অর্থ এই নয় যে অমরপুর গোডাউন কোন সময়ে খাদ্যশূন্য ছিল তা নয়। এখানে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ের কথা আমি জানাচ্ছি ২০-২-৮৭ ইং আমাদের হাতে ১৭৪ মেট্রিক টন চাল ছিল। ২১-২-৮৭ ইং ১২৯ মেট্রিক টন, ২২-২-৮৭ ইং ১১১ মেট্রিক টন, ২৩-২-৮৭ ইং ১০৯ মেট্রিক টন, ২৪-২-৮৭ ইং ১৮৮ মেট্রিক টন, ২৫-২-৮৭ ইং ১৫৮ মেট্রিক টন, ২৬-২-৮৭ ইং ১৪৫ মেট্রিক টন, ২৭-২-৮৭ ইং ৮০ মেট্রিক টন, ২৮-২-৮৭ ইং ৭৩ মেট্রিক টন, ১-৩-৮৭ ইং ৭০ মেট্রিক টন, ২-৩-৮৭ ইং ২১ মেট্রিক টনে নেমে আসে, ৩-৩-৮৭ ইং সেটা বেড়ে হয় ১৩৮ মেট্রিক টন, ৪-৩-৮৭ ইং ১৫৮ মেট্রিক টন, ৫-৩-৮৭ ইং ৯৯ মেট্রিক টন, ৬-৩-৮৭ ইং ১১৩ মেট্রিক টন, ৭-৩-৮৭ ইং ১১০ মেট্রিক টন, ৮-৩-৮৭ ইং ১৭১ মেট্রিক টন, ৯-৩-৮৭ ইং ১১৩ মেট্রিক টন, ১০-৩-৮৭ ইং ৮৩ মেট্রিক টন, ১১-৩-৮৭ইং ৭০ মেট্রিক টন ১২-৩-৮৭ইং ১৪৪ মেট্রিক টন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর থেকে বুঝা যায় আমাদের হ্যাণ্ড টু মাউথ চলতে হচ্ছে, চাউল মজুত আমরা রাখতে পারছিলাম না। যার ফলে এই কথা ঠিক একটা সময়ে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই পি, এইসব প্রকল্পগুলির চাল

আমরা সরবরাহ করতে পারি নাই। যেমন মার্চ মাসে এইসব প্রকল্পগুলির জন্য আমাদের চাল কম ছিল কিন্তু কার্ড হোল্ডারদের আমরা ২২৬.৬ মেট্রিক টন চাল আমরা দিতে পেরেছি। এবং আমরা এস, আর. ই, পি. এন, আর. ই, পি. ইত্যাদির চাল যাতে আমরা নিয়মিত সরবরাহ করতে পারি তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে গুদামে চাল রাখা হয় —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এখানে যে পরিমাণ ষ্টক দেখান হয়েছে—স্যার, এটা সবারই জানা আছে যে অমরপুর গুদাম থেকে বাংলাদেশের যে শরনার্থী এসেছে তাদের প্রতিদিনের চাহিদা মিটাবার জন্য চাল যাচ্ছে। কিন্তু এখানকার কোন সপের কার্ড হোল্ডারা এর জন্য বঞ্চিত হচ্ছে, আমি এই কথা বলছি না যে, সেজন্য শরনার্থী-দের চাল সরবরাহ বন্ধ থাকুক, আমি এই কথা বলছি না। তাদের অবশ্যই চাল দিতে হবে। শরনার্থীদের চাল দিয়ে বাকী যা অংশ থাকে তা দিয়ে রেশনসপগুলি চালান যাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে এস. আর ই. পি. এন, আর, ই, পি. ইত্যাদি প্রকল্পগুলির জন্য চাল সরবরাহ যাতে নিয়মিত থাকে - কারণ বর্তমানে সেইসব অঞ্চলে খাদ্যের অভাব চলছে এবং পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এবং সরকার যদি এই অবস্থার উন্নতি না করেন তার জন্য সরকারের দায়ী থাকতে হবে এই কথা মনে রেখে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মি: স্পীকার স্যার, ত্রান শিবিরের জন্য যে চাল আমি তার হিসাব দিচ্ছি জানুয়ারী '৮৭ ইং ২২৯ মেট্রিক টন ফেব্রুয়ারী ৮৭ ইং ৩১৪ মেট্রিক টন আর মার্চ মাসের এ পর্য্যন্ত আমরা ১৩৩'৫ মেট্রিক টন চাল দিয়েছি। ত্রান শিবির ছাড়া রেশন সপ এস, আর. ই, পি. এন. আর, ই, পি, ইত্যাদির জন্য যে চাল সেটা আলাদা, এটা এর মধ্যে নয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এক শ্রেণীর অসাধু ডিলার ল্যাম্পস এবং রেশন সপের ডিলার তারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছেন। কিছুদিন আগে বিশেষ করে ফেব্রুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহে এবং মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কয়েকটি ল্যাম্পস সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে এবং কিছু চাল ধরা পড়েছে বাজারে

বিক্রী করার জন্য নিয়ে আসার পর। বিভিন্ন কার্ড হোল্ডাররা এবং আমি নিজে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যখন অমরপুরে সংস্কৃতি সম্মেলনে গিয়েছিলেন তখন আমরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলাম। এবং মাননীয় মন্ত্রী এস ডি. ও. কে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ থাকা সত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সেগুলি বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কোন তদন্ত হচ্ছে না কেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্যার, মাননীয় সদস্য অসত্য অভিযোগ এনেছেন কারণ ল্যাম্পসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকারের কাছে নাই এবং মাননীয় সদস্য নিজেও আনতে পারেন নাই। বাস্তবে যা ঘটেছে শরনার্থী যারা তারা ডাল খায় না, তাদের যে ডাল দেওয়া হয় সেটা তারা বাজারে বিক্রী করে, যেহেতু তারা চাল কম পায় সেজন্য তারা সেগুলি বিক্রী করে তারা চাল সংগ্রহ করে।

শরনার্থীদেরকে যে চাউল দেওয়া হয় সেটা বিক্রী করে দিয়ে তার পরিবর্তে অন্যান্য জিনিস তারা সংগ্রহ করেছেন। রেশনের যে চাউল আছে সেটা বাজারে বিক্রী করা হয়। এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই সময়ে কৃষকরাও কিছু চাউল তারা রেশন থেকে সংগ্রহ করেন। স্বাভাবিক সময়ে তারা রেশন কার্ড দিয়ে চাউল তুলে নিচ্ছেন এবং সেটা বাজারে ছাড়া হচ্ছে। সরকার এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন। ৫০ হাজার শরণার্থী যদি বাজারে চাউল কিনতে যান তাহলে সরকারের পক্ষে চাউলের বাজার ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল আমি মাননীয় সদস্য নারায়ণ দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছিলাম। উনি হাউসে নেই। এটা ফলস থ্রো হল।

আরেকটি দৃটি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহোদয়ের নিকট

থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল —"গত ১০ই মার্চ ভোরে খোয়াই চাম্পাহাওড় বাজার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।" আমি নোটিশটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি না দেন তাহলে কবে দিতে পারবেন তারিখ বলবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার আমি আগামী ১৮ মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৮ই মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, "৩০শে জানুয়ারী সোনামুড়া মহকুমার রহিমপুর গাঁও সভার প্রধানের বাড়ীতে ডাকাতি এবং প্রধানকে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৩০।১।৮৭ ইং রাত্রি অনুমান আড়াইটার সময় ২০।২৫ জনের একটি বাংলাদেশী ডাকাতদল দা ডেগার, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্র সজ্জিত হইয়া সোনামুড়া মহকুমার কলমচোড়া থানাধীন গৌরাংগ গোলা দাকিমের রহিমপুর গাঁও সভার প্রধান শ্রীফজল মিঞার বাড়ীতে আক্রমণ করে। দুষ্কৃতকারীগণ ঢেকির সাহায্যে দরজা ভাংগিয়া প্রধানের ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রধানের স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁধিয়া রাখে ও প্রধানকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার তলপেটে বন্দুকের নল লাগাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। দুষ্কৃতকারীগণ প্রধানের সিন্দুক ও আলমারী খুলিয়া সোনার ২ জোড়া কানফুল, কাপড় চোপড় নগদ টাকা ৫/৬ হাজার নিয়া বাংলাদেশের দিকে চলিয়া যায়। দুষ্কৃতকারীগণ প্রধানের ভাই শ্রীঅনু মিঞাকেও আহত করে। আহত অনুমিঞাকে, পিং সিরাজআলী সাং গৌরাংগ গোলা গত ১।২।৮৭ ইং বক্সনগর হাসপাতাল হইতে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং গত ৮।২।৮৭ ইং তিনি জি, বি, হাসপাতাল হইতে চিকিৎসান্তে ছাড়া পান। গত ৩১।১।৮৭ ইং রহিমপুর গাঁও সভার উপপ্রধান শ্রীসাহ আলম, পিং শ্রীঅনুমিঞার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় কলম চোড়া

থানার ৫।১।৮৭ ইং নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে তদন্তকার্য্য শুরু করা হয়। ঘটনার পরই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করিয়াছেন এবং তদন্তের ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। জোর তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরসিকলাল রায়:- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার. এই প্রধান এলাকার সমস্ত জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে উন্নয়নের পথে এলাকাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় প্রাক্তন সি. পি. এম, প্রধান ও দলীয় কর্মীরা তাকে মৃত্যুর এক মাস পূর্বে থেকে চাপ সৃষ্টি করেন সি পি. এমে কাজ করার জন্য এবং মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত গাঁও সভার গৌরাংগ গেলা গ্রামে মন্ত্রী আবেদর রহমান সাহেব সহ অন্যান্যরা এক সভা করতে যান। পরদিন প্রাক্তন প্রধান অনুমিঞা তাহাকে শাসাইয়া অনেক কিছু বলে যান। গ্রামের লোক বাঁধাও দেন এবং তাহাকে দেখিয়ে দিবেন বলেও ধমক দেন।

যে দিন রাত্রে ফজলু মিঞা প্রধান খুন হল সেদিন রাত্রে কুলুবাড়ীর মনা মিঞার নেতৃত্বে (পিতা কালু মিঞা) ১০ জন ব্যক্তি সজ্জি কো-অপারেটিভের গাড়ী নিয়ে রহিমপুর যায় এবং রাত্রে রহিমপুর উঃ পাড়ায় প্রাক্তন প্রধানের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে শেষ রাত্রে কুলুবাড়ী চলে আসে তাহা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, আমি আমার রিপোর্টে বলেছি, বাংলাদেশী ডাকাত। আর মাননীয় সদস্য বলছেন সি. পি: এম, কর্মী। এটা স্যার, মিথ্যা কথা। এত ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে যিনি প্রধান ছিলেন - নিহত হয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, তিনি থানায় কেন রিপোর্ট করেন নি, সি. পি. এম-এর লোকেরা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে? একটা রিপোর্টও তো করলেন না। এটা খুবই দুঃখজনক। মাননীয় সদস্য নিজেও তো এস. পি. কে বলতে পারতেন। যদি এখানে তথ্য দেন, তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে। তবে পুলিশের কাছে যে রিপোর্ট আছে তাতে তাদেরকে বাংলাদেশী ডাকাত বলেই বলা হয়েছে।

শ্রীরসিকলাল রায়: স্যার, ঘটনার ১২ দিন পূর্বে বক্সনগরের কাছে বাড়ী থেকে

৮টি গরু চুরি যায়। পুলিশকে বলাও হয়েছিল। ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটার সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, ঐ সময় যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেইসব আসামীরা, নিহত প্রধানের ভাই ফৈজু মিয়া যখন সংকারের জন্য বডি নিয়ে আসছিল, তখন তাকে বলেছিল, বেশী বাড়াবাড়ি করবি না, তাহলে তোরও এমনি অবস্থা হবে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ওরা পুলিশকে জানান নি কেন? মাননীয় সদস্যও জানাতে পারতেন। এখানে তো নাড়ী-নক্ষত্র অনেক কিছুই বলছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে এস, পি-এর ঠিকানা দেব। উনি তাকে এসব কথা বলবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :—আমার এখানে পুলিশকে জানিয়ে যে জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাবে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন। আমি দাবী করছি, এটা সি, বি, আই কে দিয়ে তদন্ত করিয়ে দেখা হবে কিনা? ডাকাতি হয়ে যাবার পর সরকারী তরফে কোন সাহায্য আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানাবেন কি? তাছাড়া, তাদের পরিবারে কাউকে চাকুরী দেওয়া হবে কিনা তাও জানাবেন কি? তৃতীয়তঃ, সহজ সরল প্রধান যেভাবে খুন হলেন, তার প্রতি কোন সহানুভূতি জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, যে কোন লোক ডাকাতের হাতে খুন হলে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকি। এখানেও শ্রদ্ধা জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। সাহায্যের কথা যা বলেছেন, তা পুলিশী রিপোর্ট দেখে করা হবে।

মিঃ স্পীকার : আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়

কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

'গত ৭,৩,৮৭ ইং বেলা ২-৩০ মিঃ এর সময় খোয়াই মহকুমার পশ্চিম রাজনগর মৌজায় তুলাশিখর বাজার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, গত ১০,৩,৮৭ ইং বেলা ২-৩০ মিঃ এর সময় খোয়াই মহকুমার পশ্চিম রাজনগর গাঁওসভার প্রধান শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা খোয়াই থানায় উপস্থিত হয়ে জানান যে, গত ৮,৩,৮৭ ইং রাত্রে খোয়াই থানাধীন তুলাশিখর বাজারটি এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই অভিযোগটি এই দিনই খোয়াই থানার দৈনিকে লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রকাশ পায় যে গত ৭,৮,৩,৮৭ ইং তারিখ রাত অনুমান ২টার সময় তুলাশিখর বাজারে অবস্থিত শ্রীনিখিল কুমার দেববর্মার চায়ের দোকানে প্রথমে আগুন লাগে এবং পরে বাজারে অবস্থিত অন্যান্য দোকানে পরে ফলে ২৭টি দোকান এবং বাজারের অস্থায়ী দোকান (খাটাই) ঘরগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তুলাশিখর ক্যাম্পাসটিও এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমান প্রায় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। কোন প্রকার প্রাণ-হানী বা কেহ জখম হন নাই। এই অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটনাজনিত বলিয়া তদন্তে প্রকাশ পায়। এই ব্যাপারে আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য তদন্ত অব্যাহত আছে।

দৈব দুর্ঘটনায় যে সব ক্ষেত্রে আগুন লাগে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে রাজস্ব দপ্তর তাদের নিয়ম অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তদন্তক্রমে করা হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিকগণ যাতে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করতে পারেন সেই জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক ঋণ দানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

জানা যায় মোট ১৩৫ জন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী দোকানদারকে মং ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য মং ৭,২০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। জানিনা পেয়ে গেছেন কিনা।

বাকী ১১১ জন সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছেন। সেইগুলি তদন্তক্রমে

বিবেচনা করা হবে।

ল্যাম্পস-এর ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করা হচ্ছে, ১০,০০০ টাকা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—এই যে রাত্রি তিনটায় রাধাচরণ দেববর্মার দোকানে যখন আগুন লাগে সে-সময় দোকানের বাইরে তালা লাগান হয়েছিল এবং দোকানের ছেলেটি কোন ক্রমে বেড়া ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? যদি না থাকে, তবে ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখা হবে ক?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার : আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : --

'গত ২-২-৮৭ ইং রাত্র প্রায় ৩ ঘটিকায় সোনামুড়া বিভাগের কলমক্ষেত এস, বি, স্কুলটি অগ্নিদগ্ধ হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, বিগত ৪-২-৮৭ ইং বেলা ১২-৩০ মিঃ সময় সোনামুড়া বিভাগের কলমক্ষেত এস, বি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে, গত ৩-২-৮৭ ইং রাত্র অনুমান ৩ ঘটিকার সময় কলমক্ষেত এস, বি, স্কুলটি আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই আগুনের পিছনে কাহারো অদৃষ্ট হাত কাজ করিয়াছে। উক্ত অভিযোগমূলে গত ৪-২-৮৭ ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় সোনামুড়া থানায় ১ (২) ৮৭ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উক্ত আগুনে ২টি স্কুলঘর, ৪টি

কাঠের আলমারী, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি ভস্মীভূত হয়। সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ টাকা হইবে।

তদন্তকালে ইহা নাশকতামূলক কাজ বলে মনে হয়। দোষীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছে এখন পর্যান্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—উক্ত বলমক্ষেত স্কুলটিতে ৫টি ঘর আছে। ৩টি বড় টিনের ঘর এবং ২টি ছনের ঘর। গত এলটে এটা আপগ্রেড হবার কথা ছিল। এর জন্য এলাকাবাসী ১৮ কানি জমিও দিয়েছিল। এলটমেণ্ট এর লিষ্ট বার হবার পর যখন দেখা গেল এই মোষ্ট সিনিয়র বেসিক স্কুলটি আপগ্রেড হয় নি তখন তেলেংগার প্রধান শিবু দাস এবং আমি ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করি গত ২৮-১-৮৭ ইং। ডাইরেক্টর ফাইল তলব করে আমাদের আশ্বাস দেন যে যেহেতু এই স্কুলটি মোষ্ট সিনিয়র সে হিসাবে এটাকে আপগ্রেড করা হবে। এরপরই রাত্র তিন ঘটিকায় স্কুলটি পুড়ে যায়। কাজেই এখানে চক্রান্ত কাজ করছে এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি? এবং এ খবরও আছে কি যে, ঘটনা ঘটে যাবার ১৫ দিনের ভেতরও ঐ জায়গায় কোন দপ্তর থেকে কেহ যায় নি, এমন কি পুলিশ পর্য্যন্ত যায় নি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ওরা কোথায় কবে কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তা আমার জানার কথা নয়। তবে মাননীয় সদস্য যা বললেন, আপগ্রেড করা হয়নি বলে এটা করা হয়েছে।

স্যার, যেহেতু স্কুলটিকে আপগ্রেড করা হয়নি তাই স্কুলটিকে পুড়ানো হবে, এটা হতে পারে না। কোন কিছু হলে স্কুল পুড়াতে হবে কেন? একটা কিছু ঘটলে স্কুলের উপর আক্রমন হবে, স্কুল পুড়ানো হবে এই পদ্ধতি যাতে আর না ঘটে সেই জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়দের পরামর্শ দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিক লাল রায় : পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যেহেতু স্কুলটিকে আপগ্রেড করা হয়নি বলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি বলছি তদন্তের কথা। যেহেতু এলাকাটি কংগ্রেসী এলাকা তাই আমি

বলছি স্কুলটিকে কারা পুড়িয়ে দিয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, স্কুলটিকে আপগ্রেড করা করা হবে না বলে স্কুলকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা ঠিক না।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো -

"সম্প্রতি ধর্মনগর বিভাগের ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা কতিপয় লোক কর্তৃক জোর-পুর্ব্বক বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, বিগত ১০ই জুলাই, ১৯৮৬ ইং তারিখে কতিপয় গ্রামবাসী মাদ্রাসায় প্রবেশ পুর্বক দুইজন মৌলভীকে জোর করে বের করে দিলে এলাকার উত্তেজনা দেখা দেয়। আইন শৃঙ্খলা জনিত প্রশ্নে ধর্মনগরের মহকুমা শাসক ১১,৭,৮৬ ইং তারিখে উক্ত মাদ্রাসাটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত মাদ্রাসার কাজকর্ম পুনরায় চালু করার জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক এলাকাবাসী, গ্রামপ্রধান ও স্থানীয় এম, এল, এ, শ্রীফয়জুর রহমান প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এই বিষয়ে স্থায়ী পৌঁছানো এখন অবধি সম্ভব হয় নাই।

এখানে উল্লেখ থাকে যে উক্ত মাদ্রাসাটি একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার হইতে "দি ত্রিপুরা স্পেশাল ইনষ্টিটিউশানস (মুকটাবস এ্যাণ্ড মাদ্রাসাস) রিকগনিশান এ্যাণ্ড গ্র্যান্টইন-এইডরুলস, ১৯৮৩ "রুলের বিধান অনুযায়ী অনুদান নিয়া থাকে। তাই ঐ বিধান বহির্ভূত কোন ব্যবস্থা উক্ত মাদ্রাসার ব্যাপারে গ্রহন করা এক্ষণে সম্ভব নয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার উপশিক্ষা অধিকর্ত্তাকে উক্ত মাদ্রাসার সুষ্ঠ কাজকর্ম পুনরায় চালু করার বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া যথাযথ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। উপশিক্ষা অধিকর্তা উক্ত

বিষয়ে গত ৯,৩,৮৭ ইং তারিখে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তা্হা বিবেচনা করা হইতেছে। উক্ত মাদ্রাসাটির কাজকর্ম যাতে অতি সত্বর পুনরায় চালু করা যায় সেই বিষয়ে সরকারের সম্ভাব্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।

ধর্মনগরের বিদ্যালয় পরিদর্শক ইতিমধ্যেই দুইবার সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সুষ্ঠু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াও সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। উত্তর জেলার উপ-শিক্ষা অধিকর্তা বর্তমান মাসের ৮ তারিখে এলাকা পরিদর্শন করিয়া মাদ্রাসাটির সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে স্থানীয় এম. এল. এ. এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন। স্থানীয় মহকুমা শাসকের সাথে যোগাযোগ রেখে উক্ত মাদ্রাসাটি পুনরায় চালু করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : - পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা স্কুলে ১৯৮৩ ইং হইতে গ্রান্টইন-এইড রুলস অনুযায়ী ৪ জন শিক্ষককে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের সমপর্যায়ে আনা হয়। তখন থেকেই কংগ্রেস (আই) এবং জমাতে ইসলামী দলের কিছু লোক ও চুড়াইবাড়ী পঞ্চায়েত প্রধান সহ যেহেতু শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন তাই তাদের কাছ থেকে বেতনের একটা অংশ দাবী করে আসছেন। যেহেতু শিক্ষকরা সেই টাকা দিতে চান নি তাই তাদেরকে অনইসলামী কাজে লিপ্ত রয়েছেন এই অজুহাতে ১০,৭,৮৬ ইং তারিখে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির মাত্র ১ জন ছাড়া আর সবাই সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক। এইযে বেআইনী কার্যাকলাপ ওরা করে যাচ্ছেন, সেটা সমাধান করার ধর্মনগর মহকুমা শাসক এবং ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান সেখানে একটা মিটিং ডাকেন। সেখানেও কংগ্রেস (আই) এবং জামাতে ইসলামী দলের লোকেরা তাঁদের উপর আক্রমন করেন. মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমানকে গুলি করা এবং তীর ছোড়ার জন্য উদ্যোগ নেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, গ্রান্ট ইন এইড রুলস্ অনুযায়ী শিক্ষকরা বেতন পাওয়ার

পর তাদের বেতনের একটা অংশ কেউ দাবী করেছে কিনা এটা আমার জানা নেই। তবে যেভাবে মাদ্রাসাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটা খুবই বে-আইনী সরকার দেখছেন বিষয়টির আপোষে মীমাংসা করা যায় কিনা, অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা : —পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, পশু পালন দপ্তরের কদমতলার ভেটেনারী ইন-চার্জ ফুলবাড়ী মাদ্রাসার স্কুলের ব্যাপারে ঐ এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং বাংলাদেশের সিলেট থেকে মৌলবীদের আনিয়ে ঐ এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা থাকলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং জানা না থাকলে তথ্য আহরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, স্কুল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হওয়া দরকার। কোন স্কুলে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকেরা নিজেদের প্রভাব খাটাবে এটা খুবই দুঃখজনক এবং এলাকার লোকেদের নিজেদের শিক্ষা স্বার্থে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিৎ এবং সরকারের পক্ষ থেকেও তদন্ত করে দেখা হবে এই ধরণের হস্তক্ষেপ চলছে কিনা।

Mr. Speaker :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"Laying of a copy of the Tripura Sales Tax (7th Amendent) Rules, 1987, as required under sub-section (3) of Section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976."

আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Khagen Das :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Sales Tax (7th Amendment) Rules, 1987 as required under Sub-Section (3) of Section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলটির প্রতিলিপির নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1987-88

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— "১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের বরাদ্দের (জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৭-৮৮) উপর সাধারণ আলোচনা"। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

সময় যা ছিল গত দিন যেটা কনজিউম করেছেন মেম্বারা এর পর দেওয়া আছে কংগ্রেস ৩০ মিনিটস্ টি. ইউ জি, এস ৩০ মিনিটস্. ইনডিপেনডেনস্ ১৭ মিনিট, ওরা গতকাল পর্য্যন্ত বলেন নি এবং ট্রেজারী বেঞ্চ ২২২ মিনিটস্। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদারকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৭-৮৮ বর্ষের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন তাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন জানিয়ে অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে ২।১টি বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। স্যার, যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এই বাজেটকে মোটামুটি বলা যায় যে বামফ্রন্ট সরকারের একটা বলিষ্ঠ এবং দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এর কারণ হচ্ছে এই বাজেটের দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে যে ধরণের অর্থনৈতিক বা আর্থিক অবস্থা এখানে চালু হয়েছে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে উল্টো দিকে চলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাজেট ধরা হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন গোটা ভারতবর্ষের মানুষ হয়তো জানেন. এই হাউসে যে সব মাননীয় সদস্যরা আছেন তারাও হয়তো জানেন গোটা ভারতবর্ষের ফিসক্যাল পলিসি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এখানে যে ইণ্ডাষ্ট্রি অব্ পলিসি,

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট পলিসি যত কিছু আছে যা একটা বিশেষ অর্থনীতির ধারক এবং বাহক-এর মাপকাঠি সেই অবস্থাটা কি? এখানে কেন্দ্রীয় অর্থে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা দেখছি স্বাধীনতার পরে ৪০ বছরে ছোট একটা অংশের মানুষকে সুযোগ করে দিতে গিয়ে ভারতবাসীর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রে ফাঁক-ফোকর ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে। উৎপাদন ব্যবস্থার ফাঁক বন্ধ করবার জন্য ভারতবর্ষের নয়া প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কিছু কিছু নয়া দাওয়াই দিতে চেস্টা করছেন, এটাতে কি সারবে? উনি এখানে বলছেন উৎপাদন ব্যবস্থা যখন এই রকম হয়েছে, পলিসি, ফ্রি ট্রেড পলিসিটা, ফ্রি ট্রেড পলিসির ফলে আমরা দেখছি নন্-প্রডাকটিভ ক্ষেত্রে আমদানীর ব্যাপারটা বেড়ে গেছে তাতে করে ভারতবর্ষের একটা বিরাট অর্থ চলে যাচ্ছে। অউৎপাদক ক্ষেত্র যেগুলি আছে সেই সব ক্ষেত্রে ফাঁককে বন্ধ করবার জন্য ঐ সব ক্ষেত্রে যা আমদানী হচ্ছে সেটা বাড়ছে দিনের পর দিন। ও দিয়ে তো দেশের কোন প্রডাকশন বাড়বে না, তাতে বড় লোকের বাহাদুরী বাড়বে। নয়া প্রধানমন্ত্রী নয়া চেহারার জেল্লা বাড়াতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন উপকার আমার দেশের হবে না, দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে এটা ওরা বুঝছেন। ওটাকে চাঙ্গা করবার জন্য প্রডাকশনের গোটা ব্যাপারটা পালটে দিতে চেষ্টা করলেন যে, এক্সপোর্ট অরিয়েনটেড প্রডাকশনের নয়া নীতি ওরা গ্রহণ করবেন যা দিয়ে বাইরে জিনিষপত্র বিক্রি হবে, অর্থাৎ রেজাল্ট কি? আমরা দেখেছি ব্যালেন্স অব্ ট্রেড ডেফিসিট, ঘাটতি সব সময়ে নীচে যা আমদানী হচ্ছে নন্ প্রডাকটিভ ক্ষেত্রেতে আমরা যা উৎপাদন করছি যা বাইরে পাঠিয়েছেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যালেন্সটা ডেফিসিট হচ্ছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কোন উপকারে লাগছে? ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবার জন্য যে সব বড় বড় বাত বাতলানো হচ্ছে তা তো কোন ব্যবস্থার মধ্যে লাগছে না, দিনের পর দিন তো আরও খারাপ হচ্ছে যার ফলে দেশের ডেফিসিট ফিনানসিয়াল ক্রমশঃ বাড়ছে যেটা ৫০ শতাংশ থেকে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত ওটা শেষ হয় নি, কমেও নি, দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। এটা পুরন করার জন্য আমরা দেখছি কত লোক লাগিয়ে টেক্স বসিয়ে এর লাগাম তারা পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় যে বাজেট পেশ করা হচ্ছে ৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট এর মধ্যে টেক্সও বসানো হয়েছে। তারপরও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলছেন যে টেক্স বসাতে কার্পণ্য

করবো না। নূতন ট্যাক্স বসানোর হুমকি ইত্যাদি রাখছেন. মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে, জিনিষপত্রের দাম বাড়বে, দাম বাড়লে যা বাজেট প্রভিশ্যান হয় তা এক্সটেনশ্যান হবে, এই বাজেটকে ধরে রাখা যাবে না। যেখানে অবস্থা এই জায়গায় দাড়িয়েছে. একটা রাজ্যের যার কোন অর্থনৈতিক ভিত্ত গড়ে উঠল না, যার কোন নিজস্ব সম্পদ বলতে কিছু নেই এই রকম একটা রাজ্যে ছোট একটা সরকার বেপরোয়া না হলে, মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি দরদ না থাকলে পরে কলম না চালিয়ে এই রকম একটা বাজেট উত্থাপন করতে পারতেন না সেই ক্ষেত্রে বলছি, অর্থনৈতিক যে স্রোত যেদিকে বইছে তার উল্টো দিকে যাবার একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে এবং তাই এখানে করা হচ্ছে। মূলতঃ একটা দেশের লোক চায় একটু খাবার, একটু বেঁচে থাকতে. একটু বসবাস করবার জায়গা, সামান্য এই টুকুই চায়। এই বাজেটকে খুললে আমরা দেখবো সব দপ্তরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৫৫ শতাংশ, কোথাও আছে? যেগুলি সাধারণ মানুষের একটু খাবারের ব্যবস্থা করবে. একটু শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, একটু বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে ৫৫ শতাংশের এই বাজেটের মধ্যে তারই উল্লেখ রয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সেটা দেখছেন না এবং এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের যে, গরীব জনসাধারণ আছে তাদের ভবিষ্যতে আশা জাগাতে সহায়ক হবে। এছাড়া যেখানে ওরা বলছেন যে এই বাজেট কি উপকারে আসবে জানি না কিন্তু মূলধনী খাতে ব্যয়বরাদ্দ ওরা দেখেন নি, তার পারসেন্টেইজও ওরা করেন না. সুতরাং এটা কি ওরা বুঝেন না? না বুঝে এইসব বলছেন? এই বাজেটের মধ্যে আছে ২০ শতাংশ মূলধনী খাতে ব্যয়-বরাদ্দ যা এই রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টি সহায়তা করবে, তা এই বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেন ওরা দেখলেন না এই সমস্ত জিনিষ আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, এখানে কিছু বিভ্রান্ত করবার জন্য ভুল তথ্য, শ্যামাচরণবাবু নেই, উনি এখানে পরিবেশন করেছেন, কে শিখিয়েছেন ওকে জানি না। এখানে বলা হয়েছে সোস্যাল সিকিউরিটি ওয়েল-ফেয়ারের মধ্যে নাকি বেকার ভাতা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৯ কোটি টাকা দিয়েছেন।

শ্যামাচরণবাবু বেকার ভাতার কথা উল্লেখ করেছেন। বেকারকে ভাতা দিতে হলে অন্ততঃ মাসে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। ১ লক্ষের উপরে বেকার। সুধীর বাবুর হিসাব মতে দেড় লক্ষের মত বেকার। ১ লক্ষও যদি বেকার ধরি, তাহলে

১০৪ টাকা করে দিতে হলেও কত হবে সেটা শ্যামাপ্রসাদ বাবু একটু হিসাব করলে পারতেন। মাসে ১ কোটি লাগে। অর্থাৎ ১২ মাসে ১২ কোটি লাগবে। ৯ কোটি টাকা দিয়ে বেকারদের ভাতা দেওয়ার জন্য বলছেন এবং তারা যুবকদের বিভ্রান্ত করার জন্য এইসব বলছেন। আর একটা কথা বলছেন পঞ্চায়েতগুলোতে বাকি ৫ জন করে, ৭০৪টি পঞ্চায়েত, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে ৫জন করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে। কোথায় পেয়েছেন জানিনা। উনারা বাস্তবের সংগে যোগাযোগ রেখে বলেন কিনা জানিনা। প্রথম অবস্থায় ১০ জন, তারপরে ৫ জন, তারপরে ৫ জন। এইসব কোথায় পেলেন মাননীয় সদস্য আমি জানিনা। আ হ্যাভ গট দি ডকুমেন্ট। আমি ইচ্ছে করলে পড়ে শুনাতে পারি। তারপরে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড ত রয়েছেই। আর সোসিয়েল সিকিউরিটি অফ ওয়েলফেয়ার দপ্তর আছে তাতে আরও বিভিন্ন দিক আছে। ৯ কোটি টাকায় কি করে কুলোয়? শ্যামাবাবু বাকেট বুঝেনা করে না বুঝার ভান করে এইকথাগুলি বলছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এগুলি করছেন। এইসব চালানো ঠিক নেই। আমার সেহাই মশাই ছিলেন এখানে। উনি বক্তৃতা করেছেন। এখন উনি নাই এখানে। উনি এখানে অনেক ধানাই পাইাই করে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন ৪ হাজার ছেলেকে কেন বামফ্রন্ট সরকার চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারলনা? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ভারতবর্ষের কত হতভাগা এই ধরণের অংশে তাদের জন্য ত একটি কথাও বললেন না। রাজীব গান্ধীর সরকারের যে নীতি ইন্দিরা গান্ধী থাকতেই সিদ্ধান্ত করে সারকুলার দিয়ে চাকুরী বন্ধ করে দিয়েছে গোটা ভারতবর্ষে। রাজ্যগুলিকে বলছে, তোমরা করবে না। কেন? কারণ বেকার ভাতা ও চাকুরী বেশী হলে নন্-প্রডাকটিভ অ্যাকস্পেনডিচার বেড়ে যায়। নয়া ফিসিক্যাল পলিসির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এইগুলি ইনফ্লেশান হয়ে যাবে। নন্-প্রডাকটিফ অ্যাক্সপেনডিচার যদি বাড়ে তাহলে ইনফ্লেশাম হবে। ইনফ্লেশান হলে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে। সুতরাং চাকুরী বন্ধ। অন্য কথা বলতে গিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীর ঘটনা বলতে গিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার প্রশ্ন এখানে রেখেছেন। এখানে অনেক ধানাই পানাই করে বলা হয়েছে, এখানে উগ্রপন্থী যারা আছে তারা বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা সৃষ্ট. ওদের লালক পালক সবই। ওদের কথাই যদি ঠিক হয় তাহলে আমরাও এইকথা বলতে পারি দিল্লীতে যে উগ্রপন্থী সেগুলি রাজীব গান্ধী সৃষ্টি করেছেন। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসী রাজত্ব সেখানে যা

চলছে সবই তাঁদের সৃষ্ট বিহারে যে হরিজন নির্যাতন চলছে সেগুলি কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে। ওদের কথাই যদি ধরি তাহলে ত আমরা এইকথা বলতে পারি। এগুলি অস্বীকার করবেন কিনা জানিনা। স্বীকার করা উচিত। স্যার, সেজন্য আমি বলতে চাই আমার এখানে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে, আমার সময় খুব কম। পার্লামেন্টে উনাদের মন্ত্রী যে হিসাব দিয়েছেন তার হিসাবের কিছুটা তুলে ধরতে চাই। এইটা গিরিধর মোল্লা উনাদের মন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গত ৪ঠা মার্চ যে হিসাব দাখিল করেছেন কাংগ্রেসী রাজ্যগুলির চেহারা বলছি এস, সির ক্ষেত্রে ৭৩টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১৬০টি। এইটা আপনাদের মন্ত্রীর উবাচ। মধ্যপ্রদেশে খুন ৮০টি, ধর্ষন হয়েছে ১৫০টি, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ২৬১টি। রাজস্থানে ৭৩টি খুন ১০০টি ধর্ষন এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৬১টি। আমাদের ভারতবর্ষের নয়া প্রধান-মন্ত্রীর নির্বাচনের জায়গা সেই রাজ্যের চেহারা কি? খুন ১৭০ নারী ধর্ষণ ২১৯, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৭৮৯। এইটা আপনাদের মন্ত্রীর উবাচ। আপনাদের মন্ত্রীর ভাষণ। আপনাদের মন্ত্রীকে যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন ত হলে আমার করার কিছুই নাই। ধিক্কার জানাতে হয় আপনাদের মন্ত্রীকে মানেন না। হ্যাঁ, আমি কাবেকশান করব, আপনাদের মন্ত্রী যদি কাবেকশান করে তাহলে আমিও করব। স্যার, তপশিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশে ৭৭ জন খুন, ১৪৩ জন ধর্ষিতা, ১৯৩টি অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। রাজস্থানে ২৫টা খুন, ২৭ জন ধর্ষিতা। ১১টা অগ্নি-সংযোগের ঘটনা। বিহারে ৮৬ সনের মাত্র প্রথম ৬ মাসে হত্যা হচ্ছে ১৩, আহত হচ্ছে ১৭, ধর্ষন ১৭, লুটপাট ৫২, অন্যান্য ডাকাতি, ছিনতাই এগুলি হচ্ছে ২৭৯। সর্ব্বমোট ৩৮৮টি ঘটনা। স্যার, এই তথ্য দিয়ে বুঝা যায় সারা ভারতবর্ষের কি অবস্থা চলছে। আজকে ভারতবর্ষের যে চিত্র তা কি রাজীব গান্ধী ইচ্ছা করেই এই খুন খারাপি করছেন বা তার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ইচ্ছা করে এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছেন? ঘটনা তা নয়। যে অর্থনীতিতে দেশ চলছে তার মধ্যেই সমস্ত বিষ। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আপনারা একটা নাম বলুন। উগ্রপন্থীর কথা বলেন, এইটা একটা বিশেষ পরিস্থিতির, বিশেষ শ্লোগান। এছাড়া আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে ত্রিপুরার সংগে অন্য রাজ্যের কি তুলনা হয়? কাজেই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগগুলি আনা হয়েছে সেগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সুতরাং এইযে বাজেট আনা হয়েছে এই বাজেটকে

আমি সমর্থন করি এবং আমি আশা করব এই হাউস সর্ববসম্মতিক্রমে এই বাজেটকে পাশ করিয়ে দেবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৮৭ ৮৮ সনের আর্থিক বৎসরের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, গতকাল আমাদের মাননীয় সদস্য মানিক বাবু সেটা উল্লেখ করেছেন যে এই বাজেট সরকারের রিফ্লেকটারে

বাজেট হল একটা সরকারের আদর্শ এবং নেচারটাই এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। আজকের এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখি যেভাবে লেফ্টিষ্ট ইকনমিক্সের বাজেট হওয়ার কথা ছিল, তাই আজকে বলতে হয় যে ত্রিপুরার লেফটিষ্ট পার্টি লেফটিষ্ট ইকনমিকস আদর্শে এই বাজেটটা করেনি। কারণ আমরা দেখি, তাদের আদর্শ অনুযায়ী যে বাজেট তাতে প্ল্যানের টাকা বেশী হওয়ার কথা ছিল, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক আছে এবং ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ মানুষ আজও দারীদ্র্য সীমার নীচে আছে। এমতাবস্থায় এই বাজেটের মধ্যে বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনা বা প্ল্যান থাকা উচিৎ ছিল। লেফটিষ্ট ইকনমিকের আদর্শ অনুযায়ী এই বাজেটে দেখা যায় নন্-প্ল্যানের বহরই বেশী, বোধহয় এই বছরটা নির্বাচনের বছর বলেই। আগে তারা পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসিকে বিশ্বাস করত না, পার্লামেন্টকে তারা শূয়রের খোয়ার মনে করত, আর আজ সেই খোয়ারের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা লাভের জন্য তারা নন-প্ল্যানে ওয়েজ টাকাটা বাড়িয়েছে এবং নির্বাচনের পর আবার আসার চেষ্টা করছে। এই জন্যই এই বাজেট বাস্তব ধর্মী না এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আসবে না। এই বাজেট ভাষণের মাধ্যমে মাননীয় সদস্য মাণিকবাবু বলেছেন সেন্ট্রাল বাজেটের কথা এবং তার সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা করার আগে সেন্ট্রালের সমস্ত বাজেটটার উপর ওনার নজর দেওয়া উচিৎ ছিল। সেখানে রেলওয়ের বাজেট এবং এস টি ও এস সির উপর উপর যে বাজেট তাতে তো রেলের ভাড়া বৃদ্ধির কথা নাই। এগুলিতো ওনারা উল্লেখ করেনি, শুধু দোষারূপ করার মত পয়েন্টগুলি নিয়ে সমালোচনা করে

গেছেন এবং এইটা করেন অন্যের দোষটা দেখিয়ে নিজের দোষটা গোপন করার জন্য। এই বাজেট ভাষণে মাননীয় মাখনবাবু বলেছেন, এই বাজেটের মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নয়ণ হচ্ছে কারণ এ. ডি. সিকে ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন উপজাতিদের উন্নয়ণের জন্য সেভেনথ সিডিউলের পর আজ ৫ বছর ধরে এ ডি সি হওয়ার পরেও সেখানে হেড কোয়ার্টার কোথায় করা হবে তা নির্দিষ্ট করতে পারেননি, নির্মাণতো দূরের কথা, তারপর কয়েক বছর আগে উপনগরী করার কথা এই হাউসে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে তাতেও সেখানে এখনও কাজও করতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য ভানুবাবু উল্লেখ করেছেন যে, ভারতবর্ষের এই ইকনমিক ক্যাপিটেলিস্ট অবস্থার মধ্যে আমরা ত্রিপুরার রাজ্যে কোন কিছু করতে পারছি না; কিন্তু ওনার বোঝা উচিৎ ছিল যে ভারতবর্ষের ইকনমিক ক্যাপিটেলিস্ট সিষ্টেমে চলছে না। ভারতবর্ষের ইকনমিক সোসিয়েলিষ্ট সিষ্টেমে চলছে। তারপর ওনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার বা ফিনান্স কমিশন আমাদের টাকা দিচ্ছে না ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু উল্লেখ করেছেন যে উপজাতি এলাকাতে যেসব জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে, সেগুলি নির্মাণের জন্য, একটা স্কুলও এখানে করা হয়নি এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে তা স্বীকার করেছেন। মাননীয় সদস্য সেনপ্রসাদ বাবু বলেছেন যে, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৯ বছরের মধ্যে পীসফুলী কাজ করতে পারিনি কারণ ৮০র জুনের দাঙ্গা তারপর ফ্লাড ও নানারকম ন্যাশানেল কলামিটিস ও পলিটিক্যাল ক্লাস. কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে এসব ছিল না, এইটা আমদানী হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মার্কসবাদী নন তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে হবে, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা আসার পর আমরা দেখেছি শান্তি সেনারা শান্তি বাহিনীর নাম করে ত্রিপুরার সমস্ত বিরোধীদল কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস সব কিছুকে ধোলাই করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। পলিটিকাল ক্লাসের জন্য বিরোধী পার্টিকে দোষ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকা যায় না। মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ বাবু বলেছেন যে আগে এভগুলি স্কুল ছিল না, রাজ্যে এতটা ডেভলাপমেন্ট ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে নাই, যখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আমাদের মহারাজা যোগ দেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যে কি ছিল? তখন কোন কিছুই ছিল না। দশটা সাব-

ডিভিশানে মাত্র দশটা অফিস ছিল কয়েকটা স্কুল ছিল একটামাত্র হসপিটেল ছিল। কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে এখানে আড়াই হাজার স্কুল হয়েছে অনেকগুলি হসপিটেল হয়েছে হাইস্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে, একদিনেই তো আর সব কিছু করা যায় না। আজ সবকিছুর রেডিমেড অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন এবং কংগ্রেসের আমলে যেখানে ২৮০ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যের এত ডেভলাপমেন্ট হয়েছে সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই ৯ বছরে কতটা ডেভলাপমেন্ট করতে পেরেছেন? এইটাকে কমপেয়ার করলেই দেখা যাবে আপনাকে আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কতটা উন্নয়ণ হয়েছে। কাজেই আমি বলব আজকে যদি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বাস্তবধমী বাজেট করতে হবে না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে বাঁচানো যাবে না তাদের স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়ানো যাবে না, লক্ষ লক্ষ বেকারকে কাজ দেওয়া যাবে না। সেইদিক দিয় আজ বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট ব্যর্থ হয়েছে, সেই কারণেই আমি এই বাজেটকে বাস্তববিহীন বাজেটে অবহিত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ ৮৭ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় যে ১৯৮৭-৮৮ সনের বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এইটাকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট বললেও আমি মনে করি এটা বামফ্রন্টের দশমবর্ষের ইলেকসন বাজেট। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাজেট হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল বাজেট। যদি তা না হতো তাহলে গতবার যে বাজেট করা হয়েছিল সেখানে মাত্র ৪৭ কোটি টাকার বাজেট করা যেত এবং এবার মাত্র ৬০ কোটি টাকার বাজেট করা যেত। কাজেই বাকি সব টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্র থেকে অনুদান পাবার পর এই ৩৫৪ কোটি টাকার বাজেট করা সম্ভব হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের যে প্রতিক্রিয়া হবে

আমি সুনিশ্চিত বলতে পারি যে, সেটা হচ্ছে এই বাজেটের অর্থের অর্ধেকের বেশী অর্থাৎ ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অর্থ ব্যয়িত হবে দলীয় দাবী পুরণের জন্য আর বাকি টাকাটা সম্পূর্ণভাবে অপব্যয় করা হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি ওয়েটস্ এণ্ড মেজারস্ সম্পর্কে বলতে পারি যে, এই পাল্লা বাটখারা ডিপার্টমেন্ট কখনো কোন বাজারে গিয়েছে এ কথা কেউ বলতে পারেন না। বা কেউ দেখেননি। ফলে দেখা যায় বাজার থেকে এক কে. জি. চাল বা চিনি বা সবজি আনলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাপলে ১০০ গ্রাম থেকে ২০০ গ্রাম কম হয়। এই ধরনের অসাধু ব্যবসা চলছে। এইটা কন্ট্রোল করার দায়িত্বে যারা আছেন এই ওয়েটস্ এণ্ড মেজারস্ ওদের কেউ কখনো বাজারে যেতে দেখেন নি বা গিয়েছেন এমন কোন প্রমাণও কেউ দিতে পারবেন না। কাজেই এইটা হচ্ছে অপব্যয়। শিক্ষাঃ শতকরা ৭০ ভাগ স্কুল হচ্ছে প্রাইমারী স্কুল। সেখানে টিচার আছে কিন্তু তারা স্কুলে যায় না, অথচ মাস মাস তারা বেতন পাচ্ছেন। কাজেই এই শিক্ষার খাতে ব্যায় বরাদ্দ টাকা মানুষের কল্যানে আসতে পারে না, যুক্তি সঙ্গত কারনেই।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের শিল্প ও ইণ্ডাষ্ট্রিতেও অপব্যয় চলছে। আমাদের জুটমিল, খান্দেশ্বরী সুগার মিল এবং ডুম্বুরনগর প্রজেক্ট এই সমস্ত শুধু লস দিয়ে দিয়ে চলছে। অথচ এই লসের জন্য আমাদের বাড়তি বাজেট বরাদ্ধ করতে হয়। আজকে যদি এই লস ইত্যাদি না হতো তাহলে জনগনের কল্যানে ব্যয় করা সম্ভব হতো।

কাজেই এইগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একটা অপচয়। আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি।

পুলিশ:—এই খাতে আবার ২৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই পুলিশকে কি কখনো আমরা দেখেছি নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা নিতে কি টি, এন, ভি, দমনে, কি চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি রোধ করতে? তাদের কাজ হচ্ছে শুধু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা কোথায় মিটিং করতে যাবেন তাদের জন্য সিকিউরিটি করা আর সেলুট মারা, স্যার স্যার, করা কিভাবে একটা তারকা বেশী পাওয়া যায়, এই সমস্ত নিয়ে তারা ব্যস্ত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা খুশী হতে পারেন কিন্তু রাজ্যের মানুষের কল্যানে তারা কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

মিঃ স্পীকার স্যার, তারপরে আরো কতগুলি খাতে ধরা হয় যেটা সম্পূর্ণ দলীয় প্রচারের জন্য। এইটা হচ্ছে ড্রামা, সাংস্কৃতিক এন্টারটেইনমেন্ট এই সমস্ত সরাসরি দলীয় প্রচারের জন্য সাহায্য করছে তার জন্য টাকা ধরা হয়।

তারপর ল্যাম্পস এবং প্যাকস এইগুলি পুরাপুরি দলীয় প্রচারের মাধ্যম, এখানে রয়েছে অহরহ দুর্নীতি। আর দুর্নীতি করে দলীয় খাতায় নাম লেখালে তাদের সব অপরাধ মাপ হয়ে যায়। কাজেই এই বাজেট জনগণের কাজে লাগবে তার কোন গ্যারেন্টি নেই।

গত নয় বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা বলতে পারি যে, এইটা শুধুমাত্র দলীয় কর্মীদের পাইয়ে দেবার জন্যই বাজেট করা হয়েছে। আর এবারে যে দশম বাজেট করা হয়েছে সম্পূর্ণ ইলেকসন বাজেট বলা যায়। এই বাজেট পাশ হবার আগেই শুরু হয়ে গেছে বামফ্রন্টের প্রচার। আমাদের দলে আস, তাহলে তোমাদের চাকুরী দেব, আমাদের দলে আস তাহলে তোমাদের আর্থিক সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দেব, আমাদের দলে আস তাহলে তোমাদের সুতো দেব। আর আমাদের দলে না এলে, তোমাদের উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং তোমাদের গ্রেপ্তার করা হবে। এই বাজেট পাশ হবার আগেই এখনই শুরু হয়ে গেছে এই প্রচার।

মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে আমরা দেখেছি যে, এইটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। এই কারনে যে, গতবার যে রেভিনিউ, টেক্স রেভিনিউ এবং ননটেক্স রেভিনিউ সেটা রিভাইজড করতে গিয়ে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার আবার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করতে হয়। তাই এবারেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, এইটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। গত বাজেটে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল কিন্তু সে ঘাটতি পূরণ হয়ে দেখা গেছে আরো ৮ কোটি টাকার মতন উদ্বৃত্ত হয়েছে। এবং এবারে এই টাকাকে এডজাস্ট করে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, এইটা ঠিক নয়। এই বাজেটকে ঠিক ঠিকভাবে তৈরী করা হয়নি। এতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরী করা হয়নি কেন? এই ঘাটতি দেখানো হয়েছে কেন? এইখানে প্লেন ধরা হয়েছে -১৬৪ কোটি টাকা এবং নন্‌-প্লেনে ধরা বেশী ধরা হয়েছে এতে সবচেয়ে বেশী খুশী হচ্ছে বামফ্রন্ট

সরকারের কর্মীরা।

তারপরে এই বাজেটে অনেক ভুল রয়ে গেছে যেমন এইখানে ৮০২ পেজে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ রাখা হয়েছে। এটাকে খোঁজতে খোঁজতে আমি হয়রাণ হয়ে পড়েছি। আবার দেখা গেল ২২০ পেজে ১৬ নাম্বার ডিমাণ্ড রয়েছে। তারপর ৩৬০ পেজে হোয়াইল কথার পরিবর্তে হুইলড্ লেখা হয়েছে। এটা কোন অর্থে করা হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি।

এরপর অ্যানুয়াল ষ্টেটমেন্ট ৬ এ '৮৫-৬', এটাকে বলা হয়েছে '৮৫ ৮৭। আরও ভুল আছে। আমি এগুলি আর তুললাম না। এই বাজেটে প্রিন্টিং প্রেস মেশিনারী এর জন্য যথেষ্ট টাকা ধরা আছে। কিন্তু প্রেস এবং প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টে যে কতখানি কাজ হয় এটা এই বাজেটই তার প্রমাণ। টাকা না আসতেই শুরু হয়ে গেল। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট জনগণের মধ্যে সন্তোষ্টি আনবে না। এটা আরও ক্ষোভ বাড়াবে। দলবাজীর জন্য অপব্যয়ের জন্য জনগণের কাছে এই বাজেট যাবে না। এতে দুর্নীতি বাড়বে অস্থিরতা বাড়বে। কাজেই আগামী বছরে রাজ্যে সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে এবং এর জন্য দায়ী হবে এই সরকার। এই বাজেট এটাই ইংগিত করছে। কাজেই এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার : – মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ৬ই মার্চ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই সভায় যে ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের বাজেট পেশ করেছেন আমি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট গণতান্ত্রিক এবং শান্তি-সংহতিকে শক্তিশালী করবে এবং গরীব জনগণের উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করবে। আমরা যখন ত্রিপুরার শান্তি সংহতির জন্য আন্দোলন করি তখন গোটা দেশটাকে আলাদা করে দেখি না। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ হা করে আছে এবং সেখানে গণতন্ত্রের সমাধি ঘটেছে। এমনি করে আমরা গনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। সাম্রাজ্যবাদীদের তার জন্য ঘুম নেই। বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস (আই) এবং কিছুদিন জনতা সরকারের শাসনে

ভারতবর্ষে যে দারিদ্র বেড়েছে এবং পরোক্ষ করের শতকরা ৮২ ভাগ এবং প্রত্যক্ষ করের বোঝা বেড়েছে শতকরা ১৮ ভাগ। কৃষি পণ্যের দাম নেই। কাজেই এই যে অসম বিকাশ, গোষ্ঠিগত এবং আঞ্চলিকগত যে অসম বিকাশ তার সুযোগ নিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং আমরা যদি সেসব সমস্যা দেখি, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন, সেটা বিচ্ছিন্ন নয়। আকালীদলকে দুর্বল করার জন্য পাঞ্জাবে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। মার্কসবাদীরা বলেছিলেন যে এতে মার্কিন সি, আই, এর হাত আছে। কিন্তু তারা শোনেন নি। তারা বলেছেন, ভিন্দ্রাওয়ালা সাধু পুরুষ যখন পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে ছুঁচো গলার মত সমস্যা হল তখন লঙ্গোয়াল চুক্তি হল। কিন্তু সেই চুক্তিকে কার্য্যকরী করার মত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাই আজকে দেখছি পাঞ্জাবের মধ্যে খালিস্তানের বিরুদ্ধে বার্ণালাকে লড়াই করতে হচ্ছে। আবার অপরদিকে শিখ জনগণের যে গভীর বিশ্বাস তাকে ভিত্তি করে পাঁচ পুরোহিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। আসামে আমরা কি দেখছি? তখন ছিল জনতা সরকার। তাকে দুর্বল করার জন্য বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন চালানো হল। পরবর্তীকালে আসাম চুক্তির মধ্যে আমরা দেখলাম মানুষের ভোটের অধিকার মানবিক অধিকার হরণ করা হল এবং একটা অসংবিধানিক চুক্তি করা হল। এখন অগপ সরকার ঘোষণা করেছে যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষকে বিতাড়ণ করা ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। আমরা দেখেছি মিজোরামের যিনি দেশদ্রোহী বলে দেশের বাইরে ছিলেন, তাকে চুক্তির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী করা হল এবং তারপর দেখা দেখা গেল দাবী আরও জোরদার করা হল? সেটা হল বৃহত্তর মিজোরাম। কংগ্রেস (আই সেটার অংশীদার। গোর্খাল্যাণ্ডের ব্যাপারে সর্বদলীয় সভা হল এবং বলা হল গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন। রাজীব গান্ধী বললেন এটা জাতীয়তাবিরোধী আন্দোলন নয়। এটা সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে আন্দোলন। তারপর দেখা গেল প্রায় অর্ধশত সি. পি. এম. কর্মী খুন হয়েছে। শ্রমিক বস্তিতে খাদ্য নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। রাজীব গান্ধীর কাছে সেটা জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন নয়, কারণ, সি, পি, এম-কে দুর্বল করতে হবে।

আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখি? টি, ইউ, জে, এস, তো ত্রিপুরা রাজ্যের

বাইরে কোথায়ও নেই। কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর তো একটা ঐতিহ্য আছে। কিন্তু আমরা দেখলাম এ, ডি, সি, এর নির্বাচনে তারাও টি, ইউ, জে, এস-এর সংগে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে। লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এই রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি প্রার্থী ছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে যদি দিল্লীতে একবার পাঠাও তাহলে এ, ডি সি, বাতিল করে দেব। উপজাতিদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদের লেলিয়ে দেওয়া, এই ছিল তাদের ভূমিকা। টি, এন ভি; টি, ইউ, জে, এস, তাদের দাবী শতকরা ৫০ ভাগ আসন উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। ১৯৫০ সালের পরে যারা এসেছে এই রাজ্যে তারা বিদেশী। তারপর ইনার লাইন চালু করতে হবে।

এই ধরণের রাজ্যের স্বার্থ বিরুদ্ধ দাবী, ভারতের সংহতি বিরুদ্ধ দাবী যখন তারা করছেন, তখন আমরা দেখছি যে কংগ্রেস (আই) দল টি, ইউ জে, এসের হাত ধরাধরি করে চলছেন। কেন? আসলে জনতা পার্টিকে দুর্বল করার প্রশ্নে তারা যা করেছিলেন সেই রকম এখানকার সি, পি, এমকে দুর্বল করতে হবে এবং তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে ধর্ম, সম্প্রদায় এবং জাত পাতের যে শ্লোগান, তার সংগে কংগ্রেস (আই) গিয়ে হাত মিলাচ্ছে, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। স্যার, কিছুদিন আগে আমাদের এখানে যে দুটো উপনির্বাচন হয়ে গেল, সেই উপনির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখলাম যে কবমছড়াতে টি, ইউ জে, এস এর ভরাডুবি হয়েছে, আর গুেলিয়ামুড়াতে কংগ্রেস (আই)র ভরাডুবি হয়েছে। আর, এর থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে কংগ্রেস (আই) আরও কত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জনবিচ্ছিন্ন হলে কি হবে, তাদের যে আবার মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তার জন্যই নতুন করে পথ খুঁজছে। আজকে তাদের সেই পথ হচ্ছে ও, বি, সির আন্দোলন, ঐ সেই একই জাতপাতের প্রশ্ন আবার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে আঞ্চলিক প্রশ্ন সম্প্রদায়িক প্রশ্ন মানুষকে উস্কানি দেওয়াই হচ্ছে কংগ্রেস (আই)র রাজনৈতিক মূলধন। ত্রিপুরাতে কে, সারা ভারতে আমরা দেখলাম যে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নি এখন পর্য্যন্ত এর জন্য একটি পাই পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটে বরাদ্দ করে নি, এমন কি কোন রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে

কোন রকম সাহায্য করেনি। এই জাত পাতের প্রশ্নে যারা এক সময়ে ছিল সূতার পাইকারী ব্যবসায়ী, বামফ্রন্টের সময়ে সেই সব ব্যবসায়ীদের সংগে সম্পর্কে সংকোচিত হয়েছে তাই আবার তাদেরকে তাজা করবার জন্য, চাঙ্গা করবার জন্য এই ও. বি. সির আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। তাই আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষা, কৃষি এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বল শ্রেণীর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে এই বিধান সভার মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে সব সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্যার, আমরা আরও কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে রাজীব গান্ধী সার্কের চেয়ারম্যান হওয়া সত্বেও বাংলাদেশকে বাধ্য করলেন না সেখানকার টি. এন. ভির ঘাটিকে ধ্বংস করার জন্য, তিনি পাকিস্থানকে বাধ্য করলেন না সেই খালিস্থানী আন্দোলনের জন্য যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, সেটাকে বন্ধ করার জন্য। আমরা আরও দেখছি যে কংগ্রেস সরকার ভারতের মানুষকে আহ্বান করছেন না সংহতির সংগ্রামে বা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতপাতকে রক্ষা করার জন্য, অন্য দিকে আমরা দেখি যে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গোটা রাজ্য ভিত্তিক, ব্লক ভিত্তিক এমন কি পঞ্চায়েত ভিত্তিক সংহতি সমাবেশের ডাক দিয়েছে, সেই সমাবেশে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হচ্ছে শান্তি, সংহতি এবং গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য গোটা ভারতের মানুষ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের এই উদ্যোগ দেখে সোচ্ছাস হয়ে উঠেছে! তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মুখে আজ কেবল শান্তি ও সংহতির মন্ত্র এই উচ্চারিত হচ্ছে, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব। কাজেই জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটের বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট অন্তঃসারশূন্য বাজেট, বাক চাতুর্যময় একটা ছলনাময় বাজেট। এতে সম্পদ বাড়াবার কোন উদ্যোগ নেই, আছে শুধু কৃষক, প্রান্তিক চাষী, শ্রমিক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ভোক্তাদের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, পাশা পাশি আছে মুনাফাখোর, চোরাকারবারী আর উচ্চ মধ্যবিত্তের একটা আনন্দময় ঘন উচ্ছাস, আর গরীব কর্মচারী, বেকারদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়েছে।

স্যার, এখানে ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, ঠিকই কিন্তু তার অন্তরালে রয়েছে একটা সুকৌশল, এতে দ্রব্য মূল্য বাড়বে যার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ রেহাই পাবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখছি বৎসরের শুরুতে উচ্চবৃত্ত আর বৎসরান্তে ঘাটতি বাজেট দেখানো হয়। স্যার, এবারও তাই দেখিয়ে চলেছেন, শুরুতে ৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত আর বছর শেষে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে। স্যার, এটা সুনিশ্চিত যে রাজস্ব সংক্রান্ত, রাজস্ব বহির্ভূত ও কেন্দ্রীয় অনুদান এই তিনটি খাতেই রাজ্য সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শুধু শুধু আয়টাকে কম দেখিয়ে ব্যয়টাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হিসাবের যে কারচুপি করা হয়েছে, এটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অংক শাস্ত্রতে বিশেষজ্ঞ, উনি আমাদের কাছে করহীন বাজেট পেশ করেছেন, অথচ ট্যাক্স রেভিনিউ প্রতি বৎসরই বাড়ছে, যেমন ১৯৮৪-৮৫তে ১০ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বেড়েছে, ১৯৮৫-৮৬তে ১৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বেড়েছে, ১৯৮৬—৮৭তে ১৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বেড়েছে, আর ১৯৮৭-৮৮র জন্য ১৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু সুনিশ্চিত যে এটা আরও বাড়বে। স্যার, প্রতি বছরই মাঝে মাঝে ফিন্যান্স বিল এনে কর বাড়িয়ে দিচ্ছেন জনসাধারণের কাঁধে, এটা আমরা দেখতে পাই। স্যার, ওনার করহীন বাজেটের বিশেষত্ব একবার দেখুন, স্যার, আমি উনার হিসাব থেকেই দিচ্ছি সেটা হল ১৯৮৫-৮৬তে সেলস, ট্যাক্স থেকে আয় ধরা হয়েছিল ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ১৯৮৬-৮৭র সংশোধিত বরাদ্দে সেটা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এবারে ১৯৮৭-৮৮তে ধরা হয়েছে ৮ কোটি টাকা, এটাও বছরের মাঝামাঝি নিশ্চিত ভাবে বাড়বে। স্যার, উনার বাজেটে আয় কম দেখানোর একটা কৌশল দেখুন। যেমন বিদ্যুত শুল্কে আয় ছিল ১৯৮৫-৮৬তে ৩০ হাজার টাকা, ১৯৮৬-৮৭তে এসে সেটা দেখানো হল তিন লক্ষ আর ১৯৮৭-৮৮তে এ একই অবস্থা দেখানো হয়, তারই পাশাপাশি কৃষি আয়কর থেকে রাজ্য সরকারের আয় ছিল ১৯৮৫-৮৬তে ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, ১৯৮৬-৮৭তে সেটা হল মাত্র ৩ লক্ষ টাকা, আর ১৯৮৭-৮৮ সালে এসে এ আগেরটাই ধরা হল। এখন প্রশ্ন হল কি ভাবে আয়টা কমে গেল? অথচ বামফ্রন্ট উচ্চস্বরে বলে যাচ্ছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের প্রসার হয়েছে, কৃষির প্রসার হয়েছে, ভাবটা যেন এম যে ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে

যেখানে শালের গাছগুলি আছে. সেগুলিই বিদ্যুতের পোষ্ট হয়ে গিয়েছে। কংকেই এই যে ঘাটতি দেখাতে হল. তার পিছনে কি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিগির তোলার কৌশল নয়? স্যার, এবার পরিকল্পনার বাজেটটাও একবার দেখুন, আমি এটা উনার হিসাব থেকেই দিচ্ছি, ১৯৮৫–৮৬ সালে ছিল ২৮৯ কোটি টাকা. ১৯৮৬-৮৭ সালে ছিল ৩০৭ কোটি টাকা. আর এবারে ১৯৮৭-৮৮ সালে দেখানো হল ৮৫৪ কোটি টাকা, এবার আসন্ন বার্ষিক পরিকল্পনায়. এতে আমরা দেখছি যে ১৯৮৫-৮৬ সালে জন্য ছিল ৮৬ কোটি টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য ছিল ১০৫ কোটি টাকা আর ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য ধরা হয়েছে ১১২ কোটি টাকা। এরপর, হচ্ছে গ্রেন্ট ইন এইড বা কেন্দ্রীয় অনুদান। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাব থেকেই বলছি, প্রতি বছর তিনি যেটা ধরেছেন, তার থেকে বেশীই পেয়েছেন, কম পান নি। যেমন ৯৮৪-৮৫ সালে পেয়েছেন ১৬৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে পেয়েছেন ২২১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, ১৯৮৬-৮৭ ১৫৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আর ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য উনি ধরেছেন ২৮৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এটাও নিশ্চয় যে বাড়বে আর সেই যোগে রাজ্যের অবদান তিনি যেটা দেখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে মাত্র ২৭ কোটির কিছু বেশী টাকা।

অতএব, আমরা এই পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারি যে, কেন্দ্র এই রাজ্য সরকারকে মোটেই বঞ্চনা করছেন না। ভাল কথা। যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে তো জাগান যায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন না যে কেন্দ্রকেও একটা নিয়ম-নীতির মধ্যেই চলতে হয়। তাঁর খুশীমত সে চলতে পারে না তাঁকে তার ফর্মুলায় মধ্যে চলতে হয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকেও তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। উনি দাবী করতে পারেন, অধিক অর্থ আমরা চাই. রেল লাইন সম্প্রসারণ কিংবা শিল্প প্রসারণ আমরা চাই। কিন্তু এটা চাইতে গেলে বাজেটকে এড়িয়ে, বিধানসভাকে এড়িয়ে এই কারচুপির পেছনে এটা কোন ধরণের গণতন্ত্র হতে পারে এটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না? আসলে এটা কি ঠিক যে, কেন্দ্রের অস্তিত্বটাই কি আপনারা অস্বীকার করতে চান? না, কেন্দ্র কি ভারতের বাইরে? এই জিনিসটা যদি ভুলে যাই, ভুলে যাওয়া হয় বা মানুষকে ভোলান হয়, তাহলে এটা কি বলতে আমাদের দ্বিধা হবে যে, এই জিনিষটা সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকলেরই পরিপন্থী? যা আমাদের দেশের সংহতির পক্ষে ভয়ানক দুঃশ্চিন্তার কারণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট প্লেস করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি ভূগর্ভের

আন্তরীক্ষে বিশ্ব চরাচরে ব্যপ্ত। উনি নক্ষত্র যুদ্ধে আতঙ্কিত হন, উনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে চমকিত হন, উনি আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদ, হাবারে এইসব কথা উনি বলেন। সাম্রাজ্যবাদকে কে চায়? ভারতবর্ষ কোন দিন সাম্রাজ্যবাদ প্রশ্রয় দেয়নি। পরাধীন ভারতবর্ষও এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এই পরাধীন ভারতবর্ষেও আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, জাতির জনক গান্ধী। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বক্তৃতা দিতে হয় না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনার মাধ্যমে উনি উনার দেশকে চিনুন, এই ভারতবর্ষকে চিনুন। উনার দলের যারা আদর্শ, অনভিজ্ঞ তাদের জন্য দরজাটা খুলে দিন একটু গণতন্ত্রের হাওয়া ওরা ভোগ করুক। ওরা কি দেন না, চীন আজও ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে? উনি দেখেন দেখেন না? দেখছেন না, চীনের সম্প্রসারণবাদ আজকে অরুণাচল প্রদেশে তার আগ্রাসন নীতি চালিয়ে যাচ্ছে? একবারও সেটা বলতে পারলেন না? ভিয়েৎনামে আমরা কি দেখেছিলাম? যে ভিয়েৎনাম ফ্রান্স এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল ভিয়েৎনামের জনসাধারণ, যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে সেই ভিয়েৎনামে ১৯৭৯তে এই চীনের সম্প্রসারণবাদ ঐখানে হস্তক্ষেপ করেছেন। কই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতো একবারও উনার ভাষণে তা উল্লেখ করলেন না এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, পরিতাপের কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদ মার্কিনই হউক, আর চীনই হউক এই দুইটার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ওটা একটাই, চীনের তল্পিবাহক হওয়া তাঁদের অভ্যাস। তাঁরা ওভাবেই চিন্তা করবে। আমি সে-দিক থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এই চিন্তাধারা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির পক্ষে সহায়ক নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই টি, এন, ভি, এর সাথে নিগসিয়েশন কি? ওরা কারা? ওরা ত্রিপুরার কোন জন-অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে? ওদের চিন্তাধারা কি? ওরা খুন করে, ডাকাতি করে, ওরা মানুষ খায়। ওদের সাথে --এই টি, এন, ভি, এর সাথে আবার আলাপ আলোচনা কি? নাকি, ওদের আণ্ডারগাউণ্ড থেকে উপরে তুলে নিজেদের দলে এনে, নিজেদের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা? এটার জন্যই? নাকি, নিজেদের

উপ-কোন্দলের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে ? নাকি, ঐযে, লামা কৌশল, কি হিলস ত্রিপুরা পিউপিলস পার্টি এই রকম একটা কিছুর নাম দিয়ে ঐ সরলামতি উপজাতিদের যারা নাকি দেশের জাতীয়তাবাদকে বিশ্বাস করে, আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সাথে সারা ভারতের মানুষকে এক করার কথা চিন্তা করে, যারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে আজকে আন্দোলন করছে তাদেরকে কণ্ঠরোধ করে দেবার অপ-প্রয়াস ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেক কথাই আমাদের বলতে হয়। বলতে হয়, উনারা কি বলেছেন নবোদয় স্কুলের বিরুদ্ধে। কিন্তু, কেন বলতে হয় ? ওতে কি বলা আছে ? গরীব সুযোগ পাবে না এই রকম একটি কথাও কি লেখা আছে ? সেখানে লেখা আছে যে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ যাদের মেধা আছে ঐ নবোদয় স্কুলে পড়বে। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যত অর্থের প্রয়োজন হবে দেবে। সেখানে গরীবমানুষ বঞ্চিত কোথায় ? এই কথা কেন ? কি ব্যাপার ? ওরা কি চায় না আমাদের দেশের আর একটা রবীন্দ্রনাথ হউক ? ওরা কি চায় না, আমার দেশে আর একটা সুভাষ জন্মাক ? ওরা কি চায় না, আমার দেশে আর একটা ডঃ খোরানা হউক ? ওরা কি চায় না, আমার দেশে আর একটা বৈজ্ঞানিক ভাবা হউক ? এটা কি উনারা চান না ? উনারা কি বলতে চাইছেন সেটাই বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, কেন এর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই। বলতে চাই, ইতিহাস যাকে মর্য্যাদা দেয় নি সেই হিটলারের কথা। "হিটলার একদিন উনার সেনাধ্যক্ষ গোয়াবেলসকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা গোয়াবেলস্ তুমি বলত কি করে আমার দলের প্রচার করা যায় ? গোয়াবেলস্ বললেন, এটা অত্যন্ত সহজ কথা যে, হাজার লোক যদি একটি মিথ্যা কথা প্রতিদিন বলে এটাই সত্যে পরিণত হয়। বাহ, বাহ, বাহবা গোয়াবেলস্। আর একটি প্রশ্ন তোমাকে করব। সেটা কি স্যার ? আচ্ছা, বলত, আমার তক্তাপোষটা কি করে আমি শক্ত মজবুত রাখব ? চিরকাল আমি এটাকে যাতে রাখতে পারি। এটা কি বললেন স্যার, এটাত আরো সোজা উত্তর। কিছু না, দেশের মগজগুলি শেষ করে দিন স্যার, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিন, ভেঙ্গে দিন। গোয়াবেলস্ সে কথা বললেন, হিটলারকে। হিটলার তার বুকে বন্দুক ধরে বললেন, সাবধান গোয়াবেলস্, আমি জাতিকে শেষ করে দিতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথার উল্লেখ করছি, হিটলারের প্রশস্তির

জন্যে নয়। এটা আমার উদ্দেশ্যও নয়। যে ব্যক্তি ফ্যাসিবাদের নায়ক, ইতিহাস যাকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে, তাঁরও ইচ্ছা ছিল, তাঁর জাতির উন্নয়ন সম্বন্ধে। আর আজ এই সরকার আমার দেশের মানুষের মগজ ধোলাই করে দিচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। উনি কি চান, ত্রিপুরায় একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি হউক? ভারতের থেকে আলাদা করে দেওয়া হউক ত্রিপুরাকে? এর নাম, জাতীয়-সংহতি? এর নাম, শিক্ষা? তাকে ধিক্কার জানাই। তাই, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, ৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, এই বাজেটে ৪৩২,১১,৬০,০০০ টাকা রেখেছেন এই বামফ্রন্ট সরকার অর্থাৎ আঁকা-বাঁকা সরকার। কাজেই এটা ঠিক যে ৯ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ডেভলাপ হয়নি সেকথা আমরা বলতে পারিনা। ডেভলাপ হচ্ছে এটা সত্যি কথা। কিছু কিছু অবশ্যই হচ্ছে। কাজেই, এই বাজেটকে আমি আংশিক সাপোর্ট করছি, আর বাকীটা করতে পারছি না। কারণ, বন্দরে আমাদের মাননীয় এড়ুকেশন মিনিষ্টার অনেক স্কুল করেছেন, জুনিয়র থেকে সিনিয়র সিনিয়র থেকে হাই অনেক বলেছি, ডেভলাপ হয় নি তা নয়, ডেভলাপ হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই, এখানে গত ১৯৮৬-৮৭ সালের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট দেখেছিলাম, ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি কমিটিতে আমাদের রেভেনিউ মিনিষ্টার চেয়ারম্যান ছিলেন। এইখানে আমি লক্ষ করেছি, এটা আমি মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে পেশ করতে চাই।

এখানে বলা হয়েছে যে, ষ্ট্যাটমেন্ট শোইং দি প্রোগ্রেস সচ ওয়ার্কস অব ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফর দি ইয়ার ১৯৮৬-৮৭ স্টেট, এন, আর, ইপি ফাণ্ড অ্যালট করা হয়েছিল ৬,৬৫,০৭৫.০৯ টাকা, খরচ হয়েছে ৪,৮৭,৫৯৭,২১ টাকা এবং ব্যেলেন্স ১,৭৭,৬৭৭,৮৮ টাকা। ম্যানডেজ হয়েছে ৩২,৬২৯। এস, আর ই, পিতে ফাণ্ড

এলটেড ২৫,৪৭,৮৫০ টাকা, খরচ ১৩,৪৮,৪৭৭,৭৩ টাকা, বেলেন্স ১১,৯৯,৩২২,২৭ টাকা, ম্যানডেজ ২৯.৫৪৭। আর, এল, ইজিপিতে ফাণ্ড অ্যালটেড ৯,৯২,১৬৮.০০ খরচ ৫,০৬,৮৩৩,১৮, বেলেন্স ৪,৮৫,৩৩৪,৮২ ম্যানডেজ ২৪,০৮১টি ফিশারী ডিপার্টমেণ্ট, এস আর, ই, পিতে ফাণ্ড ৬,৭০,০০ টাকা, খরচ ২,০০,০০০ টাকা বেলেন্স ৪,৭০,০০০টি। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট, ফাণ্ড এস, আর, ই, পিতে ফাণ্ড ৫১,৬০,০০০ টাকা, বেলেন্স ৪,১০,০০০ টাকা। ম্যানডেজ ৪,১০,০০০টি। আর, এল, ই, জি, পিতে ফাণ্ড ছিল ১৭,২৭.০০০, বেলেন্সে সম্পূর্ণ ছাটাই ১৭,২৭,০০০ টাকা। এগ্রিকালচার এল, আর, ই, পিতে ফাণ্ড ছিল ২১,৭৯.৫০০ টাকা, খরচ ৫,১১,৮০০ টাকা বেলেন্স ১৬,৪৭,৭০০ টাকা আর এল ই জি পিতে ফাণ্ড ছিল ৪,৩১,২ ০ টাকা, খরচ ১,৪৫,৮০০ টাকা বাকী থাকে ২,৮৫,৪০০ টাকা। এটা হল ৩১,১২.৮৬ পর্যান্ত খরচ। আরও তিন মাস আছে। এব পরেও সাপ্লিমেণ্টারী এখানে আনা হয়েছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার স্যার, গত ২৫ তারিখে লাতিয়াছড়াতে ৫টি মানুষ খুন হয়েছিল। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, লুঠ হয়েছে। সেখানে মানুষ বাড়ীঘরে যেতে পারছে না। মানুষ অনাহারে আছে। এখানে ১২ জন মন্ত্রী আছেন কিন্তু একজনও সেখানে যান নি। অথচ এখানে শান্তি মিটিং, সংহতি মিটিং করছেন। আমি এস, ডি, ও এবং ডি, এমকেও বলেছি এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ইপিতে কাজ দেওয়ার জন্য। কাকস্য পরিবেদনা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা জনসাধারণের কল্যাণে খরচ হবে না এবং এটার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৬ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এই কারণে যে এই বাজেট জনসাধারণের বাজেট এবং এই বাজেটে আমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কোন কর বসানো হয় নি। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের বাজেট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি এই বাজেটের মধ্যে এই রাজ্যের ছাত্র যুবক কৃষক দিন মজুর তাদের স্বার্থই প্রতিফলিত হচ্ছে। আজকে শিক্ষাখাতে শতকরা ১৬

পার্চেন্ট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও দুটি কলেজ একটা দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুমে আরেকটি উত্তর ত্রিপুরায় কমলপুরে করা হবে। এই বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০টি নন্ ফরমাল শিক্ষা কেন্দ্র, ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মধ্য বিদ্যালয়, ৩০টি মধ্য বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয় এবং ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত করা হবে। কাজেই শিক্ষার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্যোগ সেটা এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।

এবং আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজ্যের তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীকে বুক গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে ৪০০ টাকা এবং পোশাকের জন্য ৬০০ টাকা। তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে যে সব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের মেধা বৃত্তি হিসাবে ২৫০ টাকা, এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মেধা বৃত্তি হিসাবে ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এখানে ও, সি, সি-এর বা বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যা করা হচ্ছে তা আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে, বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই তা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পাশাপাশি লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব, শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বাজেটে কত বরাদ্দ করেছেন, ৮৫০ কোটি টাকা। তারমধ্যে ১৫০টি মডেল স্কুলের জন্য ৭৫০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বাদ বাকী ১০০ কোটি টাকা সাধারণ স্কুলের জন্য রাখা হয়েছে। তাও এ টাকা ঠিক ভাবে খরচ হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাত্র শতকরা ১ ভাগ টাকা সাধারণ শিক্ষা খাতে রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই টাকা খরচ করছেন। আমরা জানি, এই ১৫০টি মডেল স্কুলের মুষ্টিমেয় বড়লোকের ছেলে মেয়েরাই পড়াশোনা করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮৭-৮৮ সালের বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটে আমরা আরো দেখি, ৮৭টি দুর্বল পরিবারকে গৃহ নির্মাণের প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য ৫০০টি গ্রামকে ডীপ-টিউব-ওয়েলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পানীয় জলের সুযোগ সাধারণ মানুষ যাতে বেশী

করে পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটে বরা'দ্দ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা জনসাধারণের বাজেট। সেদিক থেকে এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বৃদ্ধা, বিধবা, বৃদ্ধ রিক্সা চালক, জুমিয়া ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার, জুমিয়ারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাতে জুমিয়ারা উৎসাহিত হবে। শুধু তাই নয়, জুমিয়ারা পুনর্বাসন প্রকল্পে ১৯৮৬-৮৭ সালে ২৬২৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হবে। এই প্রকল্পে নূতন করে আরো ১৩৭৮টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ, দুর্বল অংশের মানুষ যাতে সুযোগ পায় এটাই রাজ্যের বামফ্রন্ট দেখছেন। এর জন্যই গ্রামীন বেকারের কর্ম সংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, এই রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে কৃষকরা তাদের কৃষি চাষের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ভোগ করে থাকে। রাজ্যের গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে যান্ত্রিক উপায়ে চাষের জন্য ২০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে পাওয়ার-টিলার আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকেরা অসুবিধা কাটানোর জন্যই এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গরীব-দুঃস্থ ৬০০ পরিবারকে ১ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাশাপাশি আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব, কেন্দ্রীয় বাজেট ঘাটতি রয়েছে, ৫,৬০০,৮৮ কোটি টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটে এত অল্প ঘাটতি দেখেই বিরোধী নেতারা, বিরোধী দলের সদস্যরা হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরা কি কেন্দ্রের বিরাট ঘাটতির বহর দেখছেন না? এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে? কেন্দ্রে ৫১৪টি করের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তারমধ্যে ১৪৫টি মাত্র প্রত্যক্ষ কর, যা দেশের গরীব অংশের মানুষের কাঁধে পড়বে। আর বাদ বাকী ৩৬৯টি করই পরোক্ষ কর যা সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হবে। স্যার, আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে নিঃস্ব করবে।

(এট দিস্ ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়েজ লিট)

স্যার, আমাকে আরো দু'মিনিট সময় দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাই, ১৯৮৬-৮৭ সালের কেন্দ্রের বাজেটে ঘাটতি ছিল ৩৬৫০ কোটি টাকার।

আর এবার ঘাটতি হয়েছে, ৮২৮৫ কোটি টাকার। আমরা যা দেখছি, তাতে অনুমান করছি, সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। স্যার, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যিনি গণতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ আসনে আছেন তিনি কত বড় মিথ্যা কথা বলেন, কিভাবে দেশের মানুষকে মিসগাইড করেন তার একটি উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরেছি। স্যার, তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করলেন যা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাক্সপ্রেসে সংবাদ বেড়িয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নাকি সব সময় গুরুত্বপূর্ণ তথা দেশের রাষ্ট্রপতিকে ওয়াকিবহাল করেন ? কিন্তু তা যে কত বড় মিথ্যা কথা তা প্রমাণ হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতির চিঠির মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে গেলে পর এবং আসার পরও তাকে কোন কিছুই জানান হয় না।

মিঃ স্পীকার :-- এখানে রাষ্ট্রপতির চিঠি নিয়ে আলোচনার দরকার নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :-- স্যার, আমি বলছি, এই কংগ্রেস সরকার সারা ভারতবর্ষে কি শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী যিনি কেন্দ্রের মন্ত্রী তিনি ঘোষণা দিয়েছেন ১০ লক্ষ মানুষের চাকুরী তিনি দেবেন, ২ টাকা আড়াই টাকায় চাল খাওয়াবেন। এটা যে কত বড় ধোঁকা তা কংগ্রেসের চরিত্র দেখেই বুঝা যায়। এইতো কংগ্রেসের চরিত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যাতে এগিয়ে যেতে পারে তারজন্য সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। কাজেই আবার আমি রাজ্যের বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ॥

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় গত ৬ই মার্চ ১৯৮৭-৮৮ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আমরা ত্রিপুরা বাসীর কি কল্যান করতে চাই তা এই বাজেটের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এই বাজেটের বিরোধীতা করেছেন। বাজেটের টাকা তারা চান না।

আবার অমুক হচ্ছে না, অমুক হচ্ছেনা বলেও অভিযোগ এখানে উপস্থিত করেন। কোনটা ঠিক সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। বিগত দুই দিন ধরে উনাদের বক্তব্যে আমরা শুধু এই শুনছি যে, দুর্নীতি হচ্ছে, আর টাকা কেবল লুঠ পাট হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, যাদের এই সমস্ত করে অভ্যাস তাদের মুখেই এটা শোভা পায়। চোর ছাড়া চোরের মর্ম কেউ বুঝে না। যদি বলি এখানে একটা স্কুল দরকার, সেখানেও তারা দুর্নীতি দেখেন। যদি বলি একটা রাস্তার কথা, সেখানেও তারা দুর্নীতি দেখেন। দুর্নীতি ছাড়া উনারা আর কিছু দেখতে পান না। বিগত ৯ বৎসরে সারা রাজ্যে আমরা কি সম্পদ তৈরী করেছি সেই দিকে উনাদের নজর নেই। স্যার, উনারা বলছেন, ৩৬৫ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে যে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে, সেটা নাকি জনসাধারণের উপর কর বসিয়ে পুরণ করা হবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকার না যে ৫ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি পুরণের জন্য বছরের শেষে ১০ হাজার কোটি টাকার কর বসানো হবে। এটা বামফ্রন্ট সরকার। এটা উনাদের বোঝা দরকার। স্যার, পুরানের একটা গল্প বলছি. এক বয়ন শিল্পীকে এক রাজা একটা আশ্চর্য্য বস্ত্র তৈরী করে দেবার জন্য বললেন। বয়ন শিল্পী তা তৈরী করে দিলেন। রাজা সেটা পরিধান করে বললেন, এই কাপড় দিয়েতো নগ্ন দেহ ঢাকা যাচ্ছে না। তখন শিল্পী বললেন এই বস্ত্র আশ্চর্য্য সূতা দিয়ে তৈরী। আপনার পাপের নগ্ন দেহ এই বস্ত্র ভেদ করে বেড়িয়ে আসছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অবস্থাও তেমনি। উনারা মুখে যত কথাই বলুন না কেন, উনাদের অজান্তায়, দুর্নীতির কেচ্ছা-কাহিনী আপনা থেকেই বেড়িয়ে আসে। স্যার, এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকেই ঘর বাড়ী ছিল না। আজকে গ্রামে গজে গেলে দেখা যায় তাদের বাড়ীর টিনের চালগুলি ঝকঝক করছে। যাদের ছন কিনে ঘর তৈরী করার ক্ষমতা ছিল না, আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর হাউসিং স্কীমে তাদেরকে টিনের চালের ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলছেন যে, মন্ত্রী, এম, এল এ,দের ব্যালেন্স বাড়ছে। আসলে উনার দলের লোকদেরই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ছে এবং কত বাড়ছে সেটা উনারা অনেকই জানেন না। উনাদের দলের লোকদেরই গাড়ী, বাড়ী হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের নেতার বাড়ীতেও দালান হচ্ছে। কিন্তু আমার দলের কোন মন্ত্রী, এম, এল, এর, ব্যাংক ব্যালেন্স নেই, নেই গাড়ী, দালান বাড়ী। কারণ, আমরা মানুষের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করছি। এই দেখে উনারা অবাক হয়ে

যাচ্ছেন, ভীত হয়ে যাচ্ছেন যে আজকে উনাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। স্যার, উনারা বেকারদের জন্য অনেক মায়া কান্না কাঁদছেন। কিন্তু বেকারদের জন্য যদি আমরা একটা শিল্প করতে চাই, গ্যাস বেস ইণ্ডাস্ট্রী করতে চাই, রেল লাইন এক্সটেনসানের জন্য দাবী জানাই, তখন উনারা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখেন। তখন ১ লক্ষ ২০ হাজার বেকারের জন্য উনাদের কোন কান্না আসে না। আমরা যোজনা খাতে ১৭৯ কোটি টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু পেয়েছি ১২২ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে উনাদের কোন বক্তব্য নেই। যদি একান্তই এই রাজ্যের মানুষের কল্যান করতে চান তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে এক সাথে লড়াই করুন। আজকে উপজাতিদের জন্য উনারা এখানে অনেক দরদ দেখাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর উপজাতিদের জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন। তাদের ৪ দফা দাবী অনুযায়ী রাজ্যে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ দিলেইতো তারা আর কাজ করতে পারবে না তার জন্য টাকার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যদি আমরা টাকা চাইতে যাই তখন তাদের মুখে একটি কথাও নেই। রাজ্য সরকার তার বাজেট থেকে ২৫ কোটি টাকা এ. ডি. সিকে দিয়েছেন? এই ব্যাপারে তাদের মুখে কোন কথা নেই। স্যার, কংগ্রেস (আই) বলুন আর টি. ইউ. জে. এসই বলুন ওরা সাংঘাতিক লোক। ওরা উপজাতি দরদী নন, ওদের মত দালাল এই ত্রিপুরা রাজ্যে আর নেই। ওরা মানুষকে ভাওতা দিচ্ছে। স্যার, এই রাজ্যে শিল্প নেই। সুতরাং শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ। এই রাজ্যের ৩টা ডিষ্ট্রিকই শিল্প বিহীন ডিষ্ট্রিক বলে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে প্রায়রিটি দিচ্ছেন না। এই ব্যাপারে কংগ্রেস (আই) দল কোন কথা বলছেন না, বললে হয়তো উনাদের চাকুরী চলে যাবে। তাই ভয়ে উনারা মুখ খুলছেন না। আজকে স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরেও ভারতবর্ষের ৫১ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচে। যদিও কাগজ পত্রে ৫১ শতাংশ দেখানো হয়, কিন্তু মূল হচ্ছে ৬০ শতাংশ। তাদের সম্পর্কে একটি কথাও কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলি একটি কথাও বলছেন না। স্যার, আই. এম, এফ-এর একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে ৭২ হাজার কোটি কালো টাকা আছে। যার ফলশ্রুতিতে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, তারা আরেকটা প্যারালাল সরকার চালাবে এটাই স্বাভাবিক।

কাজেই এই সমস্ত কথাগুলি আমাদের সবার ভাবা দরকার, চিন্তা করার দরকার আছে। ওরা বলছেন আই. আর. ডি. পি মানুষ পাচ্ছেন না, আমরা একটা হিসাব যদি দেখি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট. সেই হিসাবে দেখা গেছে ভারতবর্ষের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগে মানুষ এই আয়ের দ্বার উপকৃত হয়নি অথচ এটা নিয়ে কত প্রচার সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় করে ফেলছে, কিন্তু এই কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা নিয়ে করতে গিয়ে আমরা ব্যাঙ্ক থেকে সে রকম সাহায্য পাচ্ছি না. সেই ক্ষেত্রে ওরা একটি কথাও বলেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকার সীমিত সম্পদ নিয়ে, অর্থ নিয়ে গত বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন, এবং আগামী বছরও করবেন। সেটাকে করতে গেলে আমাদের রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখেই করতে হবে। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা এমন কথা কোন সময় বলতে চাই না, সবারই চাকুরী, কর্ম সংস্থান. ঘর-বাড়ী. একেবারে সুখের সংসার, সুখের ব্যবস্থা আমরা সৃষ্টি করে দেব, এই কথা বলি নি। এই কথাই বলতে চাই হ্যাঁ যাদের জন্য এই টাকা তাদের হাতে যাতে তুলে দিতে পারি, এই অই অর্থ দিয়ে ওরা যাতে নিজেদের বাঁচার পন্থা খুঁজে নিতে পারে, সরকার যাতে তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করছেন না। কাজেই আমি মনে করি তাঁরা ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করছেন, সেই দিক থেকে এই বাজেট আমি সমর্থন করছি এবং এই বাজেট আমি মনে করি আগামী দিনে রাজ্যের মানুষের কিছু কল্যাণ করার সহায়ক হবে। এই আশা রেখে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহার হবে না তাই আমরা বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এখানে পুলিশ বাজেটে ধরা হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকার মতো. কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য চলে গেছেন. উনার পুলিশ দপ্তরে যে কত উন্নতমানের তার ২।১টি উদাহরণ আমি এই হাউসে দিতে চাই। চড়িলাম এবং বিশালগড়ে ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি ইত্যাদি

চলছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন পুলিশ ফাড়িতে প্রতি রাত্রেই চড়িলাম ও বিশালগড় এলাকায় নাইট পার্টি বেড়োয় ঐ এলাকার জনসাধারণকে ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিদিন পুলিশ পার্টি যায় কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঘটনাটা উল্টো, কি রকম? পুলিশকে গ্রামবাসীদের পাহাড়া দিতে হয় কারণ, যখন ডাকাত আসে তখন পুলিশরা পালাতে আরম্ভ করে তখন গ্রামবাসীরা পুলিশ যাতে না পালাতে পারে তার জন্য গ্রামবাসীদের পুলিশকে পাহাড়া দিতে হয় যাতে ডাকাতির মোকাবিলা করতে পারে. এই হলো নৃপেন বাবুর পুলিশী ব্যবস্থা। কিছুদিন আগে দেখেছি লালসিমুড়া বাজারে যখন ডাকাত ঢুকলো তখন তিন জন কনেষ্টবল ছিলেন থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে যখন ওরা শুনলো যে বাজারে ডাকাত ঢুকেছে তখন ওরা থ্রি নট থ্রি নিয়ে যাষ্ট উত্তর দিকে দৌড়াচ্ছে। তখন গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশদের পাকড়ালো এবং পুলিশদের বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? পুলিশরা বললেন ডাকাতদের কাছে বড় আর্মস এই থ্রি নট থ্রি দিয়ে মেক আপ হবে না, তারপর জনসাধারণ ক্ষেপে যাওয়ার ফলে ওরা বাধ্য হয়ে শূন্যে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুড়ে তারপর দেখা যায় একটা রাইফেল থেকে বুলেট বেড়ুচ্ছে না এই হলো নৃপেন বাবুর পুলিশী ব্যবস্থা। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য নৃপেন বাবু যে পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতি করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি এই হাউসে তুলে ধরছি। প্রতি সোমবারে চড়িলাম বাজারে একটি গরু বাজার বসে, এই গরু বাজারে বাংলাদেশ থেকে প্রতি সোমবারেই কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী লোক আসে গরু ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেখানে একটা পুলিশ পিকেটিং থাকে যাতে ঐ পাড়ে গরু না যেতে পারে এটা প্রটেক্ট করার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুলিশ ফাড়ি থাকা সত্বেও প্রতিদিন এই চড়িলাম গরু বাজার থেকে বাংলাদেশীরা গরু ক্রয় করে নিরাপদে চলে যাচ্ছেন. এলাকার লোকেরা অবশ্য বলেন পুলিশের সঙ্গে তাদের নাকি কি ধরনের রফা আছে। এটা অবশ্য আমার জানা নেই, হতেও পারে। কি রকম ধরনের একটা রফা থাকতেও পারে নতুবা কি করে পুলিশের সামনে বাংলাদেশীরা গরু ক্রয় করে বাংলাদেশে অবাধে নিয়ে যাচ্ছে? তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে যায়, গ্রামবাসীরা গরু ক্রয় করে যখন নিজস্ব গ্রামে যায় তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত কাগজপত্র থাকা দরকার এই সমস্ত কাগজপত্র থাকে না, হতেও পারে কিন্তু পরের দিন সকালবেলা ঘুম

থেকে উঠে দেখা যায় থানার মাঠে গরুর অভাব নেই ২৫।৩০।৫০ এই রকম হয়ে গেল কি ব্যাপার? প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই তার জন্যই এইগুলি আটকানো হয়েছে। বেশতো, ভাল কথা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই গরু আটকানো পুলিশের দায়িত্ব কিন্তু ২।১ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকটি গরু রিকভারি হয়ে গেল, কি ব্যাপার? বলল যে ২০০।৩০০।৫০০ এই রকম-ভাবে নিয়ে গরুগুলি ছাড়া হচ্ছে, এই হলো নৃপেন বাবুর পুলিশী ব্যবস্থা। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের ব্যাপার যেটা হলো পুলিশের ফাইল-পত্র থেকে কিভাবে লোপাট হয়ে যায় আপনারা হয়তো বা পত্র-পত্রিকায় দেখছেন কিছু দিন আগে পরিমল সাহা হত্যা মামলা চলছে তখন চার্জ্জ-সীট খুঁজে দেখা যায় কয়েক জনের স্টেটমেণ্ট নেই, কি করে হলো এটা? সেখানে পুলিশের কাষ্টডি থেকে কি করে ১৬১ ষ্টেটমেণ্ট চলে গেল? এক চুয়্যালি প্রকৃত আসামীদের বাচানোর জন্যই বামফ্রন্ট সরকার এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছেন এটা আমার কথা নয় এটা সাধারণ পাবলিকের অভিমত।

তারপরও দেখেছি এখানে আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিশালগড় এবং সোনামুড়ায় অনেক তাতীকে সুতা দিয়েছেন। কিন্তু আমার জানা মতে প্রতিদিন জিপ ভরে দিনের বেলায় পুলিশের সামনে দিয়ে বাংলাদেশে এইসব পাচার হচ্ছে। পুলিশ কি দেখতে পাচ্ছেনা? নিশ্চয়ই পুলিশ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু নিরাপদে পুলিশের সামনে দিয়ে এগুলি বাংলাদেশে পাচার করছে। আবার পুলিশী খাতে ধরা হয়েছে ২৫ কোটি টাকার মত। তাতে হচ্ছে না। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ২ ১টা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিশালগড়ে একটা দ্বাদশ স্কুল আছে। সেই দ্বাদশ স্কুলে ৮৩ সন থেকে হেডমাষ্টার নেই। ৮৩ সন পর্য্যন্ত মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার হেড-মাষ্টার হিসাবে ছিলেন। উনি এখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। এখনও পালানো অবস্থায় আছেন। তারপর অবশ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উনাকে পুনর্বাসন করে দিয়েছেন, অন্য একটি স্কুলের হেডমাষ্টার করে দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বৎসর যাবৎ কিশালগড় দ্বাদশ স্কুলে হেডমাষ্টার নেই। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ১ হাজারের মত। তারপর বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকের অভাব। ইণ্টারভিউ কল করেও শিক্ষক নেওয়া হয়নি। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে টাকা পয়সার অপচয় করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একটা ব্যাপার আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাই, আমার সাথে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল সি, পি, আই, এমের পক্ষ থেকে, পরাজিত হয়েছিল ব্রজগোপাল ভৌমিক,

উনি ৪ বৎসর যাবত স্কুলে যাননা। স্কুলে যাননা অথচ প্রতিনিয়ত বেতন নিচ্ছেন। আর একজন শিক্ষক, বাড়ী অফিসটিলা, রমনী দাস উনিও স্কুলে যান না কিন্তু বেতন প্রতিনিয়ত নিচ্ছেন। এইটা কি টাকার অপচয় নয়? এইরকম ভারতবর্ষে কি নজীর আছে? ভারতবর্ষে নেই। আপনারা প্রমাণ করতে চান এখানে সমন্বয়ের কোন টিচার নেই? সমন্বয়ের অনেক টিচার আছেন, কিন্তু উনারা কোন যাচ্ছেন না। ব্রজগোপালবাবুর শ্বশুরবাড়ী বিশালগড়, উনি প্রতিনিয়ত শ্বশুরবাড়ীতে যেতে পারেন আর স্কুলে যেতে পারেন না। আর একটা দ্বাদশ স্কুল আছে করুইমুড়া দ্বাদশ স্কুল সেখানে ৪ বৎসর যাবৎ হেডমাষ্টার নেই। হেডমাষ্টার স্কুলে যাননা। কিন্তু প্রতি-নিয়ত বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। এইখানেও ছাত্রসংখ্যা ৮০০ হবে। এইভাবে শিক্ষার নামে টাকার অপচয় করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। আর শিল্পমন্ত্রীর কথা ত বলে লাভ নেই। উনার রামদা, আর কুড়ালের ঠেলায় একমাত্র জুটমিল থেকে বিশ্বকর্মা পর্যান্ত পালিয়ে যেতে শুরু করেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে রিকুয়েষ্ট করব উনার জন্মদিনে যেন একটা মেলার আয়োজন করেন। তাতে প্রদর্শনী হিসাবে রামদা, কুড়াল ইত্যাদি থাকবে। কে কি ধরণের রামদা, কুড়াল বানাতে পারে, তার প্রমাণ হবে এবং উনার জন্মদিনে আনন্দের দিন কাটবে। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি? ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিল্পমন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার : – মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় মুখমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৮৭-৮৮ সনের য বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। প্রসঙ্গত কিছু কিছু বক্তব্য আমি এইখানে রাখব। বিশেষতঃ তপশিলী কল্যাণ দপ্তর এইটা আগে ছিলনা। নতুন করা হয়েছে। 'এই দপ্তরের বাজেট মাননীর মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন, আমরা আরো কেন অর্থ চাই সেই সম্পর্কে কিছু বলব এবং আমরা কি কাজ করতে পেরেছি। তার কিছু নজীর এই হাউসের কাছে রাখব। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তপশিলী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রি-মেট্রিক পর্যান্ত অর্থাৎ সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ২০ টাকা করে দিয়েছি, তার উপরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩০ টাকা করে দিয়েছি। এই সরকারের আমলে এই সমস্ত হরিজনরা, মেথর, চর্মকার এই

ধরণের যারা আছে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ী করার কোন পরিবেশ নাই, এদের জন্য আমরা স্পেশাল ইনসেনটিভ চালু করেছি। এদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে ৩০ টাকা করে পাবে ১০ মাস। চর্মকারের ছেলেমেয়েরা ৭-৮-৯ বৎসরের, পরিবারের সাহায্যের জন্য, বাবাকে সাহায্য করার জন্য জুতো পালিশের ব্যাগ নিয়ে বেরোত। এখন তারা স্কুলে যায় বইয়ের ব্যাগ নিয়ে। সেন্ট পারসেন্ট ওদের ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। আমরা একটি ডঃ আবেদকার-এর স্মৃতিতে ছাত্রাবাস করেছি ১৭-১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে। ৪০ জন হরিজনের জন্য আমরা ছাত্রাবাস করেছি। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে হরিজন, তপশিলী সম্প্রদায় যারা চা বাগানে বন্দী, ডোম যারা বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালী তপশিলী, হরিজন এদের শিক্ষার জন্য আমরা ছাত্রাবাস সৃষ্টি করেছি। গুজরাটে আবেদকার ইনষ্টিটিউশান নামে একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, সেই ভিত্তি প্রস্তর চুরি করে নিয়েছে একজন যুব কংগ্রেসের নেতা। তাদের কথা কেন একজন হরিজনের নামে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে কল্যাণমূলক কাজ হবে। এই ধরণের আরও অনেক কিছু আছে। গুজরাটে মেডিক্যাল কলেজে তপশিলী হরিজন যদি মেডিক্যাল কলেজে চান্স পায় তাহলে সংগে সংগে তার গ্রামে গিয়ে উচ্চ বর্ণের সেই হিন্দুরা যায় এবং বলে তুমি যদি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হও তাহলে উচ্চ বর্ণের ডাক্তারের অঙ্গ স্পর্শ করে সর্বনাশ করবে। উচ্চবর্ণের মানুষের অপমান হবে। সেজন্য মেডিক্যাল কলেজ যদি তারা ৮০ পার্সেণ্ট পেয়ে চান্স পেতে পেতে তার বাবার মৃত্যু হবে। গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল। সেই জায়গায় আমরা ডঃ আম্বেদকার ছাত্রাবাস করেছি জি, এম, হাসপাতালের অপর দিকে। আমরা আরও ছাত্রাবাস তৈরীর কাজ শুরু করে দিয়েছি। এর মধ্যে কিছু হয়েছে, কদমতলায় হয়েছে, পানিসাগর হয়েছে, আড়ালিয়াতে হয়েছে। এই বৎসরে কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। এইসব বানীবিদ্যাপীঠে, কৈলাশহর, ও মেলাঘরে। আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নজর দিচ্ছি। এরা উপজাতিদের মত ব্যবসা বানিজ্য নেই, চিরকাল দিন মজুর, ক্ষেত মজুর তারা কাজ করছে। স্বনির্ভর কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদেরকে দাঁড় করানো যায়না। এই সরকারের আমলে ত্রিপুরা এস, সি ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশান হয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা এই গত ৩ বৎসরে ৭ হাজার ৭৯৩ জনকে এই ধরনের ধান দিয়েছি। তার পরিমাণ ২ কোটি ১১ লক্ষ ২০ হাজার ২০০ টাকা। আমরা ভক্ত সিং পল্লী নামে হরিজনদের জন্য একটা পল্লী করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা

করেছি। মাত্র একটা ঘরের জন্য ১ টাকা ভাড়া। একটা ঘর তৈরী করতে ২০ হাজার ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তাতে তাদের এক টাকা মাত্র ভাড়া দিতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমরা বড়জলাতে হরিজন আবাসিকের জন্য গ্রন্থাগার খুলেছি। জি, এম, হাসপাতালের পাশে জি. বি. হাসপাতালের পাশে খেলাধূলার জন্য ব্যবস্থা করেছি. তাদের জন্য পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ঘোষনা করেছি তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ফাস্ট ডিভিশানে পাশ করবে তাদের বৃত্তি দেব। আ'ড়কেশ'নে যা'তে তাদের মেরিট ভাল হয় তার জন্য আমরা এইগুলি করছি। তারপরে যার জন্য তারা উদ্বিগ্ন এবং বলছেন মেলা, জন্মদিন সেই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, আতংক কি কারনে আমি বুঝি।

আসল কথা যেটা আমি সেখানে ত'দের যখন না কি সূর্যা ব'ংশের শেষ কংগ্রেস রাজত্বের তখনকার যে শেষ বাজেটটার সময় দেখেছি তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের বাজেটে ছিল ১৯৭৭—৭৮ সালের ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, আর ১৯৮৭-৮৮ সালে, এই বছর হয়েছে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। ১৯৭৫ সালে চারটা মহকুমায় জন সংযোগ অফিস ছিল, ১৯৮৭ সালে সব কটি ব্লকে ও জেলায় পূর্ণক্ষমতা সম্পন্ন জন-সংযোগ অফিস হচ্ছে। তথ্য কেন্দ্র তাদের আমলে ছিল ১৯৭৭ এ ১১টি, এখন ১৯৮৭-এ হয়েছে ৩৭ টি। উপতথ্য কেন্দ্র তাদের আমলে ছিল ১০৪ টি এখন সেটা হয়েছে ৪২১টি। পল্লী বেতার গোষ্ঠী তাদের আমলে ছিল ৭৮৯টি, এখন সেটা কমে গেছে এখন হয়েছে ৩৭৫টি। লোকরঞ্জন শাখা তাদের আমলে ছিল ৭৫টি, এখন হয়েছে ৩৭৭টি। এ বছর আরও ১০০টি খোলা হবে এবং তাদের শিল্পীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার। বিশালগড়ে কোন রকম অনুষ্ঠান হয় না, শুধু জলসা হয়, আমি জানি না এ বছর সেখানে রবীন্দ্র জয়ন্তী হয়েছে কি না, মতিবাবু সেটা বলবেন, পুজার সময় কি ধরনের ফাংশন হয় সেটাও আপনারা বলবেন। এখানে মতি বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন মাষ্টার যেতে পারে না বলে, মতিবাবুদের রাজনীতির কি গুন, সারা ত্রিপুরায় স্কুলে মাষ্টাররা যেতে পারে ভয় পায় না, কিন্তু এমন সব পণ্ডিত সেখানে আছেন সব অস্ত্র বিদ্যায় ভয়ংকরী যাদেরকে ভয় পেয়ে বিশালগড় স্কুলে মাষ্টার মাহাশয়রা যেতে পারেননা। যাই হোক কালচার্যাল ক্যালেণ্ডার আগে কিছুই ছিল না, এখন বার মাসে ১৯টা হয় মুসলীম, বড়দিন তারপর এসমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে, তার ভিতরে সংস্কৃতিগুলিকে

আমরা সামনে নিয়ে এসেছি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আগে মাত্র ৪২টা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৪৫০ জন, আর এখন তা হয়েছে ১১০০টা অনুষ্ঠান, তাতে শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন ৩০ হাজার। ড্রেস ব্যাংক তখন ছিল না, এখন হয়েছে ১০টি এবং ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছে ২,০১৬টি, সারা পৃথিবীতে এতগুলি অনুষ্ঠান কোন রাজ্যে করতে পারেনি কেউ, ইভেন পশ্চিমবঙ্গেও না, যেটা ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য করেছে সেটা গর্বিত হওয়ার ব্যাপার, তাতে শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন ১ লক্ষ ৫৭ হাজার, আর দর্শক হয়েছে ১০ লক্ষ ২৯ হাজার। কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী বলেছেন যে, যাত্রা হবে আপনি উদ্বোধন করুন। তখন তিনি বলেছিলেন যে তাহলেতো আমাকে পাকা পায়খানাও উদ্বোধন করতে হবে কয়েক দিন পরে। কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী এত ব্যস্ত তিনি। এদিকে কিছু দিন আগে বিশালগড় থেকে আসার সময় আমাকে ও দশরথ বাবুকে শুয়রের বাচ্চা ও আরও কি কি ভাষা বলেছিল মতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেই জানাবেন। এতে অন্তত পক্ষে ভদ্রতারতো কোন ক্ষতি হয় না, বরং ইজ্জৎ বাড়ে। তার পর প্রেস রিলিজ ও বিজ্ঞাপন বন্টনে তখন ছিল তাদের শেষ বছরের বাজেটে ৩ লক্ষ টাকা, এখন হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। প্রকাশনাতে তখন একটা মাত্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, এখন হয়েছে ৬টা সাপ্তাহিক পত্রিকা. তার মধ্যে ৫টা হচ্ছে বাংলা, ইংরাজী, ককবরক, মনিপুরী ও চাকমা। সিনেমা তখন হয়েছিল ৪৮টি, আর এখন হয়েছে ১,৪৫০টি। তারপর বইমেলায় কথাতো বলে লাভ নাই। এ বছর ৩০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে, আমি শুধু কাপড়ের উপরই রিবেট দেই দেই না, বইও রিবেট দেই সন্তান সন্ততিদের জন্য কিশোর সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের এইটা ৩০ পারসেন্ট রিবেট পাওয়া গেছে বই মেলাতে। আমারা যেটা ঘোষণা করেছি সাহিত্য পুরস্কার রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্প সেটা ১৯৭৭ সালে ছিল ৯৭২টা, এখন হয়েছে ২,২২৯. নুতন করে হয়েছে ১,২৮৭টি। তাতে শ্রমিক আগে ছিল ৭,৩০২ জন, এখন হয়েছে ২৭,২০৪ জন, উৎপাদন আগে হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার, এখন হয়েছে ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ। কারুশিল্প-এর ক্ষেত্রে হয়েছে ৯৮ লক্ষ টাকা, এছাড়াও অন্যান্য যেগুলি করা হয়েছে তা হল ১৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। তাঁতবস্ত্র চানাচুর, মোমবাতি, এলমুনিয়-মের বাসনপত্র, আর এখন ট্রান্সফরমার সুইচ, ফাইবার প্যাস ইত্যাদি করা হচ্ছে। সিমেন্টের কারখানা আমরা আগামী মাসে উদ্বোধন করব, মেকানাইজড ও ব্রিকক্লিনের

এই সমস্ত জিনিষগুলিও করার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হল, গ্যাস আছে এখানে, আমরা সার কারখানা চাই, এ বছর. তার উত্তর কি জানেন? গ্যাস আছে ভালকথা কিন্তু শিল্প যদি হয় তাহলে এই সারতো ত্রিপুরায় সবটা বিক্রি হবে হবে না, এখানে আসা যাওয়ার জন্য রেল নাই. কি করে এই সার আসাম যাবে বা বিদেশে যাবে। যেহেতু পরিবহন ব্যবস্থা ভাল না কাজেই গ্যাস থাকলেও সার কারখানা হবে না। ঠিক তেমনি কাগজ কলের জন্য কাঁচা মাল আছে ত্রিপুরায়, কিন্তু রেলের অভাবে সেই কাগজও বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা যাবে না। কাজেই আমাদের কাঁচামাল আছে কিন্তু রেল নাই, গ্যাস আছে কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সবটা যেহেতু খেতে পারবে না তাই সার কারখানা দেবে না। কবে ১৯৭০তে একটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল কাগজ কলের জন্য এইটা এইটা এখন কংগ্রেসের শিল্প-নীতির শহিদ বেদী হয়ে বেঁচে আছে। তারপর এ. ধি সি নেতা এখানে বলেছেন তখন ছিল তাদের কাছে পরিচয় একটাই তাঁতীদের মাথ, আমরা এইটাকে করেছি বাই ক্লাস এবং তখন যারা এতকিছু করতে পারেন, এত দরদী যারা তাদের আমলে তাঁতী ছিল ২৬০ জন আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তা হয়েছে অষ্টপঞ্জাতি মানে নাথ সম্প্রদায়ই বেশীর ভাগ ৫ হাজার ১১৬ জন ট্রাইবেল হয়েছে ৩ হাজার ৫০৪ জন। আশা করি আপনারা সকলেই লজ্জা পাবেন। তারপর শিল্প সমবায়-এর আওতাভুক্ত এখানে ৭৬টি সমবায় আছে, তার সদস্য সংখ্যা ১৭০০। কর্পোরেশন ও এপেক্স এই কয় বছরে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, এই টাকাটা কোথায় গেছে, এ ডি সির পকেটে গেছে' কাজেই বন্ধুরা যখন কংগ্রেসের দুর্দিন তখন বিধানসভায় একজনও নাই, চারজন নাকিন জামাই ছাড়া যুব সমিতির, তখন তারা হয়ে গেল এ. বি. সি. তারপর তেলিয়ামুড়া ও কমলছড়াতে যখন তাদের পরাজয় হল তখন তারা ও. বি. সি. মানে আমরা ওরা বাঙ্গালী কমিটি। রাজনৈতিক সংকটে এরা আসে অনিবার্যভাবে, এইটা একটা বিজ্ঞান সম্মত ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্য কি শেষ করবেন, না কি আরও কিছু বলতে চান? যদি বলতে চান তাহলে কালকে বলবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— না না আমি শেষ করে দিচ্ছি, এক মিনিট, এই বক্তব্য রেখে এবং এখানে যে বাজেটকে পেশ করা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ১৭ মার্চ, ১৯৮৭, মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No 218

Name of member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

১। Tripura Tribal Areas Autonomous District Council এ নিয়োগ এবং প্রমোশন সংক্রান্ত কোনরূপ Recruitment Rules তৈরী করা হয়েছে কি না,

২। করে থাকলে নিয়োগের ক্ষেত্রে Scheduled Caste এবং Scheduled Tribe এর জন্য কোন হারে আসন সংরক্ষন রাখা হয়েছে এবং তাহা কোন নীতির উপর ভিত্তি করে,

৩। Recruitment Rules তৈরী না হলে এ ডি সি তে যে সব অস্থায়ী, অর্ধস্থায়ী ও স্থায়ী পদে এ পর্যন্ত নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসৃত হয়েছে।

উত্তর.

১। হ্যাঁ, হয়েছে।

২। রাজ্য সরকারী দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষনের যে নীতি অনুসরন করা হয়ে থাকে জেলাপরিষদেও সেই নীতি অনুসৃত হয়। এই সংরক্ষনের হার উপজাতিদের জন্য শতকরা ২৯, তপশীলি জাতিদের জন্য শতকরা ১৫।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 219

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :

১। ত্রিপুরার Scheduled Tribe list এ মনিপুরী সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্তি করার কোন প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না,

২। এই ধরনের কোন দাবী মনিপুরী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে রাজ্য সরকার পেয়েছেন কি না,

৩। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ হয়েছে কি না কিংবা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারের মতামত জানানো হয়েছে কি না, এবং

৪। হয়ে থাকলে সেগুলি কিরূপ ?

উত্তর

১। এমন কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই ;

২। হ্যাঁ, মহাশয়।

৩। না, হয়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 271

Name of the Member :— Smti. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সরকার অবগত আছেন কি পৌর এলাকার রাস্তাগুলিকে ট্রাক, বাস ইত্যাদি যানবাহনের জন্য গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ফলে জনসাধারণের চলাচলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

২। অবগত থাকিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

ANSWER

Name of the Minister :— Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

হ্যাঁ। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাড়ী পার্কের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেবার ব্যবস্থা করছেন। আগরতলা পৌরসভা মহারাজগঞ্জ বাজারের নিকট গাড়ী রাখার জন্য একটি পার্ক তৈরী করছেন এবং শহরের মোটরষ্ট্যাণ্ডটি অন্যত্র স্থানান্তর করার বিষয় বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে।

রাস্তায় সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য পুলিশ যানবাহন সপ্তাহ পালন করে জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে চেষ্টা করছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে। সিনেমাহলগুলিতে যানবাহন চলাচল সম্বন্ধে বিশেষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন সম্বন্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 272

Name of Member :— Smti. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জেলাপরিষদের হাতে হস্তান্তরিত করার সময় তাদের (ঐ কর্মচারীদের) সম্মতি নেওয়া হয় কি না,

২। না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রুলের ১১০ (ক) ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারের যে কোন কর্মচারীকে জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত করা যায়। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সম্মতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

Admitted Starred Question No. 272

Name of Member :— Smti. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তরিত করার সময় তাদের (ঐ কর্মচারীদের) সম্মতি নেওয়া হয় কি না,

২। না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রুলের ১১০ (ক) ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারের যে কোন কর্মচারীকে জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত করা যায় এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সম্মতি নেওয়া কোন প্রয়োজন নেই।

Admitted Starred Question No. 281

Name of member :— Shri Jawhar Shaha, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department bs pleased to state—

১। ১৯৮৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর অমরপুরের মালবাসা গ্রামে টি এন ভি হামলায় জড়িত আসামীদের মধ্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। যাহ'দের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক) শ্রীসুধীর রিয়াং পিতা শ্রীজগময় রিয়াং, গ্রাম খৃষ্টানপাড়া।

খ) শ্রীদেবনারায়ন জমাতিয়া পিতা শ্রীদেবকিশোর জমাতিয়া, গ্রাম — বুড়বুড়িয়া।

গ) শ্রীবক্রপদ জমাতিয়া, পিতা শ্রীরত্নহরি জমাতিয়া গ্রাম — গামাকু।

ঘ) শ্রীবৃহশক্তি জমাতিয়া, পিতা মৃত্যুঞ্জয় জমাতিয়া, গামাকু।

ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণ জমাতিয়া. পিতা শ্রীঅনন্ত গৌর জমাতিয়া, গামাকু।

চ) শ্রীচন্দ্রসাধন জমাতিয়া, পিতা শ্রীসুরেশ জমাতিয়া, গামাকু।

ছ) শ্রীক্ষুদিরাম জমাতিয়া, পিতা শ্রীপ্রভাতকুমার জমাতিয়া গামাকু।

Admitted Starred Question No. 327

Name of the Member :— Shri Matilal Saha, MLA.

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। বর্তমানে রাজ্যে অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাপক কর্মচারীর সংখ্যা কত ; এবং

২। প্রত্যেকটি অগ্নিনির্ব্বাপক কন্দ্র প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্নি নির্ব্বাপক কর্মী আছে কি না ;

৩। যদি না থাকে তবে কবে নগাদ প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্ব্বাপক কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। অগ্নিনির্ব্বাপক কর্মীদেরকে চাকুরীতে নিযুক্ত করার পর কত দিনের জন্য প্রশিক্ষন দেওয়া হয়ে থাকে ?

প্রশ্ন

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। মোট ৪৩২ জন। যথা :—

ক)	ষ্টেশন অফিসার —	৩ জন।
খ)	সাব অফিসার—	২৫ জন।
গ)	সিনিয়র ফায়ার লিডার—	৮ জন।
ঘ)	লিডিং ফায়ার মেন —	৬০ জন।
ঙ)	কন্ট্রোলরোম অপারেটর—	৬ জন।
চ)	ড্রাইভার—	৫৩ জন।
ছ)	ফায়ারমেন—	২৭৭ জন।
	মোট—	৪৩২ জন।

২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর—ত্রিপুরার প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কর্মী নিযুক্ত আছে। তবে রাজ্য সরকারের প্যাটার্ন অনুযায়ী কর্মীর সংখ্যা কেন্দ্রীয় প্যাটার্ন থেকে কম।

৪। প্রথমে ৫ মাস Basic Traning তারপর এক মাস Practical Training দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 339

Name of the Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। বর্তমানে আগরতলার কলেজটিলা টি ও পিতে (আশ্রম চৌমুনী) কতজন স্টাফ আছে (পদবী ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। কলেজটিলা (আশ্রম চৌমুনী) টি ও পিটি গত ১লা মার্চ, ১৯৮৫ ইং আড়ালিয়াতে স্থানান্তরীত করা হয়েছে।

এই টি ও পি স্টাফের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১) এ এস আই— ১ জন।

২) কনেষ্টবল— ৯ জন।

৩) হোমগার্ড— ৩ জন।

Admitted Starred Question No. 372

Name of the Member :— Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুম শহরে ১৯৮৬ ইং সনে ১০ই জুন তারিখে পুলিশের গুলিতে আহত শ্রীনারায়ন দে বর্তমানে কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন তাহার কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কি;

২। থাকিলে তাহার কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কি;

৩। উক্ত আহত শ্রীনারায়ন দের পরিবারের লোকদের অনাহার ও অর্দ্ধাহার ও শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবারের কাউকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১ নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর : শ্রীনারায়ন দে বর্তমানে কলিকাতা এস এস কে এম হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি বর্তমানে কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনে বাস করছেন।

৩। তাহাকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মং ২০০ (দুইশত) টাকা এবং Discretionery তহবীল থেকে মং ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

তার পরিবারের কাকেও সরকারী চাকুরী দিবার কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই।

Admitted Starred Question No. 377

Name of the Member :— Shri Sunil Kr. Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state.

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা সাব্রুম মহকুমার চেলাকাপা গাঁও পঞ্চায়েতের বগাচতল গ্রামের শ্রীরতিকুমার ত্রিপুরা ও রতিনন্দন ত্রিপুরা পিতা মৃত দক্ষিণ ত্রিপুরা বাংলাদেশ দুর্বৃত্ত কর্তৃক গত ১৮।৩।৮৬ ইং তারিখে অপহরণ হয়ে বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে সেই সম্পর্কে কোন তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি?

২। থাকিলে তথ্যভিত্তিক তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। অপহৃত দুই ব্যক্তির অসহায় শ্রীমতী কান্তালক্ষী ও শ্রীমতী পলিশ্রী ত্রিপুরা ও তাহাদের অসহায় পুত্র কন্যাদির অর্দ্ধাহার হইতে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি?

Name of the Minister-in-charge of the Political Department : Chief Minister

উত্তর

১। বাংলাদেশ হতে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা হতে জানা যায় যে শ্রীরতি কুমার ত্রিপুরা ও রতিনন্দ ত্রিপুরা বর্তমানে তথাকথিত ডাকাতির অভিযোগে বাংলাদেশে বিচারাধীন আছে।

২। শ্রীরতিকুমার ত্রিপুরা ও রতিনন্দ ত্রিপুরা পিতা মৃত দক্ষিণ ত্রিপুরা সাং চেলাকাপা গাঁও পঞ্চায়েত, বগাচতল, সাব্রুম দক্ষিণ ত্রিপুরা ১৮।৩।৮৬ ইং সনে বাংলাদেশ কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহাদের মুক্তির ব্যাপারে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও বাংলাদেশ সেক্টার কমাণ্ডার পাঠায়ে দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে (২৪।৩।৮৬ ও ১৭।৫।৮৬ ইং)। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমাহর্তা বাংলাদেশের চিটাগাং হিল্ ট্রেক্টস এর ডেপুটী কমিশনারের নিকট লিখিত দাবী জানাইয়াছে যেন উপরোক্ত অপহৃত ব্যক্তিদের অচিরে মুক্তি দেন।

সেক্টর কমাণ্ডার বাংলাদেশ রাইফেলস্ এবং ডেপুটি কমিশনার চিটাগাং হিল ট্রেক্টস উত্তরে দিয়াছেন যে উক্ত দুই ব্যক্তি ডাকাতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করিলে তাহাদের ধৃত করা হয়, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাহারা বিচারাধীন আছে। বিচার পর্ব শেষ হলে তাহাদের ফেরত পাঠানোর বিষয় বিবেচিত হবে। ভারত সরকারও কূটনৈতিক পর্যায়ে বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের গোচরীভূত করিয়াছেন।

৩। হ্যাঁ। অপহৃত দুই ব্যক্তির স্ত্রী ও তাহাদের পুত্র কন্যাদের সাহায্যার্থে প্রতি পরিবার পিছু ২০০.০০ টাকা করিয়া খয়রাতি সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No, 404

Name of the Member :— Shri Bhanu Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে মোট কত সংখ্যক বাংলাদেশ নাগরিক ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছেন ; এবং

২। উক্ত বে-আইনি প্রবেশকারীদেরকে রাজ্য সরকার ফেরত পাঠানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৩। ইহা কি সত্য উক্ত অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে চাকমা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক জাল সিটিজেনসীপ কার্ড সংগ্রহ করে রাজ্যে বসবাস করিতেছেন এবং ভোটার তালিকায় নাম লিখানোর চেষ্টা করিতেছেন ;

৪। সত্য হইলে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি কি সতর্কতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Name of the Minister-in-charge of the Political Department :— Chief Minister

উত্তর

১। ১৯৮৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত চাকমা উপজাতি শরণার্থীদের ব্যতীত মোট ৬,৭৭০ জন বাংলাদেশী নাগরিক বে-আইনি ভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে।

২। উপরোল্লিখিত শরণার্থী ব্যাতিরেকে অন্যান্য বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩। ইহা সত্য নহে। এমন কোন তথ্যও সরকারের জানা নেই।

৪। কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 405

Name of the Member :— Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে প্রহরারত মোট বি এস এফ এর সংখ্যা কত এবং তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না ?

২। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত গড়ে কত কিলোমিটার অন্তর একটি করে চৌকি আছে ? এবং

৩। তাহা আসাম বাংলাদেশ সীমান্তের তুলনায় কম না বেশী রাজ্য সরকারের জানা আছে কি না ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর— ৬ ব্যাটেলিয়ান। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনে বি এস এফ সীমান্তে চৌকি স্থাপন করে প্রহরারত আছে। বর্ত্তমানে সীমান্ত চৌকি একটি থেকে অপরটির দূরত্ব গড়ে কোথাও ৮ কিঃ মিঃ, কোথায় ১০ কিঃ মিঃ থেকে ২০ কিঃ মিঃ। সীমান্তে সতর্ক প্রহরার প্রয়োজনে চৌকিগুলির দুরত্ব কমিয়ে আরো অধিক সংখ্যক চৌকি স্থাপনের প্রয়োজন। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফ ফাঁড়িগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার জন্য আরো ৪টি ব্যাটেলিয়ান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং রাজ্য সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন আগামী ২/৩ বৎসরের মধ্যে ৪ ব্যাটেলিয়ান গঠন সম্পূর্ণ হবে।

৩। রাজ্য সরকারের সঠিক জানা নাই।

(Question & Answer) ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question :-6

Name of Member :- Shri Jawhar Saha

Will the Minister-in charge of the Vigilance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত কতজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে (দপ্তর ও বছর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) তন্মধ্যে কতগুলি দুর্নীতির তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে ও কতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) উক্ত তদন্তের ফলে কতজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ও তাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 10

Name of M L A :- 1) Shri Subodh Ch Das

2) Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Appointment & Services Depoitment be pleased to state—

১। রাজ্যে বর্তমানে কোন দপ্তরে কতটি শূন্য পদ রয়েছে ;

২। উক্ত শূন্য পদগুলির মধ্যে কতটি এস সি কতটি এস.টি এবং কতটি সাধারণ পদ রয়েছে ; এবং

৩। ১৯৮৭ ৮৮ ইং আর্থিক বছরে কোন দপ্তরে কতটি শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Appointment & Services Deptt :— (hri N. Chak oborty) Chief Minister

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starrd Question No 45

Name of Member :- Sri Diba Chandra Hrangkwal

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার ৮২ মাইল এলাকায় নালকাটায় মনু

নদীর উপরে ব্যারেজ করার উদ্দেশ্যে আজ পর্য্যন্ত উক্ত এলাকায় কত পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, এবং

২। উচ্ছেদকৃত পরিবার গুলিকে কি ধরনের ক্ষতিপূরন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, (পরিবার ভিত্তিক হিসাব)

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No 47

Name of Mdmbers :- 1. Sri Matilal Saha
2. Sri Makhanlal Chakraborty
3. Sri Fayzur Rahaman

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি ডিপটিউবওয়েল আছে এবং তার মধ্যে কয়টি অচল অবস্থায় পড়ে আছে?

২। বর্তমান (১৯৮৬-৮৭) আর্থিক বৎসরে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পে রাজ্যের কোথায় কোথায় আরও মোট কয়টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। উত্তর চড়িলাম গাঁওসভার আড়ালিয়াতে, রামকুড়া গাঁওসভার রাঙ্গাপানিয়াতে এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকের পূর্ব কল্যানপুর (অমরকলোনী) পূর্ব কুঞ্জবন দ্বারিকাপুর এবং লক্ষী-নারায়নপুরে উপরিউক্ত পানীয়জলের প্রকল্পগুলি চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

১। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩৫৪টি ডিপ-টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে। যার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ—

	পানীয় জল	সেচ	মোট
ক) চালু আছে—	১৩৯	৮২	২২১
খ) চালু করার পর্যায়ে আছে—	৮৩	১৬	৯৯
গ) অচল—	২৮	৬	৩৪

সর্ব মোট— ৩৫৪ টি।

২। মোট ২টি টিউবওয়েল খনন করা হইবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ—

ব্লক—	পানীয়জল—	মোট
পানিসাগর—	১	১
রাজনগর—	১	১
	সর্বমোট—	২

৩। রাঙ্গাপানীয়া ছড়া আড়ালিয়া ও অন্য কোন স্থানে পানীয় জলের প্রকল্পের আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই। রাঙ্গাপানীয়াতে পানীয় জলের প্রকল্পের জন্য ১৯৮৭-৮৮ সালে প্রয়োজনীয় কাজ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No 48

Name of member :— Shri Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৮০ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর সংখ্যা কত ; (ATPLO এবং TNV পৃথক হিসাব)

২। ঐ সকল আত্মপমপনকারী উগ্রপন্থীদের পূণর্বাসনের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন কোন খাতে কত ব্যয় করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩। উক্ত পুনর্বাসন প্রাপ্ত আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে কত জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে পুনরায় উগ্রপন্থীদের সাথে যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছে ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakroborty, Chief Minister, Tripura

১। ৩১৯ জন। এর মধ্যে ক) ATPLO— ২৬৮ জন।
খ) TNV-- ৫১ জন।

২। আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনে এ পর্য্যন্ত মোট ১৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বছর ও খাত ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

অর্থ বৎসর	গৃহনির্মান পূণর্বাসন খাতে	অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন খাতে	মোট ব্যয়
১৯৮৩-৮৪	১১,১৬,০০০'০০	—	১১,১৬,০০০'০০
১৯৮৪-৮৫	৩২,০০০ ০০	২,৯৯,০০০'০০	৩,৩১,০০০'০০
১৯৮৫-৮৬	৫৬,০০০'০০	২.৭৮,০০০'০০	৩,৩৪,০০০'০০
১৯৮৬ ৮৭	৪৬,০০০'০০	৬০,০০০'০০	১,০৬,০০০'০০
মোট—	১২,৫০'০০০'০০	৬,৩৭,০০০'০০	১৮,৮৭,০০০'০০

৩। এমন কোন অভিযোগ সরকারের নিকট নেই।

Admitted Unstarred Question No 49

Name of MLA :— Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Service Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮ সনের পর থেকে ৩১।১২।৮৬ ইং পর্যন্ত কোন Grade এর কত জন সরকারী কর্মচারী চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন; (গেজেটেড এবং নন গেজেটেট কর্মচারী পৃথক হিসাব)

২। ঐ সকল কর্মচারীদের মধ্যে উক্ত সময়ে কত জনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং

৩। উক্ত অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের মধ্যে কতজনকে চাকুরীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে ;

৪। কোন নীতির উপর ভিত্তি করে উক্ত পুনর্নিয়োগ করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Appointment &
Service Department :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister,

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No 54

Name of Member :— Shri Jwhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilation on Plantation and PGP Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আদিম জাতি জুমিয়ার সংখ্যা কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৭১ ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী রাজ্যের আদিম জাতির সংখ্যা ৬৪৭২২। ১৯৮৩ ইং সনের আদিম জাতি পুনর্বাসনের প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী আদিম জাতি জুমিয়ার (রিয়াং) সংখ্যা ৪২৫০০, ব্লক ভিত্তিক আদিম জাতি জুমিয়ার কোন সমীক্ষা হয়নি। তবে মহকুমা ভিত্তিক আদিম জাতি (রিয়াং) জনসংখ্যা নিম্নরূপ—

মহকুমার নাম	১৯৭১ ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী রিয়াং সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা
১। কৈলাশহর—	৭,৭২১
২। ধর্মনগর—	২১,২০৭
৩। কমলপুর—	১,৭১০
৪। সদর—	৩০০
৫। সোনামুড়া—	২১
৬। খোয়াই—	৬ ৯১৪
৭। অমরপুর—	১৩,৬৫৩
৮। উদয়পুর—	২,৯৫৭
৯। বিলোনীয়া—	৯,২১৯
১০। সাব্রুম—	—
মোট	৬৩,৭২২

প্রশ্ন—২ নং ঃ ১৯৮৫-৮৬ এবং ৮৬-৮৭ সালে কতজন আদিম জাতি জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে বিভিন্ন ব্লকে যে সমস্ত আদিম জাতি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে তাহার হিসাব নিম্নরূপ—

ব্লকের নাম	১৯৮৫ ৮৬	১৯৮৬-৮৭
১। অমরপুর	২০০	১৯০
২। মাতাবাড়ী	৯০	৯০
৩। বগাফা	৯০	১২০
৪। কমলপুর (সালেমা)	২২৩	১৯০
৫। ছামনু	—	৪২
৬। কৈলাশহর (কুমারঘাট)	৬০	১৭৬
৭। কাঞ্চনপুর	২১৫	৩১৫
৮। তেলিয়ামুড়া	১২০	২৭
৯। পানিসাগর	৮৬	—
	১০৮৪	১১৫০

প্রশ্ন — • নং ঃ কোন পদ্ধতিতে ঐসকল জুমিয়াদেরকে বেনিফিসিয়ারি হিসাবে মনোনিত করা হইয়া থাকে ?

উত্তর

যে সমস্ত রিয়াং পরিবার সম্পূর্ণভাবে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল, অশিক্ষিত এবং গরীব তাহাদেরকে রেইঞ্জ লেভেল কমিটি এবং ডিভিশানেল লেভেল কমিটির মাধ্যমে মনোনিত এবং পার ষ্টেট লেভেল কমিটি দ্বারা অনুমোদনের মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারি হিসাবে মনোনীত করা হইয়া থাকে।

সম্প্রতিকালে পঞ্চায়েত ও বি ডি সির মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

Admitted UnStarred Question No. 61

Name of member :— Shri Rabindra Deb Barma. MLA

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের কিছু অংশকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ;

২। সত্য হলে তাহা কোন মহকুমায় কোন এলাকা ও কোন কোন গ্রামকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ? (গ্রাম ও মহকুমার নাম)

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিপুরার উত্তরাংশে খোয়াই মহকুমার চামুবস্তী হইতে কৈলাশহর মহকুমার সামরুর পাড় পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক সীমা ৫ কি মি অভ্যন্তর নিয়ে ১৩৬ বর্গমাইল এবং দক্ষিনাংশের অমরপুর মহকুমার পূর্ব্ব পুতাছরি হইতে কৈলাশহর মহকুমার সেন্ট্রাল ক্যাটাচ রিজার্ভ ফরেষ্ট পর্যন্ত সীমানার ৫ কিঃ মিঃ অভ্যন্তর নিয়ে ১২৬ বর্গমাইল এলাকা উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছে। উপদ্রুত অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত মহকুমা ভিত্তিক গ্রামের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :—

মহকুমা	গ্রাম	
	সমগ্র এলাকা	আংশিক এলাকা
অমরপুর	১। ভগীরথপাড়া	
	২। মল্যান সিং	

মহকুমা	গ্রাম	
	সমগ্র এলাকা	আংশিক এলাকা
	৩। সিপাই সিং	—
	৪। পূর্ব্ব কল্যান সিং	—
	৫। জয়রামপুর	—
	৬। সারদুর্গ	—
	৭। রতন নগর	—
	৮। সুখরাইছাড়া	—
	৯। জারুলছড়া	--
কৈলাশহর	—	১। সেন্ট্রাল কেচ্‌মেন্ট আর এম
কমলপুর	—	২। চাকমা পাড়া
		৩। তোতাইয়া
		৪। সিদ্ধপাড়া
অমরপুর	—	৫। সাতভাইয়া পাড়া
		৬। জিনরাই পাড়া
		৭। দলপতি পাড়া
		৮। পশ্চিম কল্যান সিং
		৯। বীরচন্দ্রনগর
		১০। তুইছাম্মা
		১১। বোয়ালখালী
		১২। পূর্ব্ব রাইমা
		১৩। পূর্ব্ব পোতাছড়া
খোয়াই	১। ছামুবস্তি	
	২। বনবাজার	
	৩। আশারামবাড়ী	
	৪। পশ্চিম করঙ্গীছড়া	
	৫। পূর্ব্ব করঙ্গীছড়া	

মহকুমা	গ্রাম	
	সমগ্র এলাকা	আংশিক এলাকা
	৬। সুখিয়াবাড়ী	
	৭। রামছড়া	
	৮। পূবর্ব লক্ষীছড়া	
কমলপুর	৯। উত্তর বিলাসছড়া	
	১০। দক্ষিণ বিলাসছড়া	
	১১। গঙ্গানগর	
	১২। নোয়া গাঁও	
	১৩। মোহনপুর	
	১৪। কমলপুর	
	১৫। হরের খোলা	
	১৬। মায়াছড়ি	
	১৭। বিষ্ণুপুর	
	১৮। কলাছড়ি	
	১৯। লেম্বুছড়া	
	২০। শ্রীরামপুর	
	২১। দরাইছড়া	
	২২। তুলুবাড়ী	
	২৩। ছেত্রাই	
	২৪। ছোটসুরমা	
	২৫। মরাছড়া	
	২৬। পানচাষি	
	২৭। মতিরমিয়া	
	২৮। কুছাইনলা	
	২৯। দারংটিলা	
	৩০। হালাহালি	
	৩১। বড়সুরমা	
কৈলাশহর	৩২। ডেংডুং	
	৩৩। সৈদাছড়া	
	৩৪। রাজবাঁদী	
	৩৫। সমরুখলা আর এক	

মহকুমা	গ্রাম	
	সমগ্র এলাকা	আংশিক এলাকা
	৩৬। গোলকপুর	
	৩৭। হালাইছড়া	
	৩৮। মুরতীছড়া	
খোয়াই	—	১। পশ্চিমলক্ষীছড়া
		২। পশ্চিম বাছাইবাড়ী
		৩। পূর্ব্ব বাছাইবাড়ী
		৪। সিকরাইবাড়ী
কমলপুর	—	৫। অপরোসকর
		৬। পানবুয়া
		৭। মাণিকভাণ্ডার
		৮। বামনছড়া
		৯। মহাবীর
		১০। লংথরাই আর, এফ
		১১। কাঠালছড়া
		১২। লালজুরি
		১৩। পশ্চিম কত্তাছড়া
		১৪। পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী
		১৫। গঙ্গানগর
		১৬। রাধানগর
		১৭। ধমবিলাস
		১৮। ফুলতলী
		১৯। গারুলতলী
		২০। ছনতলী
		২১। রাংরুং
		২২। মনুভেলী
		২৩। সমরুর পাড়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 17th March, 1987, Tuesday, at 11-00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

MR. SPEAKER :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য গণের নাম করলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

শ্রী দশরথ দেব :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য প্রাথমিক স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের মিড-ডে-মিল দেবার জন্য যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই অর্থে নির্দিষ্ট পরিমান সামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করা যায় না;

২। সত্য হলে কিসের ভিত্তিতে উক্ত সামগ্রীর পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ;

৩। মিড-ডে মিল চালুর ক্ষেত্রে বাজারে দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে বাস্তব সম্মত সামঞ্জস্য রেখে পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করা হবে কিনা, এবং,

৪। মিড-ডে মিলের মাথা পিছু বরাদ্ধ বৃদ্ধির জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন কি ?

উত্তর

১। না। ২নং ও ৩নং এর প্রশ্ন উঠেনা।

৪। আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে মিড-ডে মিলের দাম যেটা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেটা অনেকদিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বাজারে

জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে ৭৫ পয়সা দিয়ে জিনিষ সরবরাহ করা যাচ্ছেনা। তারফলে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের পরিমান কমে যাচ্ছে সেটা সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব:— মিঃ স্পীকার স্যার, এই মিড-ডে মিলের সিদ্ধান্তটা ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তখনকার বাজার দর হিসাবে, পরে সেটাকে বাড়িয়ে ৭৫ পয়সা করা হয়েছে। ৭৫ পয়সার জিনিষ পাওয়া যায়না এই রকম কোন অভিযোগ আমাদের দপ্তরে আসেনি। তবে আর বাড়ানোরে ব্যাপারটা আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, যেসব স্কুলে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা আছে সেসব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০০-র বেশী হলেও কোন ওয়াটার কেরিয়ার রাখা হয়নি। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই সেসব স্কুলে যেখানে ১০০ ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে ওয়টার কেরিয়ার রাখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথদেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, ক্লাস ফাইভ পর্যান্ত স্কুলে কোন ওয়াটার কেরিয়ার রাখা হয়না। সেখানে তাদের নিজেদের ওয়াটার কেরিং করতে হয়।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত থেকে বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এমন কোন জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে কিনা যেখানে মিড-ডে মিল চালু হয় না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস:— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

শ্রীদশরথ দেব :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৬৬।

১। ধর্মনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজে বিজ্ঞান শাখা ও বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ক্লাস চালু করার ব্যাপারে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করছেন কিনা,

২। যোগাযোগ করে থাকলে এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত কি,

৩। আর না করা হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না। ২ প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কোন নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদনের নিয়ম নাই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান শাখা খোলার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হইতেছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াই, এই ৩টা কলেজে ইদানিংকালে রেজাল্ট ভাল। কাজেই এসব কলেজে বিজ্ঞান শাখা এবং বিভিন্ন অনার্স চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিজ্ঞান বা অনান্য বিষয় খোলার জন্য ইউনিভার্সিটির একটা অনুমোদন লাগে। অনার্স খুলতে গেলে ও এফিলিয়েশন দরকার হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৪৯।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৪৯।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৪৯।

প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের পার্বত্য ছট্টগ্রাম থেকে আগত উপজাতি শরনার্থীদের সাহায্যার্থে ইউনিসেফ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট কোনরূপ ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে কি ?

২। পাঠানো হলে কি কি দ্রব্য, এবং

৩। উক্ত ত্রাণ সামগ্রীগুলি শরনার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। না। ২নং প্রশ্ন উঠেনা। ৩নং প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এত বড় একটা জিনিষ, যেখানে হাজার হাজার লোক নিরাশ্রয়ভাবে আছে সেখানে সরকারেয় পক্ষ থেকে তাদের ত্রাণের জন্য পুরো ব্যবস্থা করা অসুবিধাজনক তাই তাদের ত্রাণের জন্য, রিলিফের কোন রকম আবেদন করা হয়েছিল কিনা ? যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কি হয়েছে, আর যদি করা না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী :— মি স্পীকার স্যার, নূতন করে প্রশ্ন আসলে জবাব দেব। তবে ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও ৬ হাজার কম্বল, ১ হাজার ২ শত কে.জি দুধ পাওয়া গেছে। তাছাড়া ভারতের রেড-ক্রস সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ৩৬০০ কম্বল বিলি করা হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এইযে ৬ হাজার কম্বল ও দুধ পাওয়া গেছে সেটা পুরোপুরি ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে না সরকারী গো-ডাউনে পড়ে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই কিছু কিছু আমাদের ষ্টোরে আছে। রামকৃষ্ণ মিশন যা বিক্রি করছে, তাছাড়াও আমরা কিছু বিলি করেছি এবং কিছু ষ্টোরে আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যেখানে ২৮—২৯ হাজার শরণার্থীর মধ্যে কাপড় বণ্টন করতে গিয়ে সরকার যে নীতি গ্রহন করেছেন যারফলে দেখা গেল সব পরিবারকে মাত্র দুটি কম্বল করে দেবারফলে কয়েকটা পরিবারে কাপড় দেবার ক্ষেত্রে অভাব দেখা গেল। তখন রামকৃষ্ণ মিশন, রেডক্রস, এবং আমরা কিছু কম্বল বিতরন করেছি। সেটা প্রায় ১৩০০ র মতন কম্বল আমরা বিতরন করেছি। এইখানে সরকার সবাইকে কাপড় দিতে না পারলে অন্যান্য সেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানানকি কেন ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য ঠিক নয়। যা প্রয়োজন আমরা তা দিয়েছি। আর বাকি যে কম্বল রয়েছে সেগুলি স্টোরে আছে। আর যদি কারো প্রয়োজন পড়ে আমাদের জানালে আমরা তাদের দিয়ে দেব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সরকার যে দুটি করে কম্বল দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন -দেখা গেছে অনেক পরিবারেই। কোন কম্বল পায় নি। কারণ এক জায়গায় দেখা গেছে যে, ৮১টি পরিবারের মধ্যে ৩২ টি কম্বল দেওয়া হয়েছে। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সবাইকে কম্বল দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

যোগেশ চক্রবর্তী ঃ— স্পীকার স্যার, আমার কাছে এখন এই তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী তরনীমোহন সিংহ।

শ্রী তরনীমোহণ সিংহ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০৬।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার' এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে (বিভাগ ভিত্তিক-হিসাব)

২। উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কয়টির পাকাঘর হইয়াছে এবং কয়টির পাকাঘর নির্মানের কাজ চলিতেছে, এবং

৩। বর্তমান, আর্থিক বৎসরে আরও কয়টি স্কুলে পাকাঘর নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায়। এবং

৪। উক্ত সময়ে খোয়াই বিভাগের রতিয়া ঘিলাতলী হাইস্কুল ও ঘিলাতলী হাইস্কুল দুইটিতে পাকা গৃহ নির্মান করার প্রস্তাব সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১। ২৭৮ টি, সদর-৭৫ টি, খোয়াই- ৩১টি, সোনামুড়া- ১৭টি, উদয়পুর- ২৫টি, বিলোনিয়া-২০টি, সাব্রুম- ১৭টি, অমরপুর- ৮টি, ধর্মনগর- ৩০টি, কৈলাসশহর- ২৭টি, কমলপুর- ১৫টি, ।

২। ৫৩ টি তো এবং ৩১ টির নির্মানের কাজ চলছে।

৩১ টি স্কুলের কাজ অগ্রসর হছে।

৪। আপাতত. নাই তবে রতিয়া হাইস্কুল পাকাঘর নির্মানের প্রয়োজনীয় মাল মশলা সরবরাহের কোন সুযোগ আপাতত নাই। ট্রাক বা জীপ গাড়ী চলাচলের রাস্তা নাই এতগুলি মালপত্র মাথায় বহন করে খোয়াই নদী অতিক্রম করে সেখানে পৌছানো ব্যয় সাধ্য।

শ্রী তরনীমোহন সিংহ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গতবছর বেশ কয়েকটা মাধ্যমিক স্কুলঘর দুস্কৃতকারীদের দ্বারা পুড়ানো হয়েছিল-যথা রাতাছড়া হাইস্কুল, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সে সকল স্কুলগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাকা বাড়ি নির্মান করবার কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগুনে পুড়লে এন, আর, ই, পি, এস, আর, ইপি ইত্যাদির মাধ্যমে এই স্কুলঘরগুলির মেরামত করা হয়। আর এখানে মাননীয় সদস্য বলছেন যে, দুস্কৃতকারীদের দ্বারা কোন স্কুল ঘর আগুনে পোড়া গেলে সেগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাকা বাড়ি নির্মান করাবার জন্য সেটা করা যাবে না। কারন সেটা করতে গেলে আর একটা স্কুলকেও আগুনের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

মাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রতিয়াছড়া হাই স্কুল যেখানে অবস্থিত সেখানে রাস্তাঘাট নাই বলে সেখানে পাকাগৃহ নির্মান করা সম্ভব নয়। অথচ আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা ঘাট নির্মান করেছেন। অথচ এইখানে কেন রাস্তাঘাট নির্মান করে সেখানে স্কুলগৃহ নির্মানের ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেন না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাস্তাঘাট নির্মান করে তারপর স্কুল গৃহ নির্মান করার মত এত অর্থ শিক্ষা দপ্তরের হাতে নেই। রাস্তাঘাট নির্মান করে পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট। কাজেই এ ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি কে বললেই ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

শ্রী দশরথ দেব:— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন জুনিয়র বেসিক ও সিনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষকতার নিযুক্ত গ্রেজুয়েট শিক্ষকগন গ্র্যাজুয়েট স্কেল পায় নাই এমন শিক্ষকের সংখ্যা কত?

২। ঐ সকল গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্কেল দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না?

৩। না দেওয়া হলে, তাহার কারন কি?

উত্তর

১। ৬১৮ জন,

২। না।

৩। সংশ্লিষ্ট বেতনক্রমের শিক্ষকের পদের অভাব।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি, রাজ্য বিভিন্ন স্কুলে এমনো এমন বহু গ্রেজুয়েট শিক্ষক রয়ে গেছেন যারা গ্রেজুয়েট স্কেল পাননি, অথচ তাদের পরে নিযুক্তি পেয়েছেন এমন সব গ্রেজুয়েট শিক্ষক গ্রেজুয়েট স্কেল পেয়ে গেছেন। কাজেই কি কারনে এই সকল গ্রেজুয়েট শিক্ষককে গ্রেজুয়েট স্কেল দেওয়া হচ্ছেনা?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮২ সালে ঘোষনা করেছেন যে, শিক্ষকদের তাদের ডিগ্রি অনুযায়ী নয় তাদের পোষ্ট অনুযায়ী নিযুক্ত করা হবে। এর আগে চালু ছিল যেমন যেমন ডিগ্রি থাকতো তেমন তেমন আমরা স্কেল

হতো। কিন্তু একটা সরকারের পক্ষে এত বাজেট করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমরা ঠিক করেছি গ্রেজুয়েট হলেও প্রাইমারী স্কুলে টিচার হিসাবে যখন নিযুক্ত হন তখন এই প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের স্কেলই তারা পাবেন। গ্রেজুয়েট স্কেল তারা পাবেন না। নতুন করে পোস্ট ক্রিয়েশন হলেও প্রমোশনের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে এরা যদি পদত্যাগ করে আবার বেকার হন তাহলে সরকার তাদের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে, শিক্ষক এবং শিক্ষকতা এই দু'টি জিনিসকে একটু গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে হয়। কারন এই শিক্ষকতা এমন একটা জিনিস যেটা স্কেল দিয়ে মাপা যায় না। কাজেই আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এই ডিপার্টমেন্টে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে সেহেতু এই সব গ্রেজুয়েট শিক্ষককে প্রমোশনের মাধ্যমে আপার স্কেলে নেওয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক নিজের চেষ্টায় যোগ্যতা অর্জন করার পর তিনি যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অপ্রেসড হন তাহলে তার কাছ থেকে যা পাবার সেটা আমরা আশা করতে পারিনা সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই প্রশ্নটা আসে। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মতামত কি জানতে চাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইখানে বলেছেন যে, ৬০০ র বেশী গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক যারা প্রাইমারী স্কুলে, জুনিয়র বেসিক স্কুলে, সিনিয়র বেসিক স্কুলে নিযুক্ত রয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আমরা দেখছি আগে যে নিয়ম ছিল সেটাকে সরকার পরিবর্তন করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ইগনোরড্ করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা ইনসেনটিভ ছিল বা থাকা প্রয়োজন ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং এই যোগ্যতার ভিত্তিতে যে ইনসেনটিভ সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শিক্ষার ক্ষেত্রে আঘাত পড়েছে কিনা বা শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব:— মিঃ স্পীকার, স্যার, ইট ইজ এ ডিস্টরশান অবমাই রিপ্লাই। আমি এই কথা বলি নি। যারা গ্রাজুয়েট স্কেল পাচ্ছে তারা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই স্কেল পাচ্ছে। যারা প্রাইমারী টিচার হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ছন, তখন গ্রাজুয়েট হন নি, এখন হয়েছন তাদের আমরা প্রাইমারী স্কুলের টিচার হিসাবেই রাখতে চাই প্রাইমারী স্কুলের জনা। তাদের প্রাইমারী স্কুলের জনা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান এর ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছে, ম্যাক্সিমানের কোন বার নেই। কিছু লোক প্রাইমারী টিচার হিসাবে নিযুক্তির সময়ে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। তারপর চাকুরীর কিছুদিন পরই তারা বলছেন যে, আমি গ্রাজুয়েট, আমাকে গ্র্যাজুয়েট স্কেল, দাও। সেটা আমরা দিতে পারি না। কাজেই

এডুকেশনের কোয়ালিটি অবনীতর কোন কারণ নাই। অল আর কোয়ালিফায়েড।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই যে ৬১৮ জন শিক্ষক যারা স্নাতক ডিগ্রিধারী বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কর্মরত, পাশাপাশি অন্যান্য স্নাতক ডিগ্রিধারী স্নাতক স্কেল পাচ্ছে, এতে এ শিক্ষকদের মানসিকতা নিম্নগামী হচ্ছে এবং এটা ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে। এই ব্যপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য আছে কিনা? থাকলে এ' ৬১৮ জন স্নাতক শিক্ষকের প্রমোশান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :— যাদের ডিগ্রি আছে তারা আপ্‌লাই করতে পারে। তাদের যে ফর্ম দেওয়া হয় তাতে তারা অ্যাপ্‌লাই করতে পারে, এই সিস্টেম আছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— আমি ডিস্‌টার্ব করিনি। আমার প্রশ্নটা ছিল ইন এভার সার্ভিস, সেটা এডুকেশানই হোক বা অন্যকোন দপ্তরেই হোক, কিছু পোস্ট থাকে বাই অয়ে অব প্রমোশান পূরণ করা হয় এবং তার কিছুথাকে, ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট করা হয়। সার্ভিসের মধ্যে একটা ইনসেনটিভ থাকা দরকার মনে করি। সুতরাং ইট উইল ক্রিয়েট ডিসকনটেন্টমেন্ট। আমরা মনে করি এতে শিক্ষার ক্ষতি হয়। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মানেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, মিঃ মজুমদার একজন শিক্ষক। কোন রুল্‌স না জানা থাকার কথা নয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রমোশান নাই। প্রমোশন অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারের, হেডমাস্টারের ক্ষেত্রে। যেখানে প্রমোশন আছে সেখানে কিছু প্রমোশন হন, কিছু ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

ক) ১৯৮২ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলা মোট কতদিন মাননীয় হাইকোর্টের সিংগল বেন্‌চ বসেছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

খ) উক্ত সময়ের মধ্যে বৎসর ভিত্তিক কয়টি রীট আবেদন, কয়টি প্রথম আপীল, কয়টি দ্বিতীয় অপিল, কয়টি Mise, আপীল এবং কয়টি Mise, Case নিষ্পত্তি হয়েছে?

গ) উক্ত কেসগুলির মধ্যে কতটা কনটেস্‌টেড কতটা আনকনটেস্‌টেড নিষ্পত্তি হইয়াছে;

ঘ) উক্ত সময়ে হাইকোর্টের বেন্‌চের খাতে বৎসর ভিত্তিক রাজ্য সরকারের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত?

উত্তর

ক) ১৯৮২ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলায় মোট যতদিন মাননীয় হাইকোর্টে সিংগল বেন্চ ও ডিভিশান বসেছিল তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

	সিংগল বেন্চ	ডিভিশন বেন্চ
১৯৮২	৮৬	৩১
১৯৮৩	৫৮	৩৭
১৯৮৪	৪৯	২১
১৯৮৫	৫১	১৩
১৯৮৬	৫৬	৪৮

খ) উক্ত সময়ের মধ্যে বৎসর ভিত্তিক যতটি রীট্ আবেদন প্রথম আপীল, দ্বিতীয় আপীল, মিস্ আপিল এবং মিস্ কেস্ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার হিসাব :—

রীট আবেদন		প্রথম আপীল	দ্বিতীয় আপীল	মিস আপীল	মিস কেস
১৯৮২	৫৬	৬	৬	১	২০৫
১৯৮৩	৭১	১৭	৯	২	২১৬
১৯৮৪	৪০	১৪	১০	৩	২৬০
১৯৮৫	১৭	১১	১০	—	২৫৮
১৯৮৬	১২৬	১৯	১৬	৮	৪৬০

গ) উক্ত কেসগুলির মধ্যে যতগুলি কনটেস্টেড ও যতগুলি আন-কনটেস্টেড নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার হিসাব :—

৫৯ টি কেস আনকনটেস্‌টেড ও অবশিষ্টগুলি কনটেস্‌টেড নিষ্পত্তি হইয়াছে।

ঘ) উক্ত সময়ে হাইকোর্টে বেন্চের খাতে বৎসর-ভিত্তিক রাজ্য সরকারের ব্যয়িত অর্থের হিসাব :—

১৯৮২—৮৩	১৭, ০১, ২৮৬ টাকা
১৯৮৩—৮৪	৭, ০৪, ৭৭০ টাকা
১৯৮৪—৮৫	৭, ৪৫, ৫৬৭ টাকা
১৯৮৫—৮৬	৮, ৮২, ২৯৩ টাকা

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদারঃ— এই যে দ্বিতীয় আপীলের পরিসংখ্যান দেওয়া হয় তার মধ্যে ফৌজদারী মামলা কতগুলি এবং দেওয়ানী মামলা কতগুলি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আমার কাছে তথ্য নাই।

শ্রী মানোরঞ্জন মজুমদারঃ— হাইকোর্টে—গৌহাটী হাইকার্টে যেতে আসতে যে খরচ হয় সরকারের তাতে রাজ্য সরকারের এখানে নিজস্ব হাইকোর্ট করার জন্য কোন

প্রস্তাব আছে কিনা এবং সেটা র কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য এর এটা জানার কথা, কারণ এই হাউস থেকে আমরা এজন্য বার বার প্রস্তাব নিয়েছি এব ব্যক্তিগত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও এই ব্যাপারে অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংগে দেখা সাক্ষাত করেছি যাতে ত্রিপুরাতে আলাদা হাইকোর্ট স্থাপন করা যায়। এরপর আমরা পত্র পত্রিকাতে জনালাম যে মিজোরাম আলাদা হাইকোর্ট চাইছে, এবং আলাদা হাইকোর্ট না পেলে মিঃ লাল ডেঙ্গ কিছুতেই চুক্তি করবে না, ভাবলাম হয়তো এবার আমাদের আলাদা হাই কোর্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাও দেখছি কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর বিচারপতিদের একটা সর্ব ভারতীয় সম্মেলন হয়ে গেল দিল্লীতে, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাসাংটিস এবং অন্যান্য রাজ্যের হাইকোর্টের চীফ জাসটিসগনও উপস্থিত ছিলেন, তাতেও এই ধরনের একটা প্রস্তাব নেওয়া হল, কিন্তু তারপরেও কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না আমাদেরকে বলা হল যে বেনচই যথেষ্ট। একথা ঠিক যে ব্যান্ গঠিত হওয়ার পর, এখানকার মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, যেমন রিট পিটিশান ছিল, ১২৬ টি, আর মিসিলিনিয়াস কেইস ছিল ৪৬০ টি, এখন---সেগুলির সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবুও অনেক বাকী রয়ে গেছে, কাজেই আমাদের সরকারের তরফ থেকে এই রাজ্যের জন্য আলাদা হাইকোর্টের স্থাপনের যে দাবী রয়েছে, সেটা এখনও বহাল আছে, আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই রাজ্যের জন্য আলদা একটি হাইকোর্ট যথা শীগ্র সম্ভব স্থাপন করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী ফৈজুর রহমান।

শ্রী ফৈজুর রহমান ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪,

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরের ধর্মনগর মহকুমার একটি মুসলিম ছাত্রাবাস করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

২। না

মি স্পীকার ঃ— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৯,

প্রশ্ন

১) ১৯৮৭ইং সনে ত্রিপুরায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২) ১৯৮২ ইং সন হইতে ১৯৮৬ ইং সন পর্যান্ত কতটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কতজন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছিল (কেন্দ্র ও বৎসর ভিত্তিক আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

স্যার, এই প্রশ্নটির উত্তর এত বিরাট যে পড়তে গেলেও অনেক সময় লেগে যাবে, কাজেই আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি সেটা হাউসের টেবিলে লে করে দিতে পারি ।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, টেবিলে করে দিন (ANNEXURE-"A") ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লে করে দিলেন কাজেই আমি তো কিছুই জানতে পারলাম না । সে যাক, আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় আমার মোহনপুর এলাকা থেকে যাতায়তের সুবিধার সে সব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আগরতলায় আসত, তাদের জন্য সরকার তরফ থেকে বাসের ব্যবস্থা থাকত, কিন্তু এবার দেখছি সেই ব্যবস্থা নেই । কাজেই, আগরতলায় এসে যেসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের যাতায়তে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে । তাই আমি জানতে চাইছি আগামী বছর থেকে আমার মোহনপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সেখানেই একটি কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, এটাতো ভবিষ্যতের কথা । ভবিষ্যতের কথা কি কেউ কিছু এখনই বলতে পারে ?

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে মোহনপুর এলাকায় খোলা হয় সেজন্য বোর্ডকে নির্দেশ দিবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— আলাদা করে প্রশ্ন করুন জবাব দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীরসিকলাল রায় ।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫১ ।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫১,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া বয়েজ স্কুল (মডেল স্কুল) এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নাই ?

২) সত্য হলে, উক্ত স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ;

উত্তর

১) এই বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক প্রয়োজনের তুলনায় এক জনের ঘাটতি

আছে। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকের অভাব নাই। এই সকইলে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যান্ত বর্ত্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৯২ জন এবং স্কুলে মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ১৪ জন। তাঁর মধ্যে এম, এ পাশ ১ জন, বি, এ, পাশ ৫ জন, বি, কম পাশ ১ জন, বি,এ স, সি, (পিউর) ১জন, বি, এস, সি, (বায়ু) ১জন, সি, আই ৩ জন, সি, আই দুই জন, এবং সি,টি ১জন, এছাড়া সম্প্রতি একজন প্রধান শিক্ষিকা নিয়োগ করাহয়েছে।

২) ভবিষ্যতে আরও কজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং শীগ্রই দেওয়া হবে।

শ্রী রসিকলাল রায়ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই স্কুলটা শহরের উপর অবস্থিত এবং এটা যখন এস, বি, স্কুল ছিল, তখন কোন হেডমাস্টার ছিল না, ১৯৮৫তে এটাকে হাইস্কুলে পরিনত করা হল, অথচ এখন পর্যান্ত কো হেডমাস্টার দেওয়াহল না। কাজেই একজন হেডমাস্টার দেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— সম্প্রতি একজন প্রধান শিক্ষিকা নিয়োগ হয়ে গেছে এবং শীগ্রই তিনি তাঁর পদে যোগ দেবেন। আর যে একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকের প্রয়োজন আছে তাও শীগ্রই পুরন করা হবে।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একজন শিক্ষকের পক্ষে এটা বিরাট ক্লাশ চালানো সম্ভব? কাজেই সেখানে আরও শিক্ষক নিয়োগ করবেন কিনা এবং ঐ স্কুলে যে পরিমান একোমডেশান আছে, তার একটা বিরাট অংশে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টেরঅফিস আছে, সেই অফিসটা সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে শ্রেণী কক্ষের প্রসারতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে কিনা, জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

শ্রী দশরথ দেবঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২,

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে ত্রিপুরার বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য রাজ্য সরকার থেকে স্কলারসীপ দেওয়া হচ্ছে;

২: কি কি নিয়মনীতি অনুযায়ী উক্ত স্কলারসীপ দেওয়া হয়ে থাকে?

৩) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বাইরে পড়াশোনায় রত অনেক উপজাতি ছাত্রছাত্রী স্কলারসীপ পাচ্ছে না?

৪) সত্য হলে, তাদের স্কলারসীপ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

উত্তর

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে উচ্চ শিক্ষা অধিকার হতে মোট ৬৮ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে ত্রিপুরার বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য রাজ্য সরকার হতে স্টাইপেনড দেওয়া হচ্ছে।

২) ভারতীয় নাগরিক ও ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা উপজাতি ছাত্রছাত্রী দিগকে (১) গভঃ অব ইণ্ডিয়ার পোসট মেট্রিক স্কলারসীপ টু সিডিউলড কাসট এণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস্

নিয়মে যাদের পরিবারের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার বেশী নয়, তাদিগকে পূর্ণ হারে এবং যাদের পরিবারের মাসিক আয় ৭৫০ থেকে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদিগকে অর্ধেক হারে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।
২) ত্রিপুরা গভঃ মেরিট কাম মীনস স্কলারসীপ এবং এস আই, জি. স্টাইপেনণ্ডে ক্ষেত্রে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের মাসিক আয়ের উর্ধ সীমার কোন বাঁধা থাকে না।
৩) সত্য নহে।
৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরার বাইরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়েছে এই কাঞ্চনপুর এলাকার কিছু ছাত্র আমাকে বলেছে তারা স্কলারশিপ পাচ্ছে না। তাদের স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা বাইরে যে সব উপজাতি ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনা করে তারা যদি সময় মত স্কলারশিপ ফর্ম পূরন না করে থাকেন তারা যেন সংশলিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফর্ম পূরণ করে পাঠিয়ে দেন। আর মাননীয় সদস্য যাদের কথা বলেছেন তাদের ফর্ম পূরন করার পর যদি কোন ভুল থেকে থাকে সেগুলি যেন সংশোধন করে সংশলিষ্ট প্রতিষ্টানে পাঠিয়ে দেন।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সব সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবের ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরার বাইরে পড়াশোনা করছে তাদের স্টাইপেনণ্ডের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ইনকাম বার আছে সেই ইনকাম বার বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলি অনেক সময় দাবী করে থাকেন। তারা যাতে এই ইনকাম বার থেকে রেহাই পেতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এই ইনকাম বারটি তুলে দিতে রাজী নয়। আর তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাইপেণ্ড এর হার আমাদের রাজ্য সরকারের চেয়ে কিছুটা কম, সে জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাইপেনডি দেওয়ার পর বাকী অংশটা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী দিল্লীতে পড়াশুনা করেন উরা স্কলারশিপ স্টাইপেন্ডের জন্য দরখাস্ত করেও পায় নাই। আমি কয়টি নাম দিচ্ছি শ্রীজ্যোতিষ দেববর্মা, নবনি ত্রিপুরা, এই রকমার ২০/২৫ জন দিল্লীতে পড়াশুনা করছে যারা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না, তারা যাতে পায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী দশথর দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, বাইরে যারা হায়ার এডুকেশান নিচ্ছে সেগুলি যদি গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড হয় তাহলে তারা পাবে, আর যদি ইনিডিভিজুয়েলী যায় তাহলে তারা পাবে না।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা সরকারের স্কলারশিপ দেওয়ার নিয়মঅনুসারে যারা পাচ্ছে সেই রকম ক্ষেত্রে যারা দিল্লীতে পড়াশুনাকরছে তারা কেন পাবে না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কোন ঘটনা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— কোয়েশ্চান নং ২৭৮

শ্রী দশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ২৭৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮১ সনে গৃহীত যবফর্ম বাতিল বলে ঘোষনা করেছেন ?

২। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁ

২। ১৯৮১ সালের পর বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই কারনে রাজ্যের বর্তমান শিক্ষিত বেকারগন যাহাতে চাকুরীর জন্য প্রার্থী হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষা দপ্তর পুনরায় চাকুরীর দরখাস্ত আহ্বান করেছেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, ১৯৮১ সালে যে সব ট্রাইবেল ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ফেল করার পর যব ফর্ম পূরন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পূরনের জন্য যবফর্ম আহ্বান করা হয়েছে সে জন্য তাদের দেওয়া হচ্ছে না। আর যারা মাধ্যমিক পাশ করতে পারে নি—ককবরক শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত এখনও আহ্বান করা হয় নাই। আমরা ৮০০ ককবরক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করছি, যখন সেই পদগুলিতে লোক নেওয়া হবে তখন তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। তাদের জন্য শীঘ্রই দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যবফর্মের ব্যাপারে সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিপুরার বেকারদের একটা বিরাট অংশ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সেই কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের যবফর্ম পূরন করার সুযোগ দেবেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, যবফর্ম পূরন করার নূতন করে আর সুযোগ

দেওয়া হবে না। শিক্ষকের চাকরী ছাড়া আরও চাকুরীতে লোক নেওয়া হবে তখন তাদের সুযোগ দেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যবফর্ম যেগুলি জমা নেওয়া হয়েছে তাদের কি নীতির ভিত্তিতে চাকরীর সুযোগ দেওয়া হবে ? কারন আমরা দেখছি নির্বাচনকে সামনে রেখে যেভাবে পাইকারী হারে বেকারদের অস্থিত্ব করা হচ্ছে চাকরী দেওয়া হবে বলে—এটা কি নির্বাচনে জেতার একটা কৌশল কি না, না সত্যি সত্যি তাদের চাকরী দেওয়া হবে ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মনগড়া প্রশ্নের জবাব হয় না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— সাপলিমেনটারী স্যার, এখানে যে সমস্ত জবফর্ম বাতিল করা হয়েছে সেগুলির নাম্বার কত ? এবং কত জন চাকুরী পেয়েছেন ? কতজনের অভাব এজ হয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেবঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার এটা রিলেটেড নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রী নারায়ণ দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটিড কোয়েশ্চন নং ২৭৯, সোশিয়েল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৭৯, ।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার কি অবগত আছেন ১৯৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী এ, এল, টি শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত সুধা চক্রবর্ত্তী পিতা ধীরেনন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, গ্রাম চণ্ডীগড করাইয়াডেপা, ১৪ বছর যাবত ১৯০ টাকা বেতনে অনিয়মিত চাকুরীজীবী হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

২) অবগত থাকিলে এ, এল, শিক্ষিকা সুধা চক্রবর্ত্তীকে নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছেন কি।

৩) থাকিলে কবে নাগাদ তাকে নিয়মিত করা হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) শ্রীমতি সুধারানী চক্রবর্ত্তী নাম এক মহিলা সোনামুড়া ব্লকের অন্তগত চনণ্ডগড় বয়স্ক শিক্ষা কেনন্দ্রে বিগত ৭-২ ৭৩ ইং হতে বয়স্ক শিক্ষা কর্মী হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি বর্ত্তমানে ১৯৫ টাকা হিসাবে মাসিক সামন্যাসিক পাচ্ছেন। সরকার এ বিষয় অবগত আছেন।

২) শ্রী মতি সুধা চক্রবর্ত্তীকে ও অন্যান্য এ, এল, টির সংঙ্গে নিয়মিত করার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন।

৩) এটা তখনকার আমলের একটা স্কীম, এটার অন্য স্কীমের কোন মিল নেই। শ্রীমতী সুধা চক্রবর্ত্তী এবং আরও ৬৬ জন একই পোস্টে আছেন। বামফ্রন্ট সরকার তাদের

কথা চিন্তা করছেন। যখন এ, সি, ডবলিউ পোসটে লোক নিয়োগ করা হবে তখন তারা অ্যাপলাই করলে একটা পার্সেনটেজ তাদের থেকে নেওয়া হবে। কিন্তু অন্য কোন স্কীমে তাদের সার্ভিস রেগোলারাইজ করার কোন সুযোগ নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আডমিটেড কোশ্চেন নং ২৯৭, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব:— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৯৭।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা এইচ, এস, স্কুলের এস, টি বোডিংটির সীট বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে থেকে কয়টি সীট বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) বর্তমান শিক্ষাবর্ষেই দশটি সীট বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা:— সাপলিমেন্টারী স্যার, দশটা সীটে তো কিছু হবে না। এটাকে বিশটা করা হবে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— প্রয়োজনে ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে। বোর্ডিং-এর একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। সেটার কাজ সম্পূর্ণ হলে দেখা যাবে আরও সীট বাড়ানো যায় কি না

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১০, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেবঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১০।

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর নগরের নারিকেল কুঞ্জ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গত নয় বৎসর ধরে কোন গৃহ নেই ?

৩। সত্য হলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২ ছাত্র সাত, ছাত্রী ৫, এবং শিক্ষক সংখ্যা ২।

২। সত্য নহে। এই নারিকেল কুঞ্জ স্কুলটি ১৯৮২ সনে সেখানকার শ্রমিকদের মেয়ে ছেলেদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য করা হয়েছিল। জুনিয়র বেসিক স্কুল। ১৯৮৩ সনের নবেম্বর মাসে স্কুল ঘরটি মাঝখানে তোফানে ভেঙ্গে পড়েছিল এখন এটাকে মেরামত করার

জন্য ১১, ৬৫৯ টাকা মনজুর করা হয়েছে। টাকা প্লাচ হয়ে গেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৮২ সনে করা হয়েছে। আমি এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি ১৯৮২ সনের জানুয়ারী মাসে। তখন থেকে চার বছরের মধ্যে আমি কোন স্কুল ঘর দেখি নি। মেরামতের কোন প্রশ্নই উঠে না। দুই নং, দুই জন শিক্ষকের কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে কি আদৌ কোন পড়াশুনা হচ্ছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— আমি তো বলেছি, ইতিমধ্যে স্কুল ঘরটি তোফানে ভেঙ্গে পড়েছিল। সেটা মেরামত করা হবে। এখন এই স্কুলটি টি, টি, এ, এ, ডি, সি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩১৫, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর মহকুমার ডাকবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অদ্যাবধি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র বেনচ চেয়ার টেবিল এবং ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই।

২। সত্য হলে তার কারণ কি ?

৩। বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যালয়টি ৫-৩-৮৬ইং সনে চালু হয় এবং ১-৪-৮৬ইং সনে স্বশাসিত জেলা পরিষদের আওতায় চলে যায়। ফলে উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পক্ষে কোন আসবাবপত্র ও ব্লাকবোর্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৯ জন, শিক্ষক সংখ্যা ২জন

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা বিহান প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES- "B" & "C" ।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য **শ্রী জওহর সাহা** মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী জওহর সাহা :— গত ১৬ই জানুয়ারী অধিক রাত্রে অমরপুরের বামপুর ল্যাম্পস্ এর বীরগঞ্জ ২নং রেশন শপের ৬(ছয়) বস্তা রেশনের চাউল বীরগঞ্জ থানার ও, সি,এবং অমরপুরের ফুডকণ্ট্রোলার কর্তৃক উদ্ধার করা ও একজন পাচারকারীকে আটক করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৯শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ১৯শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপনে অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়কে আহবান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— গত ১৬-৩-৮৭ ইং সন্ধ্যায় আগরতলার কামার পুকুরে সমাজদ্রোহী কর্তৃক পুলিশ অফিসার বাদল বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করা এবং ঐ দিনই সদরের রানীর বাজারে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের উপর সমাজদ্রোহীদের হামলা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এখনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পরিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১৮ই মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ১৮ই মার্চ হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আজকের কার্য্যসূচীতে ১টি (একটি)রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। গত ১২- ৩- ৮৭ ইং তারি-

যে' মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তু হলো :— 'গোমতী জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যের বিদ্যুৎ সংকটের বিভিন্ন কারণ সমূহের মধ্যে গোমতী ধলাধাবের' জল কমে যাওয়াও একটি কারণ।

বিগত বছরের খরা ও পরবর্ত্তী সময়ে আশান রুপ বৃষ্টি না হওয়াব ফলে গোমতী জলাধারের জলস্তর, ৮৯.৩২ মিটার নথিভূক্ত হয়। যদিও এই জলাধারের ক্ষমতা ৯৩.৫২ মিটার। এই কারনেই এই বছর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সবকিছ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে গোমতীতে প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ান ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। জলের স্তর নীচ থাকায় এই বছরে ৪০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভষ হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৮৭ইং এপ্রিল মাস হইতে ১২ ৬ইং জানুয়ারী পর্যন্ত গোমতী প্রকল্প হইতে মোট ৩২ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। এই বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আশানুরুপ হলে এই কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের টারগেট ছিল, তিনটি ইউনিট চালিয়ে ৩০.৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু ১৯৮৬ সাল থেকে তিনটি ইউনিট চালানোর পরেও ৮ মেগাওয়াটে যাচ্ছে না। বর্ত্তমান দেখছি, সেই জল ধারার মুখ এক হাত নীচে নেমে গেছে। প্রতিদিন ২৩ থেকে ২৪ সেন্টিমিটার জল কমছে। রইস্যাবাড়ীতে ৪ কি, মিটার এবং গণ্ডাছড়াতে ৮ কিলো মিটার জলা সরে এসেছে। স্যার, প্রতিদিন এখানে কত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে? এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের দাম থেকে কি ফসল উৎপাদনের দাম বেশী?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কোন্ পয়েন্টের উপর ক্লিয়ারিফিকেশন চাচ্ছেন সেটা বলুন। এত বেশী বললে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি করে উত্তর দেবেন?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, সেটাই আমি বলছি। আমি জানতে চাই, ঐখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে উৎপাদন করা হবে কিনা ত্রিপুরার উপজাতি জন সাধারণের স্বার্থে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্যের সর্ব শেষ যা প্রশ্ন তারউত্তরে আমি বলতে পারি, না স্যার, তিনটি ইউনিট ডম্বুরে তৈরী করা হয়েছে একটা স্ট্যাণ্ডবাই রাখার

জন্য। যন্ত্রপাতি যে কোন সময়ে অকেজো হয়ে যেতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটা যন্ত্রের জন্য নয় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার জন্য। অবশ্য তারও কিছু কারণআছে। সে সব কারণগুলি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কারণ হচ্ছে, গোমতীর ওপারে অ্যাকস্‌টেনসিভ জুমিং এর ফলে জলের গভীরতা কমে যাচ্ছে। স্যার; এটা একটি বড় কারণ। আমার চেষ্টা করছি, যতটুকু ক্ষমতা আছে তার মধ্যে যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব সেটা করে নেওয়া। মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন, বর্ত্তমানে কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আমি বলতে চাই, বর্তমানে আমরা ৭ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ পাচ্ছি বাকীটা আমরা থারমাল প্ল্যাণ্ট দ্বারা পরিপূরণ করতে চাই। আমরা আরো দুটি থারমাল প্ল্যাণ্ট বড়মুড়া এবং রুখিয়াতে করার কাজ শুরু করেছি। আরো একটা আমরা গজারিয়াতে করার চেষ্টা করছি। যতটুকু সম্ভব আমরা তার দ্বারা পরিপূরণ করব। উদয়পুরের মহারাণীতে ছোট্ট একটি প্রজেকটের কাজ শুরু করেছি এবং এরদ্বারা আমরা আশা করব, অভাব কিছুটা দূর করতে পারব। তাছাড়া, বাইবে থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার দরকার আমাদের! অথচ ট্রান্সমিশন তৈরী না। হওয়ায় আমরা তা পাচ্ছি না। অর্থাৎ বিদ্যুৎ আসতে পারছে না। সেটা হলে বিদ্যুৎতের অভাব মিটে যাবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— পয়েণ্ট অবক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেহেতু সরকার আর ও অধিক পরিমানে থার্মাল প্ল্যাণ্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও প্রচুর পরিমানে বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, জিবিরাম থেকে আইজল পর্য্যন্ত লাইন টানার কাজ শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ আসার কোন সমস্যা থাকবে না সেই ক্ষেত্রে কমারসিয়েল অত্যন্ত লাভজনক এই ডুম্বুর প্রজেকটকে বন্ধ করে দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যে স্বয়ম্ভরতার যে প্রকল্প, এটাকে সফল করার জন্য সরকার আবার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য ভয়ংকর প্রস্তাব করছেন। যেটুকু আছে সেটাকেও বন্ধ করে দিন। কোন সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হতে পাবেন না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তথ্য দিয়েছেন যে বিদ্যুৎ কমে যাওয়ার কারন হচ্ছে সিলট্রেশান। এটা সরানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— সিলট্রেশান সরানোর কোন পরিকল্পনা নাই, তবে সিলট্রেশান কমানেরর পরিকল্পনা হচ্ছে জুম চাষ বন্ধ করা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে হিসাব দিয়েছেন এটা মোটামোটি ভাবে এমনিতেই টারগেট ফুলফিল হয় না এই হাইডেল প্রজেকটে। তদুপরি শীতের সীজনে একটা চরম ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। আমাদের এই স্টেট যেহেতু হিলি, সমতল ভূমি কম, সেই কারণে একটা সীজন বোরো ফসল যাতে করতে পারি এই সুযোগ যদি দেওয়া যায়, রেইনী সীজনে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করলাম, তাহলে প্রায় ১০ হাজার মনের মত ফসল পাওয়া যায়।

এছাড়া সেখান থেকে কমারশিয়াল ক্রপস সরিষা, কার্পাশ এবং ভেজিটেবলস হচ্ছে। কাজেই এটাকে লোকসানের জন্য ব্যবহার না করে লাভের দিকটা সামনে আনতে পারা যায় কিনা, সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, প্রথমতঃ জলবিদ্যুৎ সবচেয়ে কম খরচে উৎপন্ন হয়। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসি হচ্ছে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা গ্রহন করা। যেমন মহারাণীতে আমরা নিয়েছি, সেখান থেকে ১/২ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। আরও বেশী ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় নেওয়া যেতে পারে পরে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন মাননীয় সদস্য যেটা করেছেন সেটা খুবই রিস্কি। আমরা এ বছর ফসল করতে দিলাম, ফসলের মাঝখানে বৃষ্টি হয়ে গেল, এমনকি রুদ্রসাগরে যারা ফসল করছেন তারাও দেখছেন যে ফসল কোন কোন বছর একেবারে মারাযায়। এই ভাবে কোন সরকার ফসল করতে দিতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ, আরও সিলট্রেশনে হয়ে যাবে। যদি। যদি চাষবাস করতে দেওয়া হয়, তাহলে যেটুকু জল এখনও ধরে রাখছে, সেটুকু জলও ধরে রাখতে পারবে না। কাজেই এটা সম্ভব নয়

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সেখানে চাষবাসে সুযোগ দেওয়া হলে সেটা আরও বিপদজনক হয়ে যাবে। সেখানে বাঁধ রক্ষা করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা এবং সেখান থেকে উচ্ছেদ হওয়া আশেপাশে ১০/১৫ হাজার লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এরকম অবস্থায় তাদেরকে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য ভালভাবেই জানেন যে, তারা ঐ এলাকা থেকে চলে যায় নি। এই ডম্বুরলেকের চারপাশে যারা আছে তারা এই জায়গাগুলি ব্যবহার করছে। আমরা চাই বা না চাই সেই জায়গাগুলি তারা ব্যবহার করছে, ফসলও করছে কিছু কিছু গভার্ণমেন্ট তাদের বাধা দিচ্ছেন না।

শ্রী জওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেহেতু হাউডেল প্রজেক্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম খরচে হয়, তাই রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে জন্য রাজ্যের যতগুলি নদী আছে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাজ্যের চাহিদা পূরণের কোন সম্ভবনা আছে কিনা, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ? না নেওয়া হয়ে থাকলে সরকার করে নাগাদ এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহন করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, সবগুলি নদী পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, অমরপুরের মৈনাকছড়াতে ডাইভারশান স্কীম করে ওখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য রাজ্য সরকার মোটেই

গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ডাইভারশান স্কীম অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। কতটুকু জায়গাতে জল দেওয়া যাবে সেটার উপর নির্ভর করবে ডাইভারশান স্কীম সরকার গ্রহন করবেন কিনা। মৈনাকছড়া সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে মাননীয় সদস্য মহোদয়কে এটা জানতে চাই যে, যতগুলি নদী আছে তার সবগুলির জল মেপে পরীক্ষা করা হচ্ছে সে গুলির ভিতর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কিনা। মাননীয় সদস্য যদি সাজেস্ট করেন যে অমুক ছড়াতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সম্ভাবনা আছে কিনা, তাহলে দপ্তর পরীক্ষা করে দেখতে পাবে।

শ্রী নকুল দাস:— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, জলাশয়ের চারপাশে যে সব জায়গা আছে, সেগুলিতে অনবরত ফসল করা হচ্ছে। জলাশয়টি এমনিতেই সও আপ হয়ে যাচ্ছে মাটির তব পড়ে। অথচ চাষবাসে সরকার কোন বাধা দিচ্ছেন না। বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি করতে হয় তাহলে সরকারকে দেখতে হবে সেখানে নূতন করে যাতে চাষবাস করা না হয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনাটি যদি পরিত্যাক্ত হয় তাহলে এই সব প্রশ্ন আসবে। কিছু দিন আগে ঐ এলাকাটি দেখে আমার ধারনা হল যে কিছু বাইরের লোক গিয়ে এই সমস্ত জমিগুলি তারা চাষবাস করছেন। সম্ভবতঃ এলাকার ট্রাইবেলরা তাদের ডেকে নিয়ে আসছেন ভাল কৃষক বলে। এটা চলতে দেওয়া যায় না, সরকার এ ব্যপারে ব্যবস্থা নেবেন। এ. ডি. সিকে বলা হবে স্কীম করতে। কোন বাইরের লোককে এই জমি গুলিতে চাষবাস করতে দেওয়া হবে না। যারা এই-সব জায়গা থেকে চলে গেছেন এবং যারা এখনও সেখানে আছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকার দেখছেন, যে জমিটা জলের নীচে যায় না, কি ভাবে সেটাকে ব্যহার করা যায়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার:— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো 'গত ২রা ফেব্রুয়ারী অমরপুর মহকুমার করবুক শরনার্থী শিবির থেকে একজন ফরাসী নাগরিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্পতি দিয়েছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, এই সম্পর্কেও ১৯শে মার্চ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য

ভি. সি রাংখল ১৩ তারিখে একটা রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ দিয়েছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি এখন বলতে পারবো না, আমার রুমে যাবেন, দেখবো কি হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশ এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস উপস্থিত আছেন সুতরাং প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলো। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"বিগত ১৪.৩.৮৭ইং সোনামুড়া থানার অন্তগর্ত তকছাপাড়া গাঁও অন্তর্গত বড়মুড়া'য় ডাকাতি করে ১৩টি মহিষ নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।" মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য এখন যদি তিনি বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন এটা যেন তিনি আমাকে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ১৯শে মার্চ আমি এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহাশয়ের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন, সুতরাং প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলো। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— 'গত ১৩.৩,৮৭ইং সন্ধ্যায় সোনামূড়া বিভাগের কলমচৌড়া হাইস্কুলের ২টি ঘর ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।" মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি আজ তিনি বিবৃত্তি দিতে না পারেন তাহলে কবে দিতে পারবেন এটা যেন আমাকে জানান।

শ্রী নৃপেনচক্রবর্তী:— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২০শে মার্চ্চ এই হাউসে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরনীমোহন সিনহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলে :— "গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং মুনথানা (উত্তর ত্রিপুব) এলাকাধীন হাজাছড়া গ্রাম নিবাসী মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্য কমঃ শচীন্দ্র চাকমা 'কতিপয় দুষ্কৃতকারী উপজাতি যুব সমিতির কর্মী ও সমর্থকদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— গত ২৯-১২-৮৬ইং সন্ধা অনুমান ৭ (সাত) ঘটিকার সময় দুই-জন অপরিচিত উপজাতি যুবক দেশী বন্ধুক নিয়ে মনু থানাধীন হেজাছড়া গ্রামের শ্রীশচীন্দ্র চাকমা মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তার স্ত্রীর কাছে শ্রীচাকমার খোঁজ করেন। ঐ সময় শ্রীচাকমা মহাশয় ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে রাত্রির আহার করছিলেন। একজন দুষ্কৃতকারী শ্রীচাকমাকে বাড়ীতে আসার জন্য ডাক দেন। শ্রীচাকমা হাতে বাতি (ল্যাম্প) নিয়ে কাহারা তাহাকে ডাকছেন দেখার জন্য যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি পৌছান তৎখনাৎ দুইজন

দুষ্কৃতকারী তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়েত এবং একজন দুষ্কৃতকারী দেশী বন্ধুক হতে একটি গুলি শ্রীচাকমা মহাশয়কে লক্ষ্য করে ছুড়েন, ফলে তিনি বুকের মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। এই ঘটনার পর দুষ্কৃতকারীরা চাকমা ভাষায় কথা বলছিলেন এবং বয়স ২৫-২৬-এর মত হবে। শ্রীশচীন্দ্র চাকমার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ঐ দিন অর্থাৎ ২৯-১২-৮৬ইং তারিখ রাত্রি বেলা এই ঘটনা পুলিশের কাছে জানান নাই কেন না তাদের বাড়ী একটি নির্জন টিলার উপর এবং মনু থানা হইতে প্রায় ১২ কিঃ মিঃ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পরের দিন সকালে এই সংবাদ পুলিশকে জানানো হয়। উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৬ (১২) ৮৬নং মোকদ্দমা মনু থানায় নথী-ভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন তদন্তকালে পুলিশ গত ৮-২-৮৭ ইং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের এই মোকদ্দমার সংস্রবে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে গত ৯-২-৮৭ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

১। শ্রীবইচা চাকমা ওরফে রইসচা পিতা মৃত চন্দ্রকুমার চাকমা সাংদুর্গাছড়া।

২। শ্রীনির্মল চাকমা ওরফে নিপুল্যা পিতা মৃত চন্দ্রকুমার চাকমা, সাংদুর্গাছড়া। ধৃত ব্যক্তিদ্বয় বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, নিহত শ্রীচাকমা সি. পি, আই (এম) এর সমর্থক এবং ধৃত ব্যক্তিদ্বয় টি-ইউ. জি. এস. এর সমর্থক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, রইচা চাকমা ও নির্মল চাকমা দুর্গাছড়া, তার বাড়ীতে এই ঘটনার ৪/৫ দিন আগে টি. ইউ. জি. এদের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠক হয়। সেই গোপন বৈঠকে শচীন্দ্র চাকমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং টি. এন. ভিরা তাকে হত্যা করার যুক্তি পরামর্শ দেন এবং তাদের সাহায্য করেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এই সব পুলিশ অনুসধ্যান করে দেখছেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, এই শচীন্দ্র চাকমা একজন কুখাত ডাকাত। স্যার, এই ঘটনার তার মৃত্যুর কিছু দিন আগে মানিকপুরে লোকনাথ গোস্বামীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল, লোকনাথ গোস্বামীর বোনের বিয়ের যৌতক হিসাবে যে সমস্ত জিনিষ কেনা হয়েছিল রেডিও, টেপ রেকর্ডার, রিষ্টওয়াচ এইগুলি তারা লুটপাট করে নিয়ে আসে এবং কিছু টাকাও নিয়ে আসে। লুন্ঠিত মালের শেয়ার নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ বাধে, ফলে সে নিজের হাতে খুন হন এবং এই ঘটনার পর যখন থানা থেকে ইনকোয়ারি করেন তখন শচীন্দ্র চাকমার স্ত্রী কাউকে আাডেনটিফাই করতে পারেন নি বলে জানান। তারপর সি. জি. পি মিনিষ্টার শ্রী পূর্ণ বাবু যখন সেখানে যান পরের দিন, চকমার স্ত্রী আবার আসামী চিনেন বলে বিবৃতি দেন। ফলে টি. ইউ. জি. এসের নির্দোষ লোককে এরেষ্ট করা হয়েছিল, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে একজন দায়িত্বশীল এম. এল. এ এই রকম অসত্য একটা হাউসের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। মাননীয় সদস্য কি বলতে পারেন তাকে ডাকাতি কেসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিনা? এই সব অসত্য তথ্য কেন নিয়ে আসেন?

(গণ্ডগোল)

সে ডাকাত এর প্রমান দিতে হবে। এটা হাউস, এটা জনসভা নয়। এখানে যা কিছু বলার জন্য এই হাউস নয়। শ্রী চাকমার সঙ্গে ৩০ বছর যাবৎ আমার পরিচয়। কতদিন তার বাসায় গিয়ে থেকেছি, যখন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থেকেছি। সে ইদানীং কালে টি: ভি, পেসেন্ট, এখানে তাকে মাননীয় মন্ত্রীর বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করানো হয়েছে। সে মৃত্যুর মুখে চলে গেছে আর তার নামে এই রকম স্ক্যাণ্ডাল প্রচার করা হবে এখানে। সে যে ডাকাতি কেসে পড়েছে ডাকাতি কেসে কবে সে এরেষ্ট হয়েছিল বলতে হবে। কোন কেস তার বিরুদ্ধে নেই।

(গণ্ডগোল)

জীবনে কোন কেইস তার বিরুদ্ধে নেই। যারা বলছেন তারা ডাকাতের সর্দার।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, কর্ণ চাকমা, পিতা কল্যাণমনি, সাং মকরছড়া, বইছা পিতা চন্দ্র কুমার এই দুই জন এই খুনের সঙ্গে জড়িত কিন্তু তারা গ্রাম অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন, তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই খবর আমার কাছে নাই।

(গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস আনীত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল সোনামুড়া মহকুমার বাগমারা বাজার গত ২১।২।৮৭ইং তাং অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— সবকিছুর একটা সীমা থাকা দরকার। সারা জীবন যে দেশের জন্য কাজ করেছেন তাকে ডাকাত বলে চিহ্নিত করলেই আমি মেনে নেব? একটা সীমা থাকা দরকার। আপনারা একটা প্রমান দিতে পারবেন হাউসের সামনে? চেচাঁমেচি করলেই প্রমান হয়ে যায়?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা জায়গায় বসুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আপনারা খুনীদের সমর্থন করছেন। একটা কমরেডকে

রাত্রির অন্ধকারে খুন করবে তার সাফাই গাইতে এসেছে। যা বলেছেন প্রত্যাহার করুন। রাত্রির অন্ধকারে একটা লোককে খুন করবে আপনারা তার সাফাই গাইতে এসেছেন ?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা জায়গায় বসুন আমি এইখানে একটি কথা বলতে চাই, কোন মাননীয় সদস্যদের, কোন নাগরিক সম্পর্কে কোন ধরনের কথা বলতে গেলে, বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের প্রমান থাকা উচিত। তা না হলে প্রত্যেক নাগরিক আমাদের সম্মানের পাত্র। কারো সম্পর্কে কোন ধরনের বিশ্রী কথা বলার আমাদের ঠিক নয়। আমি এইটা অনুরোধ করছি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য নারায়ন দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটি শটির উপর যেন বিবৃতি দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ২১ ২২-২-৮৭ ইং রাত্র অনুমান ১ঘটিকার সময় সোনামুড়া থানাধীন বাগমারা বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ২০টি দোকানদারের ঘর সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ম ।০,০০০ টাকা।

গত ২১।২।৮৭ইং বাগমারা বাজারের দোকানদার শ্রী অজিত সাহার অভিযোগমূলে সোনামুড়া থানায় উক্ত ঘটনা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তে জানা যায় যে উক্ত আগুন বাগমারা বাজারের শ্রী শিবপ্রসাদ দে মহাশয়ের চা-এর দোকান হইতে প্রথমে লাগে এবং পরে তাহা বিস্তার লাভ করে ঐ ২০টি দোকান ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। কোন জীবনহানি ঘটে নাই।

ক্ষতিগ্রস্ত ২০জন-কে মং ৩,১০০ টাকা সরকার নির্দিষ্ট হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিকগন যাতে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন সেইজন্য ব্যাংকগুলিকে আর্থিক ঋন দানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হবে। ইহা দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকাণ্ড বলিয়া তদন্তে প্রকাশ পায়। জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট অ্যাসটিমেটস্ ফর দি ইয়ার ... .

GENERAL DISCUSSION NO THE BUDGET ESTIMATES FOR 1987-88

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—' ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের (জেনারেল ডিসকাশান অন্ দি বাজেট অ্যাসটিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৭-৮৮) উপর আলোচনা আমি মাননীয় সদস্য গনকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন, আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। তার সংগে আমি সময়টা বলে দিচ্ছে। ব্যালেন্স যেটা রয়েছে। কংগ্রেস আই ৮মিনিট, টি, ইউ, জে, এস,-0' ইণ্ডেপেণ্ডেন্স - ১৪ মিনিট, ট্রেজারী বেনচ্ ১৫৮ মিনিট। অতিরিক্ত সময় কিছু পাওয়া গেছে, প্রায় ২০-২২ মিনিটের মত আমরাপেয়েছি। এইটা ভাগ করলে আর কত পাওয়া যাবে, ২- ৩মিনিট করে। এখন আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বাজেটের

উপর আলোচনা আরম্ভ করতে ।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী ১৯৮৭-৮৮ জনের যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ২-১টি বক্তব্য আমি এখানে উপস্থিত করবো । প্রথমতঃ টি ইউ, জে, এসের সদস্য শ্যামাবাবু তার কি দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে না কি কিছু বুঝতে পারিনা । সব কিছু ভুল পড়েন । ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারের বাজেট ২১কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা । তিনি পড়লেন ২কোটি, আর মেজর হেড ২৮৮ যেখানে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সেই বাজেট সম্পর্কে তিনি বললেন যে ৮কোটি টাকার মত ফেরত যাবে খরচ হবেনা । কিসের উপর ভিত্তি করে এইসব মনগড়া কথা বলছেন আমি জানিনা । মেজর হেড ২৮ এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, সিড্যুল কাষ্ট, সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার, সোসিয়েল এডুকেশান, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই, রিলিফ অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান, টি, আর, পি, এ, পি, জি, পি, পলিটিক্যাল, পি, ডব্লিউ, ডি এমনকি অ্যাসেমব্লি সেক্রেটারিয়েট। এইসব মিলিয়ে বাজেট ছিল ২৩ কোটি ৫৯ হাজার টাকা তন্মধ্যে কেন্দ্রের অংশ হচ্ছে ৩কোটি ৯০লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা । তার মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারে ফুল ইনষ্টলমেন্ট পায়নি । অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সব ইনষ্টলমেন্ট পেয়েছে কিনা আমার হাতে তা নাই । ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে ১৭কোটি ৮০লক্ষ ৭৭হাজার ৭০৭টাকা জানুয়ারী ৮৭ সন পর্য্যন্ত । ইতি মধ্যে তার আবার অনেকগুলি টাকা খরচ হয়ে গেছে । ৩১শে মার্চের মধ্যেসব টাকা খরচহয়ে যাবে । শ্যামাচরনবাবু কোথা থেকে পেলেন ৮কোটি ১০কোটি টাকা ফেরৎ যাবে । আমি জানিনা । এই হচ্ছে উনাদের বাজেট পড়ার নমুনা । এইবারে আসছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্ট এইবার আগের বারের চেয়ে অনেক বেশী টাকা রেখেছি এবং সেই ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার জেনারেল এরিয়া তার জন্য ১কোটি ৬০লক্ষ ২৩হাজার টাকা আর সিক্সথ সিড্যুল এরিয়াতে রেখেছি ১৫কোটি ৪১লক্ষ টাকা । টোট্যাল প্ল্যান বাবদ ১৭কোটি ১লক্ষ ২৩হাজার টাকা । ননপ্ল্যানে আমরা জেনারেল এরিয়াতে ২কোটি ৪০লক্ষ ৯৭হাজার আর সিড্যুল এরিয়াতে ৩৬লক্ষ ৯০হাজার টাকা । টোটাল ২কোটি ৭৭লক্ষ ৮৭হাজার প্ল্যান, নন প্ল্যান পুরো বাজেট হচ্ছে ১৯কোটি ৭৯লক্ষ ১০ হাজার এবং তার উপরে অন্যান্য সব আলাদা কিছু বাজেট আছে রিসার্চ, নিউট্রিশান প্রোগ্রম, এ, ডি, সি সব মিলিয়ে ২২কোটি ৫৪লক্ষ ১১হাজার টাকা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার বাজেট আমরা এখানে করেছি ।

এই টাকায় কি কাজ ? যেমন জুমিয়া সেটেলমেন্ট-এর মাধ্যমে কলোনি করা হয়েছে এবং মেজরগুলির মধ্যে হচ্ছে কিছু বোডিং ঘর তৈরী করা । রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ইতিমধ্যে আমরা তিনটা করেছি, আরও করা হবে । তার পর স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে, বুকগ্র্যান্ট-এর টাকা বাড়িয়েছে, বুক ব্যাংকের টাকা বাড়িয়েছে, এই সব বাবদ খরচ হচ্ছে । পারচেইজ অফ সেয়ার কর্পোরেশান, এস টি কর্পোরেশান, তার পর ট্রাইবেল রিহ্যাবিলিটেশানর স্কীমে আপনারা জানেন যে, জমি কিনে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে, তার পর আর্ট এ্যাণ্ড কালচার্যাল সব মিলিয়ে এই বাজেট আমরা তৈরী করেছি । কাজেই এই বাজেটের সমস্ত রকমেরস্কীমই আছে, সেটেলমেন্ট অফ্ জুমিয়া, রাবার প্ল্যানটেশান, রিহ্যাবিলিটেশানের

অফ্ ডম্বুর, রিহ্যাবিলিটেশানের স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। এনিম্যাল হাজবেনডরী ও ফিসারী কর্পোরেশান, জেনারেল এডুকেশান, মাইনর এডুকেশান ইত্যাদি আমরা করেছি। আবার কিছু গার্লস হোষ্টেল কনষ্ট্রাকশানের জন্য ২লক্ষ টাকার আলাদা প্রভিশন রেখেছি, যে সমস্ত একস্‌ট্রিমিষ্ট সারেণ্ডার করবে তাদের জন্য আমরা ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছি। সারেণ্ডার করলে পরে যারা সারেণ্ডার করবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য, ট্রাইবেল বোডিং ইত্যাদি জন্য এই সব স্কীমগুলিআমরা রেখেছি এবং আমরা আশা করছি যে ট্রাইবেল রিহ্যাবিলিটেশান, জুমিয়া রিহ্যা বিলিটেশান-এর কাজটাকে আরও বেশী সাকসেসফুল করার জন্য এই বাজেট আমাদের সরকার এবং এর জন্যই এই বাজেট যাতে পাশ হয় তার জন্য আমি এই হাউসে রকাছে আবেদন করছি। আপনারা প্রথমতঃ দেখেছেন যে, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা নীতির দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভাবে প্রতিফলিত করেছে শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজলভ্য করে তোলা এবং সর্বস্তরের জনগনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রাজ্যের জাতি-উপজাতি সকল মানুষের কাছে তুলে দেবার জন্য আমরা সচেষ্ট। তার জন্যই রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেছেন, এবারও মূল বাজেটের প্রায় ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ১৫.২৯ শতাংশ খরচ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শিক্ষার জন্য এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, যারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অবনতি হচ্ছে বলে চিৎকার করছেন তারা একটু লক্ষ্য করলেই জানবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তার বাজেটের ১ শতাংশও খরচ করেনা শিক্ষার জন্য, এই হল দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য। হায়ারএডুকেশানের মধ্যে যে-সব ব্যবস্থা আমরা দেখেছি তাতে টাকার অংশ বেশী দেওয়া আছে সেটা আমি আর বলতে চাই না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাত্র তিনটা ডিগ্রি কলেজ ছিল. বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নূতন করে তিনটা ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বে-সরকারী তিনটা ডিগ্রিকলেজকেঅধিগ্রহন
করার পর মোট ৯টি ডিগ্রি কলেজ উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আরও দুইটা নূতন কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন, একটা সাব্রুম আর একটা কমলপুর মহকুমা শহরে তার জন্য আমরা এখানে বাজেটে টাকার প্রভিশান রেখেছি। রাজ্য সরকার একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উদ্যোগ নিয়েছেন, আশা করা যায় ১৯৮৭-৮৮ সালে এই কর্মসূচীর চূড়ান্ত রূপ দিতে পারব। রাজ্যে কোন আইন কলেজ ছিল না এই সরকার এখানে আইন কলেজ চালু করেছেন, কস্টএকাউন্টেসির শিক্ষার জন্য একটা অবাল কোচিং সেন্টার স্থাপনে সাহায্য করেছেন। বিনা বেতনে এই ধরনের বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে, সংখ্যা লঘু মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এর দিকে নজর দিতে গিয়ে নজরুল ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়েছে আগরতলা শহরে। রাজ্যের মফঃশলে স্থাপিত ডিগ্রি কলেজগুলিতে বিজ্ঞান ও অনার্স কোর্স চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কোন কোন জায়গায় চালুও করা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুবিধার জন্য কলকাতা

স্টুডেন্টস হোম নির্মানের কাজ চুরান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, খুব শীঘ্রই তা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করতে পারি। উচ্চ শিক্ষার ছাত্র ছাত্রিদের খেলাধুলার সুস হত উন্নয়ন কল্পে রাজ্যে কলেজ স্পোর্টস বোর্ড এবং স্কুল জেনারেস বোর্ড হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে তা করা হচ্ছে। ভারতের পূর্বাঞ্চল শান্তি নিকেতনে অঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার ৩৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করেছেন। রাজ্যে একটা কলা একাডেমি স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি তাতে রুপ দেওয়া সম্ভব হবে। রাজ্যে একটা টেকসট বুক কর্পোরেশান স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। কলেজ শিক্ষকদের বেতন হার ইউ জি সির সুপরিশ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। কিন্তু কলেজ শিক্ষকদের জন্য রাজ্য সরকার ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইনটেরিম রিলিফ হিসাবে মূলবেতনের ১০ শতাংশ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলেজ শিক্ষকদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান কল্পে আরও নূতন সরকারী কোয়াটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বমোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্ব করেছেন। পরিকল্পনার প্রথম বছর ৫৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছর ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। তৃতীয় বছরের (১৯৮৭-৮৮ সালের) প্রস্তাবিত বরাদ্ব নিয়ে রাজ্য সরকার ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা খরচ করতে চলেছেন। অর্থাৎ সপ্তম পরিকল্পনার মোট বরাদ্বকৃত টাকার প্রায় সবটাই তৃতীয় বছরেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ পঞ্চম বৎসরের জন্য কোন টাকাই থাকবে না। কাজেই সেই দিক দিয়ে শিক্ষা দপ্তর এই সব উদ্যোগ নিচ্ছে। মি: স্পীকার স্যার, এখন আমি সোসিয়েল এডুকেশান সম্পর্কে দুই একটা কথা এই হাউসে উপস্থিত করব। ওল্ড এইজ পেনশন পান ১২ হাজার ৪২৯ জন তাতে টাকা খরচ হচ্ছে ৯৪ লক্ষ টাকা এবং সেটা ৬০ টাকা থেকে এখন মাসে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। ব্লাইণ্ড এ্যাণ্ড হেণ্ডিকেপড পেনশন পাচ্ছেন ৩,৮৯৭ জন, তাতে খরচ হচ্ছে ১৪ লক্ষ টাকা। সেটাও ৭৫ টাকা করা হয়েছে মেনটেনেনস অফ স্টেট হোম ফর চিলড্রেন, হোম বাই এ্যাণ্ড গিল্ডেন ফস্টার কেয়ার অ্যালউন্স টু ট্রাইবেল অরফ্যান চিলড্রেন এই রকম রুম সাতটা আছে, হোমে প্রেজেন্ট ৩০৬ জন আছে। একটা ট্রাইবেল চিলড্রেন হোম আমপুরার খুব শীঘ্রই করা হবে, ঘর তৈরী কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ৭৫টা শিশু কল্যান কেন্দ্রে ট্রাইবেল এরিয়াতে স্থাপন করা হবে, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, তাতে ২৩১ জন ট্রাইবেল থাকতে পারবেন। মেনটেনেনস অফ স্টেট হোমস ফর হ্যাণ্ডিক্রেপড চিলড্রেন (ব্লাইণ্ড এ্যাণ্ড ডিফ) এখানে ৪ টা আছে, তাতে এষ্টিমেট প্রেজেন্ট হচ্ছে ৮৮ টাকা, আর একটা উদয়পুরে করা হবে তার জন্য বাজেট-এ প্রভিশন রাখা হয়েছে। তার পরে রিহ্যাবিলিটেশন অব হ্যাণ্ডিকাপড এদের জন্য ২ হাজার থেকে ৫-হাজার টাকা পর্যান্ত ফিনান্সিয়াল এসিসটেন্ট দেবার একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে। তার পরে কারেকশনাল সার্ভিস ফর ওমেন এ্যাণ্ড গার্লস অ্যাসটাব্লিশমেন্ট অফ প্রোটেকটিভ হোম তার জন্য আমাদের ঘর তৈরী হয়েগেছে, টিচার যারা সেখানে থাকবেন তাদেরও এই রকম প্রটেকটিভ হোমে মহিলাদের রাখা হবে। পতিতা

মহিলা যারা আছেন তাদের জন্য এই ব্যবস্থা বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমরা করেছি তার পর উইমেন্স ওয়েলফেয়ার হোম ফর পুঅর অ্যাণ্ড ডেসটিচউট উইমেন-এ এখানে আছে ৮৬ জন। স্যার, প্ল্যানও নন-প্ল্যানের বাজেটে এডাল্ট এডুকেশানর জনা টোটেল রাখা হয়েছে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। সোশিয়েল ওয়েলফেয়ারের জন্য রাখা হয়েছে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ। বালোয়ারী বাবত আমাদের স্কীম আছে। ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রাইবেল এরিয়াতে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে যেসব গুলিতে সেগুলি ছাড়াও বালোয়ারী কেন্দ্র ও ক্রেশ দির জনা আমরা স্কীম চালু করেছি। সেখানে শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প শুরু করেছি। আপনারা তুলনা করে দেখুন। যারা বলেন বামফ্রণ্ট সরকারের আমলেকিছু অগ্রগতি হয়নি তাদের জন্য আমি এগুলি তুলে ধরছি। আজকে ৭৯৮ টি স্কুলে ওয়ান টু এইট পর্যন্ত পড়ার সুযোগ ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে। হাই স্কুল ২৭৮টা আছে। হায়ার সেকেণ্ডারি ১০০ টি, টোটেল ৩৭৮টি। উচ্চ মাধ্যমিক যে ১০০টা আছে তাতে কাভারেইজ হচ্ছেপ্রাথমিক স্কুল প্রতি ৪ কি. মি. একটা করে। সিনিয়র বেসিক ১৩.২ কি. মি. একটা করে। উচ্চমাধ্যমিক ২৭.৮ কি. মি. একটা করে বর্তমানে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ১০ হাজার ৪৯৯ কি. মি. জায়গায় বড় বড় পাহাড় পর্বত। এগুলি বাদ দিলে আরও কম দূরত্বে স্কুল আছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বছরের সঙ্গে আগের তুলনা করলে বুঝা যাবে আগে কি ছিল। আমরা আরও নূতন শিক্ষক নিয়োগ করব। আগে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। সব মিলিয়ে আগে ছিল ৯ হাজার ৫৩২ জন আর এখন ১৮ হাজার ৫৩৮ জনের কিছু বেশী হবে। আগে ১জনও কক্‌বরক শিক্ষক ছিলনা, আমারা ১হাজার ৩৯৭ জন নিয়োগ করছি। এবারে আরও নেওয়া হবে। বর্তমানে ৭০ হাজার ছেলে-মেয়ে কক্‌বরক ভাষায় লেখাপড়া করছে। এই সংখ্যাটা অরও বাড়বে। মিড ডে মিলের জন্য এবার আমরা বাজেটে ২ কোটি ১১ লক্ষ ৬ হাজার ১১৬ টাকা ধরেছি। টোটেল এমাউন্ট প্ল্যান ও নন-প্ল্যান মিলে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। মিড ডে মিলের জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। তাতে প্রচুর ছেলেমেয়ে সুযোগ পাচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বাজেটের উপর হিসাব। এখন আমি দুএকটি কথা বলব। এই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নীতি মানে না। তবে হ্যাঁ, বামফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নীতির সঙ্গে একমত নয়। বামফ্রণ্ট সরকার মনে করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষা নীতি দেশের শিক্ষার সংকোচন হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্কীম সেটা ত্রিপুরায় চালু হবে। তার জন্য ১৮ শ শিক্ষককে নূতন শিক্ষা পাঠক্রমের কারিকুলাম অনুযায়ী ইতিমধ্যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৩টা নবোদয় স্কুল করার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা বলেছি যে, এই শিক্ষা নীতি আমরা চালু করব তবে এই শিক্ষা নীতি ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের মানুষকে সুযোগ

দিতে পারবেনা। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষা নীতি চালু হয়ে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ তৈরী হবেন, ডঃ খুরানা তৈরী হবেন কিন্তু আমি বলতে চাই যে, বিবেকানন্দ আর ডঃখুরানা এই নবোদয় বিদ্যালয় খোলার অনেক আগেই যা হবার তা হয়েছেন তারা এই নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়ে হননি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্য ত শেষ হয়নি। আপনি রিসেসর পরে বলবেন। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছিলাম শ্যামাচরন বাবু মন্তব্য করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করেছেন যে, মন্ত্রীদের শরীর ভাল হয়েছে, পার্টি অফিস ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্ত্রীদের শরীর যদি ভাল হয় তো সেটা সুখের কথা, ঈর্ষার বিষয় নয়। জনগনের যে দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রীরা কাজ করছেন তারা যে কাজ স্পষ্টভাবে করতে পারবেন আরো ভাল হবে। শ্যামাচরন বাবু কি এটা চান না ? তিনি কি মন্ত্রীদের সবসময় রোগ শয্যায় রাখতে চান ? আরেকটা বলেছেন আপনারা দেখুন তো শ্যামাচরন বাবুর শরীর অপুষ্টিতে আছে কিনা ? আমি ঈর্ষা করিনা। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আরো ভাল। পার্টি অফিস হবে, মার্কস্ বাদী কমিউনিস্ট পার্টি জনগনের সহযোগীতায় রাজনীতি করে, জনগনের অকুণ্ঠ দান আছে। এই অফিস আরো বাড়বে, তারসঙ্গে জনগম আরো বেশী করে আসবে, এইটা আমরা চাই। তবে আমি জিজ্ঞাসা করি শ্যামাচরন বাবুদের পার্টি অফিস, কোন অশুভ শক্তির টাকায় চলে কি না ? তারাই এর জবাব দেবেন। আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে, সুখময় সেনগুপ্ত নাকি কর্মচারীদের শত্রু হয়েও তিনি সে সময়ে ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য ৪৮ পারসেন্ট মোট বাজেটের খরচ করতেন আর বামফ্রন্ট সরকার বন্ধু সরকার হয়েও মাত্র ৩৬ পারসেন্ট খরচ করেন। এরই নাম হেভি এডমিনিস্ট্রেশন। ত্রিপুরা সরকারের বাজেটের অর্ধেকের বেশী টাকা শুধু কর্মচারীদের জন্যইব্যয় করা হলে জনগনের জন্য আর কি থাকলো ? এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগনের জন্য কাজ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদেরও দ্বিগুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। জনহিতকর কোন কাজকর্মের বিরাট অংকের কাছে নিশ্চয়ই এর রেসিউ কমবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কর্মচারীদের এমলুমেন্ট কমে যাবে। এন, আরই, পি, এস, আর, ই, পি, তে কাজ হচ্ছে, মৎস্য দপ্তরে কাজ হচ্ছে, জেলেদের বিনামূল্যে বা ভর্ত্তকীতে মাছ ধরার জাল দেওয়া হচ্ছে। তারপর ত্রিপুরার এমন কোন জায়গা নেই গ্রাম অঞ্চলে যেখানে বাজার সংস্কার করে বাজারে সেড নির্মান করা হয়নি। শ্যামাচরন বাবুদের বন্দুদের রাজত্বে এই রকম একটাও কি দেখাতে পারেন ? এইটা দেখাতে পারবেন না। কাজেই এই-সব কাজ করতে গেলে যে বিরাট টাকার অংক লাগে তার সঙ্গে কর্মচারীদের রেসিউ নিশ্চয়ই কম হবে

কিন্তু তাই বলে তে তাদের এমলুমেন্ট কমেনি। কাজেই ওরা তো জনবিচ্ছিন্ন, তাই এই-সব কথা বলছেন। আর এদের দৃষ্টি ঠিক শকুনের মত। শকুন যেমন উপরে উড়ে শুধু মরাই দেখে, পৃথিবীতে আর অন্য কিছু যে আছে সেটা তারা দেখেনা কংগ্রেস (আই,), টি, ইউ, জে. এস, এর নেতাদের চোখগুলি শকুনের মত হয়ে গেছে। ওরা ত্রিপুরায় যে কি ঘটছে কোথায় ভাল কাজ হচ্ছে সেটা তারা দেখবে না। শুধু তারা ৫০ মাইল দূরে দূরে কোথায় একটা বেড়া ভাঙ্গা রয়েছ সেটাই তাদের চোখে পড়বে, আর দুনিয়ার কিছুই তাদের চোখে পড়বে না। অন্ধদের দিয়ে তো কিছুই হবে না। ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষের চোখ খুব ভাল আছে। বামফ্রণ্ট সরকার কি করছে না করছে তারা ভাল জানেন। এরজন্য এই শকুনের চোখওয়ালাদের নির্বাচনে বারে বারে জনগন প্রত্যাখ্যাত করে থাকেন। এইটা তাদের মনে রাখা উচিত। মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার তো আরো একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন যে, চীন নাকি ভারতবর্ষের এক বিরাট এলাকা দখল করে আছে। কোথায় তিনি পেলেন এই তথ্য ? পার্লামেন্টে প্রশ্ন হয়েছিল। তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী চিদাম্বরম বলেছেন যে, এই ধরনের জমি চীনের দখলে যাচ্ছে এই ধরনের কোন স্পেসিফিক তথ্য সরকারের কাছে নেই। তাই মনোরঞ্জন বাবুর কাছে এই তথ্যটা এলো কি করে ? আরেকটা জিনিস আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী সুধীর মজুমদার এখন তো বক্তৃতা করলেন টি, ইউ, জে, এস, নেতারা বক্তৃতা করলেন। কিন্তু "আমরা বাঙ্গালী" যে ১লা এপ্রিল একটা প্রতিবাদ দিবস হিসেবে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে বানচাল করার জন্যে ডাক দিয়েছে এজন্যে তো তারা কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। একের পর এক নেতা বক্তৃতা করে গেলেন। একজনও তো এটা উল্লেখ করেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি প্রিয় মানুষ গণতান্ত্রিক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার পর তাদের দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়ে-ছেন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ৬ষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী হয়েছে। সেই ৬ষ্ঠ তপশিলের জন্ম দিবসটাকে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে "আমরা বাঙ্গালী" দল পালন করবার জন্য ডাক দিয়েছেন। তারা কি করবেন জানি না। গাড়ীতে নিজেরাই বোমা রেখে বলবে যে, ট্রাইবেলরা এটা করেছে। তাদের যদি উদ্বেগ থাকতো তাহলে তারা এই সম্পর্কে তাদের লোক জনদের যারা ওদের সঙ্গে থাকেন তাদের সাবধান করে দিতেন। কিন্তু তারা এই সব করবেন না। আমি আরেকটা জিনিস হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হলো যে আমাদের টি, ইউ, জে, এস নেতাদের নীতিটা কি ? ওরা কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে ট্রাইবেলদের ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ছাত্র সমাজকে। এটা তাদের ভাবা উচিত খালি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অসত্য ভাষণ, অসত্য বক্তব্য রাখতে রাখতে তারা নিজেদেরও অসত্যে পরিনত করছেন। সত্যের কাছে ফিরে আসার তাদের কোন স্কোপই নেই। এতে তাদের চরিত্রই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের বলতে চাই যে, বিরোধীদের সব রকমের সমালোচনা আমরা গ্রহন করি। কারন বিরোধীদের সমালোচনা সরকারের পক্ষে ভুল ভাঙ্গার সাহায্য করে, সঠিক পথে যাবার সাহায্য করে। এই ধরনের সমালোচনা

চিৎকারই আমরা মানি। কিন্তু মিথ্যাকে কখনো মানি না। টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (আই)- এর রাজনীতি হচ্ছে এখন অসত্য কথা বলা, মানুষগুলিকে খেপানো, বিভ্রান্ত করা, রাস্তা রোখো আন্দোলনে তাদের সমর্থকদের হিংসার পথে ঠেলে দেওয়া এবং ধর্ম ইত্যাদিকে রাজনীতিতে টেনে আনা। যত ধরনের কুসংস্কার, যত ধরনের অনগ্রসর চিন্তা ধারা যেমন অচাইকে মানা, অচাই সম্মেলন করা এইগুলি তারাই করেন। সমাজের মানুষকে জাগানের কোন বিষয় তাদের নাই। এই রকম অন্ধকার পথে তারা হাতড়াচ্ছেন। ত্রিপুরায় বাস্তবে কি ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে ওরা অজ্ঞ। অজ্ঞ থাকাই স্বাভাবিক। এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দেওয়া খুবই অন্যায়। এবং এই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এরা যতই চেচামেচি করুক না কেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের এই অপ-চেষ্টাকে বানচাল করবেন, এর প্রতিবাদ করবেন, এব মোকাবিলা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল বাবু তিনি এখন হাউসে নেই, তার বক্তব্য বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেনী স্কুলঘর সম্পর্কে মন্তব্য। আমি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, ওরা তো এই বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে সমাজ বিরোধীদের হাতে ঠেলে দেবার মতলব করেছিল কি না এটা তাদের ব্যবহারেই প্রমানিত। গত ৭-৪-৮৩ ইং বেলা আনুমানিক ১১—১২ মিঃ কতিপয় দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে চড়াও হয়ে শিক্ষক মহাশয় দিগকে নিগ্রহ করতে সুরুকরে, বিশেষত কতিপয় শিক্ষকের খোঁজ করে বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ সহকারে বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র সহ গৃহের ক্ষতিসাধন করে। এইসব সমাজদ্রোহী ব্যক্তিদের হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী সুকুমার দেব নাথ, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য দৈহিক ভাবে নির্যাতিত হন। এই অবস্থায় অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীরা প্রাণ ভয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কোন শিক্ষক মহাশয় রাস্তায় আসার সুযোগ পান নাই। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা প্রাণ ভয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। পরে তারা গোলাঘাটি হয়ে টাকার জলায় যায় এবং সেখান থেকে সেই দিন রাত্রে, পরদিন সকালে নিরাপদ স্থানে পৌছান। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এই সকল সমাজদ্রোহী ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের ক্যাশ বাক্স নিয়ে যায়। সেই দিনের কথা তাদের মনে আছে কিনা। পরবর্তী সময়ে পুলিশ গিয়ে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার সময়ে বিদালয়ের কতিপয় শিক্ষকের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। এই প্রকার উস্কানি-মূলক ঘটনা বিশালগড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগব দ্বাদশ শ্রেণী, কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি ঘোষণা করতে সরকার বাধ্য হন। অবস্থা স্কুল চালনার ক্ষেত্রে মোটেই অনুকুল ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার স্বার্থে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত চিন্তা করে অভিবাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় দুটি ১৬ই আগষ্ট, ১৯৮৩ইং তারিখ খোলা হয়। তখন অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে যথারীতি উপস্থিত হতে পারলেও কিছু শিক্ষক উপস্থিত হতে পারেন নি। সেই হতভাগা শিক্ষকরা হলেন— শ্রী তপন সিন্হা, শ্রী ধনঞ্জয় দাস, শ্রী সরকার, শ্রী রতিলাল সরকার, শ্রী রমনী মোহন দাস, শ্রী ব্রজগোপাল ভৌমিক, শ্রী মজুমদার। কড়ইমুড়া বিদ্যালয়ে শ্রীব্রজগোপাল মজুমদার

সেই দিন কাজে যোগ দিতে গেলে প্রধান শিক্ষক সমাজদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হন পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে এইসমস্ত শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করতে চাইলেও বিভিন্ন ভাবে বাধা প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয় তুটোর প্রশাসকদের কাছে থেকে এই ব্যাপারে বিস্তৃত জানার পর সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করে শিক্ষা বিভাগ থেকে স্থানীয় এলাকা ও বিদ্যালয়ের স্বার্থে শিক্ষক মহোদের নিরাপত্তার প্রশ্ন বিবেচনা করে এক আদেশ মূলে বিদ্যালয় তুটোর প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ মূলে বিদ্যালয় তুটোর প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের প্রশাসকের অফিসে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের কাজে প্রশাসককে সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে তিনজন শিক্ষক, বিশালগড দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে যান। বর্তমানে শ্রীব্রজগোপাল ভৌমিক, শ্রীরমনী দাস বিদ্যালয়ের প্রশাসকের অফিসে যুক্ত থেকে বিদ্যালয়ের কাজে সাহায্য করছেন। কাজেই কিছু কাজ না করে ওরা মাস মাহিনা গুণছেন একথা ঠিক নয়। কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশাসক অফিসে যথারীতি উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের স্বার্থে প্রশাসককে সহায়তা করেন। অধিকন্তু সরকারী নির্দেস মূলে তিনি রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে আশিক সময়ের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যকলাপে শিক্ষা দপ্তরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন। কাজেই তিনি কাজে যুক্ত থেকেই নিয়মানুযায়ী মাসিক বেতন গ্রহণ করছেন। এটা বলার উদ্দেশ্য হল যে সেদিন সেই তুইটা বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশালগড়ে সমাজদ্রোহীরা যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল সেই কার্য্য কলাপ সেটাকে স্কুল হিসাবে রাখার লক্ষ্য ছিল কিনা, না শিক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, আর এই কংগ্রেস দলের লোকেরা যারা এই কাণ্ড করেছে তারাই আজকে বলছে যে বামফ্রন্টের হাতে শিক্ষা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বলবো ওরা নষ্ট করছেন। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা দৃষ্টি রাখবেন কোন্ পথে ওরা ত্রিপুরাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সমস্ত উস্কানিমূলক কাজ কর্মকে বাধা দেবই, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। এই বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঙজু মগ।

শ্রীঅঙ্গজু মগ ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৬ই মার্চ আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্য মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটে দেখা যায় যে অনেক দপ্তরের অংশ অনেক বেশী। কাজেই আমি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দপ্তর সম্পর্কে বলব না। কয়েকটা দপ্তর সম্পর্কে বাড়িয়া দেখা যায় আমাদের উপমুখ্য মন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন, এটা ঠিক নয়। ১৯৫০ সালে ত্রিপুরাকে যখন ভারতবর্ষের কাছে হ্যাণ্ডওভার করে তখন ত্রিপুরাতে কি ছিল কোন রাস্তা ঘাট, খাদ্য, স্কুল কলেজ, কোন কিছু ছিল? কংগ্রেস দফায় দফায় ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে

এসেছে। তখন পাকিস্তান এটাকে বলত হিন্দুস্তান। যখন রায়টের পর ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোক এসেছিল তখন কংগ্রেস সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটা ত্রিপুরাবাসী জানে। খাদ্যের জন্য কয়টা ফুডের গোদাম ছিল? সে সময়ে পাকিস্তান হয়ে খাদ্য আসত। কাজেই আমাদের এখন দেখা যায় কংগ্রেস সরকার যাওয়ার পরে স্কুল দরকার, রাস্তার দরকার, খাদ্যের দরকার পানীয় জলের দরকার। এই করে আগরতলা টু ধর্মনগর, আগরতলা টু সাব্রুম, আগরতলা টু সোনামুড়া রাস্তা হয়েছে। সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই ছিল না। এখন বামফ্রন্ট সরকার ৯ বছর ক্ষমতায় এসে অনেক কিছু করেছেন বলছেন। এডুকেশান কি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন? এখন শুধু ভিটামিন দিচ্ছে। স্কুল দিচ্ছে, মিড-ডে মিল দিচ্ছে। খাতায় পত্রে আছে। ইনচার্জের হাতে দিচ্ছে। এটা কার হাতে যায়? মার্চমাসে প্রত্যেক ট্রেজারীতে দেখুন, হাজার হাজার টাকা হয়ত সাব্রুম সাবডিভিশনে ১ লক্ষ টাকা থাকবে। আমাদের সাবডিভিশনে যে মিড ডে মিল এর ব্যবস্থা করার কথা ছিল সেটা কি কার্যকরী করেছেন? আমাদের ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল। দেখা যায় আমাদের কংগ্রেস আমলে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটা মেডিকেল কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু এখন এটা এ. ডি. সি. এর হাতে। সেখানে না করে অন্য জাগায়ায় করছে। যদি ২২ লক্ষ লোকের জন্য করা হয়ে থাকত এই বাজেট তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। কাজেই দেখা যায় আপনাদের বাজেটের মধ্যে গলদ আছে। স্কুল ঘর করেছেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী দমরী দিয়েছেন। ঘোড়াকাপা পেয়েছে, শিলাছড়ি পেয়েছে, বনকুল পেয়েছে, হরিনা পেয়েছে, সাতচাঁদ পেয়েছে। বীরেন্দ্র নগর পেয়েছে। কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল শুধু নামেই পেয়েছে। আসলে একজন শিক্ষকও এখন পর্যন্ত দিতে পারেন নি। স্যার, কোঅপারেটিভ বিশেষ করে প্যাক্স এবং ল্যাম্পস সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে, সেটা হল গত বছর এই সংস্থাগুলি পাটচাষীদের কাছ থেকে, বাকীতে যে পাট কিনেছে, তাও এখন পর্যন্ত পাট চাষীদের দেওয়া হয় নি। না দেওয়ার কারণ যে প্যাক্স অথবা ল্যাম্পসগুলির টাকা নেই, তানয়, আমি জানি শিলছড়ি ল্যাম্পসে এখনও অনেক টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে, অথচ তারা পাট-চাষীদের টাকা দিচ্ছে না। অন্য দিকে আমার বকুলে যে ল্যাম্পস আছে, সে যে পরিমান পাঠ কিনেছে, তার সবটা টাকাই পাট চাষীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এই ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলি কি ধরনের কাজকর্ম করে, সেই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, কারণ আমি নিজে এক সময়ে স্কুল ল্যাম্পসের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। স্যার, আমার সাতচাদ ব্লকে ২৫টা গাঁওসভা আছে কোন গাঁও সভাতেই ৫০০ বেশী শ্রম দিবসের কাজ দেওয়া হয় নি। আমি বি, ডি সির মিটিং বলেছিলাম যে-সব গাঁও সভাতে লোক সংখ্যা বেশী, সেগুলিতে শ্রম দিবসের সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু কে কার কথা শুনে, সেখানেও দেখছি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ খেতে পড়তে পারছে না, তারা কাজ

করে খেতে পরতে চায়, তাও দেওয়া হবে না কারণ কে কি দল করে, সেটা আগে জানতে হবে, তারপর কাজ দেওয়া হবে। স্যার এভাবে আজকে দূর্নীতিটা একেবারে নীচু তলায় পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এই বাজেটে অনেক টাকা ধরা হয়েছে, অনেক কাজ করা হবে বলে, কিন্তু সেই সব কাজ আদৌ হবে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ জাগে কারণ এর আগেও দেখেছি এরকম ভাবে বাজেট করা হতো বটে, কিন্তু কোন কাজই হত না। তাই এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সমস্ত করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দলের অনেক সদস্য বলেছেন যে এই বাজেটের মধ্যে আশা সৃষ্টি করার মতো অনেক বিষয় আছে যদিও বাস্তবে সেগুলির সমাধান করা সম্বব নয়। ঠিক তেমনি ভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও দাবী করেন নি যে, এই একটা মাত্র বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান করা সম্বব তিনি বলেছে আগামী বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অ-শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যেটুকু করা সম্বব, সেটুকু করার জন্যই এই বাজেট। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের সীমিত ক্ষমরা, শুধু এই রাজ্যের কে-সব রাজ্যেরই সীমিত ক্ষমতা এবং সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে রাজ্যগুলিকে তার নিজস্ব বাজেট তৈরী করতে হয়। দেশের অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে যে-সব রাজ্য সরকার আছেন, তারা ইচ্ছা করলে তো আর সেই রাজ্যের পরিবর্তন করতে পারেন না। তা যদি হয়, তাহলে মূলে যে সমস্যা, তার সমাধান করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কেন্দ্রে যদি এমন একটি সরকার থাকে যে সরকারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল গোটা দেশের মানুষের যে সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান করণ। আর সেই ভাবেই তারা তাদের বাজেট তৈরী করবেন। অন্যথায় এটা সম্বব নয়। কারন আমরা দখছি যে স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৪০ বছর পারহতে চলেছে তবু আমরা আমাদের দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারছি না, এটা বড়ই দূর্ভাগ্যের বিষয়। কেন্দ্র গত বছর যে বাজেট পেশ করেছিল, আর এবার যে বাজেট পেশ করেছে, তার মধ্যেও আমরা আকাশ পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করছি এবং এই বাজেটের জন্য সাধারণ মানুষের উপর যে চাপ পড়বে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির পক্ষেও নিজস্ব বাজেটে প্রায়োজনীয় টাকা ধরা, অত্যান্ত কঠিন হবে এবং তারা রাজ্যের মধ্যে যে-সব কাজগুলি করতে চায় সেগুলি করা দুরুহহয়ে উঠবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকার ট্রেড ডিফিসিট হয়েছে, আর অন্যান্য ডিফিসিট যে কত হাজার কোটি টাকা হবে, তার কোন হিসাব নেই। কাজেই বলতে হয়, ভারতে আজকে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে, সে মাথা পিছু কত টাকা ঋণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে,

তা একবার ভেবে দেখা উচিত এবং কেন্দ্রে যতদিন এই ধরনের সরকার থাকবে, ততদিন শুধু যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, তা নয় তার সংগে সংগে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, তার ভাষনের ১৭ নং প্যারাতে উল্লেখ করেছেন যে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলার অন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এজ-ন্য ভিজিলেন্স্ দপ্তরের অধীন তিনটি সেল গঠন করা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে দিয়ে জনগনের কাছ থেকে যে-সব অভিযোগ আসবে, এমন কি সে যদি সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ হয় তাহলেও তার বিচার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর ভাষনে এই পর্যান্ত কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে; এবং অন্যান্য কতজন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তারও একটা হিসাব এর মধ্যে উল্লেখ আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখলাম যে, এই রকম একটা কাজের ক্ষেত্রেও তিনি জনগনের সহযোগীতা চেয়েছেন, কারণ জনগণের সহযোগীতা না থাকলে, এটা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা মনে করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের ৪৪ লক্ষ চোখ প্রতি দিন প্রতি মূহূর্ত এই দিকে লক্ষ্য রাখছেন, যার ফলে দেখা যাচ্ছে যখনই কোন নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, কারণ, বামফ্রন্ট তাদের কাছে সব চেয়ে ক্লিন এবং পরিস্কার। এ দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে রাজীব গান্ধীকে প্রথম দিকে অনেকে মিঃ ক্লিন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই মিঃ ক্লিনের এখন কি অবস্থা? সেই মিঃ ক্লিন যিনি একটা সুষ্ঠ প্রশাসন চালাবেন এই দেশের মধ্যে—যেটাকে নাকি বলা হবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, সেই প্রশাসনের চারদিকে কি ভাবে ঘুঘুর বাসা তৈরী হয়েছে, দুর্নীতির আখরা কোন জায়গা পর্য্যান্ত পৌছেছে, আমাদের দেশের ১,২ এবং ৩ নং প্রধানেরা কোন জায়গায় গিয়ে পৌছেছেন তার কয়েকটা বিষয় আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। আমরা দেখছি এই হেন পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের মধ্যে এক একটা রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীরা আজকে কোথায় গিয়েছেন। সেই সেচ দপ্তরের প্রমোশান, বদলি, নিয়োগ নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চরম স্বজন পোষণ ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অপরাধের জন্য যে মামলা করা হয়েছিলো তা তুলে না নিয়ে অন্যায় ভাবে আবার কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দূবের বিরুদ্ধে তাকে বরখাস্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীজগদীশ পাণ্ডে হলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদুবের বেয়াই অর্থাত ছেলের শ্বশুর, তাকে ৫ কোটি টাকার স্পিরিট ক্রয় সক্রান্ত দূর্নীতির অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, তাকে আবার কাজে ফিরিয়ে আনা হল আর এ সেচ দপ্তরের যে-সব ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পাণ্ডের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে সাস্পেণ্ড করে দিলেন। স্যার, সবগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত, বলছি না বিশেষ করে এক নম্বরের পর যিনি দুই নম্বর আছেন তার সম্পর্কে কিছু

বলছি, সেই দুই নম্বরী হলেন অর্জুন সিং। তিনি মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সস্ত্রীর নামে ডেমের সাইডে সাত থেকে আট একর জমি কিনে রেখেছিলেন আর সেই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সেই জমির উপর ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মার্বেল পাথরের একটা প্রাসাদ তৈরী করেছেন। অথচ এই অর্জুন সিং ১৯৬০ সালে যখন প্রথম মধ্য প্রদেশ বিধান সভায় নির্দল সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন, তখন তিনি যে হিসাব দাখিল করেন, তখন তিনি তাঁর আয় দেখিয়েছিলেন মাত্র আড়াই হাজার টাকা। এমন কি একজন আই, এ, এস, অফিসারের কাছ থেকে তিনি যে ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই টাকাটাও তিনি ফেরত দিতে পারেন নি। এছাড়া ১৯৮০ সালে এই অর্জুন সিং দেওয়ার প্রাক্তন মহারাজার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়ে নির্বাচনে খরচ করেছিলেন আর অমরা দেখছি সেই অর্জু সিং দুই বছরের মধ্যেই কি করে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা প্রাসাদ তৈরী করলেন। তাছাডা জুমাতে ১১০ একর আয়তনের একটা খামার বাড়ীও উনার রয়েছে। কাজেই যে অর্জন সিং হিসাব দিলেন তার মাত্র আড়াই হাজার টাকা আয়, যে একজন অফিসারের থেকে টাকা ধার নিলেন, অথচ ফেরত দিতে পারলেন না, তিনিই আবাব ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মার্বেল পাথরের একটা প্রাসাদ তৈরী করলেন, এটা কি ধরনের ক্লিন প্রশাসন তা আমরা সহজে বুঝতে পারি। স্যার, এখানে একটু আগে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা টি, পি, সি, নিয়ে সোরগোল তুল্লেন তারা বললেন যে টি, পি, এস, সির কথা নাকি মানা হচ্ছে না ইত্যাদি। কিন্তু টি, পি, এস, সির ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, আসলে তাদের কংগ্রেসী শাসিত রাজ্যগুলির দুর্নীতির ক্যালেংকারীকে চাপা দেওয়ার জন্যই তারা এসব কথা এখানে তুলছেন। তাই, আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। যেমন মধ্যপ্রদেশ সার্ভিস কমিশনে কি হয়েছে ? সেখানে সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কিছু পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টার নেওয়া হবে এবং তা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ফর্ম বিক্রি করা হয়, তার দাম হল মাত্র ২ টাকা, কিন্তু সেই পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টার-এর ইন্টারভিয়ুর ফর্ম ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। যার জন্য সেখানকার পুলিশ ট্রেনিং-এর প্রিন্সিপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার সংগে পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রীও জড়িত। আজকে সেই কেইসটা হাই কোর্ট পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সেখানকার ক্লিন প্রশাসন। স্যাব, আর একটা জিনিস হল অর্জুন সিং এর পুত্র দ্বারা পরিচালিত লটারীর প্রথম পুরস্কার পেলেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি অর্জুন সিং নিজেই। সেখানে ভুপালের সুরাইয়া শিশু কল্যান সমিতির ঐ লটারী খেলা হয়েছিল অর্জুন সিং-এর পুত্র অজয় সিং হলেন সেই শিশু কল্যান সমিতির সচিব। কাজেই লটারীর প্রথম খেলার প্রথম পুরস্কারটি পেলেন অর্জুন সিং স্বয়ং। সেই অজয় সিং মধ্যপ্রদেশ বিধান সভার একজন এম, এল, এ। সেই লটারীর জন্য বিক্রিত মোট অর্থের পরিমাণ হল ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মত, কিন্তু সেখানে হিসাব দেখানো হয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকার, বাকী

টাকাটা কোথায় গেল, তার কোন উত্তরই অজয় সি দিতে পারেন নি। আজকে কংগ্রেসের যিনি দুই নম্বর, তাঁর ছেলে একজন এম, এল, এ, তার লটারীকেলেংকারী, অর্জুন সিং-এর প্রাসাদ কেলেংকারী, আর একজনের গাছ কেলেংকারী, আর মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে তারাও কংগ্রেসী, সে ১৪ বছরের একটা বালিকাকে রেপ করে যাতে কেলেংকারী চাপা পড়ে যায়, তার জন্য সংগে সংগে তাকে খুন করা হল। আর এটাই হল আজকে কংগ্রেস রাজত্বের চরিত্র। কাজেই, তারা যে এসব কথা তুলতে চাইছেন, সেজন্য তাদের নিজেদেরই লজ্জা থাকা উচিত। তারা আজকে কোথায় যাচ্ছে? এটাই মিঃ ক্লিনের পবিচন্ন প্রশাসন, এটাই কি রাজীব গান্ধীর পরিচ্ছন্ন প্রশাসন? আসলে এই সমস্ত কিছু মিলে রাজীব গান্ধী যদি নিজের জামাটাই দেখেন, তাহলে দেখতে পারবেন, এটার কি রঙ, এটা নিশ্চয় কংগ্রেসের সদস্যরাও দেখবেন এবং আমাদের জনগণ তো দেখছেনই, ফলে তারা আজকে আস্তে আস্তে নরককুণ্ডে চলে যাচ্ছেন। অন্য দিকে আমাদের বামফ্রন্ট এগিয়ে আসছে এবং আগামী দিনে আরও বিপুল শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবো কাজেই এই বাজেট সম্পূর্ণ জনগণের বাজেট, এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী জহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২ই মার্চ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বাজেট পেশ করা হল, এটা জাল জুয়াচুরির বাজেট, আগামী বিধান সভার নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক কারচুপির মধ্য দিয়ে এই সরকারের ক্ষমতা দখল করার একটা অপচেষ্টা এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার, ১৯৮৬—৮৭ সালে এই রাজ্যের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, আর এর আগের বছরে অর্থাত ১৯৮৫—৮৬ সালে বাজেটে উদ্বৃত্ত ছিল ১৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। ফলে ১৯৮৬—৮৭ সালে সেই ঘাটতি উদ্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায় ৮ কোটি ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকায়। ফলে আমরা এই বাজেটের মধ্যেও সেই কারচুপি লক্ষ্য করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যগন যে সন্দেহ তাদের বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন যে, করহীন বাজেট পেশ করেছেন, তাতে বছরের মাঝামাঝি সময়ে সরকার অর্ডিনান্স অথবা সাপ্লিমেন্টারী দিয়ে বিভিন্নভাবে রাজ্যের মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে তারই একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে বছরের মাঝামাঝি সাধারণ মানুষের উপর আর কোন রকম করের বোঝা চাপানো হবে না বলে এখানে কেউ কিছু বলেন নি, ফলে আমাদের ধারনাটা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। ফলে সরকারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এটা প্রতিফলিত হয়েছে যে আগামী দিনে আরও কিছু করের বোঝা রাজ্যের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সংহতির কথা

বলা হচ্ছে। ট্রেজারী বেন্চের অনেক সদস্য দেখলাম তাদের চোখ দিয়ে সোনার অশ্রু ফেলছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি ? বর্তমানে অবশ্য কিছু শরনার্থী বাংলা দেশ থেকে এখানে এসেছেন। তাতে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকার সমস্যার সমাধান না করে তাকে আরও তীব্র করে তুলছেন। কংগ্রেস আমলে আমাদের রাজ্যে প্রায় দশ লক্ষ শরনার্থী বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। তাতে রাজ্যের অবস্থা এতটা তীব্র হয় নি। আসলে এই সরকারের চেষ্টা হচ্ছে কি করে এই সমস্যাটাকে আরও বড় করে দেখানো যায়। কি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও টাকা এনে নির্বাচনের ফানড তৈরী করা যায় পাটির ফাণ্ড বড় করা যায়, এই চেষ্টা করছেন। এই রকম এক চক্রান্ত এই সরকা চালাচ্ছে। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেনচের চীফ উইপ, এটা তুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি তিনি বলেছেন যে কিছু বি. এস, এফ. বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে অত্যাচার করছে। আমার মনেহয় এটা ভাতবর্ষের সংহতিব পক্ষে একটা বিপদজনক ইংগিত। সারা ভাবতবর্ষের সংহতি নিয়ে তারা এখানে ছিনিমিনি খেলছেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত যারা ভারতবর্ষেব বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে এসেছে, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে চেলেনজ জানিয়েছিল তাদেব মুখে সংহতির কথা, এটা লজ্জাজনক। কাজেই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন সারা ভারতের সংহতির দিক বিবেচনা করে এবকম বিচছিন্নতাবাদকে মদত না দেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যাব, ওরা বলছে ৯ বছরের শাসন। আমরা বলছি নয় বছরের অপশাসন। এই শাসনের ফলে কংগ্রেস আমলে এ রাজ্যে শতকরা ৬১ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতো। আব এখন সেখানে ৮১ শতাংশ এটা কি রাজ্যেব উননয়নের চিত্র ? এখন কেন্দ্র যে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে এটা কার স্বার্থে এই সরকার খরচ করছে ? আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী একটা প্রসংগে বলেছিলেন শ্যামা বাবুকে যে মন্ত্রীদের স্বাস্থ্য এটা আপনাদের কাছে হিংসার কারন। মন্ত্রীর স্বাস্থ্য আরও ভাল হউক, আরও দরজা খোলা, একটায় না হলে তুটো খোলা হউক। তাতে আমাদের হিংসাব কারণ নেই। বাংলার মানুষ অন্ততঃ তাদের সুন্দর নাদুস নুদুস চেহারাটা দেখতে পাবে। মাননীয় স্পীকাব স্যাব, এখানে একবারের খরচ তিনবার দেখানো হচ্ছে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না সেই বাঁশের সাঁকো এখনও আছে। রাজ্যে আগে যে সরকারগুলি করা হয়েছিল সেগুলিই তারা মেরামত করছে না। উননয়ন থমকে দাঁড়িয়েছে। শিল্পায়ন রাজ্যে শিল্পেব চেহারাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ? এখানে শিল্প গড়ে তোলার মত এই সরকারের মানসিকতা নেই। শিল্প গড়বে কি ? আজকে কোন তথ্য ওদের কাছে চাইলে পাওয়া যায় না কারণ রাজ্যের মানুষ জেনে ফেলবে। আজকে একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই পর্য্যন্ত কতটি খুন, ডাকাতির এবং নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। উত্তর পাওয়া গেল না। এত বড় প্রশ্নের উত্তর দিলে যে ওদের মুখে চুন কালী পড়বে। শিল্প স্থাপন করতে হলে রেলের

দরকার। কিন্তু যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্প এখানে আছে সেগুলির উন্নয়ন হচ্ছে না কেন? সেগুলিতে কেন সরকার লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন? গত নয় বছরে এ রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন হউক এরকম উদ্যোগ তারা নেয়নি। শুধু কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে যাচ্ছে। পাট চাষীদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? গতবছর দেখলাম ওরা তাদেরকে নিয়ে মিছিল মিটিং করলো। কিন্তু যখন তাদের পাট বাজারে আসলো তখন সরকার থেকে সেই পাট কিনার কোন উদ্যোগ নাই। বাজারে তারা পাট নিয়ে যেতে পারছেন না সেখানে তারা পাট নিয়ে যেতে পারছে না, সি. পি. এম. এর কর্মীরা, মজুতদার, কালোবাজারীরা ভয় দেখিয়ে তাদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, অমরপুরে প্রাক্তন বিধায়ক শ্যামলবাবুর ভাই ল্যাম্পসে যাচ্ছে। নুতন বাজার, চেলাগাং সব জায়গার ল্যাম্পসেরই এই অবস্থা। স্যার, তাঁরা কিন্তু এখানে পাট চাষীদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— সংক্ষেপ করুন। মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা :— শেষ করছি। আমি এখানে সমবায়ের কথা বলছি। স্যার, সমবায় কাদের সাহায্য দিচ্ছে? শাসক দলের বিধায়ক বিদ্যাবাবুর ছেলের নামে কো-অপারেটিভ করা হচ্ছে। সমীর বাবুর ভাইয়ের নামে গাড়ীর লাইসেন্স যাচ্ছে যিনি কোন দিন ড্রাইভিং করেন নি, তারা লাইসেন্সত পাচ্ছেন। ইটের বাণ্টা দেওয়া হচ্ছে, শাসন দলের মন্ত্রীর, এম. এল. এ. এর আত্মীয় স্বজনের নামে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি শেষ করুন। নতুবা আপনার কোন কথা রেকর্ডিং হবে না। আপনি ২ মিনিট সময় চেয়েছিলেন। আপনাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এখন আপনার বক্তব্য শেষ না করেন, তবে আপনার বক্তব্য আস্কপাওন্স করা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমাকে ২ মিনিটে সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি এক মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আজকে স্কুলে না গিয়ে মাষ্টার মহাশয়রা নির্বাচনী তহবিলে চাঁদা কিংবা বিল্ডিং ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তুললে ঘরে বসেই বেতন পাওয়া যায়। স্যার সারা ত্রিপুরায় এই হচ্ছে স্কুলের চেহারা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবশ্য দাবী করেছেন যে, অনেক স্কুল তারা করেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করতে চাই, কতগুলি স্কুলে ঘর আছে? এমনি যদি স্কুলের অবস্থা হয়, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার কি করে সম্প্রসারণ হবে? স্যার, সর্ব্বশেষ আমি ত্রিপুরা রাজ্যের লটারী সম্পর্কে ২।১টি কথা বলেই শেষ করছি বাজেটের উপর আমার বক্তৃতা। আমি লক্ষ্য করেছি, অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে অর্জ্জুন সিংহের কথা বলেছেন। কিন্তু নিজের কথা তো কিছুই বললেন না?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— কি কেলেংকারী কথা। সেটা কি কারনে ধামা-চাপা দেওয়া হচ্ছে বুঝাতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— কাজে কাজেই মূল বাজেটের বিরোধীতা করে রাজ্যের বাস্তব চেহারাকে উপলব্ধি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসই।

—ঃকক বরকঃ—

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছিলেন তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি বক্তব্য রাখছি আমার নিজের মাতৃ ভাষা কক্-বরকে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ব বাজেট, উপজাতিরগ এক সময় গভীর জঙ্গল' অন্ধকার জাগাঅ বাসা খৗইলাই তংগ, যত সব অশিক্ষিত যত ধরনের জ্ঞানহীন অমত্ত নিশ্চয়ই মূল কারণ, সূর্য্যানি আলো কৗরৗই বতৗই জাগাঅ আর মূল কারণ, একমাত্র জুমিয়া যারা, বরকনি একমাত্র যোগাযোগনি পথ। বলং বিরাট জন্তুরগ বাই বরক নিঃস্ব আংনা কারন দ্বিতীয় কোন রাস্তা কৗরৗই কোন রকম যোগাযোগ কৗরৗই। কাজেই আবতৗই অবস্থান তাবুক ভারতবর্ষ স্বাধীন আংমানি পর হইতে সাথে সাথে কংগ্রেস অ রাজ্যঅ ত্রিশ বছর শাসন খৗলাইয়া সেই শাসন খৗলাইমানি সময় গভীর জঙ্গল হইতে মুক্তিনি কোন পথ কৗরৗই, সেই গভীর অন্ধকার সেখানে সূর্য্যর আলো কৗরৗই আ জাগা বাস খৗলাই মা তংনা, খব কষ্ট খৗলাই দিন কাটক মা তংখা। তাবুক যখন বামফ্রন্ট সরকার শুধুয়া ১৯৫১ সাল হইতে ন' ত্রিপুরা মুক্তি পারিপদ বর্তমান উপ মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব মহাশয় বনি নেতৃত্বে অ উপজাতি স্ব সাসিত জেলা পরিষদ গঠন বা খৗলাইখা এবং উপজাতিনি সার্বিক উন্নয়ন খৗলাইখা বাগৗই যে আন্দোলন শুরু খৗলাইখা সেই আন্দোলন ত্রিপুরানি পাহাড়ী বাঙ্গালী সমস্ত অংশের লোক সঠিক যে ভারত সংবিদাননি গনতান্ত্রিক দাবী যে স্বীকৃত দাবী ত্রিপুরানি গনতান্ত্রিক অংশের মানুষ অংশীদার, যার ফলে সমস্ত ২২ লক্ষ লোকনি বিসিংগ আজ শত করা ৮০ শতাংশ লোক যে দাবী খৗলাইখা সেই হেতু আন্দোলন শুরু খৗলাইখা সেই আন্দোলনি মাধ্যমে ত্রিপুরা কংগ্রেসনি তিরিশ বছরনি শাসন খৗলাই তংমা সময় যে ত্রিপুরানি গভীর জঙ্গল' তো শুধু জন্তুয়া আর তো কংগ্রেস ব তংগ। আ কংগ্রেস নি ইয়াগ চিনি কতোজন কর্মী খুন আংখা, জেল' চবজাকখা আর মারাত্মক জন্তু আংখা কংগ্রেস। তাবুক যখন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্য সেই ১৯৭৮ সালঅ ৩১শেডিসেম্বর বিপুল ভাবে জয় লাভ খৗলাই ক্ষমতা কাইখা কংগ্রেসনি বংশ বাতি রৗনানি বরক কৗরৗইখে জয়লাভ

খীলাইখা। কংগ্রেসনি চিহ্ন পর্য্যন্ত নারীকলিয়া। ১৯৭৭ সালনি ঘটনা আফুরু উপজাতি যুব সমিতিনি ৪ জন বরক ফাই প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু সেই যুব সমিতি, বরকনি উদ্দেশ্য তো বামফ্রন্ট ন ত্রিপুরা থেকে বিতাড়ন খীলাইরীনানি সমাজতান্ত্রিক উত্তোরনের জন্য যে দলন' সারা ত্রিপুরানি জনগণ বাদ রীমানি আবন' আতংকিত আংগীই কংগ্রেস ইয়াগঅ ক্ষমতা কিংগরীনানি বাসীই চিন্তা খাসই যখন বামফ্রন্ট সরকারনি বিরুদ্ধে লাফা লাফি শুরু খীলাইয়া তখানি বামফ্রন্ট নিজস্ব ক্ষমতানি দ্বারা ৬ষ্ট তপশীলনি জাগাঅ ৭ম তপশীল অনুসারে ত্রিপুরা অ চালু খীলাইখা। সেই চালু খীলাইফুরু কংগ্রেসনি একটি বরফান' একটি প্রতীক'ন সেই নির্বাচন অংশ গ্রহণ খীলাইয়া যোগ বীয়া। সম্পূর্ণ সাই মান জেলা পরিষদ বিরোধী মানে ত্রিপুরানি উপজাতিনি সার্বিক উন্নয়ননি বিরোধী সেই বিরোধী কংগ্রেসসে উপজাতি যুবসমিতিনি বন্ধু তাবুক। কাজেই জনগণ অত্যন্ত কাচামথে সিব যে, উপজাতি যুবসমিতি জাতিনি বাগীইয়া উপজাতি যুব সমিতি দেশনি আংয়া, বংশনি বাগীইয়া। উপজাতি গনমুক্তি পরিষদ দমন খীলাই অন্যভাবে কংগ্রেস ন ক্ষমতা তুবুমানি নাই তংগ।আবনি বাগীই লড়াই খীলাই তং আব' তাবুক জনগন মুক্ তংগ। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আংসানা মুচুংগ, অর তিনি চীং তাম' মুক? চিনি কক—ববক বাই একটা কক তংগ একটা গঙ্গা তংগ 'বীরীই হাময়া মা গারিং কাফি নাংগ" অর্থাৎ অসুন্দর মেয়েও জুনের টং দেখার সময় কাজ লাগে? কাজেই তাবুক যে কংগ্রেসবক উপজাতি যুবসমিতিন তীইনা মুচংয়া তবকে ক্ষমতা সিরগ ফাইনা বাগীই হাচীক কারি নাংগ হীনীই তংগ। তীইয়া আংমাসি মূল কারন বিগত বিধান সভা নির্বাচন যে আসন রফা খীলাই সমিতি বাচাখে কংগ্রেস বাচায়া কংগ্রেস বাচাখে সমিতি বাচারীয়া হাইখে আসন বড়া খীলাই তাবুকনে আলাদা আসন সে আচুক লাইঅ। তংমুরং চামুংন। প্রমান। তবে যদি আসন রফা খীলাই বাচানি হীনখে বিরোধী দলনি নেতা অশোকবাবু, তাবুক হয়তো সধীরবাবু বরক সরকারন' সব সময় টিৎকারী রীঅ। চিনি বা মাননীয় বিধায়ক কাশীরাম রিয়াং বরকন তৃতীয় হিসাবে আচুক কাইঅ, একেবারে লাষ্ট, পেছনে আরো পাঁচ বছর বাকী তংখ তাবুক অনেক পেছনে। চিনি বিয়াংগ তেই খাইসা কক তংখ করমতিনি জালাম করম লাংব জালা ঐযে মৃত সদস্য তীলারনি ঐযে কংগ্রেস বাই টি, ইউ, জে, এস লাফালাফি আব' করমতিনি জালা। হাসপাতাল মা খাংনাই। করমতিনি জালা খীলাইখ অব আংখা মৃত সদস্য নি চেহারা কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুবসমিতিন সমালোচনা খেইয়া হরিঅ, বরকনি চরিত্র সম্পর্কে জনসাধারণ পরিষ্কার সাই মানখা, জনসাধারণ তাই বাকী কীরীইখা। কিন্তু তিনি যে অধিবেশন অ হাইউস' কয়েকটা উদাহারন রীখা কারন আংখা বরকনি চরিত্র সম্পর্কে। জাতিনি কক সাথে, জাতিনি কক সাদি। জাতিনি কোন কক কীরীই যে জাতিনি বিরোধীরগ, কংগ্রেসরগ তিরিশ বছর শাসন খীলাইকর অন্ধকার জঙ্গল'

তনখাইরগ বন্য জন্তুরগ বাই লড়াই খীলাই তংনরু অঁফুরু কংগ্রেস মন্ত্রী কঁরইদে ? কংগ্রেসনি মন্ত্রী তংগ পঞ্চায়েৎ তংগ, কংগ্রেসনি শাসন তংগ কিন্তু সারা দেশে হাহাকার নাং থাংখা। আবহাই কংগ্রেসনি খুগ' মাই তুকমানয় আং। আবতাই কংগ্রেস বাই তংগাই দেশ অ রক্ষা খীলাই মানয়া, জাতি' রক্ষা খীলাই মানয়া। মন্ত্রী নি অভাব ? সেই মন্ত্রীনি বীসকাংগন কত শত শত হাম্লে মৃত্যু আংগ, অনা হারে অর্দ্ধাহারে বীসা মা কলি' হাহাকার আংগ নানা ঘটনা আংগ, তিনি সব কিছু হারিই থাংগ সব কিছু হারিআই তাবুক ভিটেছাড়া মা আংখা আবসে যুবসমিতি জাতি কীবাই তং খার মানয়াখু দেশ কীমাই তং খার মানয়াখু বংশ কীমাই তং খার মানয়াখু। খুব মাননানে কংগ্রেসনি পক্ষে হায় হায় লাফালাফি। কাজেই ব অত্যন্ত পরিষ্কার। তাবুক যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার অন্ধকারণ যারা বসবাস খীলাইখাই শিক্ষানি আলোঅ তুবুনানি চেষ্টা খীলাই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বামফ্রন্ট ক্ষমতা কাইনানি পরে আইনতৈরী খালাই সেই আইন তৈরী খীলাইমানি পারে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু খীলাই তারপর দ্বিতীয় সরকার হিসেবে উপজাতিনি সার্বিক উন্নয়নি পানদাণ অ বরক আইন কানুন তৈরী খীলাখা নুগাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য যারা গনতন্ত্র বিশ্বাস গণতান্ত্রিকনি মানুষনি পক্ষে যে কাজ খীলাইখা আব উজ্জ্বল দিষ্টান্ত। ত্রিপুরানি ভিতর আবন বরকনি কাজকর্ম। বিরোধী কংগ্রেস (আই) যুব সমিতি নির্দলরগ যেহেতু অন্ধকার' পুনরায় তীলাংনানি নাই তংগ পুনরায় ক্ষমতাঅ ফাইনানি চেষ্টা খীলাই তংগ মুনুইসু আসন গ্রহণ খীলাইয়া, লুন্ঠন খীলাইসে বলং খীনামনাসে সুযোগ মাইঅ যেহেতু আব সম্ভবথ কারন জনগন বরকনি হাতছাড়া যেহেতু পাল কাইসা তংখা বাজেই বরকনি এমনিতেই ধ্বংসনি সম্ভাবনা কাজেই তাবুক এক-জোটখে বামফ্রন্ট সরকারনি' বিরুদ্ধেঅ খেন উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস (ই) নির্দল সমস্ত বরক একটা অশুভ শক্তি খীলাই তৈরী খীলাই আগামী নির্বাচন' বামফ্রন্ট ধ্বংস খীলাইননি একটা সুরে কক সাই তংখা, বিভিন্ন জায়গায়, আব, প্রমান অংখা। কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মূল বক্তব্য আংখা অ বাজেট ত্রিপুরানি ১২লক্ষ বরকনি বাজেট সেই বাজেট তৈরী আংখা অন্ধকার যারা কীলাই তংনাইরস বরকন' মুক্তি হীনানি। শিক্ষক প্রসার, জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম খীলাইননি বাজেট। নতুনভাবে সম্প্রসারন খীলাই মানি বাজেট। অন্ধকার যারা লড়াই খীলাইখা বরকন' আলো অ তুবুমানি, জন্তুজানোয়ার বাই যারা লড়াই খীলাইনাই বরকন, কাজেই অ বাজেট ন' বিরোধিতা খীলাইনা ককয়া। এবং যারা উপজাতি আংগাই উপজাতি নি ককন' সানাই, যুব সমিতি আংখীং কংগ্রেস আংথাই যে কোন পার্টি আংখীখ উপজাতিনি সার্বিক উন্নতিনি কক সাত্রাই উন্নতিনি নিদয়। ত্রিশ বছর কংগ্রেস শাসন নি পরে বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে নতুন ভাবে ত্রিপুরা উপজাতি জীবন চেহারা অ পরিবর্তন মুংমানি পরে বীসাক বরক বামফ্রন্ট সরকারনি বিরুদ্ধে লাফালাফি খীলাই আব, শুধু ভোটবাই

শেষ অ।য়া কিন্তু আবন, কিন্তু আবন, শেষ খীলাইনা নাইয়া, বিভিন্ন জাগাঅ স্কুল মগ' খুন ডাকাতি খীলাইঅ, খুন খারাপি, লুটপাট ইত্যাদি খীলাই তংগ। আবনি প্রমান তংগ। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস (আই) যদি ত্রিপুরানি পক্ষে চিন্তা খীলাই তংখে শুধু পরিষদ ককয়া উানসকনানি নাংনাই, পিছেয়ে পড়া উপজাতি যে শোষিত বঞ্চিত, নিপীড়িত অসহায় অনুন্নত অবস্থায় যে উপজাতিনি সার্বিক উন্নয়ননি পানদাঅ অন্তত মুনুষ্য নি জ্ঞান শরীর। তংখে বিচার খীলাইনা উচিং অ বিলন' সমর্থন খীলাইনা উচিং। বিল সাপোর্টি খীলাইয়া মানে উপজাতিনি সর্বাঙ্গ উন্নয়ন নাইয়া। কারন রাং পয়সা ববকন' রক্ষা খীলাই মানয়া। বিভিন্ন জাগা বাং নয়-ছয় অাংখা হীনাই নরক সাথ। ত্রিপুরা রাজা বামফ্রন্ট সরকারনি ময় বছর কোন জাগা বরক পিবাস তংগ বরক প্রমান নাই মনিয়া। মুখ্যমন্ত্রীনি পেশ খীলাইমানি বাজেটন' সমর্থন খীলাই আনি কক অবন, আইরীখা।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে উপজাতিদের যারা একসময় গভীর জঙ্গলে অন্ধকারে বনবাস করতেন যত সব অশিক্ষিত যত ধরনের জ্ঞানহীন এটা একটা মূল কারন। সূর্য্যের আলো নেই এমন জায়গায় একমাত্র জুমিয়া যারা তাদের যোগাযোগের পথ অরন্যে বিরাট জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে এদের বাঁচতে হয়' এরা নিঃস্ব হয়েছেন কারন এদের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। কাজেই এমন জায়গায় এখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে সাথে সাথে কংগ্রেস এই রাজ্যে ত্রিশ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলো সেই শাসন করার সময়ে গভীর জঙ্গল থেকে মুক্তির কোন পথ ছিলোনা সেই গভীর অন্ধকার যেখানে সূর্য্যের আলো নেই সেসব জায়গায় এদের বাস করতে হয়েছে নিদারুন কষ্ট সহ্য করে। আজকে শুধু বামফ্রন্ট সরকারই নয় সেই ১৯৫১ সাল থেকেই ত্রিপুরা মুক্তি পরিষদ বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী কমরেড় দশরথ দেব মহাশয়। তার নেতৃত্বে এই উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং উপজাতিদের ঠিক উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে সেই আন্দোলনে ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালী সমস্ত অংশের জনগন সঠিক যে ভারতীয় সংবিধানের গনতান্ত্রিক দাবী সেই স্বীকৃতি দাবীকে ত্রিপুরার গনতান্ত্রিক অংশের মানুষ অংশীদার যার ফলে সমস্ত ২২ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা অন্তত ৮০ শতাংশ লোক যে দাবী করেছেন সেই হেতু আন্দোলন শুরু করা হয়েছে সেই আন্দোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরার ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের সময় ত্রিপুরা গভীর জঙ্গলে তো শুধু জন্তু জানোয়ারই নয় সেখানে তো কংগ্রেসও ছিলো। সেই কংগ্রেসের হাতে আমাদের কতোজন কর্মী খুন হয়েছেন, জেলে দেয়া হয়েছে সেখানে মারাত্মক জন্তু হলো কংগ্রেস। এখন যখন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে সেই ১৯৭৮ সালে ৩১শে ডিসেম্বর বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসেন। কংগ্রেসের বংশে আলো জ্বালাবার

লোকের অভাব করে এরা ক্ষমতায় এসেছেন। কংগ্রেসের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখেননি। ১৯৭৭ সালের ঘটনা। তখন উপজাতি যুব সমিতির চারজন সদস্য এসেছিলেন সদস্য হিসেবে। কিন্তু সেই উপজাতি যুবসমিতি উদ্দেশ্য তো বামফ্রন্ট সরকারকে বিতাড়ন করা। সমাজ -তান্ত্রিক হিসাবে যে দলকে ত্রিপুরার জনগন রায় দিয়ে ছিলেন তাতে আতংকিত হয়ে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার জন্য চিন্তা নিয়ে যখন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লাফালাফি শুরু করেছে তথাপি বামফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব ক্ষমতার দ্বারা ৬ষ্ঠ তপশীলের জায়গায় ৭ম তপশীল অনুসারে ত্রিপুরায় চালু করেছেন। সেই চালু করার সময়ে কংগ্রেসের একটি মানুষ একটি প্রাণীও নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে নি যোগ দেন নি। সম্পূর্ণ বলা যেতে পারে জেলা পরিষদের বিরোধী মানেই উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের বিরোধী। সেই উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের বিরোধী কংগ্রেসই হলো এখন উপজাতি যুব সমিতির বন্ধু। কাজেই জনগন অত্যন্ত ভালো করেই জানেন। ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি জাতির জনা নয়, দেশের জন্য নয়, বংশের জন্যও নয় উপজাতি গনমুক্তি পরিষদকে দমন করে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার চষ্টা করছেন ওরা। তার জন্যই ওরা লড়াই করছেন এখন জনগন সেটা ভাল করেই বুঝতে পারছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এখানে আমরা কি দেখি? আমাদের কক বরকে একটা কথা আছে, অসুন্দরি নারীও জুমে টং দেবার সময় কাজে লাগে। কাজেই উপজাতি যুব সমিতিকে কংগ্রেস সঙ্গে বলতে পছন্দ করেনা কিন্তু পাহাড় উঠার সময় কাজে লাগবে, অর্থাৎ ক্ষমতার জন্য ওরা আঁকড়ে আছে। সঙ্গে না রাখার মূল কারন, গত বিধানসভা নির্বাচনে যে আসন রয়েছিল যেখানে উপজাতি যুব সমিতি দাঁড়ায় সেখানে কংগ্রেস দাঁড়াবে না যেখানে কংগ্রেস দাঁড়ায় সেখানে যুব সমিতি দাঁড়াবে না। এই ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পরে দেখা গেলো এখন আলাদা আলাদা আসনে এসে বসেন। এদিকে বিরোধ দলের নেতা অশোকবাবু, এখন সুধীরবাবু হয়তো ওরা সরকারকে সবসময় টিৎকারী দিয়ে থাকেন আমাদের যে মাননীয় বিধায়ক কাশীরাম রিয়াং তৃতীয় হিসাবে এসে বসতেন একবারে লাস্ট পেছনে। আমাদের রিয়াং-এ আরো একটি প্রবাদ আছে হলুদে মেয়ের রং হলুদ হলেও বিপদ।" এই যে মৃত সদস্য কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস এর লাফালাফি সেটা সুন্দরী মেয়ের খেলা। এহলো মৃত সদস্যের চেহারা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতির সমালোচনা না করলেও চলে ওদের চরিত্র সম্পর্কে জনসাধারন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। আর বাকী নেই। কিন্তু আজকে এই অধিবেশনে এই হাউসে কয়েকটি উদাহরন দিলাম কারন হলো ওদের চরিত্র সম্পর্কে। জাতির কথা বললে বলুন। জাতির কোন কথা নেই জাতির বিরোধীতা যারা করেন সেই কংগ্রেস তাদের সঙ্গে যারা ত্রিশ বছরের শাসনে গভীর জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করেছিলো তখন কি ওদের মন্ত্রী ছিলো না? কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের

শাসন ক্ষমতাও ছিলো ওদের পঞ্চায়েত ও ছিলো। কিন্তু সারা দেশে হাহাকার লেগে-গিয়েছিলো এ ধরনের কংগ্রেসের মুখে ভাত তুলে দিতে পারি না আমি। এ ধরনের কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে জাতিকে, দেশকে আমি রক্ষা করতে পারি না। মন্ত্রীর অভাব? সেই মন্ত্রীর চোখের সামনেই কত শত হারে মৃত্যু হয়, অনাহারে অর্দ্ধাহারে সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয় হাহাকার শুরু হয় নানা ঘটনা হয় আজকে সবকিছু হারিয়ে গেছে, সবকিছু হারিয়ে এখন ভিটে ছাড়া হয়েছে, তবু যুবসমিতি জাতি সর্বহারা হচ্ছে টের পাচ্ছে না। দেশ হারাতে বসেছে টের পাচ্ছেনা বংশ হারাচ্ছে টের পাচ্ছেনা। খুব চেষ্টা পাচ্ছেন সেটা হলো কংগ্রেসে হায় হায় করা। কাজেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। এখন যেহেতু বামফ্রণ্ট সরকার অন্ধকারে যারা বসবাস করেন তাদের শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে ক্ষমতায় আসার পর স্বশাশিত জেলা পরিষদ আইন তৈরী করে, ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করব পর পর দ্বিতীয়বার সরকার হিসেবে উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে যে আইন তৈরী করা হয়েছে সেগুলো দেখে সারা রাজ্যের যারা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী গনতান্ত্রিক মানুষের পক্ষে যে কাজ করেছেন সেটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে এটাও ওদের কাজ বিরোধী কংগ্রেস (আই) যুব সমিতি এবং নির্দলরা যেহেতু ওদের পুনরায় অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন, পুনরায় ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছেন, মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করেন না লুটন করে আবার বন জঙ্গলে পরিনত করার চেষ্টা করছেন এবং যেহেতু সেটা সম্ভব হবে না কারণ জনগনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই জনগন হাতছাড়া যেহেতু ওরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন না। কাজেই ওদের এমনিতেই ধ্বংসের সম্ভাবনা এখন এক জোট হয়ে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে যেমন যুব সমিতি কংগ্রেস (ই) নির্দল সমস্ত রকম একটা অশুভ শক্তি তৈরী করে আগামী নির্বাচনে বামফ্রণ্টকে ধ্বংস করার একটা সুরে কথা বলছেন বিভিন্ন জায়গায় তার প্রমান আমরা পেয়েছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মূল বক্তব্য হলো এই বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য তৈরী। অন্ধকারে যারা পড়ে আছেন তাদের উত্তোরনের জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। শিক্ষার প্রসার জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য বাজেট। নতুন ভাবে সম্প্রসারন করার বাজেট। কাজেই এই বাজেটকে বিরোধীতা করার কোন কারন থাকতে পারে না। এবং যারা উপজাতি হয়ে উপজাতির কথা বলবেন সেটা যুব সমিতিই হোক কংগ্রেস হোক যে কোন পার্টিই হোক, উপজাতির সার্বিকউন্নয়নে কথা বলবেন, ত্রিশ বছর কংগ্রেসী শাসনের পর বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যেসব উন্নয়ন মূলক কাজ শুরু করেছে ত্রিপুরার উপজাতি জীবন চেহারার যে পরিবর্তন এসেছে তাদের ওরা এই সরকারের বিরুদ্ধে কতোই না লাফালাফি করছেন সেটা শুধু ভোটে সম্ভব হয় না। সেটাকে শেষে করতে চেয়েছেন জায়গায় জায়গায় স্কুল ঘর পুড়িয়ে। ডাকাতি করে খুন খারাপি, লুটপাট করে করছেন। প্রমান রয়েছে। কাজেই যুব সমিতি

কংগ্রেস (ই) যদি ত্রিপুরার মানুষের কথা চিন্তা করে থাকেন তাহলে এটা শুধু পাটির কথা নয় আজকে ভেবে দেখতে হবে পিছিয়েপড়া উপজাতি শোষিত বঞ্চিত সর্বহারা অসহায় অনুন্নত অবস্থায় এই উপজাতিদের উন্নয়নের উৎসবে অন্তব মানুষের বিবেক শরীরে যদি থাকে এটা বিচার কবা উচিৎ বিলকে সমর্থন না করা মানেই উপজাতি অগ্রগতিকে বিরোধীতা করা। কারন, টাকা পয়সা মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। বিভিন্ন জায়গায় টাকার নয়-ছয় হয় বলে আপনারা যে অভিযোগ করছেন। ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরে কোথাও অনাহার হয় নি বলে প্রমান দিতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস। টাইম অনলি সেভেন মিনিটস্।

শ্রী নারায়ন দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ ১৯৮৭-৮৮ সালের বায়- বরাদ্দের বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে বিরোধীতা করে এবং ভুয়া বাজেট বলে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাজের জন্য নয়, এই বাজেট সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে, এই বাজেট খুনীদের মদত দিচ্ছে, এই বাজেট সমগ্র পাহাড় অঞ্চলের যারা এই সরকারের পক্ষে থেকে ওকালতি করছেন তাদের স্বার্থে এই বাজেট আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। আজকে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না, এই সরকার মানুষকে আহার দিতে পারছেন না, এই সরকার নিজের রাজ্যকে পরিচালনা করতে পারছেন না কিন্তু এই সরকারই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কথা এই হাউসে তুলছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকাশ্যে দিবালোকে বিধায়ক খুন হচ্ছে কিন্তু সেই সমস্ত খুনীদের বিচার হচ্ছে না, এই খুনীদের নিয়ে তালবাহানা হচ্ছে, এই খুনীদের নামে গাড়ীর লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, এই খুনীদের নামে সিনেমা হলের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, এই খুনীদের লক্ষ লক্ষ টাকার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে টেণ্ডার ছাড়া। তাই স্যার, এই বাজেট মদত দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদী খুনীদের। যে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে রক্ষা করতে পারেন নি। যে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না এই সরকার এই হাউসে আবার ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করছেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এটা। যে সরকারের লক্ষ লক্ষ, কোটি, কোটি টাকা পুলিশের খাতে চলে যাচ্ছে, পুলিশের নামে কোটি কোটি টাকা সাবমিট করা হচ্ছে, সেই টাকা কি পুলিশ খাতে খরচ করা হচ্ছে? আমরা তো দেখতে পারছি না, আমরা দেখছি সমগ্র ত্রিপুরাতে আজকে পুলিশরা মুভমেণ্ট করতে পারছেন না, পুলিশরা আজকে কাজ করতে পারছেন না, কিছু সংখ্যক পুলিশ

অফিসার যদি কাজ করতে উদ্যোগী হন তাহলে তাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে। যারা সত্যিকারের খুনী যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের পুলিশ হাজতে রাখা হচ্ছে না, কারন তাহলে সত্যি কথা প্রকাশ পাবে। কারা এইগুলি মদত দিচ্ছে, প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে? তাহলে সত্যি কথা প্রকাশ পাবে কার মদত দিচ্ছে। বর্ত্তমানে শাসক দলীয় সরকার ওদের মদত দিয়ে চলেছেন, ওরা শহরে বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে আনাচে কানাচে ওরা দিনের পর দিন খুন করছে, দিনের পর দিন ডাকাতি করছে, চুরি করে চলেছে আর ওরাই আজকে সাধারন মানুষের জন্য বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, কত জন দরদী ওরা জনসাধানের জন্য। স্যার, আজকে শোষিত, নিপীড়িত মানুষ পানীয় জলের অভাবে চিৎকার করছেন, জল নেই। সেখানে কোন খাতে টাকা খরচ করেছেন দেখাতে পারছেন না। আমরা লক্ষ্য করে দেখছি এই সমগ্র ত্রিপুরাতে কৃষি খাতে যে কোটি কোটি টাকা ধরা হচ্ছে আদৌ কি কোটি কোটি টাকা সেখানে খরচ করা হচ্ছে? সেটা দেখতে পারছি না কারন জল সেচের অভাবে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত জায়গাতে এম. আই. এফ, সি, মাইনর ইরিগেশান স্কীমের উপর সেখানে ডিপ টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে, লিফট্ ইরিগেশান দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে আজকে ওরা সেখানে দলবাজী করছেন। সময় মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না ফলে জল সেচের অভাবে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সময় মতো কৃষকরা ঔষধ পাচ্ছে না কৃষকরা এমনি ভাবে মার খাচ্ছে তাই বলবো এই বাজেট গরীব জন সাধারনের বাজেট নয়, এই বাজেট সাম্রাজ্য-বাদী দালালদের মদত দিচ্ছে, এই বাজেট খুনীদের মদত দিচ্ছে। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছি, সমগ্র ত্রিপুরাতে বেকারদের জন্য কোন সংস্থান নেই, বেকাররা বেকারত্বের জ্বালায় না খেয়ে মরছেন। যে সমস্ত কৃষকরা, যে-সমস্ত পিতা-মাতারা এই বেকারদের টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন তারা আজকে শিক্ষিত হয়েও বেকার হয়ে আছেন, চাকুরী পাচ্ছেন না, তাই আমরা এই দাবী করেছিলাম এই বেকারদের ভাতা দেবার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার ভাতা দেবার জন্য টাকা দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই ভাতার টাকা নিজেদের দলীয় স্বার্থে খরচ করছেন, তাই বেকারদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। কেন স্যার, আজকে এই বেকারদের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে না অথচ এই বিধান সভায় দাড়িয়ে বড় বড় বক্তব্য রাখেন, বিভিন্ন জন সভায় বক্তব্য রাখেন ঐ মন্ত্রী বাহাদুররা রাখেন কিন্তু বেকারদের জন্য কোন সংস্থান রাখেন নাই, এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের লক্ষ্য ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করছেন না আমরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছি যারা খুনের সঙ্গে জড়িত, যারা সন্ত্রাসবাদী কাজে জড়িত ওদের চাকুরীর এপেন্টমেন্ট লেটার আগেই অফিসাররা গাড়ী করে নিয়ে ওদের হাতে দিয়ে আসে কিন্তু যারা সত্যিকারের বেকার, যারা দুর্বল দিনের পর দিন যারা খেতে পারছেন না, যে-সমস্ত বেকাররা চাকুরীর চেষ্টা করছেন সরকারের দরজায় দরজায় এবং মন্ত্রীদের দরজায় দরজায় ধর্না দিচ্ছেন তারা চাকুরী পাচ্ছেনা। আমার জানা মতো একজন লোক মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়েছিলেন চাকুরীর জন্য আবেদন করতে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী ওকে বললেন, "না খেয়ে মর" এই বলে তাড়িয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে কথা বললেন না। এই হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীর

বাহাদুরদের জন দরদীর চেহারা, তাদের চরিত্র তাই বলছি এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য নয়, কারন এই বাজেট দলীয় স্বার্থে তাদের ল্যাম্পস, পেকসে, তাদের দলকে রক্ষা করার জন্য, দলকে জেতানোর জন্য তাদের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রুপ দেবার জন্য বাজেটের টাকা চলে যাচ্ছে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসে হাজার হাজার ল্যাম্পস্ প্যাকসের মাধ্যমে চুরি হচ্ছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তার নেই, মামলা নেই, অডিট নেই, রিপোর্ট নেই। এর জন্য আমরা বার বার প্রতিবাদ করেছিলাম, আমরা বার বার এই হাউসে তুলেছি কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার হয় নি। স্যার, আমরা দেখছি মেলাঘর রুদ্র সাগরে মৎস্য সমবায় সমিতি দীর্ঘ ৭ বছর ধরে এই মৎস্যজীবি নামধারী নিয়ে শাসক দলের প্রতি সমর্থন করে যারা রুদ্রসাগবের পরিকল্পনা করেছেন

(রেড লাইট)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আরও দুমিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —ঃ দু মিনিট নয়, এক মিনিট।

শ্রী নারায়ন দাস ঃ— তারা সাধারন মানুষের থেকে খাজনা আদায় করছেন কিন্তু সেই খাজনা সরকারের ঘরে জমা দেন নি, আজকে সেই খাজনার জন্য নব নির্বাচিত কমিটিকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, দিনের পর দিন নোটিশ দেওয়া হচ্ছে নতুবা সেখানে ক্রোক করা হবে, এই ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আজকে সেখানে ৬৮ হাজার টাকা খাজনা দেওয়া হয় নি।

সাধারণ যারা সদস্য এই সমস্ত সদস্যরা খাজনা দিয়েছেন কিন্তু যারা নামধারী মৎস্যজীবি ইউনিয়নের যারা ভার প্রাপ্ত ছিলেন ওরা সেই টাকা জমা দেন নি সরকারের হাতে এন. সি, ডি. সি স্কীমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে সব টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হচ্ছে তার আজ পর্যন্ত অডিট নেই। আমরা লক্ষ্য করে দেখছি নতুন নির্বাচিত কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়ার পর থেকে তাদের উপর যে বিরুপ মনোভাব সরকারের এটা দুঃভাগ্য জনক যে হাজার হাজার মানুষ ভোট দিয়ে তাদের তাদের নির্বাচন করেছেন। আজকে ব্যাংকের যে টাকা ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

শ্রী নারায়ন দাস ঃ— সেই টাকা উনারা তুলতে পারছেন না, ওদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে' স্যার, এই হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী বাহাদুরদের চেহারা। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে সমগ্র ত্রিপুরার জন্য যে ছিনিমিনি খেলা হবে, নয় ছয় করা হবে। স্যার, এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৮৭-৮৮

সনের যে বাজেট এই বিধানসভায় পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। স্যার, সাধারন মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট ধরা হয়েছে ! মৌলিক সমস্যাব সমাধানের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে না, এইকথা আমরা বার বার বলেছি, মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী উনার ভাষনে এই বক্তব্য রেখেছেন। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের প্রতি কোপনজর, সেই অবস্থার মধ্যে থেকে একটা রাজ্য সরকার তার মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তা সত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারন মানুষের স্বার্থে, গরীব মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে অর্থ ব্যয় করছেন রাজ্য সরকার তা নজীরবিহীন। স্যার আমি এখানে একটি উদাহরন দেব। ৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমার ব্লকে এস, আর, ই পি খাতে ২০ লক্ষ ৭০ হাজার ১৭১ টাকা খরচ হয়েছে। এতে গরীব মানুষের খাদ্যের সংস্থান হয়েছে বাস্তার উন্নয়ন ইত্যাদি কাজকর্ম হয়েছে। এন আর, ই, পিতে ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪ টাকা ৫০ পয়সা খরচ হয়েছে। আর, এল, ই, জি, পিতে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ টাকা ৯০ পয়সা খরচ হয়েছে। দরিদ্রতম মানুষের উপজাতী মানুষের জন্য স্কীম করে ছোট ছোট ঘর তৈরী করা হয়েছে তাতে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ টাকা ৯০ পয়সা খরচ হয়েছে। মোট ৩৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪১৬ টাকা ২০ পয়সা ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমার ব্লকে এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পিতে খরচ হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার পরিস্কার মনে আছে যে টেষ্ট রিলিফ কাজের জন্য সুখময় সেনের আমলে পুরুষদের বেলাও ২ টাকা মজুরী মেয়ে-ছেলেদের বেলায় ১ টাকা ৫০ পয়সা, বাচ্চা ছেলেদের জন্য ১২ আনা করে মজুরী দেওয়া হত। কাজের জন্য তখন ব্লক অফিসে ডেপুটেশান দেওয়া হত। পুলিশ সি, আর, পি দিয়ে সেখানে সাধারন মানুষের উপর আক্রমন করা হত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গত ৯ বৎসরে কোন কাজ নিয়ে ডেপুটেশান দিতে হয়নি। যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা সাধারন মানুষের কথা চিন্তা করেই এই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই যে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এইটা নজীরবিহীন। দুর্নীতির কথা, দুর্নীতির কথা এখানে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সে কংগ্রেসই হোন বা টি, ইউ, জে, এসই হোন দুর্নীতির অভিযোগ যদি কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা এম, এল, এর বিরুদ্ধে আনেন, স্পেশিফিক বলেন। আপনাদের কেচ্ছা কাহিনীত দিবালোকের মত স্পষ্ট। অস্বীকার করতে পারবেন ? অস্বীকার করতে পারবেন না। কখন কি বলেন তা সোজা কথায় আবোল তাবোল কথা বলেন, একটার সংগে আর একটার সামঞ্জস্য থাকেনা। মাননীয় সদস্য নারায়ন দাস দুর্নীতির কথা বলেছেন। আমি বলতে চাইছি, আজকে কংগ্রেসর অবস্থাটা কি ? তারাই বলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যের কথা। তা ভারতবর্ষের মানুষ অস্বীকার করে। কিন্তু আজকে কংগ্রেসের কি অবস্থা দলের ভিতর কোন্দল, দ্বন্দ দল টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সোনামুড়ায় গত ৫ মাস আগে কংগ্রেসী অফিসে বিধানসভার সদস্য রসিকবাবু সেখানে উপস্থিত। এদিকে নারায়ন বাবুর গ্রুপ রসিকবাবুকে দেখতে পারে না। সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ। সেখানে নারায়নবাবুর গ্রুপ আক্রমন করতে যাচ্ছেন। তখন রসিকবাবুকে পরিস্কার বলতে হয়েছে, তোরা দেখ-

ছিস আমার সংগে সিকউরিটি আছে? এইটা সি, পি, এমের বিরুদ্ধে নয়। সি, পি, এমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য নয়, তোদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। আজকে লক্ষ্য করছি তাদের পায়ের নীচে মাটি নেই। অবশ্য নির্বাচনী প্রস্তুতি ত দরকার। ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখল করা লক্ষ্য। এই সর্বভারতীয় দল তারা বিচ্ছিন্নাবাদী দল, সাম্প্রদায়িকতাবাদ- এর সংগে তারা আজকে সমঝোতা করছেন আজকে পশ্চিমবাংলা সুভাষ ঘিসিংকে দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষনের উপর আলোচনা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে উপজাতি যুব সমিতি সংগে কংগ্রেসের লাইন। উপজাতি যুব সমিতি সহ টি, এন, ভির সাহায্য কংগ্রেসের দরকার। আজকে কংগ্রেস (আই) ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি যুব সমিতি তার টি, এস, এফ কংগ্রেস (আই) গোপনে গোপনে ইনার লাইন পারমিট চালু করতে যাচ্ছে। টি, এন, ভির সাহায্য নিয়ে পারমিট লাইন চালু করতে যাচ্ছে। উপজাতি যুব সমিতি নেতা যতুমোহন ত্রিপুরা আমাদের বিধানসভার সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরার কিরকম ভাই. কংগ্রেসের নেতা, ছামনু ব্লকের ব্লক কংগ্রেসের সম্পাদক। তিনি ইনার লাইন পারমিট দিচ্ছেন। আমি সেখানে যেতে পারি না সেই সাইকাবাড়ী, ডারলংবাড়া টি, এন, ভির যন্ত্রনায়। জহরবাবুরা সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারেন, কাশী বাবুর ত প্রশ্নই নেই। ভুলবশতঃ টি, এন, ভির আক্রমন যাতে তাদের উপর না হয় তার জন্য পারমিট দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস আই) এর বড় গুন্ডা মানিক চক্রবর্ত্তী যাদের নামে নাকি ৫-৭টা খুনের মামলা ঝুলছে কংগ্রেসের নেতা। তাদেরকে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই হল কংগ্রেসের অবস্থা আর এখানে মাননীয় সদস্য নারায়ন দাস বাজেটটাকেই ভুয়া বাজেট বলেছেন। ভুয়া রেশন কার্ডের কথা শুনতে শুনতে উনি পুরা বাজেটটাকেই ভুয়া বাজেট বলেছেন। স্যার, সারা ভারতবর্ষে ১৯৫০ সনে দারিদ্র্য সীমার নীচে লোক বসবাস করত শতক। ৩৮ জন লোক। আর আজকে ১৯৮৬-৮৭ সনে প্রায় ৪০ বৎসর পরে যেখানে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু থেকে শুরু করে শ্রীমতি গান্ধী মায়ের মোরারজী দশাই আবার শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী পর্য্যন্ত তারা সমাজবাদের কথা বলছেন, কল্যান মূলক কাজের কথা বলেছেন, জয় জোয়ান জয় কিষান " বলেছেন এত সব বলেও দারিদ্র্য সীমার নীচে লোক বসবাস করছে শতকরা ৫৬ ভাগ। এই ৪০ বৎসরে ২৪ ভাগ বেড়েছে। বাজেট কংগ্রেসের আমলে সুখময় সেনের শেষ দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্ল্যানের বাজেট ছিল ১৮ কোটি টাকার মত। তাও আবার খরচ হয়নি। ১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৪ কোটি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। আর এখন ১২২ কোটি টাকার বাজেট। তার পরে বললেন ভুয়া বাজেট। কাজেই এইসব আবোল তাবোল কথাবার্তা বিধানসভায় চলেনা। মাঠে ময়দানে পথসভা করে বলা যেতে পারে। সেখানে কেউ শুনলে শুনতে পারে। বিধান সভা একটা দায়িত্বশীল জায়গা। জনগন আমাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেখানে তারা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন আমার মনে হয়। কাজেই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে একটা কথাই মনে হচ্ছে যে, ত্রিপুরার জনগন যখন ভোট দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, আমরা গনমুখী প্রশাসন করব, শুধু গনমুখী প্রশাসনই না তার সঙ্গে সঙ্গে গনমুখী বাজেটও তিনি করেছেন। এইটাকে আমি গনমুখী বাজেট বলতে চাই এই কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, ছোট ছোট হস্তশিল্পী যারা তাদের হাতে এই বাজেটের সমস্ত অর্থটা চলে যায়। এই অর্থ নিয়ে কেউ সেখানে ছিনিমিনি খেলতে পারছে না। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তার পাশে বসে দীর্ঘ দিন যাবত জুতা পালিস করত আজকে তারা নিজেরাই রাস্তার পাশে ছোট একটা ছাপড়া তুলে দোকান দিয়ে বসেছে এবং সেখানে নিজেরাই জুতা তৈরী করে বিক্রি করছে। তাছাড়াও যারা সারাদিন বসে লোহা পিটাতো, যারা মাটির হাড়ি কলসী তৈরী করে বিক্রি করত, আজ এই বাজেটের টাকা তাদের ঘরেও যাচ্ছে এবং তাদের জীবন জীবিকার মানকে উন্নত করছে, বিরোধীদের কাছে এইটা ভয়ের ব্যাপার ? ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরাতেই মেয়েদের শিক্ষাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে এই সরকার আসার পর। এইটাতো বিরোধীরা সহ্য করতে পারবেনই না, মেয়েরা কেন সংহতির কথা বলবে, কেন বাঁচার লড়াই করবে, কেন মেয়েরা নিজের জীবন জীবিকার কথা বলবে। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধীও মুসলীম মেয়েদের সেই অধিকারকে আইন করে কেড়ে নিয়েছেন, ওরা সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় ভারতবর্ষের মানুষকে। তাই আজ ত্রিপুরার গরীব সাধারন মানুষের কল্যানমূলক এই বাজেটকে ওরা সহ্য করতে পারেন না। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্পন করা দায়িত্ব পালন করছে এই বামফ্রন্ট সরকার, আর যারা দায়িত্বহীন তারাই পারে এই বাজেটকে বিরোধীতা করতে। আমি মনে করি এই বাজেটকে বিরোধীতা করার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের বিরোধীতা করা। এই বাজেট গ্রামের কৃষকদের কৃষি-কাজের উন্নয়ন কল্পে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ট্রাকটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা সরকার করছে। যাদের ঘর থেকে খাজনা আদায়ের জন্য আগে ছাগল গরু বিক্রি করে দিতে হত, সেই কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে আজকে এই সরকার তার কৃষি কাজের জন্য সব রকমের সাহায্য করছে। তারপর গ্রামের শ্রমিক যারা তাদের জন্য এন আর ই পি, ; এস আর ই পি কাজের ব্যবস্থা করেছে, গ্রামের বেকার যাদের নাম ও সংখ্যা আগে

কেউ জানত না. কংগ্রেস আমলের ৩০ বছর তাদের কথা চিন্তা করার লোক ছিল না, সেখানে আজ তাদের কথা চিন্তা করছে এই সরকার এবং তাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য আজ অর্থ বরাদ্দ করেছে। এই বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের সেখানে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সরকার জনগনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই জন্য কাজ করেছেন। তারপর শিক্ষার খাতে যখন তারা কথা বলেন তাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ, সেই মুখময় সেনের আমলে বাচ্চা ছেলে মেয়েরা এসেছিল যে, আমাদের কেরোসিন তেল চাই, কাগজ চাই, আমাদের সামনে পরীক্ষা, সেই দিন কি করেছিলেন ? সেই ফায়ার বিগেডের রাস্তা ঐ বাচ্চা ছেলে মেয়েদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল পুলিশ ও সি, আর, পির লাঠির আঘাতে এইটা ওনারা আজ ভুলে গেছেন। একবার স্মরন করুন যে কি অত্যাচার করেছিল সেইদিন কংগ্রেসের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এই গুলি ভুলে যাবেনই কারণ কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন অধিকার কেড়ে নিতে পারেন, সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভরপোষের অধিকার কেড়ে নিতে পারেন এবং সেই জায়গায় যারা মানুষের জীবন জীবিকার আন্দোলন করছে তাদেরকে জেলখানায় পুরতে পারেন, সেখানে নূতন নূতন আইন জারী করে অত্যাচার শুরু করেন, আপনাদের কংগ্রেস রাজ্যগুলিতেও তাই হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, নারীদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও তা থেকে বাদ থাকেন না, মন্ত্রীরাও মেয়েদের শালীনতা সেখানে রক্ষা করেন না। আজকে এখানে যারা বিরোধী দল তারা একবার চিন্তা করুনতো যে, এই বাজেটের বিরোধীতা আপনারা কেন করবেন, এই বাজেট আপনাদের সমর্থন করা উচিৎ। এখানে সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে বামফ্রণ্ট সরকার যেভাবে কাজ করে চলেছে এইটা অভিনন্দনযোগ্য যে অর্থ এরা লড়াই করে এনেছে এবং এনে সাধারন মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের বাঁচার জন্য সমস্ত রকমের কাজ করছে, তারজন্য পঞ্চায়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস আমলে কি ছিল এই পঞ্চায়েতগুলিতে ? আর যাতে এই সরকার তার গ্রামের উন্নয়নের সমস্ত কর্মসূচী গ্রামের প্রত্যেকটা জনগনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে করছে। আর আমরা এখানে বসে কি শুনি ? আবোল তাবোল সব কথা, যার কোন ভিত্তি নাই। যে-কথা বলিষ্ঠ ভাবে সাহায্য করবে ক্রুটি যদি কিছু থাকে সেটা তুলে ধরবেন, তা না করে আসলে ওরা ক্রুটি কিছু খুজে পাচ্ছেন। তাই ওরা এখানে কে মোটা হল, কে নাদুসনুদুস হল এইগুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। স্যার, আজকে বলতে হয় এই দৃষ্টি ভঙ্গি যাদের থাকবে।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয়া সদস্যা আপনি শেষ করুন।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আজকে বলতে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা জন প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছেন তাদের কি বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার :— এবার শেষ করুন।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ— অনেক সময় ভাবি কোথায় এসে বসেছি। ওঁরা এম. এল. এ. হয়ে এখানে বসেছেন, কিন্তু জন স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। আমি আশা করব আমি যেমন এই বাজেটকে সমর্থন করছি, বিরোধীরাও এই বাজেটকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনিলকুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউজে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে তিনি তাঁর বাজেট ভাষণে গত ৯ বছরের বামফ্রন্ট সরকার যা কিছু করেছেন তা সব তুলে ধরেছেন। বিরোধীরা বলছেন বামফ্রন্ট সরকারের পারফরম্যান্স বাজে। আমরা দেখেছি, আগে গ্রামের কৃষকদের সুবিধার জন্য ভি এল ডব্লিও সেন্টার খুব কম ছিল। এখন প্রায় প্রতি গ্রামে হয়েছে। এখন ৩৮৫টি ভি, এল, ডাবলিও সেন্টার খোলা হয়েছে। বীজ, সার আগে যা সরবরাহ করা হত এখন তার ৩ গুণ সরবরাহ করা হয়। আগে গ্রামে কোন স্প্রে মেশিন ছিল না, এখন প্রতি গ্রামে প্রায় ৩টা করে স্প্রে মেশিন আছে। ফল চাষের আওতায় এখন ১৭ হাজার ৮৫ হেক্টর জমি এসেছে। ফলের গাছের বিভিন্ন চারার জন্য আজকে অনেকগুলি নার্সারী খোলা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার নালকাটায় আনারস থেকে রস সংগ্রহ করে নানা জিনিস তৈরী করার জন্য আধুনিক কারখানা করা হয়েছে। সেখানে উৎপাদন হচ্ছে ৫ হাজার ৬ শত মেট্রিক টন করে। ২৫ একর জমি মাছের চাষের আওতায় আনা হয়েছে। তাতে ১১ হাজার ৩ শত ২৭ জন উপকৃত হয়েছে। নলকূপ ২৬ হাজার ৯৬৯টি করা হয়েছে। ট্যাংক, কূয়া প্রভৃতি জলসেচের জন্য করা হয়েছে ১৩০টি। ৫০৮টি মার্ক—২ করা হয়েছে। রুরেল হাউজিং ২৪ হাজার ৫৬০ জনের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছে। ১৯০টি বিভিন্ন কুটির শিল্প করা হয়েছে। ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৮০টি ফলের চারা বিভিন্ন লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আগে ল্যাম্পস্ ছিল ৩৯টি, এখন হয়েছে ৫৫টি। প্যাক্স হয়েছে ২১২টি। সমবায় আগে ছিল ৭৪টি আর এখন হয়েছে ৯৭টি। তাঁত আগে ছিল ৭০টি আর এখন করা হয়েছে ১৪৩টি। শিল্প ইঁট নির্মাণ সমস্ত কিছু

মিলিয়ে হয়েছে ২০৮টি। শ্রমিক সমবায় সমিতি ৬১টি হয়েছে। ২২টি রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন হয়েছে। ৪টি ছাপাখানা হয়েছে। ৬০টি অন্যান্য সমবায় সমিতি হয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র আগে ছিল ৪টি এখন হয়েছে ৬২টি। কৃষি ঋণ দান সমবায় সমিতি মূলধন এখন ৪ ৪১ লক্ষ টাকা হয়েছে। তাঁত শিল্পকে উন্নত করার জন্য ঘর নির্মাণের জন্য ১৫.২৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ৩৮,৬০০টি সাজ-সরঞ্জামের জন্য ২৮,৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১ হাজার ৩১৭ লক্ষ টাকার হস্ত শিল্প সামগ্রী বিক্রী হয়েছে এবং এতে উপকৃত হয়েছেন ৪৫ হাজার শিল্পী। ৮টি চা শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে।

তপশিল জাতি :—প্রাক-সংখ্যা ভিত্তিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫০ এখন হয়েছে ৪,২৯২। এবং খরচ হয়েছে ৭ ৩২,০০০ টাকা। তপশিল ছাত্রীদের জন্য মেলাঘর, বিলোনীয়া এবং খোয়াই এই ৭টি আবাসের জন্য ধরা হয়েছে ২,৫০,০০০ টাকা। ছাত্রাবাস আগরতলা, উদয়পুর, কৈলাশহর ব্যয় হয়েছে ১,৫০,০০০ টাকা, আর ৬৪,৮২৪টি শ্রম আইন সম্পর্কিত ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে ৮৭৯টি ক্ষেত্রে শ্রম আইন লংঘনকারীদের বিরোদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ৪৩১টি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ যিনি মনুবংকুল ল্যাম্পস্-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখানে একটা গোদাম করা হয় এই ল্যাম্পসের টাকা দিয়ে সেটা ভেঙ্গে সমস্ত পাট ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্নীতির তাদের অভাব নেই। এরপর দেখা গেল এই ল্যাম্পেসের নির্বাচনে তারা ১০টি আসনে ১০ জন প্রার্থী দিলেন আর আমরা মাত্র ৬টি আসনে ৬ জন প্রার্থী দিলাম। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল যে, আমরা যে ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম সে ৬টি আসনেই আমরা জিতেছি। এবং ল্যাম্পস্‌টি আমাদের হাতে এলো। কাজেই দুর্নীতির কি ফল হয় সেটা উনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। তারপর শিলাছড়িতে কি হলো—উনারই বন্ধু তাদশী মগ—উনি এ. ডি. সি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, যিনি এই মনু বংকুলের এতসব দুনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি নির্বাচনে হেরে গেলেন। কাজেই তাদের দুনীতি কি পরিমাণ সেটা আমাদের বুঝতে হবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপর আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা হলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীসে, সেখানে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল একটা কেলেংকারীজনক ঘটনা করতে।

ভারতবর্ষের মানুষের যে আত্মসম্মান সেটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেলো। একজন মেয়ে মানুষের উপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুধু ওখানেই নয়, আবার দেখলাম এখানে একজন বিমান সেবিকা ধরে ঝাপটাঝাপটি করলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী ওর মেয়ের নম্বর বাড়িয়ে দিল, কাজেই তাদের দুর্নীতি এইটা পরিষ্কার প্রমাণিত হলো, যার জন্য নাকি ওর মেয়ের ডিগ্রী বাতিল হয়েছে। তারপরেও ওরা দুর্নীতির কথা বলে। এদের মুখে দুর্নীতি শোভা পায়?

কাজেই এখানে বাজেটের পারফরমেন্স দেখলাম। সময় থাকলে আরো দেখাতে পারতাম এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ওদের নজর শকুনের মত। শকুন যতই উপরে উঠুক না কেন ওদের দৃষ্টি থাকবে ভাগারের দিকে। কাজেই স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— টি, ইউ, জে, এস, গ্রোপ থেকে আরো নাম এসেছে। কিন্তু আমি আর আপনাদের সময় দিতে পারছি না। তবে আজকে যে বাড়তি সময় পেয়েছিলাম সেখানে আপনাদের একজন বলতে পারবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল বলবেন। সময় মাত্র চার মিনিট।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ, ১৯৮৭ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছিলেন সে বাজেট আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেট দুর্নীতির আখড়ায় ভরা। এই বাজেট বিভ্রান্তিকর, এই বাজেট উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সুতরাং এইটাকে আমরা সমর্থন করার কোন রাস্তা পাচ্ছি না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে। এই লিখিত ভাষণে বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না, যার জন্যে আমরা এই বাজেট সমর্থন করতে পারছি না। এখানে লিখেছেন যে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে, কৃষিক্ষেত্রে জেলা পরিষদের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে—এইরূপ তিনটা পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলছে। পশু পালনের ক্ষেত্রে ২৯২টি পরিবারকে গরু, বাছুর, হাঁস মুরগী শূকর ছানা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এই রাজ্য সরকার তথা এই বামফ্রন্ট সরকার জেলা পরিষদের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বাজেট করে রাজ্যের জেলা পরিষদকে ৬ষ্ঠ তপশিলকে বিকৃত করে দিয়েছেন। কাজেই এই বাজেট দুর্নীতির আখড়া। এই ৬ষ্ঠ তপশিলের মাধ্যমে ত্রিপুরার সাড়ে ছয়

লক্ষ উপজাতি একটি শূকর ছানা, একটি ছাগল, একটি মুরগ, একটি হাঁস পাবার জন্যই আশা করেছিলেন ? আর এই একটি শূকর, একটী ছাগল বা একটি মুরগী বা একটি হাঁস দিয়ে কি সাড়ে ছয় লক্ষ উপজাতিদের পারমানেণ্টলি ডেভেলাপ করতে পারবেন ? কাজেই এই জেলা পরিষদের নামে একটা তুর্নীতির আখড়া করা হয়েছে আর এই তুর্নীতির মধ্যে ৬ষ্ঠ তপশিলকে বিকৃত করে দেওয় হয়েছে। কারণ আমরা দেখছি অষ্টম অর্থ কমিশনে ১৯৮৫-৮৯ সালের জন্য অর্থাৎ এই পাঁচ বছরের জন্য স্পেশাল সোসিয়েল সিকিউরিটির নামে সর্বমোট ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল অর্থাৎ প্রতি বছর ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা করে বৃদ্ধ ভাতা, বেকার ভাতা, রাজন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু অজেকে বেকার ভাতা কোথায় দিচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকার ? রাজন্য ভাতা তো এর মধ্যে নাই। সুতরাং এই বাজেট বাস্তবের পরিপন্থী। অষ্টম অর্থ কমিশনে ১৯৮৫-৮৯ ইং সালের জন্য অর্থাৎ এই পাঁচ বছরের জন্য ৭৯৯টী শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয় অর্থাৎ ৭৯৯টী প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী করার জন্য ৫ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর ১৬০ টি স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষের স্বার্থে পরিপন্থী সম্পূর্ণ তুর্নীতিতে ভরা এবং সম্পূর্ণ অবাস্তব।

গত পরশু দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, জাতীয় সংহতির জন্য যে সম্মেলন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল উঠে পড়ে লেগেছেন। এবং ভারতের স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বুটা সিং-এর একটি চিঠি পড়ে শোনালেন। কিন্তু বুটা সিং-এর চিঠিতে তো এখানে মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে ওমেনস্ নেশন্যাল ইনটিগ্রিটি করতে কোথায় উল্লেখ করেন নি। কিন্তু আপনারা কি বলেছেন ? কাজেই এই টা হচ্ছে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী কাজেই এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান।

ফয়জুর রহমান : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৭-৮৮ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সর্ব্বন্তকরনে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করি কারণ আমি লক্ষ করে দেখেছি, এই বাজেট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা গরীব অংশের মানুষ যারা তপশিল, যারা উপজাতি, যারা চর্ম-শিল্পী, ভূমিহীন বর্গাদার, কর্ম্মচারী, কৃষি মজুর, বেকার, এই সমস্ত গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। তাই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি।

আমরা লক্ষ করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই যে, গরীব

অংশের মানুস যারা রাজা, জমিদার, কোটিপতি, পুঁজিপতি, একচেটিয়া, কালোবাজারী তাদের পায়ের নীচের মানুষ হিসেবে তারা ছিলেন।

এবং গ্রামান্চলে এবং শহরে যারা মধ্যবিত্ত, যারা পেটি বুর্জোয়া, যাদের বলা হয়, তারা এই মানুষগুলুকে পুলিশ এবং গুণ্ডার ভয় দেখিয়ে তাদের ভোট আনত। মানুষ দীর্ঘদিন, প্রায় ৩০ বছর এইভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। ৩০ বছর দেখার পর মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় পাঠালেন। আজকে আমরা লক্ষ, করছি ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ যারা তাদের ভেতরে এই যে বিচ্ছিন্নতা বাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, রাত দিন কিভাবে অপপ্রচার করছে আমাদের কর্মী এবং গণসংগঠনের বিরুদ্ধে গ্রামে গঞ্জে এবং এই সরকারের সমস্ত কাজকর্মকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন কায়দায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু মানুষ এখন আর তাদের বিশ্বাস করে না। তার প্রমাণ গত ৯ বছরে এক দিকে বিচার্য, আর ৩০ বছরে এক দিকে বিচার্য। এই বিচার বিবেচনা হিসাবে তারা তেলিয়ামূড়া এবং করমছড়াতে রায় দিয়েছেন। কি রায় দিয়েছেন? কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, হেরে গেলেন নির্বাচনে। আমরা জিতলাম বিপুল ভোটে।

বিধানসভাতে তাদের বাজেট সম্পর্কে জ্ঞান নেই। এই ধরনের বাজেট তারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনদিন দেখাতে পারবেন না। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে, কংগ্রেসী যত রাজ্য আছে, সেগুলিতে নেই। বিশেষ করে সংখ্যাগুলু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা তাদের, জন্য আমাদের ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে কথা বলার অধিকার ছিল না। সারা ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা ছিল, কিন্তু মুসলমান জনগনের জন্য ডাবল জরুরী অবস্থা ছিল। বাড়ী থেকে বাজারে যাওয়ার সময় ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে হত। দলিল, পরচা, আড্ডার চেক ইত্যাদি। নতুবা সে বাংলা দেশী বা পাকিস্তানী। সুখময়বাবুর পুলিশ বহুবার বহু মানুষকে ধর্মনগর কৈলাশহর দিয়ে নির্যাতন করেছে। একদিকে সি, আর, পি, এফ, গাড়ী করে মুসলমানদের পাকিস্তানে বের করে দিচ্ছে। আর এক দিকে কমলপুর বর্ডার দিয়ে পুরুষদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং কংগ্রেসের যারা মাতব্বর ছিল গ্রামে গঞ্জে তাদের থানার সংগে খুব খাতির, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুলিশকে লেলিয়ে দিত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কেউ বলতে পারবেন না এ ধরনের কোন নির্যাতন হয়েছে।

গত ৪. ৩ ১৯৮১ তে ওয়াকফ বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মুসলিম গরীব মানুষ তাদের মধ্যে ৫০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণ বাবদ সাহায্য দেওয়া হবে। তারা ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছে। একটা পরিবারকে দিয়েছে দেখাতে পারবে না। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে—এই তুটো রাজ্যে শুধু মুসলিম নয়, অন্যান্য জাতিদের দিয়েছে। হজ কমিটি কারা করেছিল ? ত্রিপুরার মুসলিমদের কত কষ্ট কার মক্কাম যেতে হত। এই বছরও অনেক দরখাস্ত এসেছে। মাদ্রাসা এবং মক্তবের জন্য আগে কালেকশান করে বেতন দিতে হত। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে মক্তব মাদ্রাসা বেতন পেতে কোন অসুবিধা হয় না, এমন মিড-ডে মিল পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় অর্থমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে ১৯৮৭-৮৮ সালে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি, তার সমর্থনে কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, এই বাজেটে এই সরকার কি করতে যাচ্ছে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে। বুঝতে হবে প্রায়োরীটি কি কি কাজের উপর দেওয়া হয়েছে। এই কথা সত্যি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয় না, রেল হয় না, এমন কি রাস্তা ঘাট ও হয় না, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া বিদ্যুত ও হয় না। গ্যাসকে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু যে টাকা আমরা খরচ করছি সেই টাকার ও একটা প্রায়রিটি দিতে হবে। কোন কাজে সেই টাকা খরচ হবে তার লক্ষ্য আমরা বাজেটের মধ্যে তুলে ধরেছি। আমরা যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করেছি সেটা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে।

এডুকেশনে আমরা দিয়েছি প্রায় ১৬ পারসেন্ট। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নাই। তারপরে আমরা দিয়েছি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ইলেকট্রিকসীটি, ইয়ারগেশন—এই তিনটা ব্রাঞ্চের মধ্যে মাননীয় সদস্যরা দেখতে পাবেন ১১'৮২, ইরিগেশান হচ্ছে ৫'২৫, ইলেকট্রিসিটি ৬'৪১। এটা অগ্রাধিকার পেয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে কৃষিতে ও আমরা বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে চাই। যদি আমরা কৃষির উন্নিত করতে চাই, জলসেচের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, রাস্তা ঘাট ভাল করতে হবে কৃষকের ফসলের দাম পাওয়ার জন্য। হরটিকালচার যদি করতে চাই, টিলা জমিকে উন্নত করতে হবে। কাজেই এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে রাস্তার উন্নিত, ইরিগেশান ফ্লাড কনট্রোল এবং বিদ্যুত এই কয়টা সদস্যরা দেখছেন।

কাজেই এই লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে রাস্তার উন্নতি, ইরিগেশান, ফ্লাড কনট্রোল এবং বিদ্যুৎ এই কয়টার উপর আমরা প্রায়রিটি দিচ্ছি। তারপর যেগুলি আছে. সেগুলির মধ্যে একমাত্র ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই বাদে অল্প টাকাই আমরা রেখেছি, দুই বা আড়াই পার্সেন্ট বা তারও কম বিভিন্ন খাতে রাখা হয়েছে। আর একটা খাতে আমরা সেখানে বেশী টাকা বরাদ্দ করেছি, সেটা হচ্ছে দুর্বলতার মানুষদের জন্য—সেই সিডিউল্ড ট্রাইবস, সিডিউল্ড কাষ্ট এ্যাণ্ড আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ অব পিপল এই জন সমষ্টির জন্য আমরা টাকা খরচ করছি এবং এটাকে আমরা প্রায়রিটি দিয়ে যে বাজেটে ধরেছি তা মাননীয় সদস্যরা বাজেট দেখলেই লক্ষ্য করতে পারবেন। এখানে অনেকে বলেছেন, আমাদের ইলেকশন মেনিফেষ্টো কি ছিল? ইলেকশন মেনিফেস্টোতে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। এটা নিয়ে এখানে বিস্তৃত বলার সময় সেই, তবু আমি বলতে চাই, আমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা, আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছি, বিভিন্ন, ক্ষেত্রে, শুধু শিক্ষার সাফল্যেই নয় এই সম্পর্কে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলে গেছেন, কাজেই আমি আর সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমাদের প্লেন ওয়ার্ক কতটা কার্য্যকরী হচ্ছে, সেটা নির্ভর করছে আমরা জনসাধারণকে তার মধ্যে কতটা ইন্‌ভল্‌ভড করতে পারছি, তার উপর এবং তার সফলতা তাদের কাছে পৌছেছে কিনা, তার উপর। স্যার, ওদের লক্ষ্য হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারী সার্ভে করে, সেটাকে ঢেকে দেওয়া, আর আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারী তুলে দেওয়া। জমির ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, তাহলে বলব যে শুধু জমিদারী প্রথা তুলে দিয়েই নয়, কারন, জমিহীনদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, সে জমি দখল করে রাখবে, আর নামজারী করাটা তো সাংঘাতিক কঠিন ছিল সেই কংগ্রেস আমলে। আজকে আমাদের এই রাজ্যে ল্যাণ্ডলেসের সংখ্যা হল ১, ১৮ ৯০৯ পরিবার তার মধ্যে জমি এলট করা হয়েছে, ৮৭, ০৯৭টি পরিবারকে, এটা ভারেতের মধ্যে একটা রেকর্ড। এই জমি কাদের হাতে চলে যেত? চলে যেত তাদের হাতে যারা রিচ পেজেন্টস এবং যারা জোতদার তাদের হাতে। স্যার, আমরা মহাজনদের শোষণ ক্ষমতা সংকোচিত করেছি কাকে দিয়ে করেছি? না, ব্যাংককে দিয়ে সংকোচিত করেছি। ব্যাংকের কয়টা শাখা ছিল, আর এখন কয়টা হয়েছে? এই অঞ্চলের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা প্রায় আসামের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে, এই অঞ্চলের আর কোথাও এই সংখ্যা হয়নি। এখানে যে জুমিয়ারা আগে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতেন, এখন তারা ও ব্যাংকের থেকে ঋণ পাচ্ছেন।

রুরাল ডেভেলাপমেন্ট গ্রামাঞ্চলে কাজ সৃষ্টি করা, এটা কি আগে ছিল ? আমরা এটা দাবী করতে পারি। কিন্তু এর মধ্যেও দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের ঠকিয়েছে। কি রকমে ঠকিয়েছে ? না, তারা আমরা যে হিসাব দিয়েছি, তা দেখিয়েই আমাদের ঠকিয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে ত্রিপুরাতে শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে কিন্তু ওরা আমাদের হিসাব দেখিয়ে বলছে, না তো, আপনাদের রাজ্যে মাত্র ৫০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, কাজেই এই দিক থেকে আমরা ঠকেছি। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা যদি এই রকম হিসাব দেই, তবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বেশী টাকা পাব, কিন্তু তারা এখন আমাদের কম টাকা দিল, কারণ আমরা এস, আর, ই, পি, এ, আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি পির যে টার্গেট ছিল, সেটা ফুল ফিল করেছি। তারপর আছে অসৎ ব্যবসায়ী। আগে এই রাজ্যটা ছিল তাদের কাছে একটা খোলা ময়দান কেউ কম্পিট কবার ছিল না। আমরা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস করেছি, দোকান করেছি এমন কি গ্রামাঞ্চলে ও দোকান খোলা হয়েছে, সেই সব দোকান এবং তার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের যে দোকান, তার মধ্যে এখন কম্পিটিশান চলছে। তারা জিনিস পত্রের দর কমতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের আইতরমা, এটা এমন একটা দোকান যেটা এই অঞ্চলে কেন, পশ্চিমবঙ্গেও নেই। সেখান থেকে আমাদের হসপিটালগুলিতে রেশন সাপ্লাই কবাও হয়, আমরা যখন একবার ভাবলাম যে কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে রেশন সাপ্লাই কবা হবে, তখন আমাদের একটা সন্দেহ ছিল, যে পারবেন কিনা। এখন যে-কোন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন, জানতে পারবেন কম দামে হাসপাতালগুলিতে রেশন সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষ জানে, আমাদের কো-অপারেটিভগুলি কি কাজ করছে। স্যার একমাত্র এগ্রিকালচারে, যদিও আমরা চেষ্টা করছি কৃষির উন্নতি, করতে, কিন্তু প্রকৃতি এমন নির্মম যে কখনও খরা, কখনও বন্যা আবার কখনও বা ডাবল বন্যা, ফলে আমরা কৃষিতে যতটা এগুবার চেষ্টা করেছি, ঠিক ততটা এগুতে পারিনি। ফলে আমাদের এখনও কিছুটা ডেফিসিট রয়ে গেছে, যেটা আমরা পূরণ করতে পারিনি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ভারতের মধ্যে কয়টা রাজ্য আছে, যে নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করতে পারে ? আমি যদি বাড়িয়ে ও বলি ৫টা, একমাত্র কেরলা রাজ্যের কৃষকেরা সারা ভারতের মধ্যে কিছুটটা বেশী আনত করে, কিন্তু তাদের ও ফোর্টি পার্সেন্ট খাদ্য অন্ধ্র না হয় তো উড়িষ্যা থেকে আনতে হয়। খাদ্যে আমরাও সেলফ সাফিসিয়েন্ট হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রশ্ন হল এফ, সি, আই, যে দরে চাউল বিক্রি করে, সেটা কিনে খাওয়ার ক্ষমতা আমাদের দেশের কৃষকের হয় না।

কাজেই আমরা বলছি, ড্রাই ফার্মিং কর, ফটিকাল্চার কর, রাবার কর, প্লেন্টেশান কর বিভিন্নভাবে যে রাজ্যের মধ্যে দিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ টিলা, তার এক তৃতীয়াংশ কাল্টিভেশানে এসেছে, সেই রাজ্য ট্রেডিশাগ্যাল ক্রপ করে আমরা কৃষকদের বেশী দূর অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারি না। কাজেই যেটা ক্যাশ ক্রপ বা মানি ক্রপ তার উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। জুমিয়াদের ফ্রি সীড্স দিচ্ছি, জুম উইভিং-এর জন্য টাকা দিচ্ছি, জুমিয়া মেয়েদের জন্য পাছড়া স্কীম করে তাদের পকেটে কিছু টাকা দিচ্ছি। আর ফিসারী—ফিস সীড্স দিচ্ছি। আগে কি ছিল? কংগ্রেস আমলে জলাশয়গুলি ইজারা দেওয়া হত তাদের, যারা মৎস্যজীবি নয়। বলুন সত্য কিনা? মাছের কারবারীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই মৎস্যজীবি শ্রমিকের, আর আমরা যখন সরকারে আসি এ' ডম্বুর লেইক, এ' মেলাঘর লেইক এই রকম বিভিন্ন জায়গা ইজরা নিয়ে মাছ ধরত, আর সেই মাছ কালোবাজারীতে পাচার করত। আমরা বল্লাম যে, এই সীষ্টেম চল্বে না, যারা মাছ ধরবে, তারাই মাছ থেকে যে মুনাফা হয়, তার অংশীদার হবে। রুদ্রসাগরের যে কথা মাননীয় সদস্য বল্লেন, সেটা কি তারা চালু করেছেন? তখন একটা মাছ দশটা হাত বদল হত। আমরা কিন্তু এতে একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছি। আমরা কো-অপারেটিভ করে সেই কো-অপারেটিভের হাতে জাল দেব, কো-অপারেটিভের হাতে মাছের চারা দেব এবং কো-অপারেটিভের হাতে মাছের খাদ্য দেব, আর সেই কো-অপারেটিভের মাছ তোমরা বিক্রি করে পায়সা নেবে। স্যার, কুটির শিল্প-স্যার, আমি আগেও বলছি যে, তাঁত তো টাঙ্গানো থাকতো, বাড়ীর সৌন্দর্য্য রক্ষা করত, সেই তাঁতে কখনও শব্দ হত না। এখন সেই হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট দেশের বাইরে যাচ্ছে। এই সরকার যে হ্যাণ্ডলুম আর হ্যাণ্ডিক্রাফ্টকে উৎসাহ দিচ্ছে তার অর্থ কি? কিছু লেবার শ্রেণীর মানুষ তাতে কাজ করছে, এমন কি পরিবারের বাচ্চাটাও নলি তৈরী করে, আর কেউ টানা দেয়, কেউ বা ব দেয়, একটা কাপড় তৈরী করতে গেলে বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আর তাতে পরিবারের সব লোকই লেবার দিচ্ছে, আমরা এই সুযোগটা সৃষ্টি করে দিচ্ছি। তাই তো এই রাজ্যে এখন প্রায় ১ লক্ষ লোক এই তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং কোটি কোটি টাকার এসব শিল্পীদের তৈরী জিনিস বাইরে যাচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, এ্যাসেট্স কি তৈরী হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি এ্যাসেট্স নয়? এই যে বড় বড় ব্রীজগুলি হল—কাঞ্চনপুর ব্রীজ, ছামনু ব্রীজ এবং অন্যান্য নদীর উপর যে ব্রীজগুলি হল, সেগুলির একটাও মাননীয় বিরোধী নেতার চোখে পড়ল না।

এই যে রাবার বাগান, এই যে চা বাগান, এই যে কফি করতে আমরা শুরু করেছি এবং সেই সঙ্গে ফল সংরক্ষনের বিরাট আয়োজন করছি, এর প্রত্যেকটিই এ্যাসেট্‌স। পনের বছর পর দেখবেন যে রাবার বাগান থেকে বছরে ৫ কোটি টাকা ইন্‌কাম হয়েছে। সেটা কার ইন্‌কাম হবে? না এ রাবার বাগানে যারা কাজ করছেন, ইন্‌কামটা তাদেরই। আজকে কাউকে দের হেক্টর রাবার বাগান যদি আমরা করে দেই তাহলে তার ১০ হাজার টাকার এ্যাস্যুর্ড ইন্‌কাম হবে, যে কৃষক বা জুমিয়াও হতে পারে। আর সেজন্যই আজকে রাবার তাদের মনকে আকর্ষণ করছে। আজকে ট্রাইবেল জুমিয়ারা পাগল হয়ে গেছে এবং তারা দাবী করেছে। যে আমাদের এখানে রাবার বাগানে করতে হবে। এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি, কার দৃষ্টিভঙ্গি? না, এটা শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি বা কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি, এটা মধ্যসত্বভোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী না। যারা পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটা মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হয়েছে, সেন্ট্রাল আপনাদের কত টাকা দিয়েছে। কংগ্রেস আমলে কত টাকা দিত? সেই কংগ্রেস আমলের এক টাকার এখন দাম কত? এখন তো সেই টাকার দাম ১২ কি ১৩ পয়সা। আগে এক টাকা দিয়ে যে কাজ করা যেত, এখন ১০ টাকার সেই কাজ করা যায় না। একথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের আমলে কি কম টাকা এসেছে? সব টাকাটাই তো একটা এলাকায় খরচ করা হয়েছে। যেখানে বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা, যেখানে স্কুল আছে, কলেজ আছে, হাসপাতাল আছে, বাজার আছে, এমন কি অফিস আদালত আছে, নাই কি? আর আমরা যে এখন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ করেছি, সেই জঙ্গলে রাস্তা নেই, ঘাট নেই, ডাক্তারখানা নেই, নেই বলতে কিছুই নেই। এখনও দালালদের চোখে পড়ছে না। তাদের চোখে পড়বে কি করে? যারা এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছেন, তাদের তো চোখ পড়ার কথা নয়। তাদের চোখ পড়ছে কি করছে, কি ছিল। কেন উগ্রপন্থির সৃষ্টি হয়েছে? কারণ ট্রাইবেল যুবকেরা বুঝতে পারছেন না যে, এটা তাদের রাজ্য। তারা এখন একটা বাড়ী খুঁজে পায় না যেখানে তারা এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিতে পারে। তাই দালালদের তো এটা বুঝবার কথা নয় তাদের যে কোন জায়গায় যে কোন কংগ্রেসী ভদ্রলোকে বাড়ীতে গেলেই আশ্রয় দেবে। সাধারণ যারা ট্রাইবেল যুবক, তাদের ছেড়ে দিচ্ছেন, এই রাস্তা গ্রহণ করবার জন্য। এই ষষ্ঠ তপশীল, এটা আমরা সংগ্রাম করে এনেছি। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে আমরা যদি তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, যে প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের দিচ্ছি যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ, সংখ্যা লঘু যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের জন্য কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে তৈরী, আর আমরা যদি সেটা রক্ষা করতে পারি, তাহলে আমরা রক্ষা

করতে পারব। এটা কিন্তু মিষ্টি কথায় হবে না। কারণ এই কয়েক বাবুর সঙ্গে ইলেক্টরাল এলায়েন্স করে এই যে টি. এন. ভি. তাকে থামানো যায় না। এই ইলেক্টরাল এলায়েন্‌সের জন্য তাদের পরীক্ষা দিতে হবে. এই কঠিন দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছে। এখানে কেউ বলছেন এত টাকা পাচ্ছেন তা কোথায় যাচ্ছে। আমি তাদের উদ্দেশ্য বলব যে এ. ডি. সির একটা নিজস্ব তহবিল আছে. সেই তহবিলে আমরা টাকা দিচ্ছি. সেই ২৫ কোটি হউক আর ৩০ কোটি হউক আমরা দিচ্ছি এবং আমরা এ. জিকে বলছি যে. তোমরা এটা পরীক্ষা করে দেখ। এ. জি. বল্‌ছেন. আমরা তো এখনও এর জন্য তৈরী নই। এ. জিই এই দায়িত্ব নেবেন এবং এ. জিই দেখবেন। এ. জির সাহায্য নিয়ে এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। কাজেই কারচুপির প্রশ্ন আসে না। আমরা শ্রমিকদেরকে মিনিমাম ওয়েজ দিয়েছি। ভারতবর্ষের কোন বং (ই) রাজ্য এতটা মিনিমাম ওয়েজ দেয় নাই। এতগুলি মিনিমাম ওয়েজ দিয়েছি. এতগুলি গোষ্ঠি আমরা তৈরী করেছি বলে এখানে শ্রমিক ধর্মঘট নেই. এখানে শ্রমিক কর্মচারী এক। মাননীয় স্পীকার স্যার. ভারতবর্ষের কোন জায়গায় কর্মচারী. পুলিশ এমন কি হোমগার্ডকে এমনভাবে সংগঠন করার অধিকার দেই নাই। যেটা আমরা দিয়েছি। সবাইকে সংগঠন করার সুযোগ দিয়েছি। এখানে সবাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সবাই সরকারের কর্মসূচী রূপায়নে সাহায্য করেছে। বিক্ষুব্‌ধ কারা ? বিক্ষুব্‌ধ তারাই যারা ট্রাইবেলদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতো. যারা দোকান করে ঠকাতো. যারা এতদিন ঠিকাদারী করতো। গ্রামের একটা ছোট কাজ তারা ঠিকাদারকে দিয়ে দিতো। আমরা এই সব ছোট কাজ ট্রইবেল বেকার যুবক-দেরকে দিয়ে দিচ্ছে। যারা সামান্যতম লেখাপড়ার সুযোগ পান না। যারা এক জমি নিয়ে সংসার চালাতে হয়। এই বামফ্রন্ট এক মাত্র সরকার এদের প্রতি নজর রাখে। এতে খুশী হবে না মহাজনরা. এ কনট্রাকটার খুশী হবে না যারা পাট দাদন করতো। মাননীয় স্পীকার স্যার. এই সব কথার আমি জবাব দেব ? মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে মন্ত্রীদের গাড়ী বাড়ী হচ্ছে। এটা তো মাঠের বক্তৃতা নয়। এই বিধানসভায় কিছু বলতে হলে দায়িত্ব নিয়ে বলবেন। ওরা আপনাকে নূতন লীডার করেছে। আপনার সম্মান রাখা দরকার। কিন্তু আমি আপনার সম্মান রাখব কি করে ? এই রকম একটা মিছা কথা আপনি বলবেন ? আমি আপনার সম্মান রাখতে পারি না। এটা করা উচিত নয়। প্রত্যেক কে খুশী করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক রাজ্যে দুটো শিবির আছে। একটা হচ্ছে ওদের শিবির আরেকটা আমাদের শিবির। আমাদের শিবিরে আছে ল্যানডলেস, ওদেরকে আমরা জমি দিয়েছি। ওরা শ্রমিক নিয়োগ করে। বামফ্রন্ট সরকার লেবারের রোজী বাড়াচ্ছে। বিরোধী দলের নেতার নালিশ মুনি পাওয়া যাচ্ছে না। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা মুনি দিনে ৩০ টাকা রোজগার করতে পারে। ওরা ক্ষুব্ধ, কারণ শোষণের পরিধি কমে আসছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনটা শহর ওদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। একটা বিলোনীয়া, একটা সোনামুড়া আরেকটা বিশালগড়। মিনি টার্ম শহর। এই নিয়ে আপাততঃ খুশী থাকুন। আমি শুনলাম বিশালগড়ে ৭০/৮০টা স্কুটার, মটর সাইকেল। এবার বুঝুন কাদেরকে নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিলোনীয়া ভাল প্রতিনিধি পেয়েছেন। শিক্ষক ছিলেন। উনি কাকে সাহায্য করছেন? সোনামুড়া—কাকে সাহায্য করছেন? ওদের দুঃখ, ওদের সম্ভবতঃ বাছাই করা পুলিশ অফিসার আছেন। তারা সুবিধা পাচ্ছেন না। বিশালগড়ে আমি গিয়েছিলাম। আমার গাড়ীটা পুলিশ এক জায়গায় আটকাল। ইলেকশনের ব্যাপারে আমাকে যেতে হয়েছিল। একজন বি, ডি, ও বললেন আমি শুনলাম যে, ওখানে ৭০/৮০ টাকা ঘুষ না দিলে পুলিশের পোষ্টিং হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, চাকুরীর ব্যাপারে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। দুর্নীতি এই সব কথা বলা হয়েছে। প্রথমে এখানে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে গ্রাস রুটে পঞ্চায়েত আর কো অপারেটিভ। আমরা আসার পর গোপন ব্যালটে এই কোঅপারেটিভের নির্বাচন শুরু হল। স্যার, আমরা দুই জায়গায় হেরেছি সোনামুড়া আর মেলাঘরে আমরা দুর্নীতি করলে জনসাধারণ আমাদেরকে বর্জন করবে, আমরা সেটা মাথা পেতে নেব। ওরা হেরেছে মনু বংকুল। তাদের গণতন্ত্রের প্রতি যদি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকে তাহলে সেটা তাদের মেনে নেওয়া উচিত। দুর্নীতি করলে জনসাধারন কানটেনে নামাবে। চাকুরী ক্ষেত্রে কি? এটা আমরা চেলেঞ্জ করে বলতে পারি যে, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত বেকারদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আগরতলা নিয়ে। এখানে ঘরে ঘরে বি, এ, এম, এ পাশ বেকার। তাদের জন্য আমরা দুঃখিত। আমাদের সরকারের-যে নীতি আছে তাতে প্রত্যেক পরিবারের একজনকে চাকুরী দিতে হবে। আমাদের কাছে এসে অনেকে বলছেন যে, আমার মেয়েটাকে চাকুরী দেন, ওর বিয়ে হচ্ছে না। সুখময় সেনগুপ্তের আমল হলে হয়তো দিতেন। কিন্তু আমাদের একটা নিয়ম-নীতি আছে। এর বাহিরে যেতে পারি না।

এই ক্ষেত্রে একটা চাকুরী না হলে আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আমার মেয়েটাকে একটা চাকুরী দিন। সুখময় সেনগুপ্ত বলে দিতেন। নিজে না হলেও তাঁর বাবা আছে তারা চাকুরীতে চলে যেত। সে লোক এখনও আছেন, যারা টাকা দিয়ে চাকুরী পেয়েছেন। অন্য জায়গায়ও চাকুরী পেয়েছেন। এইখানে এমন একজন লোক কি আছেন যারা টাকা দিয়ে চাকুরী পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বাছাই হতে ভুল হতে পারে, এস, ডি, ও, তদন্তে ভুল হতে পারে। একটা ফেমিলিকে তিনটা চারটা পার্ট করে রেখেছেন, তাতে ভুল হতে পারে। কিন্তু দুর্নীতি হয়েছে সে কথা বলতে পারেন না। মিঃ স্পীকার, স্যার, বেকারদের নিয়ে ওরা যে খেলা শুরু করেছেন সেটা ওদের মারাত্মক ভুল। বেকার ঐক্য সংস্থা করেছেন। নকসাল, এন্টি-স্যোসাল, কংগী নিয়ে ডেপুটি সি, এম, সেখানে গেছেন। চাকুরী চাই ডেপুটি সি, এম, এর কাছে? চাকুরী পেতে হলে, জব কর্ম ফিলআপ করো। চাকুরীর জন্য বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দাও। তা না ডেপুটি সি, এম, এর কাছে চাকুরী চাওয়া হচ্ছে।" দৈনিক সংবাদ" বাড়িয়ে বলেছেন, লাঠি চার্জ করেছে। ডেপুটি সি, এম, বলেছেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাঁরা এই পদ্ধতিতে যদি চলতে থাকে, কংগ্রেস (আই) যদি এটা করেন, তাহলে বুমেরাং হবে। মন্ত্রীর মিটিংয়ে, মন্ত্রীর প্রোগ্রামে যদি বাঁধার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে ছোট দল হলেও মন্ত্রীদের একটি দল আছে, তারা এটা সহ্য করবে না। এটা পদ্ধতি নয়। এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার পদ্ধতি। নক্সালের লেজুরে লেজুরে চলছেন যারা তারা সরে আসুন। বেকার ঐক্য সংস্থা নয়। এইখানে মন্ত্রীর কাছে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কি সি, এম, কি ডেপুটি সি, এম, কি অন্যান্য মন্ত্রীর বাড়ীতে যে-কোন লোকের বাড়ীতে যে-কোন সময় যেতে পারেন। তাঁরা সবাই যারা যাচ্ছেন দেখা করতে, তাদের বক্তব্য শুনে থাকেন। গণতান্ত্রিক অধিকারে কিছুমাত্র বাধা সেখানে নেই। কিন্তু তা সত্বেও যদি কেহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায়। তাহলে বুমেরাং হবে। কাজেই আমি আশা করি, এই পথে তারা যাবেন না। আমি কালকে বলেছি, যারা ও, বি, সি করছেন তারা শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙ্গবার জন্য যে ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র থেকে তারা সরে দাঁড়ান। স্যার, আজকে এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা এখানে উঠেছে তা সঙ্গত কারনেই উঠেছে। স্যার, অভিযোগ যদি আনতে হয় তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলা দরকার। কিন্তু আমরাতো তা বলছি না। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিও তা বলছে না। পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করুন তা আমরা বলছি না। কংগ্রেস (আই) শাসিত

রাজ্যে রাজ্যে যা চলছে তারজন্য পদত্যাগ করুন আমরাত একথা বলছি না। বিহারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০তে বিহারে খুনের ঘটনা ছিল, ২,০৯০। আর ১৯৮৬ সালে তা বেড়ে ৪, ৪০০ হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ডবল হয়ে গেছে। মধ্য প্রদেশে দৈনিক ৫জন খুন হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য দিয়েছেন। নারী ধর্ষণ, বলাৎকার এইগুলিতো আছেই। বামফ্রন্ট সরকার পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করছে? তাঁরা নাকি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু এ সব জায়গায় তা হচ্ছে না। হচ্ছে এসব ঐসব জায়গাগুলিতেই। বিহারে একজন অ্যামপ্রয়ীকে বিনা বিচারে আটক করে রেখে দিচ্ছে, কথায় কথায় সেখানে গুলি চলে। বিভিন্ন দিক থেকে পুলিশের হাতকে শক্ত করার জন্য যত আইন কেন্দ্রের হাতে আছে তার সবগুলিই বিহার প্রয়োগ করছে। আমরাত তা করছি না। আমরা তো জনসাধারন এর ক্ষমতার বিশ্বাস করি। কাজেই এখানে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করার অভিযোগ আসতে পারে না। এখানে পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করছে। আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করছি না। অন্য রাজ্যে পুলিশকে দিয়ে নোংরা কাজ করাচ্ছে। বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠি পুলিশকে দিয়ে নোংরা কাজ করাচ্ছে। আমরা এখানে পুলিশকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করি না। কাজেই আমরা নিষ্ক্রিয় করে রাখি নি। স্যার, এখানে একটি গভর্ণমেণ্ট ছিল। আমরাও তার অংশীদার ছিলাম। টেলিফোনে চাকুরী চলে। সরকারের কথা মত চলে নি বলে চাকুরী চলে গেল। এই ধরনের সরকার এখানে ছিল যে টেলিফোনে পুলিশ অফিসারের চাকুরী নিয়ে নেয়। আমি তাঁর নাম বলছি না। কারণ, আমিও সে সময় ছিলাম। কিন্তু এই সরকার তো চলতে পারে না। এখানে আইন, নিয়ম-নীতি অনুসারে যে কোন অভিযোগ আপনারা করতে পারেন। পুলিশের বিরুদ্ধে করতে পারেন, অন্য অফিসারদের বিরুদ্ধে করতে পারেন, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে করতে পারেন। আইন সঙ্গত ভাবে সেই সব অভিযোগের ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করব। সর্বশেষ আমি একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যা বলেন, আমরা নিজেরাও তা বলছি, এবং সেই সংগ্রামটাকে সর্বনিম্ন স্তরে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি এটা লক্ষ্য করেছি, বিষয়টিকে আপনারা হালকা ভাবে দেখার চেষ্টা করছেন। বিরোধী দলের নেতাকে বলব, এটাকে হালকা ভাবে নেবেন না, এটা হালকা করে দেখার বিষয় নয়। আমি আপনাদের সঙ্গে দশবার বসতে রাজী আছি। এই জি, এন, ভি, কালকে যারা আমার কাছে আত্ম-সমর্পন করেছেন এই হাউসে তথ্য আমি দিতে পারছি না। কারণ, তাহলে তু'

জনের জীবন বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। এই মাসের ১২ তারিখ তারা ক্যাম্প ছেড়েছে। আজকে ১৭ তারিখ। কি বলেছেন? আপনার কথায় এক্ষণি আসছি, আপনি যা করেছেন সেই ব্যাপারে এক্ষনি আসছি। যে সব তথ্য আমরা পাচ্ছি, তাতে আপনাদের খুশী হবার কোন সুযোগই নেই। ওরা যত লাফাচ্ছেন, কেন আসছে না ওরা? আমার বিলোনীয়ার সদস্য, আমার সোনামুড়ার মাননীয় সদস্য ওরা কি বলছেন কি? ওরা যা বলছেন তার অর্থ হচ্ছে, ওরা থাকুক, ওরা আসুক, ওরা খুন করুক, আমরা ফয়দা তুলব। এটা বড় নোংরা রাজনীতি। এটা' আমরা বাঙালী' থেকে শুনতে পারি, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে শুনব কেন? শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমরা ট্রাইবেলের সমর্থনে কিছু বললেই আপনারা বলেন, সাম্প্রদায়িক। এটাতো কংগ্রেস (আই) এর নীতি না, এই কথাতো কংগ্রেসের মুখে কোনদিন শুনিনি। যেখানে নন-ট্রাইবেলের হাতে ভয়ঙ্কর রকমের হাতবোমা ত্রিপুরায় এসে পৌছে তাদের কথা কি আমাদের চিন্তা করা উচিত? আমরা কি ৭০ ভাগ লোকের কথা চিন্তা করব, নাকি ৩০ ভাগ লোকের কথা চিন্তা করব। যেখানে বাঙ্গালিস্থানের জন্য একটা নূতন বাহিনী তৈরী করা হলো, একটা হাই এ্যকসপ্লোজিভ বোমা ত্রিপুরায় প্রথম এলো, যেখানে সাম্প্রদায়িক এত সক্রিয়, সেখানে কি আপনারা এটা হাল্কা ভাবে নেবেন? ত্রিপুরা অত্যন্ত এ সেনসেটিভ এরিয়া। তাই আমি বিরোধী দলের নেতাদের, এবং সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি যে আমাদের সংহতি আন্দোলনকে শক্তিশালী করার দরকার আছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন তাতে আমি একশত ভাগ রাজী আছি এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী আমরা গ্রহন করব এই আশ্বাস দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হলো।

এই সভা আগামী ১৮ই মার্চ, বুধবার, ১৯৮৭ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. :—249

Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath
Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৭ ইং সনে ত্রিপুরায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। ১৯৮২ ইং সন হইতে ১৯৮৬ইং সন পর্য্যন্ত কতটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কতজন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছিল (কেন্দ্র ও বৎসর ভিত্তিক আলাদা হিসাব) ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb

১। বিভাগ ভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সঙ্গীয় "ক" ও 'খ' তালিকায় দেওয়া হইল ;

২। কেন্দ্র ও বৎসর ভিত্তিক মাধামিক পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত সঙ্গীয় "গ" "ঘ" 'ঙ' "চ" "ছ" তালিকায় দেওয়া হইল।

"ক"—তালিকা

১। ১৯৮৭ইং সনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ (চল্লিশ) ও ২১ (একুশ)

বিভাগ ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্রের ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মাধ্যমিক পরীক্ষা—১৯৮৭ ইং

বিভাগ	পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১। ধর্মনগর	৪	২৫২১
২। কৈলাশহর	৩	১৯১৮
৩। কমলপুর	২	১১১৭
৪। অমরপুর	১	৬২৬
৫। উদয়পুর	২	১৫৯১
৬। বিলোনীয়া	২	১৮৯০
৭। সাব্রুম	২	৬৪৪
৮। খোয়াই	৩	২৩৭৩
৯। সোনামুড়া	২	১০৬৯
১০। সদর	১৯	৮৭১১
মোট—	৪০	২২,৪৬০

"খ"—তালিকা

উচ্চ মাধ্যমিক (+২ স্তর) পরীক্ষা—১৯৮৭ ইং

বিভাগ	পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১। ধর্মনগর	১	১১২৬
২। কৈলাশহর	১	৮৩০
৩। কমলপুর	১	৬০১
৪। অমরপুর	১	১৪৫
৫। উদয়পুর	১	১০৪৭
৬। বিলোনীয়া	১	১১৭১
৭। সাব্রুম	১	৩৬৮
৮। খোয়াই	২	১০৬৪
৯। সোনামুড়া	১	৪৮৪
১০। সদর	১১	৪৯৫৯
মোট—	২১	১১,৭৯৫

"গ"—তালিকা

২। কেন্দ্র ভিত্তিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর হিসাব সন—১৯৮২ ইং

ধর্মনগর	১২২৫	কুলাই	১৮৬
কাঞ্চনপুর	২৩০	অমরপুর	২৬১
কৈলাশহর	৬০০	উদয়পুর	৮৬৪
ফটিকরায়	৪১৬	বিলোনীয়া	৭৩৫
কমলপুর	৪৮৪	বগাফা	৪০২
সাব্রুম	৪১০	বোধজং (বালক)	৬৫৪
সোনামুড়া	৭১৬	প্রাচ্যভারতী	৪৫০
খোয়াই	৮০২	প্রগতি	৪৯৪
তেলিয়ামুড়া	৮১০	শিশুবিহার	২৯২
বিশালগড়	৭৫২	বাণী বিদ্যাপীঠ	৪৭৮
জিরানীয়া	৩৬৩	বিজয়কুমার	৫৫২
অরুন্ধুতীনগর	২৮৮	রামঠাকুর (বালিকা)	২৮৮
অভয়নগর	২৫১	রামনগর	১৯৯
বড়দোয়ালী	৪৭১	মহারাণী তুলসীবতী	৬৮৯
উমাকান্ত	৪৪৩		

"ঘ"—তালিকা

সন—১৯৮৩ ইং

ধর্মনগর	১৩৯৩	খোয়াই	১১০৩
কাঞ্চনপুর	২৯৬	কল্যাণপুর	৩০১
কৈলাশহর	৭২৮	তেলিয়ামুড়া	৪৭২
ফটিকরায়	৫১৯	সোনামুড়া	৮৪২
কমলপুর	৬০১	বিশালগড	৮২০
কুলাই	২০৯	জিরানীয়া	৪০৮
অমরপুর	৩৩১	মহিলা মহাবিদ্যালয়	৮১৪
উদয়পুর	৭৮৬	অভয়নগর	৩১০
কাকড়াবন	৩৬৬	অরুন্ধুতীনগর	৩১৫

বিলোনীয়া	৮৭২	উমাকান্ত	৪৭১
বগাফা	৪৭২	প্রাচ্যভারতী	৪৫৭
সাব্রুম	৪৭০	প্রগতি	৪৫৫
রামঠাকুর (বালক)	২৯৮	রামনগর	২১১
মহারাণী তুলসীবতী	৬৮৬		
রামঠাকুর (বালিকা)	৩১০		
বাণী বিদ্যাপীঠ	৫১০		
বিজয়কুমার	৫৬১		

"ঙ"—তালিকা

সন—১৯৮৪ ইং

ধর্মনগর	১৪১২	বিলথৈ	২৫৩
কাঞ্চনপুর	৩০০	মনু	৩৭৬
কৈলাশহর	৮৮০	অভয়নগর	৩৫০
ফটিকরায়	৬৫৮	অরুন্ধুতীনগর	৩৪৯
কমলপুর	৬৮৫	উমাকান্ত	৫৮৮
কুলাই	২৭৭	প্রাচ্যভারতী	৪৬১
অমরপুর	৪২২	প্রগতি	৪৬৫
উদয়পুর	১০৩২	বাণী বিদ্যাপীঠ	৫২৭
কাক্‌ড়াবন	৩৯৭	বিজয়কুমার	৫৬০
বিলোনীয়া	১১২৯	শিশুবিহার	৩০৪
বগাফা	৫৭০	রামনগর	২১১
সাব্রুম	২১৫	রামঠাকুর (বালিকা)	৩০৬
খোয়াই	১১৭১	বোধজং (বালক)	৬০৭
কল্যাণপুর	৩৬৬	নেতাজী	৫৫৪
তেলিয়ামুড়া	৫২০	মহাত্মা গান্ধী	৩৭০
সোনামুড়া	৭৬৯	বড়দোয়ালী	৪৬১
বিশালগড়	৮০৭	বোধজং (বালিকা)	৪৭৮
জিরানীয়া	৫২১	বিশ্রামগঞ্জ	৩৮৯

"চ"—তালিকা

সন—১৯৮৫ ইং

ধর্মনগর	১২৪২	সাব্রুম	২০৩
কাঞ্চনপুর	৩০৮	মনু	৪৪২
কদমতলা	২৮৯	বোধজং (বালক)	৬৪৫
বিলথৈ	২৯৯	রামঠাকুর (বালক)	২৪৮
কৈলাশহর	৮৬০	প্রগতি	৪৩২
ছৈলেংটা	২৭৩	অরুন্ধুতিনগর	৩২৫
ফটিকরায়	৫০৫	নেতাজী	৫৮২
কমলপুর	৬৭৯	প্রাচ্যভারতী	৪৭১
কুলাই	২৮৯	বড়দোয়ালী	৩৭৮
খোয়াই	১২১৪	উমাকান্ত	৫০০
কল্যাণপুর	৩৫৪	মহারাণী তুলসীবতী	৬৭২
তেলিয়ামুড়া	৫২৬	বিজয়কুমার	৫৬২
বিশালগড়	৭০০	বোধজং (বালিকা)	৩৮৩
বিশ্রামগঞ্জ	৪১৮	শিশুবিহার	৪৪১
জিরানীয়া	৫২২	রামঠাকুর বালিকা	৩৩৬
সোনামুড়া	৫০১	বাণী বিদ্যাপীঠ	৫২৪
মেলাঘর	৪৩২	রামনগর	২৩৪
অমরপুর	৪৭৭	উদয়পুর	৯৪২
কাকৃড়াবন	৩৮৯	বিলোনীয়া	১১৬৩
বগাফা	৪৯৮		

"ছ"—তালিকা

সন—১৯৮৬ ইং

ধর্মনগর	১০২৫	খোয়াই	১২১৭
কদমতলা	৩১৮	কল্যাণপুর	৩৯০
বিলথৈ	৩৩৭	তেলিয়ামুড়া	৫৭২
কাঞ্চনপুর	৩৮৫	বোধজং (বালক)	৬৩৯

ছৈলেংটা	২৮৬	নেতাজী	৫৭৬
ফটিকরায়	৬৪৯	বড়দোয়ালী	৪০০
কৈলাশহর	৯০২	রামঠাকুর (বালক)	২৬৫
কুলাই	৩১৩	প্রগতি	৪৫০
কমলপুর	৭৮৭	প্রাচ্যভারতী	৩২৪
সাক্রুম	২৫৫	মহাত্মা গান্ধী	৩৫৫
মনু	৩৫৪	স্বামী দয়ালানন্দ	২৪১
বিলোনীয়া	১২৫৯	উমাকান্ত	৫৩৪
বগাফা	৫৩৫	মহারাণী তুলসীবতী	৬৭৪
অমরপুর	৫৫৯	বোধজং (বালিকা)	৩৯৪
উদয়পুর	১৮৫	বাণী বিদ্যাপীঠ	৫২১
কাকড়াবন	৪০০	শিশুবিহার	৪৪৬
সোনামুড়া	৪৯৯	রামনগর	২০১
মেলাঘর	৪৮৫	রামঠাকুর (বালিকা)	২৮৭
বিশ্রামগঞ্জ	৩৭৬	অভয়নগর	২৬০
বিশালগড়	৮০১	বিজয়কুমার	৪৯৩
জিরানীয়া	৬০৪		

ANNEXURE- -"ড"

Admitted Starred Question No. :— 74

Name of M. L. A. :— Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depertment be pleased to state ;—

১। কাঞ্চনপুর ব্লক অন্তর্গত ভাল্লুমছড়া এস, বি, স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য এক বছর পূর্বে অর্থ মঞ্জুর করা সত্বেও এখনও কাজ না হওয়ার কারণ কি, এবং

২। ইহা কি সত্য উক্ত স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের বসার উপযুক্ত বেঞ্চ, বা সিট্ না থাকার কারনে বহু ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রী উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

৩। সত্য হলে ১৯৮৬ইং সনে কত কতজন ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ?

ANSWER

Minister in-Charge .—Sri D, Deb.

১। সত্য নহে

২। সত্য নহে

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. :—90

Name of M. L. A :—Shri Shyama Chandra Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deparfment be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে নবোদয় বিদ্যালয় কোথায় কোথায় স্থাপন করা হচ্ছে।

২। কোন বছর থেকে উক্ত বিদ্যালয়গুলি চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge :—Shri D. Deb

১। দক্ষিন ত্রিপুরায় তাক্‌মাছড়া মৌজার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগর (বিলোনীয়া) আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের বামদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরায় তুই সিন্রাই মৌজার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুই সিন্রাই বাড়ী (নেপালটীলা) এবং উত্তর ত্রিপুরায় নালকাটা মৌজাধীন ৮১ মাইল গ্রামে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

২। এথনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No :—125

Name of Member :—Shri Mano Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

ক) সমাজ শিক্ষার বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন বালোয়ারী কেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের

Nutrition Scheme খাদ্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে কিনা ;

খ) না করা হলে গ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের আর্থিক মানের কথা চিন্তা করিয়া অবিলম্বে শিশুদের অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা কল্পে প্রত্যেক বালোয়ারী কেন্দ্রে শিশু খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister : Shri Dasarath Deb

ক) হ্যাঁ, হয়েছে।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 135

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১। ১৯৭৭-৭৮ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার মোট কতটি এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নিত করা হয়েছে ;

২। তন্মধ্যে কোন ব্লকে কতটি

ANSWERS

Deputy Chief Minister :—Shri D. Deb

১। মোট ২৫৩টি এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।

২। নিম্নলিখিত তালিকায় ব্লকের নাম ও উন্নীত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

১) পানিসাগর—১৮
২) কাঞ্চনপুর—৮
৩) কুমারঘাট—২০
৪) ছাওমনু—৬
৫) সালেমা—১২
৬) খোয়াই—১৪
৭) তেলিয়ামুড়া—১৩
৮) জিরানীয়া—১৬
৯) মোহনপুর—১৭
১০) বিশালগড়—২৭
১১) মেলাঘর—১৩
১২) মাতাবাড়ী—২২
১৩) বগাফা—১৩
১৪) রাজনগর—১৪
১৫) সাতচান্দ—১৫
১৬) অমরপুর—৭
১৭) ডুম্বুর নগর—২

ব্লক অঞ্চল বলিতে গ্রামাঞ্চল বোঝানো হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 238

Name of Member :—Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble *Minister-in-charge of the Education* Department be pleased *to state* :—

1. চড়িলাম Class XII বিদ্যালয়ের Boundary wall দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

2. যদি থাকে তবে তাহা কবে পর্যন্ত Boundary wall দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 239

Name of M. L. A. : Shri Matilal Saha

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় Class xII বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজনের তুলনা যথেষ্ট নয় ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। ইহাও কি সত্য যে বিশালগড় এবং কড়ইমুড়া Class xII বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri Dasaratha Deb

১। হ্যাঁ সত্য।

২। ইতি মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দুই জন বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ করিবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই এই পদগুলি পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। হ্যাঁ, আংশিক সত্য। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই। উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পদটি পূরণ করিবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদটি পূরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। কড়ই-মুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে লোক নিযুক্ত আছে।

Admitted Starred Question No. 263

Name of Member : Sri Len Prasad Malsai

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Question

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের ৪২টি গাঁও সভায় জনসাধানের প্রয়োজন অনুসারে আরও ৫০টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে কিনা,

২। যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে রাজ্যসরকার উক্ত বিষয়ের কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন কি না ?

৩। যদি পাঠিয়ে থাকেন তার ফলাফল, এবং

৪। উক্ত ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করে থাকলে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge Dy. Chief Minister Shri Dasarath Deb

১। কাঞ্চনপুর মূলত: ট্রাইবেল ব্লক। এখানে ৪২টি গাঁওসভার মধ্যে সবগুলি গাঁওসভা উপজাতি অধ্যুষিত নয়। মাত্র ২৬টি গাঁওসভা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বাদ বাকি ১৬টি গাঁওসভায় মিশ্র জাতির বাস। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে ট্রাইবেল ব্লকে প্রতি ৭০০ জনসংখ্যার জন্য ১টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র বরাদ্দ করা হয়। তদনুযায়ী ২৬টি গাঁওসভার জনসংখ্যা যেহেতু ২৪,৫২৪ জন। যেহেতু এখানে মাত্র ৩৫টি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র খোলার কথা। সেই স্থলে মিশ্র জাতি অধ্যুষিত বাকি ১৬টি গাঁওসভাতে ও উক্ত গ্রাম বাসীর সুবিধার্থে আরও ১৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে। সুতরাং আরও ৫০টি কেন্দ্র খোলার প্রশ্ন এখন বিবেচনা করা হচ্ছে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No. :—286

Name of Member:— Shri Len Prasad Malasi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Depertment be pleased to state ;—

QUESTION

১। রাজ্যের অঙ্গনওয়াদী সেন্টার নির্মান ও উন্নতির জন্য যে টাকা ব্লকে দেওয়া হয় সেই টাকা দ্বারা সি, ডি, পি ও দের মাধ্যমে কাজ করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-in Charge :—Dy Chief Minister : Shri Dasarath Deb

১। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর নির্মান করার জন্য ভারত সরকার ১৫০০ টাকা মঞ্জুর করে থাকেন। এই স্বল্প টাকা দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর তৈরী হয় না। সরকারের বিভিন্ন খাত হইতে আরও টাকা সংগ্রহ করে এই ঘর তৈরী করা হয়। যে হেতু বি, ডি, ওর কাছে এই সকল ফাণ্ডের সুযোগ সুবিধা আছে সেই হেতু বি, ডি, ও কে অঙ্গনওয়াড়ী ঘর তৈরী করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। ঘর তৈরী ছাড়া, গঠন অনুসারে স্কিমের সব টাকা সি ডি পি ও কে দেওয়া হয় তিনি সে টাকা প্রজেক্টের উন্নতির জন্য ব্যয় করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. :—298
Name of Member:—Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

1. বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ;

এবং

2. থাকিলে উপরিউক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার জন্য কোন স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে কিনা ;

3. হয়ে থাকলে কোথায়,

ANSWER

Minister in-Charge :—Shri D, Deb.

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—299
Name of M. L. A. :—Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁওসভা অধীনে বনপল্লী। জে, বি, স্কুলের গৃহ নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। বনপল্লী জে, বি, নামে কোন স্কুল নাই, তবে সিপাইজলা বনপল্লী জে. বি, নামে একটি স্কুল আছে। সেই স্কুলের কিছু কাজ বাকী আছে।

২। বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা সম্পূর্ণ করা যায়নি।

Admitted Starred Question No. 311

Name of M. L. A. : Sri Rabindra Deb Barma

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়া হাইস্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসের গৃহ নির্মানের কাজ প্রায় দুবছর আগে সম্পন্ন হওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ছাত্রাবাসটি খোলা হচ্ছে না।

২। সত্য হলে তার কারণ কি এবং

৩। কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। ইহা সত্য নহে। ছাত্রাবাস নির্মানকার্য্য শেষ হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ছাত্রাবাসের গৃহনির্মানের কাজ সম্পন্ন হইলেই ছাত্রাবাসটি খোলা হইবে।

Admitted Starred Question No. 330

Name of M. L. A. :—Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাসহর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে Darchai Christion Gr. High school টি কবে এবং কোন তারিখে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কবে থেকে Govt. Aid দেওয়া হইতেছে ;

২। বর্তমানে উক্ত স্কুলে কতজন ছাত্রছাত্রী হোষ্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ;

৩। উক্ত দারচই—খৃষ্টান জুনিয়র হাইস্কুলে মনিং সিফটে প্রাইমারী স্তরে কতজন ছাত্রছাত্রীর জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge :—Shri D. Deb

১। ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ১-৪-৮০ইং তারিখ থেকে Govt. aid দেওয়া হইতেছে,

২। ১৯৬জনকে বিভিন্ন ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে এবং ১০০ জন ছাত্রছাত্রী হোষ্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছে ;

৩। ১৪৮ জনের

(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No. 331

Name of M. L. A. : Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Question

১। অমরপুর মহকুমার ডম্বর ব্লক এলাকায় বর্ত্তমানে মোট কয়টি আই, সি, ডি, এম কেন্দ্র আছে।

২। এবং তার মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে, এবং কয়টি বন্ধ হয়ে গেছে।

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত এলাকায় বেশ কয়টি আই, সি, ডি, এম, কেন্দ্রের জন্য গত পাঁচ ছয় বছর যাবৎ গৃহ নির্ম্মান করা হইতেছে না।

৪। সত্য হলে তার কারণ?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri Dasarath Deb

১। অমরপুর মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লক এলাকায় বর্ত্তমানে ৫০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

২। সবগুলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রই চালু আছে।

৩। ইহা সত্য যে কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে গত পাঁচ বছর গৃহ ছিল না, তবে জন সাধারণ কর্ত্তৃক কেন্দ্রের কাজ চালানোর জন্য গৃহ দেওয়াতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কাজ কর্ম বন্দ হয় নাই।

৪। আই, সি, ডি এম এর জন্য বরাদ্ধ অর্থের মধ্য অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র নির্মানের ও আর্থিক সংস্থান আছে। কর্মসূচীর গঠন অনুসারে প্র.০..টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের গৃহ নির্মানের জন্য ১,৫০০ টাকা অর্থ বরাদ্ধে রাখা হইয়াছে। এই স্বল্প পরিমান অর্থ দ্বারা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের স্থায়ীও মজবুতঘর নির্ম্মান করা কখনই সম্ভব নয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও প্রথমাবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সব কটি ঘরই অস্থায়ী ভাবে নির্মান করা হইয়াছিল এবং সব কটি ঘরের মধ্যে কিছু কিছু ঘর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হইয়া যায়। তবে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কাজ চালানোর জন্য গৃহ দেওয়াতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে কাজ কর্ম বন্ধ হয় নাই।

Admitted Starred Question No :— 334

Name of Member :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লকে I C D S প্রকল্প অনুসারে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ;

২। অমরপুর ব্লকে উক্ত প্রকল্প কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

৩। বর্তমানে রাজ্যে অঙ্গনওয়াদীর সংখ্যা কত ;

৪। উক্ত প্রকল্পে ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ;

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister
Sri Dasarath Deb

১। উত্তর ত্রিপুরার ছামনু, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর, সালেমা, কুমারঘাট, দক্ষিণ ত্রিপুরার সাতচাঁদ, ডম্বুরনগর, রাজনগর, মাতাবাড়ী ; পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই, টাকারজলা, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর এই ১৩টি ব্লকে আই, সি, ডি, এস প্রকল্প চালু হয়েছে।

২। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে অমরপুর ব্লকে আই, ডি, সি, এস প্রকল্পের কাজ শুরু করার বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৩। ১৩টি প্রকল্পে ত্রিপুরায় বর্তমানে অঙ্গনওয়ারী কর্মীর সংখ্যা মোট ১,৩০৮।

৪। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে ৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে ৯৬.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :—337

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Saha, Shri Tarani Mohan Sinha and Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কতজন বেকার জব ফরম পূরণ করেছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এদের মধ্যে উপজাতি তপশীলজাতি, মুসলিম, সাধারণ সম্প্রদায় ভুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা কত ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। এদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা কত ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb

১। উক্ত সময়ে মোট ৫৩,০৩৫ জন বেকার চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এই সঙ্গে প্রদত্ত তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

২। প্রয়োজনীয় তথ্য এই সঙ্গে প্রদত্ত তালিকায় দেওয়া হয়েছে। মুসলীমদের জন্য পৃথক হিসাব রাখা হয় নাই।

৩। মহিলাদের জন্য পৃথক হিসাব রাখা হয় নাই।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষা বিভাগে জব ফরম্ জমা দিয়েছেন এরূপ বেকারদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	উপজাতি	তপঃ জাতি	অন্যান্য	মোট
১।	সদর	১,২২৫	১,৯০২	১৯,৭৪৫	২২,৮৭২
২।	খোয়াই	৩৩৬	৪১৪	৩,৪৮৮	৪ ২৩৮

৩।	সোনামুড়া	৩৪	৯০৩	১,৯৮৫	২,৯২২
৪।	উদয়পুর	১০৯	৫৯৭	৪,০১২	৪,৭১৮
৫।	অমরপুর	৩৩	১৬৪	৬৬৬	৮৬৩
৬।	বিলোনীয়া	৬৮	৩৭৭	৪,০১৬	৪,৪৬১
৭।	সাব্রুম	৭১	১৯৫	১ ৩০১	১,৫৬৭
৮।	কমলপুর	১৬৬	৩৭৪	২,১৪১	২,৬৮১
৯।	কৈলাশহর	১৬৪	২৮৫	৩,৩৮৩	৩,৮৩৩
১০।	ধর্মনগর	১০৭	২১৭	৪ ৫৫৬	৪ ৮৮০
	মোট :—	২,০১৩	৫,৭২৮	৪৫,২৯৪	৫৩,০৩৫ জন

Admitted Starred Question No. :—341

Name of Member :— Shri Dbia Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং শিক্ষা বর্ষে উত্তর ত্রিপুরার ছৈলেংটা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কাঠালছড়া টি, এম, সি হাইস্কুলে এবং ধুমাছড়া হাইস্কুলে Primitive Group সহ তপশীলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে Scholarship stipend এবং বুক ব্যাঙ্ক হইতে বই দেওয়া হয়েছিল ; এবং

২। ১৯৮৭ইং শিক্ষা বর্ষে উক্ত দুইটি বিদ্যালয়ে আরও কতজন ছাত্র ছাত্রীকে Scholarship stipend এবং বুক ব্যাঙ্ক হইতে বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D Deb.

১। উত্তর সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া গেল ;

২। সমস্ত ছাত্রছাত্রী যে যে স্কীমে cholarship এবং Stipend পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদের সকলকেই নির্দিষ্ট স্কীমে ঐগুলি দেওয়া হইবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বুক ব্যাঙ্কের বইয়ের ষ্টক হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে আংশিকভাবে বই সরবরাহ করা হইয়াছে। কন্ট্রাকটর বই সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় সমস্ত পুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে যাহাতে,সমস্ত ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে এবং পুস্তক ক্রয় করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

'ক'—তালিকা

ক্রমিক নং	স্কীমের নাম	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			
		১৯৮৫		১৯৮৬	
		কাঠাল ছড়া টি, এম, সি, হাইস্কুল	ধুমাছড়া হাইস্কুল	কাঠালছড়া টি, এম, সি হাইস্কুল	ধুমাছড়া হাইস্কুল
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	প্রি-মেট্রিক স্কলার শীপ	২৯	২১	১১৫	৯২
২।	ড্রেস স্কলার শীপ	—	১৫	৩৬	২০
৩।	এটেন্ডেন্স স্কলার শীপ	--	—	২১	৭
৪।	বুক গ্রান্ট	৫৭	—	৬৬	—

Admitted Starred Question No. 342

Name of M. L. A :—Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা হাইস্কুল, ধুমাছড়া হাইস্কুল, কাঠালছড়া হাইস্কুল, ময়নামা হাইস্কুল, ছাওমনু হাইস্কুল, মাছলি হাইস্কুল এবং করমছড়া হাইস্কুল গুলিতে আজ পর্য্যন্ত কোন Munaging Committee গঠন করা হয় নাই ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে উক্ত স্কুল গুলির উন্নতি করে Munaging Committee গঠন করা হবে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ; যথাযথ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :—352

Name of Member:—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি বালোয়ারী এবং কতটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র হবে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিন জালই বাড়ী ইচ্ছাইলাল ছড়া, তেলেঙ্গা পাড়া বালোয়াড়ী কেন্দ্রের ঘরের জন্য টিন মজুর এবং মাদার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

ANSWER

Minister in-Charge :—Dy. Chief Minister : Shri Dasarath Deb.

১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বৎসরে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার মাতাবাড়ী ব্লকে মোট ১৫৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এগুলি ছাড়া নূতনভাবে আর কোন কেন্দ্র খোলা হইবে না যতদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ না পাওয়া যাচ্ছে।

২। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিন জালাই বাড়ী ইছাইলাল ছড়া, তেলেঙ্গাপাড়া বাগোয়াড়ী কেন্দ্রের ঘরের জন্য টিন অবিলম্বে মঞ্জুর করা হইতেছে এবং বদলীর মাধ্যমে স্কুল মাদার দেওয়া যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitted Starred Question No :—353

Name of M. L. A. :—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারাপুর ও গোপালনগর হাইস্কুলের পাকাগৃহ নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। না।

Admitted Starred Question No. 362

Name of M. L. A. : Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে কয়টি নতুন জুনিয়র বেসিক স্কুল করা হয়েছে এবং কয়টি জে; বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে ;

২। নবোন্নিত বিদ্যালয়গুলো সহ সারা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় রয়েছে ;

৩। নবোন্নিত বিদ্যালয়গুলো সহ রাজ্যে গড়ে কত কি, মি, পর পর বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge :—Dy Chief Minister : Shri Dasarath Deb

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কোন নূতন জুনিয়র বেসিকস্কুল এখনও মঞ্জুর করা হয় নাই। তবে ৭৩ টি জে, বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে।

২। উন্নীত বিদ্যালয়গুলি সহ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—প্রাথমিক—১৮২৫, সিনিয়র বেসিক—৪১৫, হাই—২৭৮, এইচ্, এস,—১০০

৩। গড়ে ৪.৪ বর্গ কি, মি, এলাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়/ বিভাগের সুযোগ পায়, ১৩.২ বর্গ কি, মি, এলাকায় একটি মধ্য বিদ্যালয়/ বিভাগের সুযোগ পায়, ২৭ ৮ বর্গ কি, মি, এলাকা একটি উচ্চ বিদ্যালয়/বিভাগের সুযোগ পায় ও ১০৪.৯ বর্গ কি, মি, এলাকা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ পায়।

Admitted Starred Question No. :—363

Name of Member:— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state ;—

QUESTION

১। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করে ১৯৮৬ সালের ১লা অক্টোবরে নোশান্যাল ফিক্সেশন করার কারণ কি ?

২। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা?

ANSWER

Minister in-Charge of the Finance Department Chief Minister .

১। এরকম কোন বেতন নির্দ্ধারন করা হয় নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 364

Name of M. L. A. :—Shri Sudhir Ranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১। ইহা কি সত যে Rauiganj Girls High School এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে (Subject) শিক্ষকের অভাবে রিতীমত পড়াশুনা না হওয়ায় ছাত্রীরা অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে।

২। যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় বিষয় (Subject) শিক্ষক নিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-Charge :—Shri D. Deb

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—368

Name of Member :—Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :—রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার games and sports-এর উন্নতি কল্পে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

উত্তর :—রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার games and sports এর উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন :—যদি করা হয়ে থাকে তবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর :—রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার games and sports এর উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :—

ক) রাজ্যে ৭০৪টি পঞ্চায়েতে একটি করে প্লে-সেন্টার এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে একটি করে ওয়ার্ড প্লে-সেন্টার এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালটির ১৩টি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্লে-সেন্টার করা হয়েছে।

খ) উন্নতিমানের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং দুইটি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

গ) ভাল খেলোয়াড় বাছাই করার জন্য ১০-১২ বৎসর বয়স্ক ছেলে মেয়েদের নিয়ে ব্লক স্তরে, জেলা স্তরে এবং রাজ্যস্তরে বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে।

ঘ) ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার সুবিধার্থে বিভিন্ন স্কুলের খেলার মাঠ উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঙ) উন্নতধরণের প্রশিক্ষণ এবং রাজ্য রাষ্ট্র এবং আন্তরাষ্ট্রিয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য ত্রিপুরার তিনটি জেলায় তিনটি উন্নতমানের স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে।

চ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বাছাই খেলোয়াড়দের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ শিবির করা হচ্ছে।

ছ) গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের প্রতিভা বিকাশের জন্য গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

জ) মহিলাদের মধ্যে খেলাধুলার উন্নতিকল্পে মহিলা ক্রীডা প্রতিযোগিতা করা হয়।

ঝ) ব্যাপক হারে প্রতিনিধি সমাবেশের জন্য পঞ্চায়েত ভিত্তিক ও ওয়াড' ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়।

ঞ) রাজ্যে উন্নতমানের বিজ্ঞান সম্মত Swiming pool করার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে।

ট) খেলাধুলার উন্নতিকল্পে প্রতিটি ব্লকে, ওয়াডে' এবং বিদ্যালয় সমূহে প্রতি বছর ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হয়।

ঠ) জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়দের জন্যে একটি Sports Hostel করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

Admitted Starred Question No. 376

Name of M. L. A. : Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৭৮ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ১৯৮৭ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় মোট কতটি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ?

২। এর মধ্যে বর্ত্তমানে কতটি চালু অবস্থায় আছে ? এবং

৩। উক্ত মহকুমায় আরও কয়টি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

ANSWER

Minister-in-charge : Dy, Chief Minister : Shri Dasarath Deb

১। ১৯৭৮ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ১৯৮৭ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় ৫০টি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র অনুমোদন করা হয়েছে ও তার মধ্যে ৪৮টি খোলা হয়েছে।

২। এর মধ্যে ৪৮টি বালোয়ারী কেন্দ্র চালু আছে।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন বালোয়াড়ী শিক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. :—409

Name of Member:—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য বর্ত্তমানে বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গদের পেনসন ব্লক অফিস থেকে মানিঅর্ডারে পাঠানোর বদলে পঞ্চায়েত অফিস থেকে দেয়া হবে।

২। ইহা কি সত্য যে এজন্য প্রতিমানে প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েতের পাশ বুকে জমা হবে এবং প্রধান ও পঞ্চায়েত সচিবের দায়িত্বে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে পঞ্চায়েত অফিস থেকে তা দেয়া হবে।

৩। যদি সত্য হয় তা হলে সবগুলি ব্লকে এই এব্যবস্থা ইতিমধ্যে কার্য্য কর করা হয়েছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। ইহা একমাত্র পশ্চিম ত্রিপুরাতে নভেম্বর ১৯৮৬ ইং হইতে ৬ মাসের জন্য পরীক্ষা মূলক ভিত্তিতে চালু করা হইয়াছে।

২। হ্যাঁ, একমাত্র পশ্চিম জেলাতেই।

৩। না।

Admitted Starred Question No. :—410

Name of M. L A. :— Shri Bhanu Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে পাঠক্রম চালু করার ব্যাপারে নিয়মনীতি থাকা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন সুনির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই ;

২। সত্য হইল, উক্ত মাদ্রাসাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম প্রকাশ না করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister
Shri Dasarath Deb

১। না, সত্য নয়।

২। মাদ্রাসাগুলিতে সুনির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম নির্দ্ধারনের জন্য একটি সিলেবাস সাব কমিটি গঠিত হয়েছে এবং বিষয়টি এখন তাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. :— 411

Name of M. L. A. :—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

ক) ১৯৮৭ইং শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে কয়টি নূতন জুনিয়র বেসিক স্কুল খোলার পরিকল্পনা আছে, এবং

খ) ১৯৮৭ইং সনে এ পর্য্যন্ত মোট কয়টি ও কোথায় জে, বি, স্কুল চালু করা হয়েছে ;

গ) বিশালগড় মধ্যলক্ষীবিল গ্রামে একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল খোলার জন্য পঞ্চায়েত এলাকার জনগনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার কোন আবেদন পেয়েছেন কি ;

ঘ) পেয়ে থাকলে কবে নাগাদ আবেদন কার্য্যকর করা হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb

ক) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ৮০ টি নূতন জুনিয়র বেসিক স্কুল খোলার সংস্থান রহিয়াছে।

খ) এই বছর এখনও কোন নূতন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হয় নাই।

গ) প্রশ্নোক্ত এলাকার সরকারটিলা বসতিতে একটি জে.বি. স্কুল খোলার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

ঘ) পরীক্ষাধীন আছে।

ANNEXURE—"C"

Admitted Unstarred Question No. :—56

Name of Member :— Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত মনাছড়া জে, বি, কালাগাং জে, বি, কুহিলা আর সি, পি, জে, বি, কাছারীছড়া জে, বি, উত্তমজয় পাড়া জে, বি,

পিপলা ছড়া জে, বি, গৌরাঙ্গ পাড়া জে, বি, থুমছারায় পাড়া জে, বি, লঙ্গাই নরেন্দ্রনগর জে, বি, পুর্বরাতুম জে, বি, এবং নরেন্দ্রনগর হালামবস্তী জে, বি, স্কুলে ১৯৮৬ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মিড-ডে-মিল বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে স্কুল ভিত্তিক পৃথক হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb.

	বিদ্যালয়ের নাম	মোট ব্যয়
১।	মনাছড়া জে, বি,	৬,৮০০,০০
২।	কালাগাং জে, বি,	৪,৩০০,০০
৩।	কেহিলা আর, সি, পি, জে, বি,	৩,০০০,০০
৪।	কাছারীছড়া জে, বি,	৩,০০০,০০
৫।	উত্তমজয় পাড়া জে, বি,	৫,৫০০,০০
৬।	পিপলাছড়া জে, বি,	৪,০০০,০০
৭।	গৌরাঙ্গ পাড়া জে, বি,	১,৫০০,০০
৮।	থুমছারায় পাড়া জে, বি,	২,৮০০,০০
৯।	লাঙ্গাই নরেন্দ্রনগর জে, বি,	১০,৮০০,০০
১০।	পুর্বরাতুমছড়া জে, বি,	৩,৫০০,০০
১১।	নরেন্দ্রনগর হালাম বস্তী জে, বি,	৫,৩০০,০০
	মোট ব্যয়—	৫০,৫০০,০০

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on the 18th March, 1987, Wednesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, The Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

প্রশ্ন

১। গোমতী নদীর উভয় তীরে মহারাণী ব্যারেজ প্রকল্প থেকে জলসেচের জন্য প্রয়োজনীয় খাল খননের কাজ কত দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়? এবং

২। কোন সালে এই প্রজেক্ট থেকে কৃষকরা তাদের জমিতে জল সেচের সুযোগ নিতে পারবেন বলে সরকার আশা করেন?

উত্তর

১। আগামী ১৯৯০ সাল নাগাদ দুই তীরে মিলিয়া মোট প্রায় ৪৭ কিলোমিটার জল সেচের প্রধান খাল খননের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। এপ্রিল মাস থেকে উত্তর মহারাণী, লক্ষ্মীপতি ও হীরাপুরের কোনও কোনও অঞ্চলে মহারাণী প্রজেক্ট থেকে কৃষকদের জল সেচের সুযোগ দিতে চেষ্টা করা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে গোমতী নদীর মহারাণী ব্যারেজের উভয় তীরে কত কিলোমিটার খাল খনন করার পরিকল্পনা ছিল এবং কত টাকার এষ্টিমেটেড কষ্ট ধরা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এষ্টিমেটেড কষ্ট হচ্ছে ১৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ; টাকা প্রাথমিক অনুমোদিত ব্যয় হচ্ছে ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ; এক্সটেনশানের জন্য এটা দাঁড়িয়েছে এখন ২০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কিনা যে, প্রথমে যে সমস্ত গ্রাম দিয়ে এই সমস্ত এলাইনমেন্ট দেওয়ার ঠিক হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গাতেই এই সমস্ত এলাইনমেন্টগুলি আস্তে আস্তে নূতন করে হচ্ছে এবং তাতে নানা রকম প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে এবং গ্রামবাসীদের থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আমি প্র্যাকটিক্যালি বলতে চাই যে স্যার, দেখা যাচ্ছে এখনকার যে এলাইটমেন্টের কথা বলা হচ্ছে অনেকটা নদীর কিনার দিয়ে, সেটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হবে এবং তাতে পাব্লিক কতটুকু বেনিফিটেড হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি বলেছি যে, এই খালটা বিরাট লম্বা খাল এবং এটা ৪৭ কিলোমিটার। প্রধান খাল যেটা কিছু কিছু মোডিফিকেশ্যান দরকার হতে পারে, আমার এখনও জানা নেই কোথায় মোডিফিকেশ্যান হয়েছে, কি কারণে হয়েছে সেটা আমার কাছে এখনও কোন তথ্য নেই। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই এলাকার কৃষকদের পক্ষে এটা খুবই লাভবান হবে এবং আমরা বলেছি যে, এই বছরের এপ্রিল মাস থেকে কিছু কিছু এলাকায় জল দিতে পারবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা এই যে, যেটা ব্যয় হচ্ছে এটাতে ট্রাইবেল একটা গ্রাম পুরাপুরি জলের নীচে চলে গেছে। আমি নিজে দেখেছি, অথচ সেচের সুবিধা ক্ষেত্রে দেখা গেছে ট্রাইবেল এরিয়াটা বাদ পড়েছে, এটা পিত্রার দিকে একটা নালা নিতে পারতেন। দক্ষিণ মহারাণী এটা একটা ড্রাই এরিয়া। এই দিকে জল এক্সটেনশ্যান করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা, এই দুটি প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমার এটা বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ট্রাইবেল এরিয়ার জলে ডুবাবার জন্য এবং ট্রাইবেল এরিয়াকে বঞ্চিত করার জন্য এটা করা হচ্ছে। মাননীয়

সদস্য যদি এই কথা বলেন যে, কোন্ কোন্ ট্রাইবেল এলাকা এই জল থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে কি করে ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা পূর্ত্ত দপ্তরকে আমরা বলতে পারি। প্রধান খালের কথা বলা হয়েছে, প্রধান খাল থেকে আরও ছোট-খাট খাল সম্ভবতঃ পরে দিতে হবে। যদি তার মধ্য দিয়ে কোন ট্রাইবেল এলাকার জল সেচের সম্ভাবনা থাকে নিশ্চয়ই সেটা পূর্ত্ত দপ্তরের লক্ষ্য থাকবে।

শ্রীজহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মহারাণী জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প এটা কিন্তু রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা সত্ত্বেও এই যে বাঁধের ফলে অমরপুরে বিশেষ করে রামপুর, কমলায় এবং সমারিয়া জেলার উত্তর অঞ্চলে জলের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায় এবং সেখানে নীচু জমিগুলি ডুবে যায়। এই ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই প্রশ্ন অবান্তর।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে, এই মহারাণী ব্যারেজ করার ফলে গাঁও খোড়া যে সব টি টি সি ওখানে যে সমস্ত জমাতিয়া এবং ট্রাইবেল জমি বিশেষ করে জমাতিয়াদের ২১০ একর জমি এখও জলের নীচে আছে। আমি গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সেখানে গিয়েছিলাম এবং দেখেছি যে সমস্ত জমি জলের নীচে গেছে এবং যে সমস্ত ফসল করা হয়েছিল যেমন তরমুজ ইত্যাদি ফসল সেগুলি জলের নীচে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এখনও ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না তারা এবং সেখানে মোটামুটি ১০৭টি পরিবার আছে বাঙ্গালী এবং পাহাড়ী মিলে, তাদের ক্ষতিপূরণের কথা সরকার চিন্তা করবেন কিনা এবং তদন্ত করে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই ব্যারেজের ফলে যে সব জমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তার এক ইঞ্চি জমিও বিনা ক্ষতি পূরণে সরকার নিচ্ছেন না এবং এই কারণে ৫ কোটি টাকা থেকে এখন ১৯ কোটি টাকায় গিয়ে পৌছেছে। মাননীয় সদস্য যে সব জমির কথা বললেন আমি খবর নেব কিন্তু আমার তথ্য হচ্ছে, সব এলাউ হয়ে গেছে এখন, তারা আপিলে যাচ্ছেন আরও বেশী টাকা যাতে পাওয়া যায়। আমি জানি না কোথায় এর সীমানা হবে। এই ভাবে টাকা বাড়াবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, তাতে আমি জানি না কোথায় এই ক্ষতিপূরণের সীমা গিয়ে পৌছবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত দুই বছর পূর্বে ধর্মনগর বিভাগের উত্তর পদ্মবিল ছড়ায় একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য পৌনে দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত উক্ত কাজ শুরু করা হচ্ছে না ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কবে পর্য্যন্ত ঐ বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এটা আমার জানা নেই তবে ১৯৭৯-৮০ ইং বছরে পানিসাগর ব্লকের পদ্মবিল ও রামনগর গ্রামের কাছে দেওছড়ায় আনুমানিক ২১ লাখ টাকায় একটি পাকা বাঁধ তৈরীর প্রস্তাব হয়েছিল।

বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে এই প্রকল্পটি পরিবর্ত্তন করে পদ্মবিল গ্রামের কাছে দেওছড়া থেকে একটা লিফট্ ইরিগেশ্যান প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে তার খরচ আনুমানিক ১৭ লাখ ৭৬ হাজার টাকা এবং এই প্রকল্পটি এখন রূপায়িত করা হচ্ছে এবং এটা চালুও করা হয়েছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উত্তর পদ্মবিল গ্রামের বড় মসজিদের কাছে যে প্রাকৃতিক নালা সেই প্রাকৃতিক নালা ভেঙ্গে বিরাট শষ্যক্ষেত্র বিলীন হয়ে যাচ্ছে এইটাকে রক্ষা করার জন্য টি, আর, ডি, এ, থেকে পৌনে ২ লক্ষ টাকা ২ বৎসর আগে কৃষি দপ্তরের হাতে দেওয়া হয়। টেণ্ডার কল করা হয়, তারপর কি কারণে স্থগিত হয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানা না থাকলে তা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, পদ্মবিল একটি ছড়া। ছড়াটার নাম যদি বলা হত তাহলে উত্তর দিতে পারতাম। এই ছড়া বলাতে উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— স্যার, এইটার নাম প্রাকৃতিক নালা বলে কেউ দুভাংগা ছড়াও বলে আবার কেউ উত্তর পদ্মবিল ছড়া বলে। লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, টেণ্ডারও কল করা হয়েছে, এই খবরটা কেন প্রকাশ হল না। এই অবস্থাটা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, প্রশ্নটা যদি এই হয় তাহলে তার উত্তর দেওয়ার কোন উপায় নাই। মাননীয় সদস্য যদি আবার প্রশ্নটা করেন তাহলে উত্তর পাবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস এবং শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

শ্রীসমর চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর, কদমতলা ও তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকিলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর কর্ত্তৃপক্ষ থেকে এইসব প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে জানানো হয়েছে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, তার জন্য স্থানও নির্বাচন হয়ে গেছে এবং আমরা শুনেছি প্রত্যেকটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কমপক্ষে আরও ১০টি করে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে চলতি আর্থিক বৎসরে আরও ৪টি শয্যা সংখ্যা করা হবে ইহা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্ত্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, ১৯৮৬-৮৭ সন আজকে মার্চ মাসের ১৮ তারিখ, এই আর্থিক বৎসরে করা হবে এটার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমাদের প্রত্যেকটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বর্ত্তমান পরিস্থিতি কি, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি কোথায় কোথায় কি ধরণের প্রয়োজন আছে এইগুলি সম্পর্কে একটা তদন্ত চলছে। সারা রাজ্যে তদন্ত চলছে। আগামী আর্থিক বৎসরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে আমরা দেখব, কোথায় কিভাবে কি ধরণের উন্নয়নের কাজ হবে, তার মধ্যে শয্যা সংখ্যা থাকবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা বলেছি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে দৈনিক যে সব রোগী শয্যায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য যায় তার ৩ ভাগের ১ ভাগ শয্যা সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নাই। কাজেই তাদেরকে ফ্লোরের মধ্যেই

আশ্রয় নিতে হয়। এই অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পানিসাগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নীত করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি ত বলেছি সারা রাজ্যে সবগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করব, গ্রামাঞ্চলে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এখনও দুর্বল রয়েছে সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৭।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৭

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৭।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ ১৯৮৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত কুইন্টাল পাট ক্রয় করিয়াছেন।

২। ইহা কি সত্য উক্ত মার্কেটিং কো অপারেটিভ স্থানীয় কৃষকদের নিকট হইতে পাট ক্রয় না করিয়া বিভিন্ন ফরিয়াদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়াছেন ?

৩। সত্য হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৯৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৭,৬৮৩'৯৩ কুইন্টাল পাট ক্রয় করিয়াছে।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২নং প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বললেন এইটা সত্য নয়। এইটা ফরিয়াদের কাছ থেকে যে পাট খরিদ করা হচ্ছে স্থানীয় ভাবে তা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ? প্রকৃত কৃষকদের পাট এই কোপারেটিভের কাছে বিক্রী করতে পারছে না। এতে যে কৃষকদের উপকারের জন্য যে প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এই দুর্নীতির ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে, উপযুক্ত মূল্য

ত্বারা পাচ্ছে না। তার পরিপ্রেক্ষিতে এইটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, এইখানে এই ধরণের প্রশ্ন উঠেই না। কারণ সমবায় সমিতিগুলি সাধারণতঃ পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক যে সমস্ত কার্ড বিলি করা হয়েছে সেই কার্ডগুলির ভিত্তিতে পাট ক্রয় করা হয়ে থাকে। কাজেই এখানে এই ধরণের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের অভিযোগ হল কার্ড হোল্ডার কে আছে বা নাই বা কার্ড হোল্ডারের কাছ থেকেই পাট খরিদ করা হচ্ছে তা নয়। আদত কৃষকদের থেকে যে কোপারেটিভ ডাইরেক্ট খরিদ করছেন পঞ্চায়েত নয়, কো-অপারেটিভ ডাইরেক্ট খরিদ করছেন সেটা সত্য কি না, তার তদন্ত করবেন কিনা এবং তার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— এটা ব্যাক প্রশ্ন। এই পশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এখন একটি নতুন কৌশল নেওয়া হচ্ছে। ফরিয়ারা যারা আছে যারা ইনফ্লুয়েনশিয়েল, তাদের কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ আগেও ছিল, এরা যাদের জুট কার্ড আছে সেই কার্ড সংগ্রহ করে আনে। এনে কৃষকের নামেই কোপারেটিভকে এই পাট দিচ্ছে। এই টেকটিক্স চলছে। এইটা সোনামুড়ার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন জায়গায় এইসব চলছে। এইগুলিকে বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন করেছেন এটা যদি ঘটে থাকে এটা বন্ধ করা সমবায়ের পক্ষে সম্ভব না। মাননীয় সদস্যরা সবাই সাহায্য করুন। সবাই সাহায্য করে বন্ধ করুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর বাজার ডেকে ত্রাণতলী গ্রাম পর্যন্ত ওয়াটার সাপ্লাইয়ের লাইন দেওয়ার পরিকল্পনা বর্তমান বৎসরে নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। এইটা দপ্তর চিন্তা করে দেখছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— স্যার, মেলাঘর গাঁওসভার বাজারের শেষ সীমানা পর্যন্ত মানে দক্ষিণ এর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই লাইন আছে এবং মেলাঘরের প্রায় সব জায়গায় সাপ্লাইর সুব্যবস্থা আছে। তবে এই যে গ্রামটা এতে ১০০ থেকে দেড়শত পরিবার পাণীয় জল পাচ্ছে না। এই লাইনটাকে ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার পাইপ লাইন যদি টানা হয় তাহলে একশত থেকে দেড়শত পরিবার উপকৃত হতে পারে, এখানে গোমতীর জল ছাড়া অন্য কোন জলের ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই ব্যাপারে ত্বরান্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি আগেইতো বলেছি প্রস্তাব আছে সম্প্রসারণের।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে কয়টি পাণীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র আছে। (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব)।

২। তন্মধ্যে পুরাতন কেন্দ্রের সম্প্রসারণের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে পাইপ লাইন দ্বারা পাণীয় জল সরবরাহের ১৮২টি প্রকল্প চালু আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব, সেচ সহ গ্রামীণ প্রকল্প ও শহর প্রকল্প।

বিভাগ	গ্রামীন (সেচ সহ) প্রকল্প	শহর প্রকল্প	মোট
সদর—	৫৭টি	১৭টি	৭৪টি
খোয়াই—	১২টি	২টি	১৪টি
উদয়পুর—	১৯টি	২টি	২১টি
সোনামুড়া—	২টি	১টি	৩টি
অমরপুর—	৫টি	১টি	৬টি
বিলোনীয়া—	১৫টি	২টি	১৭টি
সাব্রুম—	৬টি	১টি	৭টি
কমলপুর—	৮টি	১টি	৯টি
কৈলাশহর—	১২টি	২টি	১৪টি
ধর্মনগর—	১৪টি	৩টি	১৭টি
	১৫০টি	৩২টি	১৮২টি

২। ডিপ টিউব-ওয়েল-এ পরিমিত জল ও চালু কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রাম থাকিলে প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা ঃ— স্যার, গত দুই বছর আগে পাণীয় জল সরবরাহের জন্য নালকাটা, দঃ কাঞ্চনবাড়ী, কৈলাশহরের গঙ্গানগর ও সাইদারপাড়া এই এলাকাগুলিতে খনন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে সেই অঞ্চলে পাণীয় জল সরবরাহের জন্য কোন পাইপ লাইন বসানোর কোন ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। এই অঞ্চলে পাণীয় জল সরবরাহের জন্য অতি সত্বর পাইপ লাইন বসানোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, দপ্তরকে বলব পরীক্ষা করে দেখতে।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা ঃ—স্যার, পুরাতন কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রাম থেকে প্রয়োজন-বোধে দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। স্যার, এখানে কাঞ্চনবাড়ী থেকে এক কিলোমিটার দূরে যে বিরাট গ্রামটা আছে সেখানে এখনও জল দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে জল দেওয়ার জন্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এইটা আমার এখানে নাই মাননীয় সদস্য জানেন যে অনেক এলাকা আছে যেখানে জল সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে, সেগুলি একটা একটা করে নেওয়া হবে।

শ্রীজহর সাহা ঃ—স্যার, বর্তমানে পাণীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র কতগুলি এবং তার মধ্যে কতগুলি চালু অবস্থায় আছে ? বিশেষ করে আমি যেটা জানি যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে কাজ শেষ হওয়ার পরে অপারেটরের অভাবে এখনও জল যায় নি কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, ১৮২টা প্রকল্পই চালু আছে, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন তা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর ব্লকের ৪২টি গাঁওসভার পাণীয় জলের সমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে বর্তমান কাঞ্চনপুর, দশদা ও পেচারথলে পাইপ লাইন দ্বারা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প চালু আছে। দামছড়া ও ধনীছড়ায় প্রকল্পের কাজ চলিতেছে ও শীঘ্রই চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া উত্তর লালজুরী ও উজান মাছমারাতে প্রকল্পের কাজ চলিতেছে ও আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮৭-৮৮ ইং) শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮৭ ৮৮ ইং) আরও তিনটি প্রকল্প, শান্তিপুর, তুইসামা ও শিবনগর প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করার প্রস্তাব আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২৬৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬৮।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের চন্দ্রনগর গাঁওসভার অন্তর্গত কসবা গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। পরিকল্পনাটি বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা এবং শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীমতিলাল সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৭০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার – ২৭০

শ্রীদিনেশ দেববর্মা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৭০।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতটি পরিবার আই আর ডি পি লোন পেয়েছেন ?

২। যে পরিবারগুলি আই আর ডি পি লোন পেয়েছেন তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছে ?

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে আরো কতটি পরিবারকে আই আর ডি পি লোন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৩ ইং ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্যে মোট ৪৬,৬৫৩টি পরিবার আই, আর, ডি, পি, লোন পেয়েছেন। তাহা ছাড়া যাহারা ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ সালে একবার লোন পেয়েছেন তাদের মধ্যে হইতে ৩৬১৩টি পরিবার ১/৪/১৯৮৫ ইং হইতে ৩১/১২/৮৬ ইং সালের মধ্যে পুনরায় সেকেণ্ড ডোজ লোন পেয়েছেন।

২। প্রতি আর্থিক বৎসরে বি ডি সি, আই আর ডি পি চালু করিবার জন্য এলাকার নাম এবং সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দেয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্রতম পরিবারগুলি হইতে যাহাদের বাৎসরিক আয় দরিদ্র সীমারেখার নীচে, প্রাথমিকভাবে পরিবারগুলি গাঁও পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকে। ঐ নির্বাচিত পরিবারগুলি হইতে পরবর্তী সময়ে পারিবারিক সার্ভে তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়।

৩। আগামী ১৯৮৭-৮৮ সালে প্রায় ৫০০০ নূতন পরিবারকে লোন দিয়ে আই আর ডি পি'র আওতায় আনা হবে। তাহা ছাড়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যাহারা একবার লোন পেয়েছেন তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্য পরিবারগুলিকে পুনরায় ঋণ দেওয়া হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উক্ত যে তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে তাতে কত জনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, যারা পেয়েছেন এবং বাকী যারা পান নাই তাদের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী ময়োদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে এই আই আর ডি পি চালু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত মোট ৭৪,০৮৮টি পরিবারকে আই আর ডি পি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন ঠিক এটা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কত জনকে আই আর ডি পি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সেখানে কত জন পেয়েছে বা কত জন পায় নাই।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এভাবে তা হয় নি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আই আর ডি পি'র জন্য যেসব কেইস স্পন্সর করা হয়েছে সেখানে বেনিফিসারিরা ব্যাংক থেকে বার বার চেষ্টা করা সত্বেও টাকা পাচ্ছে না। সেসব ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আংশিক সত্য যে আই আর ডি পি এবং ডি আর ডি এ যেসব কেইস স্পন্সর করে ব্যাংকের কাছে পাঠান সে সব কেইসেই ব্যাংক

টাকা দিয়ে দেয় না, তারজন্য এখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি টাকা দেয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :-- মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, আই আর ডি পি একটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ টাকা রাজ্য সরকার দিচ্ছে আর শতকরা ৫০ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। এটার নিয়ম হচ্ছে ব্লক যখন বেনিফিসারি আইডেন্টিফাই করবে তখন ব্যাংকের লোকও থাকবে আবার ব্লকের লোকও থাকবে। উভয়ে মিলে বাছাই করে নামগুলি ব্যাংকে পাঠাবে আর ব্যাংকের দায়িত্ব হচ্ছে তখন প্রপোজেল মোতাবেক ঋণ দেওয়া। কিন্তু আমরা দেখছি ব্যাংকগুলি সেখানে কত ঋণ দেবেন সেটা তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ফেলে থাকেন। তাদের গাফিলতির ফলে যতগুলি স্কীম ব্লক থেকে সিদ্ধান্ত করে পাঠান হল সেসবগুলিকে তারা স্কীম বলে মনে করেন না। তার মধ্য থেকে একটা অংশকে তারা বাতিল করে দেন। আগে বাতিল করে জানাতেন কিন্তু এখন তাও জানাবেন না। এখন এই যে ৯ হাজার টাকার স্কীম সেখানে ১ হাজার টাকা হয়ত দিলেন তারপরে আবার হয়ত ২ হাজার টাকা দিলেন কিন্তু সে টাকাটা আবার কত দিন পরে আদায় করা হবে সেটাও জানানো হয় না তার ফলে আই আর ডি পি মাঠে মারা গেল। সেকেণ্ড ডোজ অব আই আর ডি পি হল—যেসব ক্ষেত্রে আই আর ডি পি ব্যর্থ হয়েছে সেখানে দ্বিতীয়বার আই আর ডি পি লোন দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রথমে যে টারগেট ছিল তার চেয়েও বেশী আমরা ফুলফিল করেছি। এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যে টারগেট দিয়েছিলেন সেটা আমরা ফুলফিল করেছি পুরোপুরি। ৩ বছর আগে যে টাকাটা খরচ হয়েছিল সে টাকাটা আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ পাই নি। আমাদের বলেছে যে, কে বলেছে ওদের বেশী টাকা খরচ করতে। যাই হউক পরে আমরা টাকাটা আদায় করতে পেরেছি। আমরা পুরোপুরি তাদের টাকার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাহায্য নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, এই আই আর ডি পি কেইসগুলি ভালভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে পাঠানোর জন্য ব্যাংক যাতে আরও ভাল ভূমিকা নিতে পারে। কাজেই সে দিক থেকে আমি ওনাকে অনুরোধ করব, তিনি যাতে রিজার্ভ ব্যাংকে বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীকে বলেন, তাহলে আমরা আরও ভালভাবে কাজ করতে পারব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, আমাদের তারানগর গাঁওসভায়, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, শতকরা ৮৪ জনের মত দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, তাদের আই আর ডি পি'তে ঋণ দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হবে?

সেখানকার ২০০ কেইস, যারা দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ত এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড না। কাজেই এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার কোন সুযোগ নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আই আর ডি পিতে যারা টাকা পেল তাদের টাকাগুলি প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা সেটা ট্যাকনিক্যালি সুপারভাইজ করার অভাবে অনেকগুলি ব্যর্থ হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা স্ট্যাট গভার্ণমেন্টের করার কথা নয়। এটা ডি ই করে থাকে। এত হাজার হাজার কেইস খতিয়ে দেখার কোন সুযোগ নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪।

প্রশ্ন

১। ডুম্বুরনগর ব্লকে জল সেচের জন্য মোট কয়টি পাম্প মেশিন আছে,

২। তারমধ্যে কয়টি চালু ও কয়টি অচল অবস্থায় আছে,

৩ নতুন কোন পাম্প মেসিন ঐ ব্লকে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

২। ডুম্বুর নগর ব্লকে জলসেচের জন্য (ক) রইস্যাবাড়ী, (খ) গণ্ডাছড়া ও লক্ষ্মীপুর এই তিনটি এল আই প্রকল্পের প্রতিটিতে ২টি করে মোট ৬টি পাম্প মেশিন আছে।

২। তারমধ্যে ৪টি চালু আছে। ২টি চালু নাই।

৩। হ্যাঁ। ঐ ব্লকের (ক) ভগীরথ পাড়া ও (খ) রতননগরে ২টি এল আই প্রকল্প হাতে নেওয়ার ও পাম্প মেশিন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এই যে, ডুম্বুরনগর ব্লকের ১১টি গাঁওসভায় এইখানে যে হিসাব দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে, ৬টি পাম্প মেশিন আছে। প্রতিটি গাঁওসভায় একটি করে পাম্প মেশিন দেওয়া যেখানে প্রয়োজন সেখানে মাত্র ৬টি মেশিন দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত জানি

এই যে, ৪টি মেশিন চালু আছে বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তারমধ্যে একটিও সচল নেই। এইগুলি সচল করার ব্যবস্থা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সে খবরটা একটু পুরানো। আমি বলেছি দুটি জায়গায় চালু রয়েছে। আর এইগুলি অচল হবার কারণ হচ্ছে জল সরে যাচ্ছে। রইস্যাবাড়িতে একই কারণে এইগুলি অচল হয়ে পড়ছে। সেখানে পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। একটা জায়গায় হয়তো পাম্প মেসিন বসানোর টারগেট আছে কিন্তু সেখানে সেটা বসাতে একটু সময় লাগবে এটা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন পাম্প সেটের কথা বলছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বোধ হয় নৌকায় করে যে পাম্প সেট দিয়ে জল সেচ করা হয় তার কথা বলছেন। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে, আমরা যাকে দমকল বলে থাকি সে পাম্প সেটের কথা বলছি। ১২টি গাঁওসভায় যে পাম্প সেট বসানো হয়েছে সেগুলির একটিও সচল নেই। সবগুলি অচল। এখন শুকনা সময়, তাই মাটি ফেটে গেছে। ফলে বুরো ফসলের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে। সেই দিক থেকে অবিলম্বে যাতে পাম্প সেটগুলি সচল করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, নৌকার উপরে যে পাম্প সেট বসানো হয় সেটির কথা আমি বলছি। জল সরে গেলে নৌকা অচল হয়ে যায় ফলে পাম্পসেটগুলি যতটুকু কাজ করার কথা ততটুকু কাজ করতে পারেন না। তবে মাননীয় সদস্যকে বলব যে জল যদি আরো সরে যায় তাহলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাম্পসেট বসানোর কাজ হাতে নেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রইস্যাবাড়ির যে মোট পাঁচটি পাম্পসেটের কথা বলেছেন সেগুলি ছড়াতে আটকে রয়েছে। আর বাকিগুলিও দেখা যায় যে শুকনা মাটির উপরে বসে রয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কিভাবে হিসাব দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না। যে পাঁচটি সেখানে বসানো হয়েছিল সেগুলি কোনদিনই সচল হয়নি। তাহলে সেগুলিকে অচলই বা বলব কি করে? এইটা অচল এই প্রশ্ন তো উঠে না স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, জল নদীর পার থেকে সরে গেলে এই পাম্প মেসিনগুলি অচল হয়ে পড়ে। এটা শুধু ডুম্বুরনগরেই হচ্ছে তা নয়, কাঞ্চনবাড়ীতেও হচ্ছে।

সেখানে তাই রিকসড্ পাম্পসেট বসাতে হয়েছে। এইখানে কিছু কিছু গাঁওসভার সদস্যরা পরামর্শ দিয়েছেন যে নৌকার পরিবর্তে যেন পাম্পসেট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই জন্য স্থানও নির্বাচন করা হয়েছে এবং এইখানে স্থায়ী পাম্পসেট বসানো হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০২।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০২।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা ছাওমনু টি, ডি, ব্লকাধীন করাটিছড়া গাঁও পশ্চায়েতের করাটিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে কতজন কর্মচারী রয়েছেন,

২। উক্ত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সপ্তাহে কয়দিন খোলা রাখা হয়,

৩। ইহা কি সত্য উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধেব অপ্রতুলতা হেতু রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না, এবং

৪। সত্য হইলে প্রয়োজন মত ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে কি না ?

উত্তর

১ ও ২। ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী আছেন। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী দেওয়া এখনো সম্ভব হয় নাই। সাধারণ নিয়মে এই কর্মীদের গ্রামের রুগীদের বাড়ীতে গিয়ে দেখাশুনা করা এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বসে কাজ করার নিয়ম এবং সেইমত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩ দিন তাদের বসতে হয়। স্বাস্থ্য কর্মীদের পুনঃ প্রশিক্ষণ দ্বারা উন্নত করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করাতিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(৩) ও (৪)। কেন্দ্রিয় সরকার একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বার্ষিক ২ হাজার টাকার ঔষধ বরাদ্দ করেন। প্রকৃত পক্ষে এর চেয়ে বেশী পরিমান অর্থের ঔষধ আমরা রাজ্য সরকার থেকে সরবরাহ করতে চেষ্টা করি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই করাতিছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত এক বছর ধরে যে কর্মী আছেন তিনি ষ্টেশনে থাকেন না। এবং এইখানকার হসপিটালের যে ইনচার্জ। উনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, উনি সেটা স্বীকার করেছেন এবং চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার উনিও বলেছেন উনার সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করেছিলাম। উনি বলেছেন, সেটা

দেখেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাছাড়া আমার মনে হয় উক্ত কর্মী তিনি বোধহয় গত কয়েক মাসের বেতনও পাচ্ছে না। কাজেই এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কার্য্যতঃ বন্ধ হয়ে আছে। তাছাড়া যে ঔষধ দেওয়া হয় সেই ঔষধ কোথায় যে যায় তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এইখানে স্থানীয় একজন লোক আছেন তিনিই এই ঔষধ জনগণের কাছে বিলি বণ্টন করছেন। তৃতীয়তঃ এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কোন দিনই খোলা হয়নি গত পুরো এক বছর। সুতরাং এই ব্যপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার. এই ধরণের সত্যি সত্যি যদি কোন কন্ট্রাক কোন প্রশ্ন থাকে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব যাতে নিয়মিত কর্মী থাকে ওখানে। ১৮টি ঔষধ কেন্দ্রীয় সরকার নিষেধ করে দিয়েছেন এবং তার ভিতর ১১টি টেবলেট সাধারণ ভাবে যে টেবলেটগুলি তারা বিলি বণ্টন করতে পারেন এবং বাকীগুলি অয়েন্টমেন্ট তার বাইরে আমরা বিলি করে থাকি। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে ঔষধ দেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্য কর্মী যাতে নিয়মিত থাকে সেটা আমরা দেখব।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— যে ঔষধগুলি কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে সেগুলি যাতে রিএক·শান না হয় সেটা দেখবেন কিনা এবং যে স্বাস্থ্য কর্মী আছে, মহিলা কর্মী আউট অব ষ্টেশান।

শ্রীসমরচৌধুরী :— আমি বলেছি স্বাস্থ্য কর্মী যাতে নিয়মিত থাকে সেটা আমরা দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কেন্দ্রীয় সরকার পার কোপটা কত খরচ খরছেন এবং সেই তুলনায় ত্রিপুরা সরকার কত খরচ করছেন?

শ্রীসমর চৌধুরী :— দুই হাজার টাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এক বৎসরে দুই হাজার টাকার ঔষধ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা বিলি করা হবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের চলতে হচ্ছে। তবে আমরা গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য ধরণের ভ্যাকসিন ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় সদস্য শ্রীরাংখল যে অভিযোগ করেছেন যে, সারা বছর স্বাস্থ্য কর্মী ছিল না, তা হলে এই সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঔষধ যা নাকি সারা বৎসরে বরাদ্দ হয় সেগুলি কারা নিয়ে যায় এবং কোথায় কোথায় ঐ ঔষধগুলি বণ্টন হয়েছে? তেমনি কাচরং অমরপুরে, সেখানেও এক বছর ধরে ঔষধ বণ্টন হচ্ছে না। সুতরাং যদি ঔষধ দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কাকে কাকে সেগুলি দেওয়া হয়?

শ্রীসমর চৌধুরী :—করাতিছড়া সম্পর্কে প্রশ্ন আছে, কাচরং সম্পর্কে নয়। করাতিছড়া সম্পর্কে বলেছি যে, যাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য কর্মী থাকে সেটা আমরা দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কিভাবে ঔষধগুলি বণ্টন করা হয়? মাসিক না বার্ষিক এবং কারা নিয়ে যান যদি বন্ধই থাকে?

শ্রীসমর চৌধুরী :— কাছাকাছি হলে ঘন ঘন মাসে মাসে নিতে পারে এবং একটু বেশী দূরে হলে তিন মাসে একবার নিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৬।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, অমরপুর হাসপাতালে চক্ষু ও দাঁতের কোন বিশেষ ডাক্তার নাই;

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত হাসপাতালে চক্ষু ও দাঁতের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করা হবে কিনা।

উত্তর

১। বর্তমানে নাই ইহা সত্য।

২। দাঁতের চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নিযুক্তির পরে একজন দন্ত চিকিৎসক দেওয়া হইবে। জেলা হাসপাতাল থেকে সমস্ত জেলায় অন্ধত্ব নিবারণ প্রকল্পে কাজ করার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে। সাধারণত: মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ থাকেন না। মহকুমায় ও গ্রামাঞ্চলে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প করে বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন।

শ্রী জওহর সাহা :—অমরপুর এবং অন্যান্য মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসাটা জরুরী কিনা এবং তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিতে পারেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি এই সম্পর্কে বলেছি আগেই। আমরা জেলা হাসপাতালকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। মহকুমাতেও দিতে পারি কিনা বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ হয়ে গেছে। যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নটির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—' A" & "B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন উল্লেখপর্বের সময়। আমি, আজ মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্র দেবনাথ ও দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়গণের নিকট হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনটি উল্লেখপর্বের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে, সেগুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছে, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। তাই, আমি মাননীয় সদস্যকে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ১৫-৩-৮৭ইং সকাল ৯টা থেকে ১৬-৩-৮৭ ইং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্যন্ত বিধানসভা ভবনের উত্তর গেইট, আস্তাবল মাঠ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিনা নোটিশে পাণীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলে আজই এই বিষয়-বস্তুটির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারেন, অথবা পরবর্তী যে কোন সময়ে দেওয়ার জন্য সময় চাইতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি ২০শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২০শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দ্বিতীয় নোটিশ দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। এখন, আমি মাননীয় সদস্যকে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে টিউব-ওয়েল, মার্ক টু টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল অকেজো হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলের গ্রামবাসীগণ পাণীয় জলের তীব্র সংকটের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলেই আজই এই বিষয়টির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারেন, অথবা পরবর্তী যে কোন সময়ে দেওয়ার জন্য তিনি সময় চাইতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি ২৫শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়। আমি মাননীয় সদস্যকে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"সম্প্রতি ছামনু টি ডি ব্লক অন্তর্গত কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীব্রজচান্দ সিং এবং ছৈলেংটা নিবাসী তথা কংগ্রেস কর্মী শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি লোককে টাকার বিনিময়ে গ্রামবাসী হিসাবে ফটোসহ পরিচয়-পত্র বিতরণ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলে আজই এই বিষয়টির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারে, অথবা পরবর্তী যে কোন সময়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগামী ২৫শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৫শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

গত ১৩।৩।৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত উল্লেখ পর্বের নিম্নে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি, এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হল—

"কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় আগামী ১লা এপ্রিল থেকে বিমান ভাড়া শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা ত্রিপুরার যাত্রী সাধারণকে যে অসুবিধায় ফেলবে, সেই সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স বার বার যাত্রী ভাড়া বাড়িয়ে চলেছেন তারা ১৯৮৪ সাল থেকে যে ভাবে ভাড়া বাড়াচ্ছেন, তা আমরা দেখছি। ১৯৮৪তে বাড়িয়ে করলেন ২৩৯ টাকা ১৯৮৫তে বাড়িয়ে করলেন ২৭৪ টাকা এবং ১৯৮৬তে বাড়িয়ে করলেন ২৯৬ টাকা, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার জানেন যে এই অঞ্চলটা একটা দুর্গম অঞ্চল, এখানে তারা রেল-লাইনও করছেন না। তাতে মনে হচ্ছে যে তারা ত্রিপুরার যাত্রী সাধারণকে বিমানে চড়তে দেবেন না। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় দেখলাম যে তারা আর একবার বিমান ভাড়া ভাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেটা বাড়ানো হবে ১০ শতাংশ হারে। আগে এটার বৃদ্ধির হার ছিল, ৬.৫ শতাংশ, এখন নাকি সেটা করা হবে ১০ শতাংশ। অবশ্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এখন পর্য্যন্ত আমাদের

সরকারী ভাবে এটা জানাননি। এমনও হতে পারে হয়তো আমাদের শেষ মুহূর্তে জানবেন যখন আমাদের আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ থাকবেনা। আমি, আশা করব, এই হাউসে দল মত নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন যাতে তারা আমাদের উপর ভাড়া বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি না করতে পারেন কারণ একটা সর্ব সম্মত প্রস্তাবের মাধ্যমেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানাতে পারবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে যেটাকে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি বলা হচ্ছে, এটা আসলে ভাড়া বৃদ্ধি নয়, বিমান ভাড়া যেটা ১৫০ টাকা ছিল, সেটা এখনও একই আছে, শুধু বিমান চালাবার জন্য যে সমস্ত পেট্রোলজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, যেমন ডিজেল হাই স্পীড ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে। কাজেই কেন্দ্র যেমন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের উপর সাবসিডি দিচ্ছে, সেই রকম এগুলির উপরও যাতে আমাদের সাবসিডি দেওয়া হয়, এই রকম একটা দাবী, কেন্দ্রের কাছে জানানো যায় কিনা, এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা ভারা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে চাই, কারণ আমাদের এই গরীব রাজ্যের অনেক গরীব মানুষকে চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যেতে হয়। এমন দেখা যায় কোন গরীব মানুষের ক্যান্সার রোগ হলে, শুধু যে রোগীই চিকিৎসার জন্য যাবে, তা নয়, তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য আর একজনকেও যেতে হয় এবং এজন্য আমাদের যথেষ্ট খরচ করতে হয়। কাজেই এই রকম পরিস্থিতিতে আমরা মনে করছি ভাড়া বৃদ্ধির যে প্রস্তাব, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই আমাদের প্রয়োজন, কারণ ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে, হাই স্পীডের দাম বাড়ানো হয়েছে, এসব কথা সাধারণ মানুষের কাছে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে ভাড়া যেটা বাড়ানো হচ্ছে, তা সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। এই ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যেরই সেই অবস্থা, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকদের এত বেশী বিমানে চড়ার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলিতে যথেষ্ট পরিমানে রেলে চড়ার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সেই রকম বিশেষ সুবিধা নেই' কাজেই এই অসুবিধার কথা কেন্দ্রকে জানিয়ে ত্রিপুরাকে বর্ধিত বিমাভাড়ার থেকে রেহাই দেওয়া যায় কিনা, তারজন্য

একটা সর্ব সম্মত প্রস্তাব নেওয়া হবে কিনা, অথবা মাননীয় সদস্য শ্যামা চরণ বাবু যেটা বলেছেন যে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির যে কতগুলি ফ্যাক্টর আছে, সেগুলি থেকে ত্রিপুরাকে রেহাই দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি? স্যার, আমি সামগ্রিক ভাবে ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন ভাবে আমরা পশ্চাতে আছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়া বৃদ্ধি হওয়া মানে চরম আঘাত। ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জনসাধারণ বিমানে চলাফেরা করেন কেউ শখে করেন না, আমাদের প্রয়োজনে করতে হয় যেহেতু রেল লাইন নেই। বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাদের ভারবর্ষের অন্যান্য জায়গাব সাথে প্রয়োজনে যখন যেতে হয় তখন এই ভাড়া আমাদের দিতে হয় সেই কারণে এই যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা সকলেই সমর্থন করা প্রয়োজন। শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন সেটারও একটা দিক আছে ঠিকই, কিন্তু যে ভাবেই হোক প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আমাদের করতে হয়, এই ভাড়া বৃদ্ধি আমাদের ত্রিপুরার সার্বিক জনসাধারণের মাথায় একটা আঘাত বিশেষ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার।

শ্রীমাণিক সরকার :--মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আনন্দিত যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে অন্ততঃ অ:নক কিছু প্রশ্নে একমত না হতে পারলেও এই ব্যাপারে একমত হতে পারলাম এবং আমি যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত যে, মাননীয় সদস্য এইমাত্র বললেন যে রেল নেই, কিছু নেই এই জায়গায় দাড়িয়ে এই ভাড়া বৃদ্ধি সত্যিই আমা:দের উপর আক্রমন আমি বিস্মিত এই কারণে যে, আমরাই এই বিধানসভা হতে রেল আনার জন্য প্রস্তাব আনি কিন্তু উনারাই তার বিরোধীতা করেন। যাই হোক আমি যে কথাটা বললাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, গত বছর যখন সাড়ে ৬ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয় তখনও এই রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই বিধান সভার পক্ষ থেকে বিরোধীতা করা হয়েছিল. শেষ পর্য্যন্ত যদি বাড়ানোই হয়. তবে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দিন, এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা সবাই জানেন না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানাবেন। সাঙ্গ সঙ্গে আর একটা বিষয় আমি এখানে বলতে চাইছি, ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু এই ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ সার্ভিসের উন্নতি কি হচ্ছে? ত্রিপুরা রাজ্যের প্যাসেঞ্জার যারা

তাদেরকে তো তারা প্যাসেঞ্জার বলে মনে করেন না। টিকিট নিয়ে বিভিন্ন রকম নয়-ছয় হচ্ছে, যথেচ্ছাচার হচ্ছে। ত্রিপুরার ভিতরে, এটা দুর্গম অঞ্চল, বিভিন্ন মহকুমাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য আর একটা সার্ভিস এখানে চালু করা রয়েছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী উপ মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেন না, সাধারণ নাগরিকতো যাতায়াত করার প্রশ্ন সুদূর পরাহত। আসবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবেন কিন্তু ফ্লাইট আসছে না, ক্যানসেল হয়ে যাচ্ছে। এই যে ব্যবস্থা, এই সম্পর্কেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই যে দপ্তরটি আছে বা এই যে সংস্থাটি আছে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ত্রিপুরার বিমান যাত্রীদের যে দুর্ভোগ এই সম্পর্কে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং আমি মনে করি না যে সেই দুর্ভোগের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো তিনি যদি আলোচনা করতে চান তার উপরে আলাদা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তিনি দিন। আলোচনা আমরা করতে চাই, আলোচনা সুফল হবে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসকে দৃষ্টি এ দিকে আনা যাবে। যে ভাবে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি এবং কতটা লাঞ্ছিত যে দুর্ভাগ্যজনক, এই লাঞ্ছনা থেকে ত্রিপুরার মানুষ মুক্তি পেতে চায়। যে একমাত্র যাতায়াত তাদের বিমান কলকাতায় বিশেষ করে অন্যান্য জায়গায়ও আজকে গৌহাটির প্রশ্নে কালকে ব্যবসায়ীদের একটা প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সন্ধ্যার সময়। আমি জানতাম না তাদের অসুবিধা কি। তারা বললেন যে সমস্ত রিজিউন্যাল অফিস এখন গৌহাটিতে, গৌহাটিতে যাওয়ার কোন উপায় নেই. ৫ দিন, ৬ দিন, ৭ দিন তাদের বসে থাকতে হয় একটা টিকিটের জন্য। এয়ার বাস চালু হয়েছে, এখানে একটা বোয়িং প্লেন আসবে না। প্রতিদিন একটা বোয়িং আসা দরকার। এই সব প্রশ্ন বিধান সভায় আলোচিত হওয়া দরকার, সব অংশের মানুষ দুর্ভোগ ভুগছে এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কর্তৃপক্ষের এ দিকে আকর্ষণ করা দরকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— গত ১৭।৩।৮৭ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৬।৩।৮৭ ইং সন্ধ্যায় আগরতলা কামার পুকুরের পাড়ে সমাজদ্রোহী কর্তৃক পুলিশ অফিসার বাদল বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করা এবং ঐ

দিনই সদরের রাণীর বাজার পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের উপর সমাজদ্রোহীদের হামলা সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬।৩।৮৭ ইং সন্ধ্যা ৬টার সময় আগরতলা পূর্ব থানাধীন ধলেশ্বরের শ্রীনিতাই সাহা থানায় আসিয়া লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন যে ১৬।৩.৮৭ ইং বেলা ৫ ঘটিকার সময় একটি ছেলে সামান্য পোড়া একটি ২ টাকার নোট নিয়ে তাহার দোকানে জিনিষ কিনতে আসে। তিনি নোটটি পাল্টিয়ে আনার জন্য বলিলে ছেলেটি চলিয়া যায় এবং সংগে সংগে শ্রীরনবীর রায়চৌধুরী সাং আড়ালিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গ চৌধুরী তাহার দোকানে প্রবেশ করে এই নোটটি না নেওয়ার কারণে দুর্ব্যবহার করে। তিনি চিৎকার করিলে আসে পাশের লোকজন এসে জড় হয় তখন তাহারা পলাইয়া যায়। যাওয়ার সময় ক্যাশ হইতে কিছু টাকা এবং অন্যান্য জিনিষ নিয়ে যায় এবং দোকানের জিনিষপত্র ভাংচুর করে। শ্রীরনবীর রায়চৌধুরী তাহার ডান পাশে একটি ক্ষুর দিয়ে আঘাত করে তাহাকে রক্তাক্ত জখম করে। এই অভিযোগের মূলে ভারতীয় দণ্ড আইনের ৪৪৮, ৩২৩, ৩২৪, ৩৭৯ ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় মোকদ্দমা নং ১৯(৩) ৮৭ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

সাব ইন্সপেক্টার শ্রীবাদল বিশ্বাস কনেষ্টবল সহ সন্ধ্যা ৬—৪৫ মিঃ সময় ধলেশ্বরের উক্ত ঘটনা তদন্ত করতে যান। জিজ্ঞাসাবাদের সময় হঠাৎ ১৫।২০ জন লোক দা, লাঠি, ইত্যাদি নিয়ে পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। সাব ইন্সপেক্টার শ্রীবাদল বিশ্বাসের বাম হাতের কনুইতে দা দিয়ে কোপ মারে ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পরে জানিতে পারা যায় যে ছেলেটি তাহাকে কোপ মারিয়াছে তাহার নাম শ্রীশংকর সাহা।

সাব ইন্সপেক্টার শ্রীবিশ্বাষের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩৫৩, ৩৩৩ ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় ২০ (৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালান হয় কিন্তু আসামীগণ পলাতক।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

রাণীর বাজারের ঘটনা

গত ১৬.৩ ৮৭ ইং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় জিরানীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ইনস্পেক্টার শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী সরকারী কাজে রাণীরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে আসেন। রাত্র আনুমান ৮টার সময় তিনি যখন ফাঁড়ির সামনে তখন দেখেন লোকজন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। ঘটনা কি ঘটছে দেখার জন্য তিনি এস আই শ্রীক্ষিতীশ দেবনাথ এস আই শ্রীগোপাল ব্রহ্ম ও অন্যান্য কনেষ্টবল সহ রাণীরবাজার মরাচৌমুহনীতে গিয়া দেখেন

বড় রাস্তার উপর নেতাজী ক্লাবের একদল সদস্য ও সমর্থক এবং জনশক্তি ক্লাবের একদল সদস্য ও সমর্থক রামদাও, লাঠি, বোম, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে উত্তেজিত ভাবে একে অপরকে আক্রমন করিতে উদ্যত এবং একে অপরের প্রতি ইটের টুকরা নিক্ষেপ করিতেছে। শ্রীচক্রবর্ত্তী উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উত্যবসরে নেতাজী ক্লাবের সমর্থকরা জনশক্তি ক্লাবে আগুন ধরাইয়া দেয়। তখন জনশক্তি ক্লাবের সভ্যগণ পশু চিকিৎসালয়ে আগুন ধরাইতে চেষ্টা করে এবং শ্রীকৃষ্ণগোপাল মজুমদারের ঔষধের দোকানের দড়জা ভেঙ্গে লুঠপাট করিতে চেষ্টা করে। এই উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। ফলে শ্রীচক্রবর্ত্তী মাথায় ও পিঠে আঘাত পান। এস আই ক্ষিতীশ দেবনাথ, কনেষ্টবল শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মা, শ্রীচন্দন ?ভৌমিক, শ্রীঅনিল দাস ও বাবুল মজুমদার এবং শ্রীনন্দলাল দেববর্মা তাহাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান। আগুনের খবর পাইয়া আগরতলা হইতে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছালে তাহাদিগকে ঐ উত্তেজিত জনতা বাধা দেয় এবং আক্রমন করে। ফলে দমকল বাহিনী আগুন নিভাইতে অসমর্থ হয়। এদিকে উভয় পক্ষ সামনাসামনি আসিয়া হত্যার উদ্দ্যেশ্যে একে অপরকে আক্রমন করে। শ্রীচক্রবর্ত্তী ষ্টাফ সহ ৫ ৪২ মিঃ লাঠি চার্জ করিয়াও কাউকে সরাইতে পারেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে ও অন্যের ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য শ্রীচক্রবর্ত্তী পুলিশকে শূন্যে গুলি বর্ষন করিতে আদেশ দেন।

সর্বমোট ৮ রাউণ্ড গুলি ছোড়া হয়। কেহ হতাহত হন নাই। জনতা ছত্রভংগ হয়ে যায়। শ্রীচক্রবর্ত্তী নিজে বাদী হইয়া সরকারের পক্ষে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৯/৪৩৬/৩০২/৩৫৩/৩০৭ এবং বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারায় জিরাণীয়া থানায় ১১ (৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী এবং কনেষ্টবল শ্রীনন্দলাল দেববর্মা বর্তমানে জিরানীয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। অন্যান্যরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পান। তদন্ত কালে পুলিশ উক্ত ঘটনায় নিম্নলিখিত ১২ জনকে ১২জন আসামীকে গত ১৭/৩/৮৭ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করেন। ১) শ্রীস্বপন সাহা ২) শ্রীরতন সাহা ৩) শ্রীশেখর সাহা, ৪) শ্রীপ্রদীপ সাহা, ৫) শ্রীঅজিত সাহা, ৬) শ্রীবিশ্বজিত সাহা, ৭) শ্রীকল্যাণ সাহা, ৮) শ্রীফুরণ ভৌকিক ৯) শ্রীপিংকু দেব ১০ শ্রীঅশোক ভৌমিক, ১১) শ্রীঅনজন দেবনাথ, ১২) শ্রীঅঞ্জন সাহা। তাহারা বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে আছে। তদন্তকালে পুলিশ ৪টি বল্লম, ২টি লাঠি, ১টি ডেগার, ৪টি লোহার রড এবং একটি সাবল উদ্ধার করে সিজ করেন। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে গত ১৬/৩/৮৭ ইং সকাল বেলা নেতাজী ক্লাবের শ্রীঅশোক ভৌমিক এবং জনশক্তি ক্লাবের শ্রীশিবু দেবনাথ বাজারে যাওয়ার

সময়ে একে অন্তের সাইকেলের সাথে ধাকা খায়। এর ফলে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ঘটনার সূত্রপাত হয়। উপরোক্ত ঘটনার পর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ টহলদারী ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। তল্লাসী অভিযান এবং তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি যে, একটা সামান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সব ঘটনা ঘটেছে। সকালের ঘটনা, দুপুরে ঠিক হয় যে সন্ধ্যার সময়ে দুই দলে সভা করে মীমাংসা করা হবে। কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর নেতা নেপাল দেবনাথ এটার মীমাংসা কোন অবস্থাতেই করতে দেন নি। সেই মিটিং এ ক্ষিতিশ দেবনাথও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের কিছু লোক বিগত কয়েক দিন ধরে একটা নূতন পথের সন্ধানী হয়েছে। সেই কারণে মীমাংসার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা বানচাল হয়ে গেছে ঐ কংগ্রেস (আই) এর নেতার উস্কানীতে এবং বিক্ষুব্ধ কিছু লোক দা, বল্লম, বোমা নিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর উপর হামলা করে। যার ফলে পুলিশ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব বিষয় পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে গিয়েছি, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন তার সংগে প্রকৃত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনার উৎপত্তি ঠিক আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য জানেন কি যে, এই যে সাইকেলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটার মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুধাংশু সাহা ও স্বপন সাহার নেতৃত্বে এই ঘটনার বিস্তৃতি লাভ করে। এই স্বপন সাহা একজন ক্লাশ ফোর কর্মচারী। তাদের নেতৃত্বে ৪০।৪৫ জনের একটি দল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, বোমা নিয়ে বিষ্ণুগোপাল মজুমদার ও অনিল দেবনাথের দোকান আক্রমণ করে। অনিল দেবনাথের একটা ব্যাটেনিয়ারী ডিসপেনসারী ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। নারায়ণ দেবনাথের দোকানে আগুন দেয়। কৃষ্ণগোপালের একটা ঔষধের দোকান ছিল। ওরা রাম দা, বোমা নিয়ে দোকান

ঘরের দরজা ভেংগে জিনিষপত্র লুঠপাট ও তছনছ করে দেয় এবং তার একটা মাইক্রোসকোপ ছিল সেটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অনিল দেবনাথেরর ব্যাটেনিয়ারী দোকানে আগুন দেয়। এই সব ঘটনা তারা সেখানে করে। এবং তাদের লক্ষ্য ছিল অনিল দেবনাথের বাড়ী চড়াও করা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বিমল চক্রবর্ত্তী সেখানে গিয়েছিলেন। সেটা ঠিক নয়। ক্ষিতীশ দেবনাথ, ও, সি, তাদের প্রচেষ্টায় খুন খারাপির ঘটনা ঘটে নি। ফায়ার ব্রিগেডকে বাধা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে যে দিক থেকে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী আসছিল। এটা করেছে জনশক্তি ক্লাব। প্রথমে এই ঘটনার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে সেখানে মার্কসবাদী ইউনিট এই সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত করেছেন। কারণ উনারা চেষ্টা করছেন সেখানে একটা ঘাটি করা যায় কি না। ভয় ভীতি দেখিয়ে কিছু লোককে দলে টানা যায় কি না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আসলে ঘটনা দুটি সেখানকার কংগ্রেস ' আই) নেতাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। সেটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতাও স্বীকার করেছেন। আমার কাছে রিপোর্ট আছে নেতাজী ক্লার ও জনশক্তি ক্লাব, এই দুটোর ক্লাবের মধ্যে ঝগড়া বাধে এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। কিন্তু উস্কানী দিল কে? সেটা তো মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বললেন না। মাননীয় বিরোধী দলের তাদের হাতে তো অনেক অস্ত্র আছে, বিশ দফা প্রধানমন্ত্রীর ফটো। সেগুলি চমৎকারভাবে ইলেকশনের বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়। সেটাকে শক্তিশালী করে তুলুন। কিন্তু সেটা তো রড দিয়ে শক্তিশালী করা যায় না, আদর্শ দিয়ে করতে হয়। নিরীহ মানুষদের উপর আক্রমণ করে নয়। পুলিশ বলছে যদি বিমল চক্রবর্ত্তী সেখানে না থাকতেন তাহলে ৪—৫ টি খুন হয়ে যেত ঐখানে। শ্রী দেবনাথ সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখবে নিশ্চয়ই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে বলব, মিটিয়ে ফেলুন। নিজেদের দলের ঘটনা, একটু চেষ্টা করলেই মিটিয়ে ফেলতে পারেন। পুলিশকে বলব, আপনাকে সাহায্য করতে। পাশাপাশি ২টি ক্লাব সেজন্য আমি উদ্বিগ্ন। সামান্য ঘটনা থেকে কি রকম ঘটনা ঘটে যেতে পারে সেটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জানেন বলেই আমি বলছি, যেহেতু আপনি সে এলাকার নেতা, সেজন্য বিষয়টি আপনি দেখুন এবং কর্মসূচী পালন করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বললেন, বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, উনি যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই

সেটা করতে পারবেন। এটা খুব বেশী একটা কঠিন কাজ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ ফাঁড়ির যিনি ও, সি যা বলেছেন এবং আমি দেখেছি, 'ডেইলি দেশের কথায়ও' বেড়িয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সত্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যে ঘটনা সেটা আকস্মিক এবং এটা এই ঘটনা থেকেই হয়েছে। নেতাজী ক্লাব থেকে হয়েছে এটা ঠিক নয়। হয়ত বলতে পারেন আগুন লাগান হয়েছে। কিন্তু তাও ঘটনার পরে। পুলিশ ফাঁড়ির যিনি ও, সি এবং জিরানীয়া থানার ও, সি. সেখানে উপস্থিত না থাকলে মহাকাণ্ড ঘটে যেত এটা স্বীকার করছি। পরবর্তী সময়ে আপনাদের দলের থেকেই এটা করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি শ্রীনেপাল দেবনাথের কথা বলছি না বা শিবু দেবনাথের কথা বলছি না। ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়ার অধিকার সবারই আছে। সহযোগিতার কথা এখানে যা বলা হচ্ছে, আমি বলছি, পুলিশ সবসময়ই সহযোগিতা করবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহাশয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীনারায়ণ দাস মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—"বিগত ২৩৷২৷৮৭ ইং হইতে ২৭৷২৷৮৭ পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলছড় হাই স্কুলে ছাত্র-ধর্মঘট সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, আপনার অনুমতি পেলে আমি এক্ষণি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—এক্ষণি দেবেন ? ঠিক আছে দিন।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার, স্যার, নলছড় হাইস্কুলের কতিপয় ছাত্র গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি দাবীসনদ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পেশ করে। দাবীসনদে বলা হয় যে ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দাবীসমূহ পূরণ করা না হলে ছাত্ররা অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকিবে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজনীয় দাবীসমূহ সুষ্ঠুভাবে মিটানোর জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী কতিপয় ছাত্র বিদ্যালয়গৃহে তালা লাগিয়ে দেয়। বিষয়টি স্থানীয়

অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং কতিপয় অভিভাবক নিজ উদ্যোগে ২৪।২।৮৭ ইং তারিখে বিদ্যালয়ের তালা খুলে বিদ্যালয়ের কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ২৪।২।৮৭ ইং তারিখে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বাহিরের এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রহৃত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা ২৫।২।৮৭ তারিখ থেকে ২৭।২।৮৭ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। ২৭।২।৮৭ তারিখে ছাত্র এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনার পর ২৮।২।৮৭ ইং থেকে ছাত্ররা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদান করে।

১৯শে ফেব্রুয়ারীর দাবীসনদে নিম্নোক্ত দাবী পেশ করা হয় ঃ—

ক) প্রধান শিক্ষক নিযুক্তি।

খ) অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্তি।

গ) এস-টি/এস-সি ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড প্রদান।

ঘ) পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা।

ঙ) গত বছর বিভিন্ন খাতে টাকার হিসাব।

চ) স্কুল ঘর মেরামত।

উপরোক্ত দাবীসমূহের সুষ্ঠুভাবে প্রতিবিধানের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এবং উপ-অধিকর্তা গত ৩।৩।৮৭ ইং তারিখে নলছড় গিয়ে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অভাবসমূহ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন। একমাত্র প্রধান শিক্ষকের নিযুক্তি ছাড়া অন্যান্য অভাবের প্রতিবিধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

উপ শিক্ষা অধিকর্তা বর্তমান মাসেই পুনরায় বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীনারায়ণ দাস ঃ— এই বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক নেই। এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক অতি সত্বর নিয়োগ করা হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, প্রধান শিক্ষক নিযুক্তির কাজ চলছে। আশা করা যায়, প্রধান শিক্ষক আমরা দিতে পারব। হয় প্রধান শিক্ষক নয় উপ প্রধান শিক্ষক।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীদাস মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন নোটিশটি আমি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৯ই মার্চ নতুন বাজারের কং(ই) নেতা ডম্বুর জলাশয়ের মাছ পাচার কালে বামাল ধৃত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২০শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী রায় মহোদয় উপস্থিত আছেন। আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২।৩।৮৭ ইং সোনামুড়া থানাধীন কুলুবাড়ীর চাঁন্দ মিঞার বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৩শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২৩শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৩রা জানুয়ারী উদয়পুর বিভাগের হদ্রাগ্রামের মোহন্তকুমার জমাতিয়ার গর্জনমুড়ায় খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, গত ৬।১।৮৭ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১-৪৫ মিঃ সময় রাধাকিশোরপুর থানাধীন গর্জনমুড়া গ্রামের গাঁওপ্রধান শ্রীনারায়ণ মজুমদার রাধাকিশোরপুর থানার দারোগাবাবুকে গর্জনমুড়ায় পেয়ে অভিযোগ করেন যে গর্জনমুড়া গ্রামের শ্রীনারায়ণ দেবনাথ একজন উপজাতি লোককে হত্যা করে মৃতদেহটি একটি কাঁচা কুয়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনি উপস্থিত লোকজন সহ দারোগাবাবুকে ঐ কুয়ার নিকট নিয়ে যান।

উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।২০১ ধারায় ৫(১)৮৭ নং মোকদ্দমা রাধাকিশোরপুর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ গ্রামবাসীদের সহায়তায় কুয়া হতে মৃতদেহ উদ্ধার করেন এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন যে মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীমোহন্ত কুমার জমাতিয়া, পিতা শ্রীঅনন্তপদ, গ্রাম হদ্রা, থানা রাধাকিশোরপুর। পুলিশ উদয়পুর হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ নিকট আত্মীয়দের নিকট অর্পণ করেন।

তদন্তে জানা যায় গত ৩।১।৮৭ ইং খুব ভোরে শ্রীমোহন্ত কুমার জমাতিয়া গর্জনমুড়া গ্রামে তাহার নিজের জমি দেখার জন্য হদ্রা হতে রওনা হন। তিনি প্রায়ই এই গ্রামে আসিয়া তাহার নিজ জমি দেখাশুনা করতেন। অনুমান সকাল ৭টার সময় শ্রীজমাতিয়া যখন শ্রীনারায়ন দেবনাথের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাহাকে হত্যা করে তাহার মৃতদেহ কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। শ্রীনারায়ণ দেবনাথ পুলিশের নিকট স্বীকার করেন যে তিনি কুড়ালের আঘাতে শ্রীজমাতিয়াকে হত্যা করেন এবং পরে মৃতদেহ কুয়ার মধ্যে ফেলে দেন। পুলিশ সেই কুড়ালটি উদ্ধার করে সীজ করেন। এই ঘটনায় পুলিশ শ্রীদেবনাথকে গত ৩।১।৮৭ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন। তিনি বর্তমানে জেল হাজতে আছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সারা রাজ্যে অন্যান্য কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তাতে গোটা অঞ্চলের মধ্যে কিছু কিছু টেনশান ছিল। তাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে আরেকটা যাতে এই ধরণের খুন খারাপি সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য তিনি এই মোহন্ত কুমার জমাতিয়াকে খুন করেন। তার আগের দিন—নামটা আমার জানা নেই, গোঁসাই বলে পরিচিত ও গর্জনমুড়ার প্রাক্তন প্রধান প্রমোদরঞ্জন দেবনাথ দুজনে মিলে নারায়ণ দেবনাথের বাড়ীতে একটা আলোচনা সংঘটিত করে এবং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু মোহন্ত কুমার জমাতিয়া না যে কোন জমাতিয়া খুন হতে পারত। এর আগে হদ্রা গ্রামের দুইজন লোক তার বাড়ীর পাশ দিয়ে ওখানে গেছে। হদ্রার জমিগুলি আমতলী জলার মধ্যে এবং তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে হয়। যাওয়ার পথে নারায়ণ দেবনাথ তাদের তামাক খেয়ে যাওয়ার জন্য ডাকে, কিন্তু তারা যায় নি। অনেক ডাকার পর মোহন্ত কুমার জমাতিয়া তামাক খেতে যায়। তামাক খেয়ে ফেরার পথে এই নারায়ণ দেবনাথ পেছন থেকে কুড়াল দিয়ে কোপ মেরে তাকে হত্যা করে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে এটা জড়িত কিনা আমার জানা নেই। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত নারায়ণ দেবনাথ কংগ্রেস (আই) দলের একজন সমর্থক এবং যিনি নিহত হয়েছেন তিনি সি পি আই (এম)-এর সমর্থক। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক

এবং নিন্দা করার ভাষা নেই। এতে দুই অংশের জনসাধারণে মধ্যে যাতে কোন বিভ্রান্ত সৃষ্টি না হয় তার জন্য এলাকার লোক যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। হুদ্রাতে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে গত দাঙ্গার সময় ট্রাইবেল-বাঙ্গালী সম্প্রীতি রক্ষার জন্য অনেকে জীবনও দিয়েছে, সেই দিক থেকে এই হাউসের পক্ষ থেকে আমরা তাদের নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাতে পারি। এই ঘটনাটি সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তদন্ত করছেন।

শ্রীকেশব মজুমদারঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই নারায়ণ দেবনাথ যেদিন মোহন্ত কুমার জমাতিয়াকে খুন করে সেদিন পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে নি, উদয়পুরেও খবর পৌঁছে নি তখন উদয়পুর শহরের কংগ্রেস (আই) নেতারা কামিনী দাসের নেতৃত্বে থানায় যায়। থানায় গিয়ে নারায়ণ দেবনাথ একজন পাগল বলে প্রচার করতে থাকেন। এছাড়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই খবর জানা আছে কিনা, ৮০ ইং সালে হুদ্রাবাড়ীতে ২৯ জন নিরীহ উপজাতি খুন হয়েছিলেন। ওরা যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঐ পালানোর রাস্তাটা দুর্ভাগ্যবশতঃ নারায়ণ দেবনাথের বাড়ীর সামনে দিয়ে। ঐ খুনের সংগেও নারায়ণ দেবনাথ জড়িত। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—স্যার, ৮০ ইং সালে ঐ এলাকায় একটা ভয়ংকর গণহত্যা হয়েছে এবং বাকী যে সব তথ্য মাননীয় সদস্য চাচ্ছেন, সেগুলি পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত দাঙ্গার সময় শুধু হুদ্রাবাড়ীতে না, শিলঘাটি ও বগাবাসাতে বহু লোক মারা গেছে যদিও কোন পত্রপত্রিকায় এই ঘটনার উল্লেখ নেই। কারণ, সেখানে উপজাতিরা মারা গেছে। এর পর এই ঘটনাকে বিকৃত করে পত্রপত্রিকায় দেওয়া হয়, তখন কতগুলি ট্রাইবেল এলাকাতে টি এন ভি'রা বাঙ্গালী হত্যা করেছিল এতে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয়। নারায়ন দেবনাথ পুলিশকে বলেছে—পাহাড়ীরা বাঙ্গালীদের মারছে তার পাল্টা হিসাবে এই ঘটনা সে সংঘটিত করেছে। তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম এবং তখনও বলেছিলাম যে, বাইরে যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয় তখন এই এলাকার উপজাতিরা খুবই বিপর্যস্ত ও আতংক বোধ করে। তখন বাঙ্গালীরা তাদের বাঁশ, গাছ, ছন ইত্যাদি কেটে নিয়ে যায়, উপজাতিদের প্রতিবাদ করার কোন শক্তি তখন থাকে না। এই দিক থেকে এলাকাটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার, আমি খুব দুঃখিত যে মাননীয় সদস্য মহোদয় বাঙ্গালীরা, বাঙ্গালীরা করছে বলছেন। শুনে মনে হচ্ছে সমস্ত বঙ্গালীরাই করছে। যারা সমাজবিরোধী তারাই করছে। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে এবং

প্রয়োজন হলে সেই সব জায়গাতে পুলিশের টহলদারির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ভাবে যদি উনি প্রচার করেন যে বাঙ্গালীরা আক্রমন করছে তাহলে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। এটা ঠিক হবে না।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

'গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৮৬) অমরপুরের বামপুরে এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৯ (নয়) জনকে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— বিগত ১৭।১২।৮৬ তারিখে দুপুরের দিকে কিছু লোক গুজব ছড়ায় যে বীরগঞ্জ থানাধীন বামপুর এলাকায় ভগবান খলাতে উপজাতি ও অউপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দাঙ্গা তথা খুন ও গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটনা ঘটিতেছে। উক্ত গুজব ছড়ানোর খবর পেয়ে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনার স্থলে পৌঁছে তদন্ত করে জানতে পারেন ভগবান খলায় উপজাতি ও অউপজাতিদের মধ্যে খুন বা আগুন লাগানোর ঘটনা আদৌ ঘটে নাই। ইহা গুজব এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উভয় অংশের মানুষের মধ্যে যাতে দাঙ্গা সৃষ্টি হয় সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐরূপ একটি গুজব ছড়ানো হয়েছিল। ঐরূপ গুজব ছড়ানোতে নিম্নে ৮ (আট) ব্যক্তি জড়িত সন্দেহে এবং গুজব ছড়ানো প্রতিরোধে পুলিশ এই ব্যক্তিগণকে গত ২৭/১২/৮৬ তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। এই ঘটনা অমরপুর থানার ৯০২ নং ডাইরীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

১) শ্রীকৃষ্ণধন পাল, সাং বামপুর, সি, পি, আই (এম) সদস্য বামপুর গাঁওসভা।
২) শ্রীবিমল মল্লিক, সাং বামপুর।
৩) শ্রীনান্টু দাস, সাং বামপুর।
৪) শ্রীকানু দাস, সাং বামপুর।
৫) শ্রীসুকুমার দেবনাথ, সাং বামপুর।
৬) শ্রীজীতেন্দ্র দাস, সাং বামপুর।
৭) শ্রীঅনন্ত মল্লিক, সাং বামপুর।
৮) শ্রীসাধন পাল, সাং বামপুর।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ নং ও ৫ নং ব্যক্তি ২৭/১২/৮৬ ইং তারিখ এবং বাকী সকলেই ২৯/১২/৮৬ তারিখ মাননীয় আদালত হইতে ছাড়া পান।

২ নং হইতে ৮ নং সকলেই কং (আই) সমর্থক বলিয়া জানা যায়। পুলিশ ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। ৯ জনকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা ঠিক নয়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীজহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন' স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, যাদেরকে গত ২৭শে ডিসেম্বর বামপুর এলাকায় জাতি-উপজাতিদের মধ্যে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য যে ভাবে অপপ্রচার সৃষ্টি করে সেখানে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছিল এর মধ্যে বামপুর গাঁও পঞ্চায়েতের শাসক দলের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য শ্রীকৃষ্ণধন পাল তার নেতৃত্বে সেই সকল গুজব সংগঠিত হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি কৃষ্ণধন পাল যিনি গাঁও সভার সদস্য তাঁকে পুলিশ ভুলে গ্রেপ্তার করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার পরের দিনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজেই এই কথা ঠিক নয় যে সি পি এম এই গুজব রটিয়েছিলেন। এই গুজবটা রটানোর পিছনে মূলতঃ কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা ছিলেন।

শ্রীজহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে তথ্য যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পড়ে শুনালেন সেটা হলো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং কৃষ্ণধন পাল এবং তার ঐ এলাকার সি, পি, এম দলের আরও যারা আছেন তারাই এখানে যে অমরপুরে বর্ত্তমানে জাতি-উপজাতি সম্প্রীতি সেটাকে বিনষ্ট করার জন্যই এবং সেখানে বিরোধী দল বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (ই) দলের উপর দোষারুপ করার একটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা হিসাবে এইগুলি সংগঠিত করা হয়েছিল এবং সেখানে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় এই সদস্যে চরিত্র হচ্ছে 'দৈনিক সংবাদের' মতো ডাহা মিথ্যা কথা বলা, এর কোন ক্ল্যারিফিকেশান নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- বিগত ২৮।২।৮৭ ইং আমতলী অন্তর্গত বেলাবর গ্রামের অধিবাসিনী শ্রীমতি রেণু বালা সরকারের বাড়ীতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী অতর্কিত আক্রমন করে ঘর ভাঙ্গচুর ও অন্যান্য সম্পত্তি ধ্বংস করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২।৩।৮৭ বেলা ১।৫ মিঃ আমতলী থানাধীন বেলাবর গ্রামের শ্রীতারিনী সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী রেণুবালা সরকার আমতলী থানায় এই অভিযোগ করেন যে, গত ২৮।২।৮৭ সকাল অনুমান ৭ ঘটিকায় সময় তাহার প্রতিবেশী ১। শ্রীঅখিল সরকার, ২। শ্রীঅনিল সরকার, ৩। শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার, ৪। শ্রীধীরেন্দ্র সরকার। ৫। শ্রীফকির চাঁদ সরকার। ৬। শ্রীরাজকুমার সরকার সম্মিলিত ভাবে জর করে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নির্ম্মীয়মান একট মাটির ঘর ভাঙ্গিতে শুরু করে। তাহার বাশের তৈরী বড়ীর সীমানার বেড়াও ভেঙ্গে দেয়। শ্রীমতি সরকার আরও জানান যে, যে জমিতে উক্ত মাটির ঘরটি তৈরী হইতেছিল ঐ জমিটি নিয়ে বিবাদীদের সহিত পূর্ব হইতেই গণ্ডগোল চলিতেছে। এই ব্যাপারে তিনি গ্রামীণ মাতব্বরদের সহায়তায় মিমাংসা করিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার মিমাংসা হয় নাই। উক্ত অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৩।১৪৭।৪২০ ধারায় আমতলী থানায় ২ (৩) ৭ নং মোকদ্দমা রজু করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ উক্ত মোকদ্দমায় সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং অভিযুক্ত আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী চালান কিন্তু আসামীগণ পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে।

তদন্তকালে ইহা প্রকাশ পায় যে, নির্ম্মীয়মান মাটির ঘরটি বিবাদমান জমিতে অবস্থিত। বিবাদী শ্রীঅখিল সরকার উক্ত জায়গার মালিক কিন্তু গতবার যাবৎ এই জমিটি অভিযোগকারীনির স্বামী শ্রীতারিনী সরকারের দখলে রহিয়াছে, উক্ত ব্যাপার মিমাংসার জন্য গ্রামীণ মাতব্বরগণের সহায়তায় বহু চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোন প্রকার সুফল নাই।

তদন্তকালে আরও প্রকাশ পায় যে, বিবাদীগণ জেলে সম্প্রদায়ের এবং বাদী একজন দিন মজুর। কাহারও কোন সঠিক রাজনৈতিক পরিচয় নাই।

তদন্তকালে আমতলী থানার পুলিশ বিগত ৩.৩.৮৭ তারিখে বিবাদীগণের বিরুদ্ধ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৩৩ ধারায় আমতলী থানায় ৭৪/৮৭ নং পি, আর, মাননীয় আদালতে দাখিল করেন।

মোকদ্দমার তদন্ত চলছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে রেণুবালা সরকার তিনি অত্যন্ত গরীব এবং মুড়ি বেচে খান এবং তার স্বামী একজন কামলার কাজ করেন। যে জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে সেটা বিগত ২০ বছর ধরে, উনাকে সেখানে এই সরকারের এলোটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে সেই এলোটমেণ্টের কাগজ নিজেরা গিয়ে দেখেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— বহু কষ্ট করে একটা কোঠা তোলেছেন সেটাকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং এই ব্যপারে যখন থানাতে অভিযোগ করা হয়েছে, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি থেকেও দেখা গেছে যে, সাক্ষী প্রমাণ থাকা সত্বেও আসামীদের ধরা হচ্ছে না এটা আমতলী থানা ইচ্ছকৃত ভাবে করছেন এবং এই আসামীদের আড়াল করার জন্যই যাতে এর সুবিচার না হয় সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি জমি সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু এটা যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে, পুলিশের যদি গাফিলতি থাকে তাহলে পুলিশকে বলবো সব রকমের ব্যবস্থা যাতে তাঁরা নেন।

মিঃ স্পীকার :— আরও একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ রয়েছে, এটা রিসেসর পর নেব। এই সভা বেলা ২ (দুই) টা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক আনীত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— 'গত ১০ই মার্চ ভোরে খোয়াই চাম্পাহাউর বাজার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।' আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, গত ১০।৩।৮৭ ইং তারিখ বেলা ১৪-৪৫ মিঃ চাম্পাহাউর সামরিক বাহিনীর সাহত কর্মরত হোমগার্ড শ্রীবিনোদ তাঁতী খোয়াই থানায় উপস্থিত হইয়া জানায় যে গত রাত্রে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে চাম্পাহাউর বাজারের কিছু দোকান পুড়িয়া যায়। এই সংবাদ খোয়াই থানাতে ১০।৩৮৭ তারিখ ৩১৭ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত আগুন চাম্পাহাওয়ড়ের বাজারের শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষের চায়ের দোকান হইতে লাগিয়াছে। গত ১০।৩।৮৭ তারিখ রাত্রি অনুমান আড়াইটা হইতে তিনটার মধ্যে আগুন লাগে। উক্ত আগুনে ১০টি বাজেমালের দোকান, ৪টি চায়ের দোকান, ১টি অস্থায়ী ডাকঘর, ২টি ঔষধের দোকান, ১টি ধাম ভাঙ্গার কল, ২টি চায়ের দোকান এবং তৎসংলগ্ন ২টি বাড়ী, ১৮টি অস্থায়ী ছাউনী (বাচারী) পুড়িয়া যায়। সর্বমোট ২০টি স্থায়ী দোকান পুড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ৮২ হাজার টাকা।

উক্ত আগুন দেখিয়া চাম্পাহাওয়ড়ের বাজারের প্রায় ১ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত আসাম রাইফেলস বাহিনীর ক্যাম্পের জোয়ানগণ দৌড়াইয়া আসিয়া আগুন নিভানোর কাজে লাগেন। উক্ত আগুন একটি দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকাণ্ড এবং নাশকতা বলিয়া কাহারো সন্দেহ হয় নাই। এই অগ্নিকাণ্ডে কেহ হতাহত হন নাই। এই ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশী তদন্ত অব্যাহত আছে।

দৈব দুর্ঘটনায় যে সব ক্ষেত্রে আগুন লাগে সে সমস্ত ক্ষেত্রে রাজস্ব দপ্তর তাদের নিয়ম অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তদন্তক্রমে সাহায্য করা হবে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিকগণ যাতে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করতে পারেন। সে জন্য ব্যাংকগুলিতে আর্থিক ঋণ দানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS (ANNEXURE—"C")

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো —"লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।" বিধানসভার গত অধিবেশনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেন্টের উপর আনীত পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৩ ও ৪৬-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৩ ও ৪৬-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :— I beg to lay the replies to the postponed un-starred Question Nos. 3 and 46 on the table of the House.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ এর উত্তরপত্রগুলো নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT BILLS

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো —"The code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীদশরথ দেব :— I beg to move before the House for leave to introduce "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987)".

অধ্যক্ষ মহাশয় :-- এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—"The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীখগেন দাস :— I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura Sales Tax (Fourt Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987)".

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(মোশানটি গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"The Tripura Amusements Tax (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 6 of 1987)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীখগেন দাস :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura Amusements Tax (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 6 of 1987)".

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"The Tripura Amusements Tax

(Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 6 of 1987)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীখগেন দাস :—Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987)"

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

DICUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1987-88

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যেসকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন সময়টা জানিয়ে দিচ্ছি। ১৭০ মিনিট সময় আলোচনার জন্য। এইটা ভাগ করলে, দাঁড়ায় কংগ্রেস আই ২৬ মিনিট, টি ইউ জে এস ১৫ মিনিট, ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট ৯ মিনিট, ট্রেজারী বেঞ্চের ভারা ১০৭ মিনিট এবং ভোটিং এ ২০ মিনিট।

এখন কি সুধীরবাবু আলোচনা আরম্ভ করবেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী আজকের এই সভায় যেসমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী এনেছেন সেগুলি আমি বিরোধীতা করি এবং

সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং আমার বিরোধীরা যেসমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলি সমর্থন করছি ; এবং এর সপক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। মিষ্টার স্পীকার স্যার, আজকে আমার কাটমোশান ডিমাণ্ড নং ৩ এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে ইলেকশান ডিপার্টমেণ্ট। এই রাজ্য সরকার ইলেকশান ডিপার্টমেণ্ট যেটাতে ধরে নেওয়া হয়েছে, এইটা একটা নিরপেক্ষ ডিপার্টমেণ্ট থাকবে। এইখানে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে এইটা ওদের একমাত্র ভরসা নির্বাচনে যেটা তরণী এবং জনসাধারণের সমর্থনে ওনারা তোয়াক্কা রাখেন না। সেই কারণে এই দপ্তরটিকে কন্ট্রোল করে ফেলেছেন তাদের নিজস্ব নির্বাচনী তরণী পার হওয়ার কাজে। কাজেই এখানে আমি ২/১টি উদাহরণ দিচ্ছি।

যেমন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ পর্য্যন্ত যে এনুমারেশান চলছে আমরা মনে করেছি এইটার পরে নির্বাচন হবে। কি হয়েছে ? এনুমারেটার কাদের নেওয়া হয়েছে ? যারা সি পি এম এর সমর্থক বেছে বেছে বেশীর ভাগ তাদেরকেই নেওয়া হয়েছে, হয়তো ইলেকটোরেল অফিসার রয়েছে, তিনি ল সেক্রেটারী এই দপ্তরের, কি করবেন তিনি ? তাকে সব কিছুই মেনে নিতে হচ্ছে। আমাদের এর আগে একটা সর্বদলীয় সভা হয়েছিল যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এদের পোগ্রামটা জনসাধারণ জানবে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলি জানবে। আমি জানি না, এরা কি করে কাজ করছে, কি পোগ্রাম দিচ্ছেন, গোপনে ঘরে বসে ভোটার লিষ্ট করছেন। আমি এমন বহু এলাকা থেকে তথ্য পেয়েছি যেখানে ওনারা যান নি। স্যার, আমরা জানি কি হয়েছে। এই বর্ডার এলাকার সমস্ত ওপারের লোকদের ভোটার লিষ্টে নাম তুলে ফেলেছেন এবং মাইনরদের নামও সেখানে তোলা হচ্ছে, আবার অনেক ভোটারের নাম কাটা হবে পরিকল্পিত ভাবে। এর পরেতো এদের প্রয়োজন হবে না, নির্বাচনে কি হবে না হবে ওনারা জানেন, নির্বাচনের রেজাল্ট এবং সেই উদ্দেশ্যে সেটা করা হচ্ছে। এর বহু প্রতিবাদ করে পত্র পত্রিকায় লিখেও এর কোন সুফল আমরা পাই নি। আজকে জনসমর্থন বলুন আর নির্বাচনে জয় পরাজয় বলুন, সেটা এই ভাবেই নির্ধারিত করা হয়ে থাকে এবং এইভাবে জয়লাভ করেন। তাই আমি আমার যে বক্তব্য সেটা হল নিশ্চয়ই সে সময় এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি করা হয়েছিল কি না যে, এনুমারেটারদের জন্য যে সিষ্টেম সেটাকে ফলো করা হবে। সেটা কোথাও করা হয় নি। স্যার, আমরা দেখেছি বহু জায়গায় তাদেরকে যে সমস্ত গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে সেটা তারা ফলো করেন না, ওরা নিজেদের গাইড লাইন তৈরী করেন। অভিযোগ করেও তার কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে নির্বাচন এবং এখানকার গণতন্ত্র। সুতরাং কি করে এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করা যায় ? তারপর আমার পরবর্তী যে কাটমোশান রয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের, সাধারণ প্রশাসন আজ কি অবস্থায় এসেছে,

উনি বলেন আমি গণতন্ত্র মানি। সমস্ত গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে তিনি একটা সারকুলার দিয়েছিলেন যে আমরা আজ পর্য্যন্ত ওনার কাছ থেকে এই সারকুলারের কোন সদোত্তর পাইনি। কেন কি ছিল? তিনি বলেছিলেন সমস্ত এপয়েন্টের যে ফাইল তার দপ্তর হয়ে যাবে, এইটা সংবিধানের কত ধারায় আছে উনি যেটঃ বললেন? কারণ এপয়েন্টমেন্টটা যেটা সেটা হেড অফ্ দা ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিউরের নীতি এবং এইটা ইন্টারভিউর মাধ্যমে বা যে ভাবেই করুন, তারা সিলেকশান করেন। তার পর সেটা সোজা চলে যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে, পরে সেখান থেকে যায় বটতলা অফিসে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন লোক্যাল কমিটিগুলিতে যায়, সেখান থেকে তখন বলা হয় এই তোর নামতো সিলেকশান হয়েছে, তুমি এপয়েন্ট পাবে যদি আমাদের পার্টিতে নাম লেখাও, এই হচ্ছে ওনার এপয়েন্ট-মেন্ট। তারপর এখানে যারা সরকারী অফিসার ডাঃ রায়, জানি মা তিনি হয়তো কাজ করতে চেয়েছিলেন, ওনারই দুর্ভাগ্য। উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে কিছু নীতি ঘোষণা করেছিলেন যেগুলি ওনারা করেন নি, বলেছিলেন যে, আমার ফেলে আসা কাজ আমি করব, যেটাকে পলিসি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এইটা তিনি ইমপ্লিমেন্ট করেন, এইটাই তার অপরাধ। মুখ্যমন্ত্রী সব বাতিল করে দিলেন, এইটাও তার অপরাধ. তাকে এখান থেকে চলে যেতে হল। আজ পর্য্যন্ত কোন ভাল অফিসার, কি করে থাকবে, ওনারা তাকে আইন মাফিক কাজ করতে, রুলস্ মাফিক কাজ করতে বলেন এবং এদের কথা না শুনলে তাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হয়, এইটাই সত্যি কথা। মিঃ ত্যাগী বলুন আর যেই বলুন, শুনেছি এ, কে, দেব সাহেব তিনি নাকি এফিসিয়েন্ট অফিসার, আরও অনেকে বলেছে এখানে কাজ করা যাবে না, এই হচ্ছে ওনার প্রশাসন। প্রশাসনের যেটা মাথা মানে যেটা হেড অফিস সেখানে যদি গোলমাল হয়, সেখানে অফিসার যদি কাজ না করেন তাহলে তার শাখা প্রশাখায় কি কাজ হবে? সেখানেও সমন্বয়ের নেতারা সে পিয়নই হোক আর ক্লাস থ্রী ই হোক তিনি শাসান ডাইরেকটারকে যে, আমি যে ভাবে কথা বলব সেই ভাবেই প্রশাসন চলবে; আমি যাকে বদলী করতে বলব সেইভাবে তাকেই বদলী করতে হবে। ফলে আজ আর প্রশাসনের মধ্যে কোন কাজ হচ্ছে না। তারপর শিক্ষামন্ত্রী এখানে শিক্ষা দপ্তরের অনেক তথ্য দিয়েছেন। সত্যি কথা ত্রিপুরা রাজ্যে এই একটা দপ্তরই আছে, সেই দিক থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার ব্যবস্থা খুব ভাল। এখানে যে ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অন্য কোন রাজ্যে এই রকম নাই। কিন্তু এর ভিত্তিটা কি? এই রাজ্যে কংগ্রেস আমলেও এই একটাই দপ্তর ছিল যেখানে অনেক লোকের চাকুরী হত, আর তার পরেই আসে পুলিশ দপ্তর। সুতরাং এই হিসাবে তিনি যে তথ্য দিলেন তাতে অনেক স্কুলের তথ্য

দিলেন, কিন্তু পারসেনটিজটা কি ? কত টকা খরচ হয়েছিল আগে আর এখন কত টাকা খরচ হচ্ছে, ওনাকে এইটা তুলনা করে দেখতে বলছি। আজকে কোথায়ও কি পড়াশুনার পরিবেশ আছে ? স্কুলগুলিতে আজ প্রধান শিক্ষক নাই. যেমন তেলিয়ামুড়ার একটা স্কুলে অনেক দিন ধরে হেড মাষ্টার নাই। কাজেই কি অবস্থা আজকে শিক্ষার ? মাননীয় স্পীকারও একজন সরকারী স্কুলের হেড মাষ্টার ওনার নিশ্চয় একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যদিও তিনি স্কুলে যান না, তবু স্কুলের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিশ্চয়ই শুনেন। এখানে আজকে একটা নিয়ম-মাফিক দাবী রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য, এইটা আপনারা করতে পারেন না বরং সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে বাধার সৃষ্টি করছে সরকার নানা ভাবে। যার ফলে সেই স্কুলগুলিতে পড়াশুনা মোটেই হচ্ছে না। সুতরাং এখানে নিয়মের যে বাধা তিনি সৃষ্টি করছেন, তাতে সেখানে যারা নিজেদের যোগ্যতা বলে যে সমস্ত শিক্ষক হায়ার কোয়ালিফিকেশান নেন, লেখাপড়া করিয়ে, কাজকর্ম করে সংসার চালিয়ে তারপর নিজে পড়াশুনা করে হায়ার ডিগ্রি নেন। এই ক্ষেত্রে এর আগে যে নীতি ছিল সেটা হল যে হায়ার ডিগ্রি যদি নেওয়া হয় তাহলে তাকে হায়ার পোষ্টে প্রমোশন দেওয়া হয়, লোয়ার পোষ্টকে এবলিষ্ট করে। সেটা যদি থাকত তাহলে অনেকটা সমস্যার সমাধান করা যেত। সে জন্য আজকে নন-গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ঘরের সমস্যা রয়েছে। এখানেও নেতাজী স্কুল বলছে যে তারা পায় না। তাদের কমিটি আছে, তারা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। অন্যরা ছিটেফোঁটা পায়। বেতনক্রম সম্পর্কে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে পে কমিশন করা দরকার কিন্তু কর্মচারীদের বেতনের ষ্ট্রাকচার কি হবে সেটা সম্পর্কে আমরা পরিস্কার না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এবার শেষ করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— এখানকার বেতন বাবত ৭ম ও ৮ম ফিন্যান্স কমিশন কত টাকা দিয়েছেন তার কোন হিসাব আজ পর্যন্ত তিনি দেন নি। এই হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি ওনাদের দরদ। এই কারণে আমরা সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রতি বিরোধীতা করে, সমস্ত কাটমোশনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশানগুলি ও অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার একটা কাটমোশান হচ্ছে এ ডি সি কে নিয়ে, কিন্তু তারজন্য এ ডি সি কে বিরোধীতা করা হচ্ছে না। আমি চাইছি এ ডি সি কে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে হবে না, আরও দেওয়া হউক। আমরা জানি যে এ ডি সি ঠিকমত টাকা খরচ করতে পারছেন, কারণ

আদের হাতে সে মেসিনারি নাই। কাজেই মেসিনারি না থাকলে টাকা খরচ হবে না। সেজন্য আমি কাটমোশান এনেছি। আমার আরেকটা কাটমোশান হচ্ছে এডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস সম্পর্কে। গভর্ণমেন্ট এ পি পি'রা কাজ করেন, কিন্তু কি কাজ করেন? যেমন গভর্ণমেন্ট এডভোকেট মিঃ অশোক চক্রবর্তী তিনি উদয়পুরের ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্টের জন্য কিন্তু তিনি কখনও সেখানে যান না অথচ হাজার হাজার টাকা নিচ্ছেন। আমাদের সরকার সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হলেন টুইলেঙ্গার একটা রাস্তার ব্যাপারে। আমাদের সরকার সেখানে একজন ব্যারিষ্টার নিয়োগ করলেন, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করার জন্য মিঃ অশোক চক্রবর্তী মহোদয়কে সেখানে দেওয়া হল। তিনি আগরতলা থেকে দিল্লী যাবেন পথে ক্যালকাটাতে হল্ট। ক্যালকাটায় ওনার জন্য একটা ট্যাক্সি রিজার্ভ করা হল তাতে ১ দিনে ১,৭৭০ টাকা গেল। আমি বুঝলাম না, ওনার জন্য কেন টা ট্যাক্সি রিজার্ভ করা হয়েছে। আমরা পি এ সি যখন যাই তখন আমরা দেখেছি আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ৩টা এবং আমাদের ত্রিপুরা ভবন থেকে ১টা গাড়ী দেওয়া হয়েছে। এই মোট ৪টা গাড়ীতে আমরা ঘুরেছি। গভার্ণমেন্ট এডভোকেট যার নর্মস্ হিসাবে গাড়ী পাওয়ার কথা নয়। তারমধ্যে সিভিল এবং ক্রিমিন্যালের জন্য আলাদা আলাদা এডভোকেট আছে। সেখানে সিভিলের এডভোকেট শংকরবাবুর গাড়ী নেই কিন্তু অশোকবাবুর গাড়ী আছে। ওনাকে টি আর টি গাড়ী দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিচারের নামে অবিচার চলছে সেখানে বিচারের কি আশা করা যায়? তারপরে হল পুলিশ প্রসাশন, এটাকে বলা হয় মাথা ভারি প্রসাশন। মনু থানাতে ১৪ জন পুলিশ অফিসার আর তাদের হুকুম তামিল করার জন্য আছে ১৫ জন কনস্টেবল। ১৪ জন অফিসার ছাড়াও আবার আছে ১ জন এস ডি পি ও, একজন ডি এস পি, প্রবেশনার, আর একজন সি আই। এই হচ্ছে অবস্থা। তারপরে আমাদের রাজ্য আমরা একজন ডি জি পেলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শেষ করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমাকে আর ২ মিনিট সময় দিন। আমরা শুনেছি যে এর আগে মিঃ সোদ আমাদের রাজ্যের ডি জি ছিলেন।

কিন্তু মিঃ মাত্তরকে ডি জি পুলিশ করা হলো। এটা কি ভাবে করা হয়েছে, একটা নর্মস্ থাকাতো উচিত ছিল যে এত হাজার পুলিশ হলে পরে একজন ডি জি হয়। এই হিসারটা এখানে ফলফিল করেছে কি? করেনি।

তারপরে স্যার, আমি ইলেকশান সম্পর্কে বলতে চাই। এই সম্পর্কে কিছু না বললে একটা অপরাধ হয়ে যাবে। ইলেকশন সম্পর্কে টাকা চাওয়া হয়। হ্যাঁ, টাকার প্রয়োজন

রয়েছে, কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে, তাদের বেতন ভাতা, টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি দিতে এসব টাকার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই, টাকাটা আসলে প্রোপারলি খরচ করা হচ্ছে কি না? না সেটা হচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, রাধামাধ্যালিতে রামনগর নামে একটি গাঁও সভা আছে। সেখানে একজন এনুমারেটর গেলেন, তার নাম শ্রীমিলন দে, উনি কখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম লিষ্ট করার কথা চিন্তাও করেন নি। তিনি এক জায়গায় বসে যে কয়জনকে সামনে পেয়েছেন তাদের বলছেন, এই তোমার নাম কি, তোমার বাবার নাম কি, তোমার মামার নাম কি, তোমার পরিবারের কত জন লোক আছে। এই সব লিখে নিয়ে গেলেন। তারপর দেখা গেল, যেখানে পাঁচ জনের নাম লেখার কথা সেখানে লেখা হয়েছে তিন জনের। এই ভাবে একটা গাঁওসভাতে যদি ১০০ জন করে বাদ যায় তাহলে, একটা কন্সটিটিউএন্সীতে ২৫-৩০ টি পুলিং বুথ আছে। তাহলে প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০০ নাম বাদ যায় তাহলে রাজ্যের এই যে, এই এইটা রোধ করবে কে? এই জন্য তো সমন্বয় কর্মচারীদের দিয়ে সমস্ত কাজ একটা সুপরিকল্পিত ভাবে পরিকল্পনা মাফিক এই করে যাচ্ছে। আরো কত কাহিনী সময়ের অভাবে বলা সম্ভব নয়। যাইহোক আজকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সে সমস্তগুলিকে সমর্থন করে এবং যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সে সমস্তগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ১৯৮৭-৮৮ সালের ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী আনা হয়েছে সে সমস্তগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের থেকে যে সকল কাট মোশান এসেছে সে সবগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার পাঁচটি কাট মোশান আছে। অথচ সময় মাত্র চার মিনিট। এই সময়ের মধ্যে কিইবা আলোচনা করতে পারব? তবু বলতে হচ্ছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪,—২০৭৫ ডিজএপ্রোভেল অব গভর্ণমেন্ট পলিসি অন ষ্টেট লটারিজ। এই লটারিজ বন্ধ হয়ে গেল। কেন সেটা বন্ধ হয়ে গেল, কার দুর্নীতিতে বা কোন কর্মচারীর দুর্নীতিতে বন্ধ হয়ে গেল এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম না। অথচ এই খাতে প্রতি বছর ১০ লক্ষ টাকা করে ধরা হচ্ছে, গতবারও ধরা হয়েছে। কাজেই এই ১০ লক্ষ টাকা কেন ধরা হয়েছে বুঝতে পারছিনা। কাজেই এই অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি এই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করছি। কারণ এই অর্থের বরাদ্দের এটাই প্রমাণিত হয় যে যাদের দুর্নীতির জন্য এই লটারিজ বন্ধ হয়ে গেল তাদের প্রতি অনুকম্পা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয়ের আছে, তা না হলে এটা ধরা হতো না। কাজেই আমি এটা সমর্থন করতে পারি না, তাই আমি এর বিরোধীতা করছি।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে—ডিমাণ্ড নম্বার ২১—২২০২, ওয়েষ্টফুল একস্‌পেনডিচার অন্ এডাল্ট এডুকেশন।

এই এডাল্ট এডুকেশন-এর জন্য ৫০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকা ধরা হয়েছে, সত্যি এই নিরক্ষরতা একটা জাতীর পাপ, কাজেই এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ অবশ্যই দরকার। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এই ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এত বছরে কি আপনারা ৫০ জন লোককে সাক্ষর করতে পেরেছেন? না পারেন নি। আসলে এখানে চলছে এক ঘৃণ্য দলবাজি? সেটা কি রকম? সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে তারা নিজেদের নামও লিখতে পারেনা। ওরা সিদ্ধি চায়। ওদের অফিসার বলেন যে, তোমরা আগে নিজের নাম সই করে এস তার পর তোদের বেতন দেওয়া যাবে। এই হচ্ছে এডাল্ট এডুকেশনের নমুনা। কাজেই এই টাকা যে, অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না সেটা নিশ্চিত। তাই আমি এর বিরোধীতা করছি। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে. আমি নিরক্ষরতা দূরীকরনে বিরোধীতা করছি।

তারপর ডিমাণ্ড নম্বার ১১, ২০৭০, নীড টু সেট আপ ফায়ার ষ্টেশন এট ঋষ্যমুখ, বিলোনিয়া। এখানে বলতে হয় যে, এই যে আগুন ধরছে সেটা যদিও বলা হচ্ছে নেচারেল কেলামিটির জন্য হচ্ছে, আসলে অনেক সময় দেখা যায় দলবাজির জন্যও এই স্কুলঘর, ল্যাম্পস্ এবং পার্কসগুলি পুড়ছে। এইটা তাদের দলীয় লোকেরাই করছে। সুতরাং সেই কারনেই আমি এর বিরোধীতা করছি। গত ১৯৮৪ সালে এই বিধানসভায় মাননীয় কাশীরাম রিয়াং প্রশ্ন করেছিলেন এবং এর জবাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, ৩০ টা গাড়ী চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১৩ টা গাড়ী দেওয়া হয়েছে আর বাকি ১৭টি গাড়ীর জন্য টাকা জমা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যান্ত সেগুলি এসেছে কিনা সেটা আমরা জানতে পারিনি কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করছি।

তারপর ডিমাণ্ড নম্বার ৩, ২০১৫ ইলেকসন অন ষ্টেট লেজিসলেচার। এইজন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা। এই টাকা তো গরীব সাধারণ মানুষের কোন কাজে আসবে না। এতে দলীয় লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্য ধরা হয়েছে। তাই এই ডিমাণ্ড-টিও আমি সমর্থন করতে পারছি না।

তারপর ডিমাণ্ড নম্বার ৩, ২০১৪, ওয়েষ্টফুল একস্‌পেনডিচার অন্ লিগ্যাল এডভাইজারস্ এণ্ড কাউন্সেলস্।

এই সম্পর্কে মাননীয় শ্যামাচরন বাবু বলেছেন। আমি এখানে আরেকটু এড করতে চাই। এই যে, লিগ্যাল এডভাইজার নিয়োগ করা হয়, এর কোন নিয়মনীতি আছে কি? এই সেদিন হয়তো পাশ করে এসেছে, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নেই, কেবল দলীয় সমর্থক বলে তাকে লিগ্যাল এডভাইজার হিসাবে নিয়োগ করে দেওয়া হচ্ছে। আবার দেখা যায় কোন একটি মোকদ্দমায় হয়তো ৫জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে এত লোকের প্রয়োজন নেই কাজেই নিজের দলের লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্যই এটা করা হচ্ছে। এই যে, লিগ্যাল এডভাইজার তার গুরুত্ব অনেক বেশী। এই আইনবিদ ছাড়া লোকের চলে না। আমি এইটা বিরোধীতা করছি না। আমি বিরোধীতা করছি এই যে, অর্থের অপচয় হচ্ছে সেজন্যে। তারপর এই যে, বিধায়ক পরিমল সাহা মারা গেলেন, তার মারা যাওয়া কারণ সংক্রান্ত ফাইলগুলি চুরি হয়ে যায় তার পরেও কি বলতে হবে যে এই টাকার অপচয় হবে না? সুষ্ঠু প্রশাসন, দুষন মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হলে আগে উনারা এখানে গলাবাজি না করে নিজেদের ঘরটাকে সমলান। নিজেদের ঘরকে আগে দুষণ মুক্ত করুন, প্রশাসনকে দুষণ মুক্ত করুন। তা না হলে সাধারণ মানুষকে দুষণ মুক্ত রাখা যাবে না। কাজেই স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সভায় অর্থমন্ত্রী যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সে সবগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, আমি বলতে চাই ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, ২০১৫, ইলেকসান সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখলেন বিরোধী দলের নেতা মাননীয় শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয়। উনি এনুমারেটর যখন গ্রামে গেল তখন উনি বলেছেন যে, কোন এক জায়গায় মধ্যে বসে তিনি ভোটার লিষ্ট তৈরী করছেন। কিন্তু উনি তো নির্দিষ্ট করে কিছুই বলেন নি. যে অমুক গাঁওসভায় অমুক জায়গায় বসে সেটা করা হয়েছে। উনি শুধু পাইকারীভাবে এই সব বলে গেছেন। স্পেসিফিক কিছু বলা হয়নি।

উনারা ভুলে গেছেন বিগত দিনের ৯ বছর আগে স্বাধীনতার পরে কিভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী হত, কোথায় কোথায় বসে তৈরী হত। কিছু এখন মনে নেই। ভোটার লিষ্ট অফিসে বসে তৈরী হত। (এ ভয়েস—আপনিও বাদ গিয়েছিলেন নাকি?) আমি বাদ যাই নি। কারণ আমাকে বাদ দেওয়ার সুযোগ আপনারা পান নি। আজকে ভোটার লিষ্ট তৈরী করার

জন্য যখন এনুমারেটররা গ্রামে গেল, বিশেষ করে ১৪নং কেন্দ্রে—তখন আমি সবাইকে ডাকলাম। একজন লোকও যেন এই ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ না পড়ে। কে কাকে ভোট দেবে সেটা প্রশ্ন নয়। ভোট দেওয়ার অধিকার যেন তাদের থাকে। তারপর পরিস্কার ডিক্লারেশান আছে। কালকের পত্রিকাতে দেখলাম যে, প্রথমত এস ডি ও, ডি এম এবং তহশীল অফিসে ভোটার লিষ্ট টাঙানো থাকবে এবং সেখানে তারা নাম তুলতে পারেন। তারপরেও তারা বলেছেন যে এক জায়গায় বসে ভোটার লিষ্ট তৈরী করে। আজকে যদি বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থা না করত তাহলে বিশ্বাস করতাম তাদের কথা। আজকেও যেতে পারেন পাঁচটার আগে। এই প্রশ্ন আসছে, কারণ বিগত দিনে তাদের অভ্যাস ছিল এটা। উনারা জানেন না। কারণ তারা তখন পঞ্চায়েত প্রধানও হন নি। তাদের গুরুদেবেরা সেটা করেছেন। এই ধরণের প্রচার রাখছেন গ্রামে গিয়ে। আর ইলেক্‌শনের সময়ে তো বিরাট ব্যাপার। বিস্কুট, খিঁচুড়ী ভোটারদের খাওয়ায়। বলে ভোট যাকে খুশী দেবেন। কিন্তু খেয়ে যান।

সুতরাং আমাদের ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন সবগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং ডিমাণ্ড নাম্বার-২৬, মেজর হেড-২২২৫—ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবস্‌ অ্যাণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস—এই ব্যাপারে আমি কিছু বলব। এটা গাত্রদাহ যে আজকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, বুক গ্র্যান্ট দেওয়া হয়। এটা কবে ছিল? অথচ তারা বলছেন অপচয়। আজকে সার্ভিস সম্পর্কে আমার প্রশ্ন আছে। যাদের চাকরী হবে, যদি বামফ্রন্ট সরকার নিয়ম-নীতির বাইরে দেন তাহলে অভিযোগ করতে পারেন এবং অনেক ছেলের চাকরী এইরকম অভিযোগ করার পরে বাতিল হয়ে গেছে। এই সমস্ত কথা খবরের কাগজে লেখা আছে এবং বিভিন্ন সারকুলারও দেওয়া আছে। তারপর বলেছেন দলীয় ক্যাডার পোষণ হচ্ছে। ক্যাডার পোষণ হতে পারে। কিন্তু এইগুলি মডিফিকেশান করার জন্য ফর্ম আছে। তারপর তাদের চাকরী থেকে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং আজকে বিরোধী দলের যে সমস্ত বিধায়করা—তারা কোন না কোন কেন্দ্র থেকে এসেছেন। কিন্তু সেখানে যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে সেখানে মাষ্টার নেই বলছেন, মাস্টার স্কুলে যায় না। কিন্তু আপনারাও তো জনপ্রতিনিধি। আপনারা কেন ইন্সপেক্টরেটে বা সাব ইন্সপেক্টরেটে গিয়ে এগুলি বলেন না? দায়িত্ব নিয়ে আপনারাও তো এসেছেন। যদি কোন জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে সেটা পরিস্কার বলতে পারেন। বলবার কি অসুবিধা আছে? কোন অসুবিধা নেই সেগুলি করবেন না, আর এখানে এসে বলবেন ওখানে কি হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে।

ডিমাণ্ড তো একটা দুইটা নয়। অনেকগুলি। আর একটা ডিমাণ্ডের উপরেই অনেকগুলি কাট মোশান এনেছেন। সবগুলির জবাব দেওয়া সম্ভব নয় এই অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু মাননীয় বিধায়কেরা অসত্য পরিবেশন করবেন কেন? কাজেই আমি এই ডিমাণ্ড-

গুলিকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানগুলির বিরোধরীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসের মধ্যে আলোচনার জন্য আনা হয়েছে সেইগুলিকে বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডলোর উপর যে কাটমোশনগুলি আনা হয়েছে সেগুলির সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ —মেজর হেড ২২০২—জেনারেল এডুকেশান। এই হেডের মধ্যে আমরা দেখি ৪৮,৮০,৩৯,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথম বারেই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে শুনেছি যে, এতগুলি স্কুল করেছি। কিন্তু স্কুলগুলি কি অবস্থায় আছে? আমরা দেখি স্কুলগুলির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। জোলাইবাড়ী সাব ইন্সপেক্টরেটের আণ্ডারে দিবাকুমার পাড়ায় একটা স্কুল হয়েছে। গত দুই বছর যাবত সেখানে কোন স্কুলঘর নির্মাণ করা হয় নি। দুইজন টীচার আছে। কিন্তু এক বছরের উপর হলো তারা কোন দিন স্কুলে যান নি। কোনখানে বসতে হবে সেটাও তারা জানেন না। মাননীয় যাদববাবু বলেছেন ইন্সপেক্টরেটকে বলতে। কিন্তু আমি বহুবার ইন্সপেক্টরেটকে বলেছি। কিছু হয় নি। তারা বলেন সেখানে শিক্ষক যাওয়া সম্ভব নয়। তখন আমি বললাম, তাহলে অন্যভাবে ম্যান-পাওয়ারকে কাজে লাগান। আসলে উনি এম, পি, বাজুবান রিয়াং-এর কনিষ্ঠ ভাই এর সহধর্মিনী। সেজন্য তাকে এইভাবে বেতন দেওয়া হচ্ছে।

এই হাউসের মধ্যে সেন্ট্রাল এডুকেশান পলিসির ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিরোধীতা করতে দেখি নি। কিন্তু মাঠে ময়দানে বিরোধীতা করতে দেখি। সেন্ট্রাল এডুকেশান পলিসি হলো ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রিটির জন্য যাতে করে ভারতবর্ষের প্রত্যেক ষ্টেটের মানুষ আই এ এস, আই পি এস প্রভৃতি কম্পিটিশনের অংশ নিতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এটা করা হয়েছিল। এটা তিনি হাউসে বিরোধীতা করেন নি। কিন্তু মাঠে-ময়দানে ছাত্র সংগঠনের মারফতে সেটার বিরোধীতা করেন। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে বামফ্রন্টের আমলে। সেটা আমরা কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষ্য করছি।

কাজেই খরচ করার জন্য এই ডিমাণ্ড যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা সঠিক ভাবে জনস্বার্থে অথবা শিক্ষার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌছার জন্য আদৌ খরচ করা হবে কিনা, সেই সম্পর্কে আমাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা আছে, তা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। তাই এই খাতের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ

নাই। স্যার, ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারের উপর আমার আর একটা কাটমোশান আছে। আমরা দেখছি, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা সহ এই খাতে মোট বরাদ্দ হচ্ছে ২২ কোটি ৫৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং সিডিউল্ড কাস্ট সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা দুইটি কর্পোরেশান আছে, এই দুইটি কর্পোরেশান থেকেই তাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সব রকমের সাহায্য দেওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, সেখানে একটা প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ গত বছর এই বিধানসভার এস টি কমিটি যখন গণ্ডাছড়া পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন এই কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, আমরা দেখলাম গণ্ডাছড়া ব্লকে ১৯৮৪—৮৫ সালে ২৬৭ জনকে লোন দেওয়ার কথা এবং সেই লোনের জন্য যথারীতি দরখাস্তও ছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে সেখানকার একটি দরখাস্তও কর্পোরেশান এপ্রুভ করে ব্যাংকের কাছে পাঠালেন না। তা হলে, এটা কি ? এটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউল্ড কাস্টাদের উন্নয়ন ? আসলে এটা একটা প্রহসন সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা আরও দেখেছি যে গতবারে বীরেন্দ্রনগর ল্যাম্পসের ১৫টা কেইস, এবং ল্যাম্পসের ১০টা কেইস বাইখোরা গ্রামীন ব্যাংকে পাঠানোই হল না, এছাড়া দেবদারু ল্যাম্পস্ এ্যাণ্ড প্যাক্সে একটা কেইসও পাওয়া যায় নি। এটা কি এস টি কর্পোরেশনের লক্ষ্য ? তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এস টিদের নিয়ে একটা প্রহসন সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতির স্বার্থে রাখা হয় নি আর সেদিক থেকে আমি এই বাজেটের মধ্যে যতগুলি ডিমাণ্ড আছে, সবগুলির বিরোধীতা করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ১৯৮৭—৮৮ সালের বাজেটর বিভিন্ন বরাদ্দের উপর যে আলোচনা চলছে, তাতে আমার তিনটা সহ বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাটমোশান দিয়েছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখতে শুরু করেছি। এখানে অনেক সময়ে দাবী করা হয় যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর নাকি ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষার দিক থেকে, অনেক অগ্রগতি করে ফেলেছে, বলা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে স্কুলঘর হয় নি। কিন্তু আমি বলতে পারি, উদয়পুর ইন্সপেক্টার অব স্কুল-এর আণ্ডারে যে সমস্ত স্কুল আছে, সেগুলির অধিকাংশতে বিগত ৯ বছর ধরে না আছে টেবিল, না আছে চেয়ার। এছাড়া, লক্ষীপতিতে যে একটি এস বি স্কুল আছে, তাতে ঘর আছে ঠিকই, কিন্তু বেড়া নেই, আজকে এক বছরের বেশী হতে চলছে, সেই স্কুল ঘরটিতে বেড়া বা তরজা দেওয়া হচ্ছে না। জানি না এটাকে কি বামফ্রন্ট শিক্ষার অগ্রগতি বলছেন কিনা ? সেখানে এমন কতগুলি এস বি স্কুল আছে, যেগুলিতে হেড মাষ্টার নিযুক্ত করা হয় নি, আবার

এমন অনেকগুলি আছে, যেগুলিতে শ্রেণী হচ্ছে ৮টি, কিন্তু শিক্ষক আছেন মাত্র ৫ জন সেগুলিতে ৫ জন শিক্ষক দিয়ে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার কাজ চালানো হচ্ছে, তার মধ্যে বি, এ, পাশ মাত্র দুই জন। একে কি শিক্ষার অগ্রগতি বলা হবে ? স্যার, গতকালই এই হাউসে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দেওয়া প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম তীর্থমুখের নারকেল কুঞ্জে ১৯৮২ সাল থেকে একটা স্কুল চালু করা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি সেই স্কুলের জন্য আজ পর্য্যন্ত একটা ঘরও তৈরী করা হল না, অথচ বলা হচ্ছে স্কুল চালু করা হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন যে স্কুল ঘরের জন্য টাকার স্যাঙ্কশান্ দেওয়া হয়েছে। এর থেকে আমরা কি বুঝলাম ? আমরা বুঝলাম যে, এই সরকার যে তথ্য দিচ্ছেন বা বলছেন তার সংগে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই শিক্ষা খাতে এই বছরের জন্য প্রায় ১৭ কোটি টাকার মত বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেটা নাকি মোট বাজেটের শতকরা ১৬ ভাগ শিক্ষার খাতে ব্যয় করা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা আরও দেখছি যে কুপিলং এস, বি, স্কুলে মাত্র ৬ জন শিক্ষক আছেন। এভাবে আমরা দেখছি, পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে যতগুলি স্কুল আছে, তার সবগুলিতে হয় ৫ জন নয়তো ৬ জনের বেশী শিক্ষক নেই, অথচ সেগুলিতে আরও শিক্ষকের প্রয়োজন এখানে উদাহরণ স্বরূপ আরও অনেকগুলি স্কুলের নাম বলতে পারি, যেমন, কালাগাঙ্গ, সিমলুঙ্গ, খেদাছড়া বাদুরপাড়া, চণ্ডিপুর, কাঞ্চনছড়া, চণ্ডারিয়া, চাঙ্গরপুর এবং তৈপালাই— এসব স্কুল গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া যে স্কুলগুলিতে হেড মাষ্টার নেই, সেগুলি হল তুলসীরাম বাড়ী, দেবতামুড়া, খুপিলং বাড়ী, খেলাকুম, প্রভৃতি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল আর নোয়াবাড়ী, জম্পেমা প্রভৃতি হাই স্কুল। আবার অন্য দিকে দেখছি যে, একটা স্কুলে তিন জন হেড মাষ্টার রয়েছে, সেটা হচ্ছে জিরানিয়া ইন্সপেক্টরের অধীন কালাসাথী জে, বি স্কুল। সেখানে যে হেডমাস্টারা আছেন তারা হলো শ্রীপূর্ণমোহন দেববর্মা শ্রীরাম দাস দেববর্মা, আর তৃতীয় জনকে সবে মাত্র ট্রেন্সফার করা হয়েছে ঐ স্কুলে। স্যার, এটাকে কি আমরা বলব শিক্ষার অগ্রগতি ? স্যার, আর একটা জিনিস আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হয়, কারণ গতবারও আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা থেকে মাত্র ৬ জন শিশু নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের অর্থ দ্বারা পরিচালিত এই নার্সারী স্কুলে। সেখানে ত্রিপুরার লোককে যাতে আরও সুযোগ দেওয়া হয় সেদিকে নজর দেবেন বলে আশা করছি। আর একটা হলো, স্টাইপেণ্ডের ব্যাপার, গত ১০ তারিখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে কুপিলঙ এস, বি, স্কুলে গত ১৯৮৬ সালের বুক গ্র্যান্টের অর্থ দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কতগুলি স্কুল আছে ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ ইং সাল পর্যন্ত বুক গ্র্যান্ট এবং স্টাইপেণ্ডের টাকা, ড্রেসের টাকা দেওয়া হয়নি। শুধু একটা স্কুলে নয়, দেবতা বাড়ী এস, বি, স্কুলে আমরা

দেখেছি, রাম বাড়ীতে দেখেছি, অপরদিকে স্টাইপেণ্ডের জন্য বিরাট অংকের টাকা রাখা হয়েছে। আমাদের শিক্ষা-বর্ষ এবং আর্থিক বৎসর এক নয়। আমি অনুরোধ করছি, আমাদের শিক্ষা বৎসর এবং আর্থিক বৎসর যেন এক হয়। আমাদের আর্থিক বৎসর সুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে এবং শিক্ষা বর্ষ শুরু হয় জানুয়ারী মাস থেকে। সেজন্য এত গণ্ডগোল। এই যে অবস্থা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না ছাত্ররা, সেই দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখবেন। সুতরাং আমাদের তরফ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটি সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ছাঁটাই প্রস্তাব মুভ করার সময়ে তো আপনি বোধহয় হাউসে ছিলেন না। আপনারটা মুভ হয় নি আর কি। ঠিক আছে আপনি আলোচনা করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, ভিজিলেন্সের জন্য ধরা হয়েছে ১৪,৭৭,০০০ টাকা। ব্যাপারটা হলো কি স্যার, আমার এবারও একটা প্রশ্ন ছিল, রাজ্যে কতজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে গেজেটেড অফিসার, নন্‌গেজেটেট অফিসার তাদের নাম সহ বিবরণ। দুঃখের বিষয় স্যার, তিন মাস আগে প্রশ্ন জমা দিয়েও একটি উত্তর দেওয়া হল, তথ্য সংগ্রহাধীন। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যে টাকা রাখা হয়েছে ভিজিলেন্সের জন্য, প্রকৃত অবস্থা হলো দুর্নীতিকে উদঘাটন করার জন্য নয়, শাসক দলের নেতা থেকে চামচা পর্য্যন্ত, তাদের দুর্নীতিকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই টাকা রাখা হয়েছে। প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন নয়, সেটা চাপা দেওয়া। ভিজিলেন্সকে কাজে লাগানো আমরা চাইছি। কিন্তু সেটা না করে শাসক দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করছে। সুতরাং আমরা বলতে চাই যে, ভিজিলেন্সকে স্বাধীনভাবে কাজ করার মত স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে ক্ষমতা দেওয়া হোক। তাহলেই এই সমস্ত দুর্নীতির উদ্‌ঘাটন হতে পারে। কালকে একজন সদস্যের মুখে ভারতবর্ষের বাঘা বাঘা নেতাদের দুর্নীতির কথা শুনলাম। কিন্তু আজকে আমরা এই কথা তুলতে চাই যে আপনারা সরকারী ক্ষমতায় আসার আগে আপনাদের সম্পদের পরিমাণ কত ছিল, আজকে এটা কত এসে দাঁড়িয়েছে ? এই হাউসের মধ্যে আমরা এটা বলছি যে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন শাসক দলের কিংবা বিরোধী দলের সকলেই সম্পদের হিসাব দিন। কিন্তু আপনারা এটা করতে চাইছেন না। আমরা হিসাব দিতে

প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা সেটা করছেন না। তাই বলতে হয় দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্যই এটা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, অনেক লড়াই করে রাজ্যের মানুষ এ, ডি, সি এনেছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারও এই রাজ্যের মানুষের দাবীকে মেনে নিয়েছেন এবং আমরা এটা আশা রাখি এবং দাবী করি যে এ, ডি, সি, এলাকার উন্নয়নের প্রয়োজনে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেটা আরও বাড়ানো হোক। স্যার আপনি অবাক হয়ে যাবেন, এ, ডি, সিতে বর্তমানে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, এর কাজ কি সিষ্টেমে চলে। কত টাকা কোন ব্লকে প্রেশ করা হল সেটা কিভাবে খরচ করা হবে তার কোন ব্যাখ্যা নাই। শুধু বি, ডি,ও দেড় ইঞ্চি কাগজে লিখে দেয় যে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ততটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, এতটা চলছে, এতটা শেষ হয়েছে। এর উপর কোন অডিট নেই। স্যার, কেন বলছি এই কথাটা? আমার এখানে এ, ডি, সি এর টাকা নন্ এ, ডি, সিতে খরচ করাটা কিভাবে চলছে সেটা দেখাচ্ছি। সেটা হলো Work order No. 52 (4)/BDO/AMP/ADC/SREP/86-87/23120-23 dated 7.2.1987. এটা হলো, উত্তমকুমার জমাতিয়া, সন অব ক্ষেত্রমোহন জমাতিয়া অব রাঙ্গা মাটি। নন এ, ডি, সি এর লোকদের এ, ডি, সি এর টাকা দিয়ে শাসক দলের লোককে পালন করছে। এইভাবে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে স্যার। আরও আছে, স্যার: ওয়ার্ক অর্ডার নং ৭২৩১-৩৬ ডেটেড ২।৬।১৯৮৬। সেখানে ৯৫০ মেন ডেজ অর্থাৎ ৯.৪০০ টাকা সেখানে একটা কুপনের কাজও করা হয়নি স্যার। কিন্তু সেটা কাগজেপত্রে সমস্ত টাকা খরচ হয়েছে, একটা সিনিয়ার বেসিক স্কুলের মাঠ লেভেলিং করার জন্য। স্যার এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রাজ্য সরকার টাকা চাইছেন, কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন এ, ডি, সি এলাকার মানুষের জন্য। কিন্তু সেটা মানুষের কল্যাণের জন্য খরচ হচ্ছে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন পেটোয়া নেতা, তাদের মনোনীত কিছু অফিসার সেটা আত্মসাৎ করছে। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চায় আমার কাছে তথ্য আছে, আমি রাজী আছি স্যার, এগুলির তদন্ত হবে না স্যার, কারণ জানি না কোন মন্ত্রীর সংগে এগুলির চ্যানেল আছে কিনা। নতুবা কেন এগুলির তদন্ত হবে না? তদন্ত হলে পরে মিথ্যা যদি বলে থাকি হাউসে আপনারা বলুন যে, এগুলি সত্যি নয়। সেখানে প্রধানের অগোচরে, বি, ডি, সি, এর চেয়ারম্যান এর অগোচরে কাজ দেওয়া হয়। কাগজে লেখা থাকে "কপিটু" কিন্তু প্রধান কপি পায় না, বি ডি সি এর চেয়ারম্যানও কপি পায় না। ফলে এই সিস্টেমটা আমরা সমর্থন করতে পারি না।

মাননীয় সদস্য কাশীবাবু বলেছেন আমাদের বাদল বাবুর এক ভাই, আমার অমরপুরে

আছে, লালগিরি জুনিয়ার বেসিক স্কুল এ শ্যামল সাহা, যিনি প্রাক্তন বিধায়ক, শাসকদলের, উনার ভাই আজকে পর্যন্ত লালগিরি স্কুল দেখেন নি। অমরপুর শহরে বসে তিন বছর যাবত তিনি তার মাইনে নিচ্ছেন। এইরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডিমাণ্ডগুলির বিরোধিতা করে এবং সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য সুরু করছি। এখানে অনেক ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আমি দুই একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা যায় যে বিরোধীদের তরফ থেকে জেনারেল এডুকেশানের উপরই সব চেয়ে বেশী কাট মোশান রাখা হয়েছে।

এখানে অনেক ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন আনা হযেছে। তার মধ্যে দেখা যায় এডুকেশন ডিপার্টমেনটের উপর কাট মোশান রাখা হয়েছে। এতে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য যে চেষ্টা চলছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যেও সম্প্রসারিত হউক এটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা চান না। সেই জন্য তারা এই ডিপার্টমেনটের উপর বেশী আক্রমণ করছে। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে উপজাতী, তপশিলী জাতি এবং ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ তারা শিক্ষিত হউক, তারা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হউক এটা তারা চান না। কারণ আজকে এই সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হলে যারা দুর্নিতীপরায়ণ, যারা সাম্প্রদায়িক তাদের কার্য্যকলাপ ধরা পড়ে যাবে। সেই জন্য তারা এডুকেশন ডিপার্টমেনটের উপর বেশী আক্রমণ করছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করতে চায়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া উপজাতীদের মধ্যে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় ককবরক ভাষায় তাদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। যেটা কংগ্রেসের আমলে ছিল না। আজকে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষার এই যে সম্প্রসারণ এটা দেখে আপনাদের গা জ্বালা করছে। এতে আপনারা কাট মোশান এনেছেন যে ১০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ থেকে কাট করতে হবে। মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং বলেছেন যে স্কুলের অবস্থা খারাপ। আপনাদের আমলে কয়টা স্কুল ছিল ? আজকে বহু জুনিয়র স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং কতটা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণতঃ করা হয়েছে তার হিসাব রাখেন ?

আরেকটা ডিমাণ্ড এর উপর কাটমোশান আনা হয়েছে সেটা হল ডিমাণ্ড নং ২৬, ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্ট সিডিউল ট্রাইবস এবং আদার ব্যাকোয়ার্ড ক্লাশেস। ও, বি, সির প্রশ্ন উঠেছিল এখানে গত পরশুদিন। যারা তাঁতী ছিল তারা বেশীর ভাগই ছিল দেবনাথ। ট্রাইবেলদের মধ্যেও তাঁতী আছে। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও তাঁত আছে। কংগ্রেসের আমলে তারা মহাজনদের কবলে ছিল। মহাজনরা হচ্ছে কংগ্রেসের নেতা। বামফ্রন্ট সরকার এই মহাজনদের হাত থেকে তাঁতীদের মুক্ত করতে চান। সেই রকম মৃত শিল্পী, কামার, কুমার ইত্যাদি। হরিজন—তাদেরকে এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে। এই জন্য আপনাদের গায়ে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে। সেখানে নির্বাচনে কংগ্রেস পাত্তা পাচ্ছে না। তাই সিনেমার স্টার এনে নির্বাচন কম্পেইন করছে। দিল্লীতে আজকে কি দেখি? প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিরোধ। রাষ্ট্রপতির চিঠি পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই জন্য পত্রিকার একজন সম্পাদকের বাড়ীতে পুলিশ রেড করছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হচ্ছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার. এখানে আমার দুটো কাটমোশান আছে। একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২০—২২০২, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট। আরেকটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৪৬, মেজর হেড ৭৬১০। কেন কাটমোশান আনা হয়েছে? কারণ এই বামফ্রন্ট দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ক্যান্সার রোগে ধরেছে। আমরা ডাক্তার। আমরা আশা করব আমরা যে প্রেসকিপশান দেব সেই অনুসারে এই সরকার ঔষধ সেবন করবে। ক্যান্সার ভাল হবেনা, কিন্তু সাময়িক ভাবে কিছুটা রেহাই পাবে রোগ যন্ত্রনার হাত থেকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এডুকেশন, এটার মধ্যেই ক্যান্সার রোগটা বেশী। মাত্র সাত দিন আগে আমাদের এখানে তারাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার বাবুকে বদলী করা হয়েছে। উনার জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি একজন সমন্বয়ী কেডার। একবার তিনি মন্ত্রী বাড়ী আরেকবার বটতলা অফিস, আবার এডুকেশন অফিস এই করছেন। তাই বলছি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের উপর ক্যান্সার রোগ বেশী করে দেখা দিয়েছে। সেখানে দলবাজী বেশী হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হচ্ছে, আমি বার বার জানিয়েছি, আমার মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের আণ্ডারে যে প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে কোন কিছুই নাই।

আমি সেখানে মাষ্টার বাবুদের সাথে আলোচনায় বসেছি। সেখানে চেয়ার টেবিল থেকে একটি পেন্সিল পর্য্যন্ত নেই। হেডমাষ্টার বাবুর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলে বলেন, এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। এটা তো প্রাইমারী স্কুল। এই প্রাইমারী স্কুলটিকে দ্বাদশ স্কুলের থেকে আলাদা করার আবেদন বার বার করা সত্বেও তা হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোন প্রাইমারী স্কুলে ৯০০ ছাত্র ছাত্রী আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার মোহনপুর প্রাইমারী স্কুলে ১০০ ছাত্রছাত্রী আছে। কাজে কাজেই ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থের দিকটি চিন্তা করে প্রাইমারী স্কুলটিকে আলাদা করা হউক। স্যার, এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় এর এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এরাবিক শিক্ষকের অভাবে পোষ্টগুলি পূর্ণ করা যাচ্ছেনা। এটা যে কতবড় মিথ্যা কথা তা মাননীয় সদস্য তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটি চক্রান্ত চলছে, এরাবিক শিক্ষকদের সুযোগ না দেবার জন্য। কেন না, এই এরাবিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা তাদের পার্টির অন্তর্ভুক্ত নন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সদস্য কাশীবাবু এখানে একটি কাট মোশান এনেছেন। কাট মোশনটি হচ্ছে, এস. সি., এস. টি ও ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি সম্পর্কে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি এত বড় এক দায়িত্ব প্রাপ্ত আসনে বসে আছেন তিনি কিনা তাকে সাম্প্রদায়িক বলে বিবৃতি দিলেন, বিচ্ছন্নতাবাদী বলে বিবৃতি দিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে তাহলে বলতে হয়, কি করে মাননীন মুখ্যমন্ত্রী তাহলে এই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখলেন ? রাজ্য সরকার তাদের চিহ্নিত না করে কি করে এই টাকা খরচা করবেন আমি বুঝতে পারছি না। তাদের চিহ্নিত না করলেতো এই টাকা আপনাদের পকেটে চলে যাবে। এটাও একটা বিরাট ক্যান্সার রোগ। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় জানেন না, আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিউনিটির লোক সংখ্যা হচ্ছে দেবনাথ সহ মোট ১১ লাখ। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি রাখলেন তা কি গণতান্ত্রিক না অগণতান্ত্রিক নীতি ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় ডেপুটি সি এম, এই বিধানসভায় বলেছিলেন, আমরা মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট মেনে নিয়েছি। কোথায় মেনে নিয়েছেন ? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আর মুখে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার আমাকে দু' মিনিট সময় দিন। কেন না, আমরা বিরোধীরাইতো সরকারের চিকিৎসক। সরকারের ভুল ক্রটির চিকিৎসা আমাদের করতে হবে না।

মিঃ স্পীকার :— প্রেসক্রিপশনটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। আর এক মিনিট সময় আর পাবেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— আগেতো ত্রিপুরা রাজ্যে এমন ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার বলে থাকেন, ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁরা ক্ষমতায় এসে তাঁতীদের উন্নতি করেছেন, তাঁত শিল্পের উন্নতি করেছেন। আপনারা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে দেখুন তাঁতীদের অবস্থা কি। আজকে বহু তাঁতী পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার জানা আছে. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন মোহনপুর গিয়েছিলেন তখন ১০০ তাঁতী কাপড় নিয়ে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত বসেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এই তো হচ্ছে বামফ্রন্টের চরিত্র। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এখানে রেখেছেন তার সবগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আশা করব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তা গ্রহণ করে ক্যান্সার রোগের সুচিকিৎসা করবেন এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— আমার জানা আছে স্যার, সময় যে আমাদের কম। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দল থেকে এখানে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে তার সবগুলির প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শুরু করছি। এখানে আমার মাত্র ২টি কাট মোশান আছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ভাবতে পারেন, উনার পুলিশ দপ্তরের উপর আমি কেন কাটমোশান এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড—২০৫৫ এখানে টাকা ধরা হয়েছে, ১৯৮০,৬৪,০০০ টাকা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এসে পুলিশ দপ্তরে যে প্রশাসন কায়েম করেছেন সেটাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন জানাতে পারছি না। তার কারণ, পুলিশ দপ্তরেও রাজনীতি শুরু হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনে দেখছি, পুলিশ অফিসাররা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে পারছেনা। শাসক দলের অর্ডার ছাড়া কাজ করতে পারছে না। তারা অবশ্য বলে থাকেন, হাই কমাণ্ডের হুকুম ছাড়া কাজ করতে পারেন না। এই হাইকমাণ্ড কারা? হাইকমাণ্ড হচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে পেটোয়া ক্যাডাররা। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। পুলিশ প্রশাসনে অন্যান্য বছর মোটর গাড়ী, যন্ত্রাংশ, ভেহিক্যাল ইত্যাদি কেনা হতো পুলিশ সুপারের অর্ডারের

ভিত্তিতে। এখন ডাইরেকট আই জি পি এর হাত দিয়ে হচ্ছে। কোন মেশিন কিনতে হলে আই জি পি এর অর্ডার ছাড়া খরিদ করতে পারেন না।

স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশ আমাদের কুলায় না। কিন্তু আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বৎসর কাল রাজত্বে সব সময়ই পুলিশ একটা জায়গায় যায় না। সেটা হচ্ছে আগরতলার আশ্রম চৌমুহনী। কারণ সেখানে পুলিশ ঘুষ খায়। স্যার, ঐ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ১২০০ মত গাড়ী আসা যাওয়া করে। পুলিশ সেখানে প্রতিটি গাড়ী পিছু ১ টাকা করে নেয়। এই হিসাবে পুলিশ প্রতি-দিন এখান থেকে ১২০০ টাকা আদায় করে। এটা কি বামফ্রন্ট সরকার তদন্ত করে দেখবেন ? তারপর ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান স্পেশাল ব্রাঞ্চ দপ্তরে যে সমস্ত স্পেশাল অফিসাররা আছেন তারা বামফ্রন্ট সরকারের কর্মীদের মতামত ছাড়া রিপোর্ট দিতে পারেন না। এটাতো বাস্তবের পরিপন্থী। সুতরাং এর আমি বিরোধীতা করছি। তারপর, ডিমাণ্ড নং ২০, মেজর হেড ২২৩৬ নিউটেশান এই খাতে ৩,৭৪ ৮২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে মিড-ডে মিল চালু হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিটি ছাত্র পিছু ৭৫ পয়সা করে বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্কুলগুলিতে ছাত্রদেরকে দেওয়া হচ্ছে একটা করে কুকিস নয়তো এক গ্লাস মুড়ি। এটা কি ৭৫ পয়সার টিফিন ? রাজ্য সরকার প্রতিটি স্কুলে মিড ডে মিল দিয়েছেন। কিন্তু কি করে এই স্কীমটি প্রপারলি ইউটিলাইজেশান হবে সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। যদিও এগুলি দেখাশুনা করার জন্য একটা ইনসপেক্টরেট আছে, কিন্তু ইনসপেক্টার আদৌ এগুলি ইনসপেকশান করেন না। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের নমুনা। তারপর স্যার, আই সি ডি এস প্রগ্রাম, এটা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের একটা প্রগ্রাম। কিন্তু দেখা যায় ফিডিং সেন্টারগুলিতে দুর্নীতি হচ্ছে বা কোন কোন জায়াগায় এই প্রগ্রামটি বন্ধ আছে। ছামনু টি ডি ব্লক, কমলপুর ব্লক পুরো এক বছর ধরে ফিডিং বন্ধ। কিন্তু কি কারণে ফিডিং সেন্টারগুলি বন্ধ এর কোন সদুত্তর নেই। কাজেই এই বাজেট বাস্তবের পরিপন্থী. এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে, এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীকেশব মজুদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে ডিমাণ্ড নং ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ২৫, ৪০, ৪৫, ৪৬, ২০, ২১, ২৬ প্লেস করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং এই ডিমাণ্ড গুলির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত কাটমোশান মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে

হৃত করেছেন সেগুলিকে আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার জেনারেল ডিস্কাশনের সময় কোন দপ্তর কি কাজ করেছে তার অনেক আলোচনা হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ও তাঁর অভিভাষনে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বিগত এক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কি কাজ করেছেন তা এই হাউসে তুলে ধরেছেন। সেগুলি সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে মাননীয় বিরোধী দলনেতা তাঁর বক্তব্যের সময় বলেছেন যে, নির্বাচনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার তিনি বিরোধীতা করছেন। আমি বুঝতে পারছি না কেন ওরা বিরোধীতা করছেন। তবে এটা শুনে আমার মনে হলো মূলতঃ সারা ভারতবর্ষের নির্বাচনকে তারা লাটে তুলে দিতে চাইছেন। ওরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান না, চান স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি সেটাকেই প্রকট করে তুললেন। তারা এখানে দুর্নীতির কথা বলছেন আর বিরোধীতা করছেন, এটাকে যাষ্টিফাই করতে তারা দুর্নীতির কথা বলছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মত নির্বাচন আর কোথায় হয়? আমি এখানে ২/১ টি কংগ্রেসী রাজ্য সম্পর্কে তুলে ধরতে চাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসী আমলের দুই একটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই। ১৯৬৭ ইং সালে নির্বাচন যখন হচ্ছিল কংগ্রেসের জনক শচীনবাবু তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নির্বাচনের ৪১ ঘণ্টা আগে ২০ হাজার নূতন ভোটার লিষ্ট প্রকাশ করলেন। বিহারে কি কোন জনগণ ভোট দেন, ওখানে একজন ভোট দেন। জনগণকে ওখানে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। উত্তর প্রদেশের গাড়োয়ালের ঘটনা সমস্ত সদস্যদেরই জানা। কতবার ভোট হয়েছিল ওখানে? বিহারে গত নির্বাচনে কয়েকটি পুলিং বুথে নূতন করে আবার নির্বাচন করতে হল, বন্দুক ছাড়া ওখানে ভোট হয় না। এই হচ্ছে বিরোধী দলের গণতন্ত্রের নমুনা। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ২/১ টা নয় ১০ টা নির্বাচন হয়ে গেল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যের নির্বাচন সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে? শুধু শুধু গলাবাজী করলেইতো হবে না। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও ওরা আবোল তাবোল কথা বলছেন যে, কত হাজার ফলস ভোট তোলা হয়েছে। এমন কি, কমিশনারের বিরুদ্ধেও তারা অভিযোগ করছেন যে, তার নাম নাকি ভোটার লিষ্টে তোলা হয়েছে। অথচ এই ভদ্রলোক এ দেশেই থাকেন না। নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগগুলি বাতিল করেছেন। উনাদের লজ্জা নেই। অবশ্য, যারা নির্বাচনের বিরোধী নীতিকে মানেন না তাদের লজ্জা থাকার কথা নয়। আমি মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের কথা বলতে চাই, উনি নাকি সমস্ত কিছুর মধ্যেই কারচুপি দেখেন। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, উনারা বিধান সভার সদস্য পদ কোন নীতির উপর? সেটাও তো কারচুপির উপর দাঁড়িয়ে। ঐ দুই ভদ্রলোক একজন অমরপুরে গত নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন জনৈক বিচিত্র সাহা। উনি যখন নোমি-

নেশান ফাইল করতে গেলেন তখন ঐ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের ঠেলায় উনি নোমিনেশান ফাইল করতে পারেননি। উনার অর্দ্ধমৃত দেহ পাওয়া গেল ড্রেনের মধ্যে। অপরজন যিনি কারচুপির কথা বলছেন, উনি বিলোনীয়ার জনৈক কংগ্রেস ভদ্রলোক যিনি অফিসিয়াল ক্যাণ্ডিডেট ছিলেন, তাকে গুতিয়ে, মুহুরী নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়ে আসলেন। স্যার, কে যে কখন কি হয়ে যায় সেটা বলা মুস্কিল। ওরা যখন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই সব নীতির কথা বলেন তখন লজ্জা পাওয়ার ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। তবে মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের একটা কথাকে আমি সমর্থন করি যে, সুষ্ঠ পরিবেশ আমরা সকলেই চাই। আমরা বিধানসভায় এসেছি একটি নির্মল পরিবেশে কাজ করতে। কিন্তু কারচুপির লোক নিয়েতো পরিবেশ নির্মল করা যায় না! তাই স্যার, আপনা.ক অনুরোধ করছি উনার মতটাকে নিয়ে আপনিও হাউসটাকে একটু পরিষ্কার করুন। আমরা একটা পরিবেশে কাজ করতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদারঃ— মাননীয় সদস্য কাশীরাম বাবু কেন যে এই রকম করলেন বুঝলাম না। উনি একটু ঘুরিয়ে বলেন, এটাই অবশ্য উনাদের অভ্যাস। কারণ ওরা এই রকমই বলেন কেন না বাজুবনবাবুর ছোট শালকের সহ ধর্মিনী নাকি বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। তাহলে জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন, এই রকম হিসাব দিচ্ছে কাশীরামবাবু তো বলতে পারতেন আমার ছোট ভাই-এর বৌ, এই কথা তো উনি বলেন নি। কেন এই সব বলতে জান ? ছোট ভাই বলে হিসাব করলে তো উনিই শাসন করতে পারেন, বাজুবনবাবুর তো শাসন করার একতিয়ার নেই। নাকি কাশীবাবুই শাসন করে ছোট ভাইয়ের বৌকে স্কুলে পাঠান না, বাধা দিয়ে রেখেছেন যাতে করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই বিধান সভায় কিছু বলতে হবে এই রকম কিনা স্যার, আমি বলতে পারবো না। যাই হোক এই সব কৌশল ওরা গ্রহণ করছেন, ত্রিপুরার মানুষের জন্য করার তো কোন সুযোগ ওদের নেই সেই জন্য এই সব অপকৌশল করছেন, ওরাও কম জানেন না। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়াও আমার ছাত্র ছিল, সে জন্য খুব বেশী বলতে নিজেরও লজ্জা হয় কিন্তু তবুও বলতে হয় এত বেয়াদব আমরা তৈরী করি নি। ও স্কুলের সমস্ত কথাবার্ত্তা এখানে বলছে, কয়েক দিন আগে রতিমোহন জমাতিয়া, প্রেমকুমার জমাতিয়া এ ডি সি সদস্য ওরা গেছেন দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্টের ওখানে বিভিন্ন জায়গায় যে ওখানে স্কুল নেই, এখানে স্কুল নেই, অবশ্য স্ব-বিরোধীতায় সকলেই ভোগে। সুতরাং এই কথা বলে লাভ নেই। একবার বলেন স্কুল আছে, তারপর বলেন স্কুল নেই, আবার বলেন স্কুল আছে, বেঞ্চ নেই, চেয়ার নেই, মাষ্টার নেই এই সব ইত্যাদি ইত্যাদি যেটাকে হ্যাঁ বলে, ওটাকেই না বলে। ও কয়েকটি স্কুলের নাম বলেছে কিন্তু একবারও তো উল্লেখ করেনি যে কতবার করে এই স্কুলগুলিকে পুড়েছেন, তার

আসবাব পত্রের মধ্যে কত বার আগুন লাগিয়েছেন ? একটা গভর্ণমেন্টের পক্ষে তো বছরে দুই বার করে একটা স্কুলে আসবাব দেওয়া সম্ভব নয়, একটা স্কুলের ঘর বছরে দুবার করে তৈরী করা সম্ভব নয়। আমরা তো বি ডি সির সঙ্গে জড়িত আমরা জানি কতবার কষ্ট করে সেগুলি তৈরী করতে হয়। মাননীয় সদস্যরা একবারও বললেন না যে, দেবতামুড়ায় সিনিয়ার বেসিক যে স্কুলটা হয়েছে সেটা একমাস ধরে বন্ধ, কি কারণে ? সেটা কি রতি-মোহন জমাতিয়া জানেন না, তিনি তো মিটিং করে এসেছেন প্রেমকুমার জমাতিয়া শুদ্ধ। ওদের দলের একজন শিক্ষক, সেই শিক্ষকের নাম আমি করতে চাই না, টি এন ভির চিঠিগুলি নিয়ে প্রতিটি মাষ্টারের কাছে গিয়ে চিঠি দিয়েছেন নিজের হাতে যাতে এই মাষ্টার মহাশয়রা ভয়ে না যান, তার জন্য একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না ওখানে এই সব অপকর্মগুলি করছেন তার জন্য। ওখানে মাষ্টার মহাশয়রা গেছেন, ঐ পঞ্চায়েত উপজাতি যুব সমিতির ওখানে গেছেন এই রতিমোহন জমাতিয়ার কাছে, এপ্রোচ পাঠিয়েছেন যে, আমাদের একটু নির্ভয় দিন, আমরা স্কুলে যেতে চাই, আমরা পড়াতে চাই ওখানকার ছেলেদের, না সেটা দেবেন না কারণ ওরা উপজাতিদের দরদীর কথা বলেন। কারণ ঐ স্কুলটার মধ্যে মুরসুম কমিউনিটির লোকেরা বেশী এবং ওরা সেখানে ইচ্ছা করে এই লোকগুলি যাতে কোন দিন ওখানে পড়াশুনা না করতে পারে, উন্নতি না করতে পারে তার জন্য চক্রান্ত করছেন। তিনটা মিটিং সে করে এসেছে, মিটিং এর মধ্যে সে বলেছে, দেখ তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দেবে, রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন কারণ মহারাজা যাওয়ার সময় কংগ্রেসকে রাজ্য দিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেসকে ভোট দিলে আমাদের রাজ্য দিয়ে দেবেন এই হচ্ছে বক্তব্য। মানুষ থাকতে পারছে না, মানুষ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই সব ওরা করছে, সুতরাং কি বলবো ওরা নিজেরা নিজেদের বিরোধীতায় প্রচণ্ড ভাবে ধুকছে তাদের বলার কিছু নেই। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে "তারা ডাক্তার ক্যান্সার হয়েছে"। ক্যান্সার তো তাদের গায়ে স্যার। কংগ্রেসের ক্যান্সার ঐ দুটি নমুনা, ওখানে দুটি ক্যান্সার অলরেডি বেধেই গেছে স্যার, এই ক্যান্সারকে অপারেশন করুন। ধীরেনবাবু কোথায় ? উনি নেই, ওরা থাকেন না, এই ক্যান্সারগুলিকে অপারেশান করুন, নিজেদের ক্যান্সারটা দেখুন, নিজেদের রোগ সারান, তারপর অন্যদের কথা বলবেন, এই সব আবোল-তাবল ইত্যাদি ইত্যাদি উনারা বলছেন। স্যার, সর্বশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল একটা কথা উল্লেখ করেছেন, এই রকম কথা আমরা তো কোথাও শুনিনি, কংগ্রেসীরা অবশ্য বলেন না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুণ।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। বামফ্রন্টের লোকেরা নাকি সব পুলিশ অফিসার হয়েছে।

এতো অবাক কাণ্ড ? ইন্টারভিউ দিয়ে সমস্ত লোক নেওয়া হয় তাতে যদি ত্রিপুরার সব লোক বামফ্রন্টের হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের বিছু করার নেই, মন্ত্রীরাও তো কিছু করতে পারবেন না। তা যদি হয়ে যায় হয়ে গেলেন কিন্তু ওদের দুঃখ অন্য জায়গায়, ওরা ট্রেনিং দিয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে কাউকে দারোগা বানিয়েছিলেন, কাউকে ডি,এস পি বানিয়েছিলেন, কাউকে কনেষ্টবল বানিয়েছিলেন, সেই সব লোকের কাছে এখন আর বলার কিছু নেই, ওরা যাতে বলতে না পারেন তার জন্যই এই সব কথা ইত্যাদি ইত্যাদি বলছেন। স্যার, সে জন্য বিরোধীরা যা করছেন তারা নিজেরাই তাদের স্ববিরোধীতায় ভুগছেন, সুতরাং ওদের তো কাট মোশানের প্রশ্ন নেই কারণ কোনটাতে কাট মোশান আনবেন, কোনটাতে আনবেন না তাও নিজেরা বুঝেন না। একবার বলেন স্কুল আছে ঘর নেই। আবার বক্তৃতার সময় বলেন স্কুল নেই তার জন্য কাট মোশন আনলাম। আবার বলেন স্কুল আছে মাষ্টার নেই। এই যে স্ববিরোধীতা এটা ছেড়ে দিন, কোন দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা তো পালন করছেন না তাই আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছে আবেদন রাখবো যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা ভাবুন। কারণ এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ গরীব মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য, তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষা করার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে এখানে এই বরাদ্দগুলি চাওয়া হয়েছে, সুতরাং অন্ধ বিরোধীতা ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা ভাবুন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কিন্তু এইগুলি ক্ষমার চোখে দেখবেন না, ১০, ১০টা নির্বাচন তারই হচ্ছে প্রমাণ। আরো সেগুলি নেমে আসবে বেশী করে, সুতরাং আমি আশা রাখবো অন্তত ওদের শুভ বুদ্ধি কিছুটা উদয় হবে। ওরা নিজেদের মধ্যে যেমন স্ববিরোধীতায় অভ্যস্ত, নিজেদেরটা আবার নিজেরা বিরোধীতা করবে তাই, এখানে বিরোধীতা করে যে ডিমাণ্ডগুলি উত্থাপন করা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে সমর্থন করুন। এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব :— আমার তিনটি ডিমাণ্ড আছে ২০, ২১ এবং ২৬। খুব বলার বেশী কিছু নেই, ছাটাই প্রস্তাব বিরোধীরা দিয়েছেন এবং সেই ছাটাই প্রস্তাবে সারমর্ম কিছুই নেই এবং আমাদের মূল বাজেট আলোচনার সময় সব বক্তব্য রেখেছি। আমি আলোচনার সময় মাননীয় মেম্বার যে ১১টি মন্তব্য করেছেন সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। টি, ইউ, জি এসের বিরোধী দলের নেতা শ্যামাচরন বাবু কালকে বলেছেন, ওরা নাকি ১৩ শত কম্বল উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বিলি করেছেন, কোথা থেকে তারা পেলেন জানি না তবে আমরা বাঙ্গালী. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সরকারের কাছে দাবী করেছিল, সেই কম্বলই তাদের

মাধ্যমে গিয়েছে কিনা তারাই বলতে পারেন কোন্ এজেন্সী দিয়েছে। তারপর বিরোধী দল নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার অভিযোগ করেছেন যে আগে শিক্ষা দপ্তর নিজেই নন্‌গভর্ণমেণ্ট এইডেড স্কুল গুলিতে ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট মঞ্জুর করে থাকেন এবং কিছু কিছু অভিযোগ উঠেছে যে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় ক্যাপিটেল গ্রান্ট দেবার ক্ষেত্রে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত করেছিলাম, আমরা নন্‌গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে একটা কমিটি করে দিয়েছিলাম। সেই কমিটিকে বলেছিলাম যে এই টাকা আমরা বাজেট করেছি বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে. এটা আপনারা দেবেন।

এইটা পার্টি নয়, শিক্ষক। সেই কমিটি প্রত্যেক বৎসরই ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট বিলি করে থাকেন। এখানে বলছেন যে রাণীর বাজার স্কুল এবং নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন টাকা পাচ্ছেনা। কথাটা ঠিক নয়। রাণীর বাজার স্কুলে গত ৮৫-৮৬ সনে ১ লক্ষ টাকা এবং ৮৬ ৮৭ সনে ১ লক্ষ টাকা ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। তাদের ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট টোটাল প্রপোজাল ছিল ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। তার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কাউকেই পুরো টাকা দেওয়া সম্ভব হয় না। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ১ লক্ষ টাকা ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১০টা সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে দেওয়া হয়েছিল ২৫ লক্ষ এবং প্রাইমারী স্কুলের জন্য ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে এখন একটাও বেসরকারী বিদ্যালয় নেই যারা সঠিকভাবে ক্যাপিট্যাল গ্রন্ট প্রপোজাল দিয়েও কোন অর্থ বরাদ্দ ১৯৮৬-৮৭ সনে পাইনি মোট ২৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বর্ত্তমান বৎসরে বিভিন্ন নন গভর্ণমেণ্ট স্কুলগুলিতে। মাননীয় সুধীর বাবুর বক্তব্য বাস্তবের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। এই হল তাদের অবস্থা। আর একটা ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল। তার আপত্তি কি? মিড ডে মিলের যে টাকাগুলি দিচ্ছে সেই সম্পর্কে। কিন্তু মিড ডে মিলের টাকা প্রত্যেক বৎসরেই বাড়ছে। ১৯৭৯-৮০ অ্যান-রোলমেণ্ট ছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ছাত্র ছাত্রী। তাতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইমারী স্টেইজে পড়ে তাদের ৬০ পারসেণ্টকে আমরা কাভার করেছিলাম। এই যে ৮৬-৮৭ সনে আমরা ২ লক্ষ ৮১ হাজার অ্যানরোল হয়েছে যে সব ছাত্রছাত্রীরা দুপুরে টিফিন পায় তাতে আমরা শতকরা ৮০ ভাগ কভার করতে পেরেছি। এইবার বাজেটে আমরা আরও কাভার করতে চাই। কাজেই শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য মিড ডে মিলের চালু হয়েছে। শিশুদের অভুক্ত রাখার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। বিরোধীরাও এর বিরোধীতা করতে পারে না। আমরা পারলে আরও বাড়াব। তারপর ডিমাণ্ড নং ২১। এইটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সব মিলিয়ে সোসিয়েল সিকিউরিটি ইত্যাদি তাতে ৮৭-৮৮ সন বাজেট বৎসরে অভয়নগর যেটাতে ছাটাই প্রস্তাব এনে আপত্তি করেছিলেন, অভয়নগরে একটা মহিলা

আশ্রম আছে। এটাকে রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নন প্ল্যান থেকে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধার্য্য হয়েছে। বর্ত্তমানে এই আশ্রমে মহিলার সংখ্যা ৪৮ জন এবং তাদের আবাসিকদের খাওয়া পড়ার জন্য প্রতিদিন খরচা বাবদ প্রতিজনের ৬ টাকা ধরা আছে। আবাসিকদের বিছনাপত্র তৈজসপত্র, স্নানের ইত্যাদি জিনিসপত্র প্রতিনিয়ত দিতে হয়। কাজেই এগুলি মিটানোর জন্য এই বাজেট এখানে আনা হয়েছে। কাজেই অনাথ মহিলাদের জন্য যে বাজেট এইটা কমানোর কোন প্রশ্ন উঠেনা। পারলে আরও বাড়ানো যায় কিনা আমরা একটা কমিশন করে দিয়েছি, তদন্ত হচ্ছে আমরা রিপোর্ট পেলে পরে আরো বাড়াব। তারপর যে হেড অফ এ্যাকাউন্ট ২১-২২০২-'১ (১০৪) হেড অফ অ্যাকাউন্টে আমরা ৪০ হাজার টাকা রেখেছি। এইটা কি বাবদ? বালোয়ারী যে বিদ্যালয়গুলি আছে যেটা প্রি প্রাইমারী স্টেইজে সেখানে বাচ্চাদের দরকার চক্, রং, ডাস্টার, পেনসিল ইত্যাদি কিনে দিতে হয়। বাচ্চাদের এইগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস। তার জন্য মাত্র ৪০ হাজার টাকা রেখেছি। এইটা ওয়েষ্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার হতে পারে না। হয়ত এইটা সবাইকে দিতে পারবনা। শর্ট পড়বে। তার জন্য সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যান্টের জন্য আসতে হতে পারে। এইগুলি সবই প্রয়োজনীয়। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এইটাতে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে এই বাজেটে এই হেড অফ অ্যাকাউন্টে বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের জন্য আমরা ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা রাখার প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে। আপনারা জানেন, আমি হাউসে বার বার বলেছি বর্ত্তমানে রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা প্রচার রাজ্য এবং কেন্দ্রের কর্মসূচীর অধীনে ৩ হাজার ৭৭টি সমাজ শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে এবং এই সংখ্যক সমাজ শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাজ্যের দ্রুত বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের ব্যাপারে অপ্রতুল। তার জন্য এইবার রাজ্যে পরিকল্পনার বাজেট আরও ৭০০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলার আমাদের প্রস্তাব আছে। এইটা খুললে ৩ হাজার ৭৭৭টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হবে। এর মধ্যে ২৪০টি তপশিলীভুক্ত উপজাতি এলাকাতে আর ১১০টি তপশিলী জাতিভুক্ত এলাকায় ক্ষেত্রে করার পরিকল্পনা আছে। এগুলি করতে গেলে ঘর মেরামত করার প্রয়োজন আছে। সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিছু নতুন ঘর তোলার প্রশ্ন আছে। সব মিলিয়ে আমরা গৃহ নির্মান মেরামত বাবদ ৫লক্ষ টাকা আমাদের বাজেটে ধরা আছে। এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।. এই বয়স্ক শিক্ষা সর্বভারতীয় কর্মসূচী এবং এই বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা শতকরা ২৫ নম্বর পাবে তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এগুলির দরকার আছে। এই সব মিলিয়ে ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। কাজেই এইটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এইখানে কাট ছাট করার কিছু নেই। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে আমি সেদিন বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছি সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলব যে ট্রাইবেলদের জন্য জুমিয়া পুনর্বাসন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পরিকল্পনা আছে। ইণ্টেরিয়ার বর্ডার এরিয়া প্রজেক্ট হিসাবে নতুন একটা প্রজেক্ট করা হয়েছে যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আছে। ১০ কোটি টাকার বাজেট পেয়েছি, এই বৎসর আমাদের ২ কোটি টাকা খরচ হবে। মোটামুটি সবটাই ট্রাইবেল উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে পুনর্বাসন পর্যন্ত সবকিছু আছে। কাজেই এই সরকার ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য যতটুকু সম্ভব করে যাচ্ছে, এবং আমরা করে যাব। তাদের অনেকেই বলেছেন চাকরীর ইত্যাদির ব্যাপারে নানারকম কারসাজি আছে ইত্যাদি। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সুখময় সেনগুপ্ত যখন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ১টি ব্লকে অঙ্গনাবাদী স্কীম চালু করতে পেরেছিলেন সেটা হল ছামনু ব্লক। ১০০টা কেন্দ্র বাছাই করা হল। কর্মচারীদের ইণ্টারভিউ নেওয়া হল। লিষ্ট যখন গেল তখনকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তখনকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর মধ্যে কি জানি রেষারেষি হল ৫০ জন মহিলা নিযুক্ত হল, তার মধ্যে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর একজনও না। এইটা তিনি না জেনে সাইন করে দিয়েছেন। ওরা চাকরী পেয়ে গেছে। আর বাকী ৫০ জনের চাকুরী আর কোনদিন জীবনে সূর্যের আলো দেখেনি। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর ১৯৭৯ সনে বাকী ৫০ জনের ইণ্টারভিউ নিয়ে কেন্দ্র চালু করলেন। এই হচ্ছে সুধীর বাবুদের জনগণের প্রতি দরদ, শিক্ষার প্রতি দরদ। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে অ্যারাবিক টীচার পাওয়া যায় না। এইকথা আমরা বলি নি। আমরা বলেছি প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্ কোন্ স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম ছেলে বা মেয়ে বা হিন্দুই হোক অ্যারাবিক বিষয় পড়তে ইচ্ছুক তার একটা হিসাব নিকাশ করার জন্য দপ্তরকে বলেছি।

যতটা স্কুলে দরকার হবে তাতে যেন এরাবিক পাশ করা মাষ্টার আমরা নিযুক্ত করব, এই সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিমত নাই, কারণ আমরা চাই সব রকম শিক্ষা চালু হোক। তবে আমি এই কথাও বলেছি যে যেহেতু আমাদের এখানে এরাবিক-এর কোন বোর্ড নাই, কলকাতা এবং আসামে আছে, ইতিমধ্যে অনেকগুলি ফেক্টরী তৈরী হয়ে আছে জাল সার্টি-ফিকেট নিয়ে, আমরা বলে দিয়েছি তাদের যে আমরা ইণ্টারভিউ করব, মার্কসীট সব দিতে হবে, সিলেকশান হওয়ার পর যে যেই বোর্ডে পাশ করেছে সেখানে লোক পাঠিয়ে ভেরিফাইড করিয়ে নেব সত্যি এরা এরাবিক কোয়ালিফাইড কি না। কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আমাদের এইটা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন, কারণ ডিস-কোয়ালিফাইড লোক যাতে ফলস্ সার্টিফিকেট দাখিল করে চাকুরী না পান, এইটা আমরা দেখব। আর একটা কথা, আমি এখানে দেখলাম যে বেকার সমস্যা বিরাট। এই বেকার সমস্যা সমাধানতো

আমরা বরাবরই বলেছি জাতীয় প্ল্যানিং যারা করেন সেই প্ল্যানিং কর্তা কেন্দ্রে যারা আছেন তাদের মধ্যে যদি সব মানুষকে চাকুরী দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরিকল্পনা না করেন ভারতবর্ষের কোন অঙ্গ রাজ্যের পক্ষে এই বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমি প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছিলম ৫৩ হাজারের উপর জব ফর্ম দাখিল করেছেন যারা প্রার্থী। আমরা এত চেষ্টা করেও সমস্ত দপ্তর মিলিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে দশ হাজার চাকুরী আমরা দিতে পারব কি না। কারণ তাতে কিছু রিজার্ভেশান থাকবে এস টি /এস সি'র জন্য, দশ হাজার পোস্ট ক্রিয়েট করলেইতো সব পোস্টে আমরা নিতে পারব না, কিছু টেকনিক্যাল পোস্ট সেখানে খালি পরে থাকবে। কাজেই কোন অবস্থাতেই এই সমস্যার মোকাবিলা আমাদের পক্ষে এখনই করা সম্ভব না। তবে এর মধ্যে যতটুকু করব, চাকুরী ক্ষেত্রে ওরা বলেছেন যে সব কেডারদের বাছাই করে নিজের লোকদের দেওয়া হচ্ছে। এইটা কথার কথা, ত্রিপুরা রাজ্যের একজন বেকারও এই কথা বলতে পারেন না, কারণ বামফ্রন্ট সরকার যে সুনির্দিষ্ট নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকুরী দিচ্ছেন সেই নিয়োগ নীতি সবটাই সুষ্ঠু এবং সঙ্গত। এবং তারই জন্য মানুষ এখানে সুবিচার পাচ্ছে। এখানে অভিযোগটা কি, অভিযোগ হচ্ছে উনিও গরীব আমিও গরীব, উনি পেলেন আমি পেলাম না, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দশ হাজার সমান গরীব থাকলে সবাইকেতো আর চাকুরী দেওয়া যাবে না, পাঁচ হাজার যদি সিনিয়র হয় এবং এক দুই বছরের বেশ কম হয় এবং যদি সংখ্যায় তারা পাঁচ হাজার হয় আর আবার পোষ্ট যদি হয় এক হাজার তাহলে নিশ্চয়ই সবাই পাবে না। কাজেই যোগ্যতা, কোয়ালিফিকেশান ও সিনিয়রিটি থাকা সত্বেও আমরা সবাইকে দিতে পারি না, কারণ সেই পরিমাণ পোষ্ট আমাদের হাতে নাই, এইটা হতে পারে, কিন্তু এর বাহিরে অন্য কোন দুর্নীতি সেখানে থাকে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সিলেকশানে হয়তো শতে একটা দুইটা এদিক ওদিক হতে পারে, ওটা স্বাভাবিক। আর এখানে কি বলা হচ্ছে ওদের উষ্কানী দেওয়া হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন বেকার ঐক্য নাকে একটা দল তৈরী হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর একটা নগ্ন আক্রমণ হচ্ছে। ঘেরাও করার ব্যাপার, তারা একটা ইস্তাহার দিয়েছে আমি একটু বলব বেকার সংস্থা নামে ধর্মনগরে একটা সংস্থা আছে, আমি শুনেছি সেখানে নকশাল, কংগ্রেস (ই) প্রায় সবই আছে, তবে সেখানে টি ইউ জে এস নাও থাকতে পারে, কারণ ধর্মনগর শহরেতো ট্রাইবেল নাই। এদের দাবীটা কি? এদের একটা স্মারকলিপি আমার কাছে আছে তাতে তারা বলেছে যে, আমাদের ধর্মনগর বিভাগের ৩৭ হাজার বকেয়া চাকরী পাওনা আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৩৭ হাজার চাকুরী দেওয়া গেল না আর ধর্মনগরের পক্ষে ৩৭ হাজার পাওনা আছে বকেয়া, ৩৭ হাজার বেকার থাকতে পারে আমি স্বীকার করি, কিন্তু বকেয়ার মানেটা কি, যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দশটা বিভাগে ভাগ করলে এই পাওনা ধর্মনগরের, সদর এই পাবে,

এই বিভাগ এই পাবে, এই রকমভাবে তাদের বণ্টনের মাধ্যমে বকেয়া রয়ে গেছে ৩৭ হাজার। এইটা কি কোন যুক্তিসঙ্গত কথা? এই বেকার সংস্থা যারা পরিচালনা করেন, তাদের হাতে পড়লে দেশ কোথায় যাবে, তারপর দৈনিক সংবাদ কাগজে লিখলেন যে লাঠিচার্জ না কি করছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সেখানে। সেদিনের বিষয়টা হল, সেদিন দুইটা হাই স্কুল উদ্বোধনের কথা, বেলা দেড়টার সময় রাগনা, বেলা আড়াইটার সময় চন্দ্রপুর হাই স্কুল। রাগনায় তখন আমি স্কুল উদ্বোধন করি তখন এদের কিছু লোক গিয়েছিল সেখানে যে আমার সঙ্গে ডেপুটেশন দেবে। আমি বললাম এখন ডেপুটেশানতো হবে না, দেড়টা থেকে দুইটা আমাকে এখানে থাকতে হবে, তার পর যেতে হবে আড়াইটায় চন্দ্রপুরে। হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী দাঁড়ানো রাস্তায় রিসেপশানের জন্য সেখানে ১৫/১৬টা ছেলে মেয়ের বেকার সংখ্যার দল এসে কি করল, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ীর সামনে এসে বলল যে, না আমাদের সঙ্গে কথা না বলে আমরা মন্ত্রীকে ছাড়ব না, আমাদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়ও ছিলেন আমার গাড়ীতে বসে। আমি বললাম, এখন কি আড়াইটা বেজে গেছে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এখন তোমাদের সঙ্গে কোন আলাপ হবে না, ওরা বলল, না আমাদের বেকারদের কথা শুনতে হবে, আমাদের চাকুরীর গ্যারান্টি না দিলে আপনাকে আমরা ছাড়ছি না। কি কালচার, হাজারের উপর মানুষ অপেক্ষা করছে গার্জিয়ান, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী উকিল মোক্তার সবাই ধর্মনগরবাসী খুব খুশী, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছোট একটা জায়গায় দোতালা দালান করে দিয়েছে, চন্দ্রপুর হাই স্কুলের তারাও খুব খুশী। সবাই এই নব গৃহদ্বার উৎঘাটনের উপলক্ষে সেখানে হাজির তারা। কাজেই এইটা সুধীরবাবু সমর্থন করেন কি যে কোনটা আগে করা দরকার তাদের জন্য নব গৃহদ্বার উৎঘাটন বন্ধ হোক, এই কালচারকে যারা সমর্থন করছেন ত্রিপুরার মানুষের তাদেরকে চিনে রাখতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এর বেশী আর কিছু বলতে চাই না, কারণ কংগ্রেসের কালচার হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা, প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন অসত্য ভাষণ, তখন এই দলের অন্যরা কি করবেন, এইটা আপনারা ঠিক করে নিন। কাজেই স্যার, আমার এই ডিমাণ্ড এর উপর যে কাটমোশানগুলি এসেছে সেগুলি নিয়ে আমি মোটামুটি বলেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো জবাবটা দেবেন। ধীরেন্দ্রবাবু বলেছিলেন যে বাজেটটা ঠিক হল না, কারা আবার ব্যাকওয়ার্ড পরিচিত হবে কথাটাই তিনি বুঝতে পারেন নি, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিগতভাবে যারা দুর্বল ইংরাজীতে যাকে বলে ইকনমিক্যালী ব্যাকওয়ার্ড এই অংশের মানুষের জাত-পাত বিচার না করে একটা নির্ধারিত আয়ের মধ্যে হলে বা তার নীচে হলে আমরা তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধাগুলি দেব, তাতে দেবনাথও পাবে, দাসও পাবে, সবাই পাবে। আর এস টি এসসিতো আলাদা কনষ্টিটিউশানে আছে। কনষ্টিটিউশান সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু বলেছেন

কনষ্টিটিউশান্যাল অবলিকেশান আমি এইটা সংশোধন করে দিচ্ছে। তিনি গিয়ে আবার পড়ুন সেই কনষ্টিটিউশান ও বি সির জন্য ভারতবর্ষের সংবিধানে কোন অবলিকেশান নাই, ডাইরেকটিভ প্রেন্সিপালস্ আছে।

এটা হচ্ছে পায়াস উইল (সদিচ্ছা) । এটা আমাদের সদিচ্ছা। এটা অবলিগেটরী নয়. আমরা তাদের ও বি সি বলতে চাইনা। ইকনমিকেলি ব্যাকওয়ার্ড যারা আছে তাদের যতটুকু সম্ভব রিলিফ দিতে পারি ততটুকু আমরা দেব। তারজন্য বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। কাষ্ট ভিত্তিক কথা না বলে তাদের আমরা তাতে রিলিফ দিতে পারি। তার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন। কাজেই এখানে যতগুলি ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলির বিরেধিতা করে সমস্ত ডিমাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সমস্ত ডিমাণ্ড আমরা হাউজের সামনে রেখেছি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার ডিমাণ্ডগুলি হল ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ২৫, ৪০, ৪৫ ও ৪৬ নং। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সমস্ত কাট-মোশন এই ডিমাণ্ডগুলি উপর এসেছে তার প্রত্যেকটির উপর বলবার সুযোগ নাই, কারণ সময় কম। তবে কয়েকটা কাট মোশনের উপর যারা বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তর দিতে চাই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের উপর এবং তার উপরে কাট-মোশন এনেছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এখানে ১০টা ইলেকশন হয়েছে তাতে অন্ততঃ ১টা ইলেকটরাল রোল জাল হয়েছে সে ধরণের কোন মামলা এখনও আসে নাই। ইলেকটরাল রোল তৈরী করার একটা প্রসিডিউর আছে। ওনারা জানেন যে, ইলেকটরাল রোল তৈরী হওয়ার পর হিয়ারিং হয়। যদি কারও নাম বাদ পড়ে তাহলে তার রিমেডি আছে। চীফ ইলেকটরাল অফিসার অত্যন্ত নিরপেক্ষ। তার নিরপেক্ষতার কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেন নাই। ২য় যে কথাটি এখানে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এপয়েন্টের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর অধিকার। কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অভারঅল কোন জায়গায় যে নিয়মনীতি আছে সেটা ভায়লেশন হয়েছে কিনা তারজন্য মুখ্যমন্ত্রীর এপ্রোভেল দরকার। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ এসেছ এবং দৈনিক কাগজেও যেগুলি উঠেছে সেগুলির প্রত্যেকটিতে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্ত করে সেটিসফাইড হতে হয়েছে যে নিয়ম নীতি লঙ্ঘন হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় নিয়মনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে তাহলে অফার বাতিল হয়েছে। আগে এটা ছিলনা বলে আদালতে কেইস গেছে। এখন এটা পরিস্কারভাবে লেখা আছে যে, যদি কেউ নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে তার অফার কেন্সেল হবে।

তারপরে উনি যে কেন এমপ্লয়িজদের উপর ক্ষেপা তা বুঝতে পারলাম না। অন্য রাজ্যেওত কর্মচারী আছে সেখানে তারা জেলে যায়, বছরের পর বছর আটক থাকে কিন্তু আমাদের এখানে আমরা তাদের মর্যাদা দিয়েছি। আগে এখানে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা কন্টিনজেন্ট রেখে বাড়ীতে স্ত্রীর কাপড় ধুইয়েছেন। আপনারাও আপনাদের বাড়ীর চাকরের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করছেন তা আমরা জানি। আমাদের এখানে এখন একজন অফিসার আর একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমান।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার পয়েন্টের অপ-ব্যাখ্যা করছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— বরাবরই আমরা দেখেছি যে যখনই কর্মচারীদের কথা উঠে তখনই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিধায়ক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করেছেন। সেটা হচ্ছে এ পি পির ট্যাক্সি ফেয়ার সম্পর্কে। তিনি বলেছেন জনৈক এ পি পি ১দিনে ১৭০০ টাকা ট্যাক্সি ফেয়ার নিয়েছেন। সেটার তদন্ত হবে। তিনি আরেকটি অভিযোগ করেছেন যে ১৪ জন অফিসার আর ১৫ জন সিপাহী। তবে কয়জন সিপাহী আছে আর কয়জন অফিসার আছে আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্যকে এটা মনে রাখতে হবে যে এখানে যে, প্যারা মিলিটারি কাজ করছে তারজন্য থানা থেকে তাদেরকে লোক দিতে হয়।

কাজেই একটা থানাতে যদি ১৪ জন অফিসার থাকেন, সেই থানা যদি মনু থানা হয়, আর চারপাশে টি এন, ভি উগ্রপন্থীরা কাজ করছে। সেখানে যদি আমাদের পুলিশ ফোর্সকে যেতে হয় তাদের সঙ্গে একজন অফিসার যান তাহলে ১৪ জন অফিসার সেখানে বেশী নয়। হয়তো মাননীয় সদস্য জানেন না তাই তিনি এ সব কথা বলছেন।

তারপর অমরপুর থেকে নির্বাচিত বিধায়ক এর দায়িত্বহীনতার পরিচয় এইখানে মাননীয় সদস্যরা জানেন। তিনি অভিযোগ করেছেন 'ভিজিল্যান্স-এর কোন রিপোর্ট আমরা বিধানসভায় দেই না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের বিধানসভার রিপোর্ট পড়েননি। সেখানে আমরা দিয়েছি কত লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কত লোকের বিরোদ্ধে কেস করা হয়েছে, কার বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ আমরা পেয়েছি, এ সব বিধানসভার ফ্লোরে আমরা দিয়েছি। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, ভিজিলেন্সের সব রিপোর্ট সব চেপে যাচ্ছি আমরা। এটা তার স্বভাবসুলভ-এটাকে কনট্রোল করা মাননীয় স্পীকারের আছে কি না সন্দেহ।

তারপর সবচেয়ে খারাপ কথা হলো এ, ডি, সির সমালোচনা করা। একটা বিধান সভার ফ্লোরে থেকে তিনি বলেছেন যে, এ, ডি, সি তার হিসাব দিচ্ছে না। এ, ডি, সির

হিসাব উনি চাইতে পারেন। কিন্তু এ, ডি, সি, একটা অটোনোমাস বডি, আর ফাণ্ড আলাদা। এ. জি কে আমাদের পক্ষ থেকে বলেছি যে. ওরা যদি হিসাব চায়, এ. জি যেন সেটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেন—আমরা এ জন্য এ, জি, কে অনুরোধ করেছি। সেই চিঠির জবাব আমরা পাইনি। এ, জি. সম্ভবতঃ এইটা পরীক্ষা করে দেখছেন। কাজেই এই ভদ্রলোক এ সব আবোল তাবোল বলছেন এটা কারজন্য বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে, আমাদের ডাক্তারের দরকার রয়েছে। দেশে কি ডাক্তারের অভাব রয়েছে? কিন্তু দিল্লীতে ডাক্তারের সবচেয়ে বেশী দরকার। সেই ডাক্তার ভাল মনুষের নয়, পাগলের। ওদের পাগলেরা ঘুরে ঘুরে যে সব কথা বলছেন এমন কি পার্লামেন্টেও বলেছেন, বিধানসভায় বলেছেন-কাজেই ডাক্তার সেখানে গেলে নাম করতে পারবেন। সারা ভারতের নাম হবে। আর যদি আমাদের মধ্যে কেউ পাগলের ডাক্তার থাকেন, তারাও এদের এইখানে পরীক্ষা করতে পারেন। পাগল এইখানেও রয়েছে। কাজেই অসুবিধা ওদের। সেই জন্য এই সব ক্ষেত্রে ডাক্তার দরকার।

স্যার, আমি আর বেশী সময় নিচ্ছি না যেহেতু ভোটিং রয়েছে। আমি আমার ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি এবং সমস্ত কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এখানে লটারিজ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি হয়তো জানেন না যে, এই লটারির ব্যাপারে কোর্টে কেস চলছে। সেটা শেষ হলে বলতে পারব লটারির পরিস্থিতি কি। এইটা ঠিক, আমরা অনেক আগেই পরীক্ষা করেছি। অনেক স্টেটেও সেটা পরীক্ষা করে ভাবছেন, যেহেতু লটারী দুর্নীতির একটা আখড়া। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল পুলিশ সম্পর্কে বলেছিলেন। পুলিশের কাজে বামফ্রন্ট সরকার হস্তক্ষেপ করে না। পুলিশ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পুর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে এবং তার জন্যে আমাদের পুলিশ অন্যান্য রাজ্যের পুলিশ থেকে আলাদা। পুলিশের কোন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্যরা যদি অভিযোগ করেন আমরা সে অভিযোগ তদন্ত করে সঠিক হলে সেই কর্মচারীকে শাস্তি দেই। কাজেই পুলিশ সম্পর্কে এই হাউসে যা বলা হয়েছে এটা তাকে ডি-মোবেলাইজ করার জন্যই বলা হয়েছে। তাদের কর্তব্য তারা যাতে না পারেন সেই জন্য তাদের উস্কানী দিচ্ছেন। আমি সে জন্য এই হাউসে তাদের সমালোচনা করছি। কাজেই আমি আশা করি এই হাউস বিরোধীদের আনীত কাটমোশানগুলি বাতিল করে দেবেন এবং আমার ডিমাণ্ডগুলি হাউস সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলোর ও ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

আমি এখন আলোচিত ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সে ক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Demand No. 2. There is no Cut Motion.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 21,13,000/- (excluding charged amount of Rs. 13,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No, 2 under the following Major Head—

2013—Council of Ministers. Rs. 21,13,000/-

(The Demand is passed by voice vote).

Mr. Speaker ;— Demand No. 3. There are 4 (four) CUT MOTIONS on this Demand.

Now the question before the House is that the CUT MOTION moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on the Demand No. 3 Major Head-2015 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charge.'

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now the qustion before the House is that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on the Demand No. 3

Major Head—2014 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular mater viz—

Failure to control and eliminate wastefull expenditure of Legal Advisers & Councils'.

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 3.

Major Head — 2015, 'That the amount of the Demand be redueed by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Electral Officers'.

(The Cut Motion was put to voice vote and was Lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 3

Major Head—2015, 'That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz—

Disapproval of Govt. Policy on Election on State Legislature.'

(The cut motion was put to voice vote and was lost).

Mr. Speaker :— Now, I am putting to vote the Demand No. 3.

The question that the Demand for Grant No. 3 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 2.45,36,000/- (excluding charged amount of Rs. 13, 12,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist April. 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No 3 under the following Major Heads :—

2014— Administration of Justice. —Rs. 1,58,58,000/-

2015— Electiou. —Rs. 86,78,000/-

(The Demand was put to vote and passed by voice vote).

Mr. Speaker— Demand No. 7.

There is one cut motion on this Demand. There was also another Cut Motion on this Demand. But he has not been moved.

Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on Demand No. 7: 2070 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charge' (The motion was put and Lost by voice vote).

The question that the Demand for Grant No. 7 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 14,77,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head—

2070—Other Administrative Services—14,77,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Mr. Speaker—There are 4 Cut Motions on the Demand No. 9

The question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 9—2070 'that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The Motion was put and Lost by voice vote)

The question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on the Demand for Grant No. 9—2052 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to repesent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The Motion was put and Lost by voice vote.)

The question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on the Demand for Grant No. 9—2052 'that the amount of Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eleminate wasteful expenditure on other charges.

(The Motion was put and Lost by voice vote.)

The question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 9—2070 'That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

Disapproval of Govt. policy on Guest Houses and Govt. Hostels etc.

(The motion was put and Lost by voice vote.)

The question that the Demand for Grant No. 9 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 2,16,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads—

2052—Secretariat General Services— Rs. 1,94,51,000/-

2070—Other Administrative Services— Rs. 21,60,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Mr. Speaker—Now the Demand No. 11. There are 4 Cut Motions on this Demand. There was also another Cut Motion. But that has not been moved.

Now, the question that the Cut Motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal on Major Head 2055 'that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

Disapproval of Govt. policy on criminal investigation and special branch.

(The Motion was put and Lost by voice vote.)

Now, the question that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Major Head 2070 of the Demaud No. 11 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to set up Fire Service stations at Rishyamukh Belonia.

(The Motion was put and Lost by voice vote.)

Then the question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on Major Head 2055 on Demand No. 11 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Governor to control and eliminate wasteful expenditure on other charges.

(The Motion was put to vote and Lost by voice vote.)

Now the Cut Motion moved by Shri Kashiram Reang on Major Head 2055 on Demand No, 11. 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The motion was put and Lost by voice vote.)

Now, the question that the Demand for Grant No. 11. moved by the Hon'ble Mihister in-charge that a sum not exceeding Rs. 25,20,92,000/- be granted th defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 11. under the following Major Heads—

2055—Police.	Rs.	19,80,64,000/-
2070—Other administrative Service.	Rs.	1,51,55,000/-
2070—Other Administrative Services (Civil Defence).	Rs.	6,04,000/-
2070—Other administrative Services (Home Guard/Training).	Rs	2,64,34,000/.
3275—Other Communication Services (Wirless Planning & Co-ordination).	Rs.	1,11,35,000/-

(The Demand was put land Passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now, Demand No. 25, There are two Cut Motions on this Demand.

Now, the question is that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 25—2235. that the amount of the Demand be reduced Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

Disapproval of Govt. policy on Rajya Sainik Board,

(The motion was put and Lost by voice vote).

Then the question that the Cut motiod moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on the Demand No. 25 -2235. that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

'Failure of the Government to control & eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The motion was put and Lost by voice vote.)

Now the question that the Demand for Grant No. 25. moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 26,22.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 25 under the following Major Head—

2070—Other Administrative Services.	Rs. 10,000/-
2235—Social Security and Welfare.	Rs. 23, 90,000/-
2252—Other Social and Commnuity Services.	Rs. 2,22,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Mr, Speaker :— Now Demand No, 40. There is one cut motion on demand. First I am putting the cut motion to vote and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses.

(The motion was put to vote and lost).

Next. the question before the House is the motion moved by the Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 20,90,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of demand No. 40 under the following major head—

2515—Other Rural Development programme— Rs. 20,90,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now, Demand No. 45. There are two cut motions on this demand First, I am putting the cut motions to vote one after another and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Monoranjan Majumder that the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

'Disapproval of Government policy on State Lotteries'.

(The motion was put to voice vote and Lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charge'

(The motion was put to voice vote and Lost.)

Then, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 9,92,02,000/-) (excluding charge amount of Rs 17,95,34,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from Ist April 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No 45 under the following Major Heads :—

2047—Other Fiscal Services.	Rs.	7,40,000/-
2070—Other Administrative Services.	Rs.	6,53,18,000/-
2071—Pension benefits.	Rs.	3,19,04,000/-
2075—Miscellaneious General Services.	Rs.	12,40,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand No. 46. There is one Cut Motion on this demand. First, I am putting the Cut Motion to vote and then the main demand.

The question before the House is the cut-motion moved by Shri Dhirendra Debnath that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on the House Building Advances (State).

(The motion was put to voice vote and Lost.)

Next, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 3,32,00,000/- (excluding charged amount Rs 9,61,64,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 46 under the following major head—

7610—Loans to Government Servants Rs. 3,32,00,000/-".

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Now, Demand No. 20. There are as many as 5 cut motions on this Demand. First, I am putting the cut motions to vote one after another and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Mazumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to present the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure of the Government to control and eliminate the wastful expenditure on grant-in-aid/contribution (including Book Bank)".

(The Motion was put to Voice Vote and LOST)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang "that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges".

(The Motion was put to voice vote and LOST)

Next, question before the House is the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected of the particular matter viz—

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Government Primary School".

(The Motion was put to voice vote and was LOST).

Next, question before the House is the cut motion moved by Shri Dhirendra Debnath "that the amount of the deminl be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges".

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Next, question before the house is the cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhowal "that the amount of the demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Mid-Day-Meals".

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 56,63,01,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No 20 under the following major heads—

2202—General Education	Rs. 48,80,39,000/-
2203—Technical Education	Rs. 93,65,000/-

2204—Sports and Youth Services	Rs.	1,80,21,000/-
2236—Nutrition	Rs,	3,74,82,000/-
2552—North-Eastern Areas	Rs.	1,40,000/-
3454—Census Servey & Statistics	Rs.	1,34,000/-
4202—Capital Outlay on Sports, Atrs & Culture	Rs.	1,32,00,000/-".

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Now, Demand No. 21. There are three cut motions on this Demand. First, I am putting the cut motions to vote one after another and then the main demand.

The question before the house is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure of the Government to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges".

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Next, question before the House is the cut motion moved by Shri Monoranjan Majumder "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Adult Education".

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Budha Deb Barma that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Woemens welfare.

(The motion was put to voice vote and Lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not excedding Rs. 8,64,10,CC0/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988 in respect of Demand No. 21 under the following Major head—

2202—General Education.	Rs.	3,88,67,000/.
2205—Arts and Culture.	Rs.	50,78.000/-
2235—Social Security & Welfare.	Rs.	3,79.15,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	45,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Then demand No. 26. There are three Cut Motions on this Demand. First, I am putting the Cut Motions to vote one after another and then the main demand.

The question before the House is Cut Motion moved by Shri Budha Deb barm 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Scholarship & Stipend.

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/. to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Shri Shyma Charan Tripura that the amount of the Demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

Disapproval of Government policy on grant-in-aid to A. D. C.

(The motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved Hon'ble Mihister in-charge of the Department that a sum not exceding Rs. 22,54,11,000/- be grant-ed to defray the charges which will come in course of payment during tne period from 1st April, 1937 to 31st March, 1988, in respect of Demand No. 26 under the following Major heads—

2225—Welfare of Scheduled Caste/Tribes and other Backward Classes,	Rs	19,88,05,000/-
2236—Nutruitiou.	Rs.	1,18,22,000/-
36-4—Compensation and Assignments.	Rs.	1,47,84,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামীকাল ১৯শে মার্চ, ১৯৮৭ ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. :— 145

Name of Member :— Sri Narayan Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমার বড়দোয়াল, লক্ষণ ঢেপা, বগার বাসা, তৈজিলিং চৌমুহনী, খাস চৌমুহনী ও শিবনগর গাঁও সভাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,	১। খাস চৌমুহনী গাঁও সভায় পাইপ লাইন দ্বারা পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে অন্য ইণ্ডিয়া মার্ক টু টিউব ওয়েলের পরিকল্পনা আছে।
২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ হাতে নেওয়া হবে ?	২। খাস চৌমুহনী প্রকল্পটি ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বৎসরে শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. — 184

Name of Member :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to State—

১। গাবর্দী ল্যাম্পস্ এ গত ১৯৮৬ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত পরিমাণ পাট খরিদ করা হয়েছে ;

২। উক্ত ক্রয়কৃত পাট Jute Card-এর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। যদি ক্রয় হয়ে থাকে তবে কত সংখ্যক কার্ডের মাধ্যমে তা ক্রয় করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in charge of the Co-operative Department.

৩। গাবর্দী ল্যাম্পস্ এ গত ১৯৮৬ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২৯৪৭'৪৮ কুইন্টল পাট ক্রয় করা হয়েছে।

২। জুট কার্ডের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে।

৩। ৩৬৩টি জুট কার্ডের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 205

Name of the M.L A. ;—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৬-৮৭ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরার জুরি রেঞ্জ, পানিসাগর রেঞ্জ, ধর্মনগর রেঞ্জ ও পেচারথল রেঞ্জে মোট কতবার কাঠ চুরির ঘটনা ঘটেছে এবং

২। ঐ সব ঘটনায় কতজন সমাজ বিরোধী ধরা পড়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :—
Shri A. Rahaman.

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত যতবার কাঠ চুরির ঘটনা ঘটেছে তার রেঞ্জ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

রেঞ্জের নাম	কাঠ চুরির ঘটনার সংখ্যা
১। জুরি	৬
২। পানিসাগর	৬
৩। ধর্মনগর	৬৬
৪। পেচারথল	৫
মোট—	৮৩

২। ঐ সব ঘটনায় ৮৩ জন সমাজ বিরোধী ধরা পড়েছে।

Admitted Starred Question No. :—252

Name of Member :— Shri Rasik Lal Roy

প্রশ্ন	উত্তর
১। ক) সোনামুড়া শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য লিফ্‌ট সিস্টেম স্কীমের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে,	১। ক) আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই সারফ্রেস ওয়াটার টিটমেণ্টের প্ল্যাটের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।
খ) ইহা কি সত্য বর্তমানে যে ডিপ টিউবওয়েল দ্বারা পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা আছে তাহা প্রায় সময়ই অকেজো অবস্থায় থাকে এবং শহরের লোক-দের পানীয় জল পাইতে কষ্ট হয়,	খ) বর্তমানে একটি ডিপ্‌ টিউবওয়েল দ্বারাই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ইহা সত্য যে, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মাঝে মাঝে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।
গ) সত্য হলে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	গ) জলের বিকল্প উৎসের জন্য ঠাকুর-মুড়াতে একটি ডিপ টিউবওয়েল করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু জল পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No. :—254

Name of Member :— Sri Rasik Lal Roy

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া বিভাগের ধনপুর গাঁওসভার ইঁদুরিয়া (ধুপছড়া মাঠ) এবং তারা পুকুর মাঠের জন্য ইরিগেশন স্কীমের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা ?	১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

Admitted Starred Question No. :—255

Name of the Member :—Shri Matilal Saha

Will he Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

Mrnister-in-charge of the Forest Department :—
Shri A. Rahaman

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমানে চড়িলামে রিজার্ভ ফরেষ্টে কর্মরত বনকর্মীর সংখ্যা কত এবং তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা,	১। চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্টে কর্মরত বন কর্মীর সংখ্যা ৭৪ জন এবং সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।
২। যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে তাহা হলে উক্ত অঞ্চলের জন্য বনকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে কিনা	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না।
৩। ইহা কি সত্য যে, চড়িলাম, কলকলিয়া এবং সিপাহীজলার রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে প্রচুর পরিমাণ উন্নত মানের কাঠ কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী অবাধে পাচার করে চলেছে :	৩। ইহা পুরাপুরি সত্য নহে। মুষ্টিমেয় দুস্কৃতকারী মূল্যবান বনজ সম্পদ পাচারে সচেষ্ট আছে।
৪। সত্য হলে গত তিন বছরে বন বিভাগ উক্ত এলাকা থেকে কত টাকা মূল্যের বনজ সম্পদ দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন ?	গত তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ (জানুয়ারী ১৯৮৭ পর্য্যন্ত) সনে মোট ৩,৮৪,৬৭১· ৮৫ টাকার বনজ সম্পদ উক্ত এলাকা থেকে দুস্কৃতকারীদের দ্বারা পাচারকালে বন বিভাগের কর্মীগণ আটক করতে সক্ষম হয়েছেন।

Admitted Starred Question No. :—256

Name of Member :— Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে শয্যাযুক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও শয্যাবিহীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

(আলাদা আলাদা বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। আগামী আর্থিক বৎসরে শয্যাযুক্ত ও শয্যাবিহীন নূতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

৩। থাকিলে কোথায় কোথায়,

৪। না থাকিলে পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELRE DEPARTMENT

NAME OF MINISTER : SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। রাজ্যে ২৩৬টি শয্যাবিহীন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং শয্যাযুক্ত ৪৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেয়া হইল।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে ৯টি শয্যাযুক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৭৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন বিবেচনাধীন।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Name of Block	Primari Health Centre	Health Centre without bed
1	2	3
Agartala Municipality Area		1. Abhoynagar 2. Jagaharimuar

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3
		3. Dhaleswar
		4. Bhati Abhoynagar
		5. Golchakkar
		6. Unnayan Sangha
Jirania	1. Jirania R.H.	7. Mandai
		8. Ranirbazar
		9. Old Agartala
		10. Sachindranagar Colony
		11. Gurupada Colony
		12. Krishnakishorenagar
		13. Champaknagar
		14. Purba Noagaon
		15. Brajanagar
		16. Kobrakhamar
		17. Janmajoynagar
		18. Kashipur
		19. Rajchantaipara
Mohanpur	2. Mohanpur	20. Agartala A-irport
	3. Narsingarh	21. Ishanpur
	4. Katlamara	22. Gandhigram
		23. Durjoynagar
		24. Nripendranagar
		25. Laxmipara
		26. Simnachara
		27. Chachubazar
		28. Tamakari
		29. Lefunga
		30. ezamara
		31. B rkathal
		32. Gamchakobra

	2	3
		33, Laxmilunga
		34. Gopalnagar
		35. Abhicharanbazar
		36. Mantala
		37. Bamutia
		38. North Debendranagar
Bishalgarh	5. Takarjala R. Hosp.	39. South Nehal Ch. Nagar
	6. Bishalgarh	40. Champamura
	7. Anandanagar	41. Charilam
	8. Madhuput	42. Ishanchandranagar
		43. Rishramganj
		44. Jogendranagar
		45. Madhuban
		46. Gakulnagar
		47. Arundhutinagar
		48. Amtali
		49. Jampuijala
		50. Debipur
		51. Golaghati
		52- Konaban
		53. Jarulbachai
		54. Purba Laxmibill
		55. Durganagar
		56. Nabinagar
		57. Purathal Rajnagar
		58. Nabasantiganj
		59. Warangbari
		60. Kanchanmala
		61. Sepahijala

1	2	3
Bishalgarh		62. Pandabpur
		63. Pratapgarh
		64. Gobordi
		65. Surjaymaninagar
		66. Hermabari
		68. Amarendranagar
		69. Nagichara
		70. Chandranagar
Melagarh	9. Sonamura	71. Kathalia
	10. Boxanagar	72. Matinagar
		73. Dhanpur
		74. Taksapara
		75, Microsapra
		76. Taibandal
		77. Veluarchar
		78. Bhavantpur
		79. Nidaya
		80 Durlevnarayan
		81. Manaipathar
		82. Urmai
		83. Mohanbhog
		84. Nalchar
		85. Bashpukur
Khowai	11. Baijalbari	86. Asharambari
		87. Gandabasti
		88. Ramchandraghat
		89. Behalabari
		90. Champahour
		91. Rajnagar

1	2	3
Khowai	11. Baijalbari	92. Ratanpur
		93. West Laxmichara
		94. Gopalnagar
		95. Dhalabil
		95. Bagabil
		97. Chebri
		98, West Singichara
		99. Midanbari
		100. Pramodenagar
Teliamura	12, Teliamura R. Hosp.	101. Krishnatilla
		102. Baluchara
	13. Kalyanpur	1 3. Uttar Maharani
		104. Ampura
		105. Howaibari
		106. Gilatali
		107. Gourangatilla
		108. Santinagar
		109. Rankhalbazar
		110. Manik Debbarma Para
		111. Mungiabari
		112. Maidanbazar
		113, Baramura Gas Tharmal
Salema	14. Kulai	114. Kulaihour
	15. Marachara	115. Manikbhander
	16. Nakashipara	116. Ambassa
		117. Salema Colony
		118. Halahali
		119. Chankup
		20- Santirbazar
		121. Balaram
		122. Setrai

1	2	3
Salema		123. Jayantibazar
		124. West Amtali
		125. Harinchara
		126. Ganganagar
		127. Sikaribari
Kumarghat	17. Kumarghat	128. Howrerbazar
	18. Kanchanbari	129. Bhadrapalli
	19. Fatikroy	130. Irani
		131. Rangauti
		132. Chinibagan
		133. Jagannathpur
		134. Rajkandi Ganganagar
Chawmanu	20. Chawmanu	135. Chailengta
	21. Manu (North)	136. Maslichara
		137. Dhumachara
		138. Manikpur
		139. Thalchara
		140. Lalchara
		141. Karatichara
		142. Nepaltilla
		143 Durgachara
		144. Sindhukumar para
		145. Karamchara
		146. 82 Miles (Kanchanchara)
Panisagar	22. Tilthai	147. Sanichara
	23. Panisagar	148. Jalebasa
	24. Kadamtala	149. Brajendranagar
		150. Kalikapur
		151. Churaibari
		152. Uptakhali

1	2	3
Panisagar		153. Uptakhali
		154. Satsangam
		155. Laxmichara
		156. Bungnung
		157. Krishnapur
		158. North Padmabill
Kanchanpur	25, Kanchanpur R. Hosp	159. Dasda
		160. Damchra
	26. Pecharthal	161 Machmara
	27. Jampui	162. Satnala
		163, Anandabaxar
		164. Sabual
		165. Sermun
		166, Krishnatilla
		167, Laljuri
		168, Khedachara
		169, Hmangchuang
		170, Bhatimasmara
		171, Bahadurpara
		172. Nabinchara
		173, Khandrapur
Matabari	28. Maharani	174, Salgaran
	29. Kakraban	175, Mirza
		176, Bagma
		177, Noabadikilla
		178, Tepania
		179, Garjee
		180, Palatana
		181. Tulamura
		182, Gangachara
		183, Atharabhola
		184, Baisabari

1	2	3
Matarbari		185, Samukhchara
		186, Amtali
		187, Dataram
		188. Pawramura
		189, Pitra
		190. Kupilong
		191, Jamjuri
Rajnagar	30. Hrishyamukh	192, Matai
	31. Niharnagar	193, Barpathari
		194, Nalua
		195, Radhanagar
		196, Rajnagar
		197, Dimatali
		198, Chottakhola
		199, Gourangabazar
		200, Yashmura
		201, Kalabaria
		202, South Sonaichari
Bagafa	32. Santirbazar	203, Kalashi
	33, Jolaibari	204, Kathaliachara
	34, Muhuripur	205. Kowaifung
		206, Birchandramanu
		207, Ramraibari
		208, Debdaru
		209, West Charakbai
		210, Rajapur
		211, Laxmichara
		212, Chaigharia
		213, Paikhola
		214, Radhakishoreganj

1	2	3
Satchand	35, ilachari	215, Harina
	36, Manubazar	216, Chotakhil
	37, Srinagar	217, Chorakappa
	38, Manubanknl	218, Satchand
		219, Kalachari
		220, Sonaichari
		221, Manughat
		222, Ludua
		223, Baishnabpur
		224, Samarendraganj
		225, Ailmara
Amarpur	39. Ampi	226, Taidu
	40. Nutanbazar	227, Chelagang
	41, Tirthamukh	228, Jalaya
	42, Karbook	229, Jatanbari
		230, Nagrai
		231. Bampur
		232, Paharpur
		233, Kurmabari
		234, West Sarbang
Dumburnagar	43 Gandachhara	235, Raishyabari
		236, Ratannagar

Admitted Starred Question No. :—283

Name of Member :— Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ডিসপেনসারী আছে,

২। আগামী আর্থিক বৎসরে কতটি ডিসপেনসারীকে পি. এইচ. সিতে পরিণত করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে কতটি নূতন ডিসপেনসারী খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF MINISTER : SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। ডিসপেনসারী সংজ্ঞা এখন ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বলা হয়।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে মোট ৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হবে। সাধারণতঃ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করা হয়।

৩। ৭৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. :—303

Name of Member ;— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Developement Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহর সি. ডি. ব্লকাধীন দারচুই গাঁও পঞ্চায়েতে কবে কোন সালে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল ;

২। উক্ত স্থানে পানীয় জল সরবরাহের কাজ কখন শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩। বর্তমানে কাজটি কোন পর্য্যায়ে রয়েছে ?

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma

১। ১৯৮৫ইং জানুয়ারী মাস থেকে কাজটি আরম্ভ করা হয়েছিল।

২। বাকী কাজগুলি সম্পন্ন হওয়ার পর।

৩। রিফিটিং হাইড্রেন্ট লাইন, সার্ভিস কানেকশন এবং অন্যান্য ছোট ছোট কাজ বাকী রয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 320

Name of the M.L A. ;—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব ব্যাপক বেড়ে যাওয়া সত্বেও শহরের ড্রেনগুলিতে ডি. ডি. টি না ছড়ানোর কারণ, এবং

২। মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবিলম্বে ডি. ডি. টি ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। শহরাঞ্চলের ড্রেনগুলিতে মশার শুককীট (larvae) মরার জন্য Baytex-Abate রাসায়নিক ছড়ানো হয়। কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটিতে তা চালু আছে। ড্রেনে ডি. ডি. টি ছড়ানোর নিয়ম নেই।

২। রাসায়নিক ছড়ানোর কাজ আগরতলা পুরসভার সহযোগে করা হচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-২-৮৭ থেকে বিশেষ মশক শুককীট নিধনকারী উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 321

Name of Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

QUESTIONS

Will the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state ;—

১। ত্রিপুরায় নিত্য ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির জন্য বাফার ষ্টকের কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ; এবং

২। গ্রহণ করে থাকলে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাফার স্টক করা হয়েছে ও তাহা ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না ?

ANSWERS

Minister-in charge of Food Civil Supplies Department.

১। হ্যাঁ, এ জন্যে বাজেটে টাকা ধরা আছে।

২। চাল ও লবণের স্টক রাখার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. — 350

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরার নিজস্ব Jail Code তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে বর্তমানে উক্ত Jail Code তৈরীর কাজ কোন পর্য্যায়ে রয়েছে এবং

৩। কবে পর্যন্ত এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। ইহা সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

৩। বিবেচনার পর বলা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. :—351

Name of the Member :—Shri Diba Chandra Hrangkhawal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

Minister-in-charge of the Forest Department :—
Shri A. Rahaman

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ছাওমনু ব্লক অন্তর্গত দেমছড়া ফরেষ্ট কলোনীতে যে ৩৪ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ হইতে ৮৬ সাল পর্য্যন্ত তাদেরকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৬ সন পর্য্যন্ত পুনর্বসতি পরিবারগুলিকে যে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ নিচে দেখান হল।

১৯৭৭-৭৮

ক) ফলের বাগানগুলি পরিচর্যা করানো হয়েছে।

খ) ধান জমিতে প্রয়োগ করার জন্য সার ও কীট নাষক ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

গ) পরিবার পিছু ৮ কেজি ভেলি ডাল এবং ১০টি করে মুরগ/মুরগী দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮-৭৯

ক) প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি করে বীজ ধান দেওয়া হয়েছে।

খ) ফলের বাগানগুলি পরিচর্যা করানো হয়েছে।

গ) বাছুর সহ একটি করে দুগ্ধবতী গাভী প্রতি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

ঘ) রান্না ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

ঙ) কলোনীতে একটি কৃত্রিম জলাশয় (লেক) তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৯-৮০

ক) কৃত্রিম জলাশয় (লেক) তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

খ) ফলের বাগানগুলি পরিচর্য্যা করানো হয়েছে।

১৯৮০ ৮১

ক) কৃত্রিম জলাশয়ের সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

খ) ফলের বাগানের পরিচর্যা করানো হয়েছে।

গ) প্রতি পরিবারকে ২০ কেজি বীজ ধান দেওয়া হয়েছে।

ঘ) জমি চাষের মুজরী বাবদ প্রতি পরিবারকে ৩৫'০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ন্যায্য মজুরী দিয়ে কলোনীর শ্রমিকদের উপরোক্ত কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :—356

Name of Member :— Shri Jawhar Shaha

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, অমরপুর ও নূতনবাজার হাসপাতালে রোগীদের শয্যাগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে,

২। ইহা ও কি সত্য অমরপুর হাসপাতালে এক্সরে মেশিনটি অচল অবস্থায় আছে,

৩। যদি সত্য হয় তবে রোগীদের ব্যবহারের উপযোগী শয্যা দেওয়া ও এক্সরে মেশিনটি মেরামতের ব্যবস্থা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। অমরপুর হাসপাতাল ও নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিছু কিছু শয্যা নষ্ট হয়েছে এবং সেগুলিকে পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

২। ইহা সত্য নয়। টেকনেসিয়ানের অভাবে মেশিনটি প্রতি সপ্তাহে কয়েকদিন করে অন্ততঃ ব্যবহার করার জন্য উদয়পুর হাসপাতালের এক্সরে টেকনেসিয়ানকে নির্দ্দেশ দেয়া আছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 35

NAME OF M. L. A. :— SRI JAWHAR SHAHA

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, অমরপুরের চেলাগাং ডিসপেনসারী এবং বামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় ঘরের অভাবে রোগী দেখাশুনা করা সম্ভব হচ্ছে না,

২। সত্য হলে কত দিনের মধ্যে উক্ত ডিসপেনসারী ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রোগীদের স্বার্থে যথাযথ ঘরের ব্যবস্থা করা হবে?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Depertment (Name of the Minister)

SHRI SAMAR CHOWDHURY.

১। চেলাগাং ও বামপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুইটির প্রথমটি সরকারী ঘরে এবং দ্বিতীয়টি বেসরকারী ঘরে চলছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ মুলত পরিবার কল্যাণ, শিশু ও মাতৃ মঙ্গল এবং সার্বিক জন স্বাস্থ্যের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা। ঘরের অভাবে রোগীদের দেখাশুনা করা সম্ভব হচ্ছে না এটা সত্য নয়।

২। চেলাগাং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। নিজস্ব ঘরের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 365 asked by Shri Sudhir Ranjan Majumder, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। একই রিক্সায় একাধিক Filled up gas Cylinder বহন জনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সরকার খতিয়ে দেখেছেন কি ?

২। রাজ্য সরকার ঐ ব্যাপারে কি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

Replied by the Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। Filled up Cylinder বহন করিতে কি ধরণের যানবাহন ব্যবহার হইবে তার জন্য নির্দ্ধারিত কোন আইন নাই। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া যে-কোন ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা যাইতে পারে। Cylinder বিতরন ও পরিবহন I. O. C. এবং A. O. D-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী হইয়া থাকে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 369

Name of Members : Shri Sunil Kumar Chuwdhory

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co operative Department be pleased to state :—

১। সাব্রুম মহকুমার হার্ব্বাতলী, বেতাগা, টাকাতুলসী ও চালিতাছড়ি এই চারিটি গাঁওসভা নিয়ে একটি ল্যাম্পস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে, কবে পর্য্যন্ত উক্ত ল্যাম্পস্ গঠন করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department.

১। এরূপ একটি প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে।

২। যথাশীঘ্র সম্ভব এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No : 370

Name of M. L. A. : Shri Sunil Kr. Choudhury

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। রাবার চাষ করার জন্য মাটি পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি,

২। থাকিলে রাজ্যের কোন কোন রাবার বাগানের জমি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কোন কোন বাগানের মাটি পরীক্ষা করা হয় নাই।

৩। সাব্রুম মহকুমায় রাবার বাগান সম্প্রসারনের জন্য কবে নাগাদ মাটি পরীক্ষার কাজ শেষ হবে?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forests Department Shri A. Rahaman.

১। রাবার চাষ করার পূর্বে জমির মাটি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

২। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড প্লান্টেশন কর্পোরেশন লিঃ-এর অধীন যেসব জায়গায় রাবার বাগান করা হয়েছে সমস্ত জায়গাই প্রথমত টি, এফ, ডি, পি, সি, লিঃ-এর অভিজ্ঞ অফিসার এবং কর্মীর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নির্বাচিত করা হয় এবং পরে রাবার বোর্ডের অফিসারগন সরজমিনে তদন্ত ক্রমে রাবার চাষের অনুমতি প্রদান করেন। এইভাবে টি, এফ, ডি পি, সি লিঃ-এর সমস্ত কেন্দ্রেই রাবার বাগান করা হইয়াছে।

৩। সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত মাগরম অঞ্চলে রাবার বাগান করার প্রস্তাব রহিয়াছে। উক্ত অঞ্চলে সুরজমীনে পরীক্ষা করার জন্য রাবার বোর্ডকে জানুয়ারী ১৯৮৭ইং মাসে অনুরোধ করা হয়। গত ৪, ৩, ৮৭ইং তারিখে রাবার

বোর্ডের অফিসার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ডিভিশনেল মেনেজার সাব্রুম মহকুমার উক্ত অঞ্চল পরীক্ষা করেন। এই সম্পর্কে রাবার বোর্ডের রিপোর্ট এপ্রিল ১৯৮৭ ইং মাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা যায়।

Admitted Starred Question No. :— 73

Name of the Member ;—Shri Sushil Kr. Chowdhury

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য সাব্রুম বিভাগের শ্রীনগর পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে পাইপ লাইন ও হাইড্রেন্ট-এর কাজ শেষ করা সত্বেও উক্ত ডিপ টিউবওয়েল থেকে একদিন ও পানীয় জল সরবরাহ করা হয়নি,	১। হ্যাঁ প্রানের যোগ্য জল পাওয়া না যাওয়ায় প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হয়নি।
২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত ডিপ টিউবওয়েল থেকে জল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই,	১। হাঁ ২। পানীয় জল পাওয়ার সকল প্রকারের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।
৩। সত্য হলে জনগনের দাবী অনুযায়ী উক্ত মহকুমার কৃষ্ণনগরে আরেকটি ডিপ টিউব ওয়েল বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?	৩। অতি শীঘ্রই আর একটি ডিপ টিউবওয়েল করে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে এবং পুরানো টিউবওয়েলটি সম্ভবস্থলে সেচের জন্য ব্যবস্থার করা হবে।

Admitted Starred Question No. :—382

Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে হাসপাতালের সংখ্যা কত,

২। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা,

৩। যদি থাকে তবে কোন্ কোন্ জায়গায় করা হবে বলে আশা করা যায়,
(নামসহ জেলা ভিত্তিক হিসাব)

৪। মোহনপুর ব্লকের মোহনপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NAME OF MINISTER : SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। মোট ১৬টি। তার মধ্যে ৩টি রাজ্য হাসপাতাল, ২টি জেলা হাসপাতাল, ৭টি মহকুমা হাসপাতাল এবং ৪টি গ্রামীণ হাসপাতাল।

২। আছে।

৩। পশ্চিম জেলা হাসপাতাল (হাপানীয়াতে) এবং দক্ষিণ জেলার অম্পি ও নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নয়ন এবং উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে একটি ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল যাহা নির্মীয়মান।

৪। আপাততঃ নাই।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. :— 335

Name of Member :— Shri Monoranjan Majumder

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state ;—

ক) বর্তমানে রাজ্যের রেশন সপ মারফত বন্টনের জন্য মাসিক কি পরিমাণ চিনি আমদানী করতে হয় ;

খ) রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চিনি সরবরাহ হয় কি না।

ANSWERS

Replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplief Department

ক) ১৩১৫ মেট্রিক টন।

খ) না।

Admitted tarred Question No. :—388

Name of Member :—Shri Monoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। সরকার অবগত আছেন কি আগরতলা গ্যাস ডিলাররা রান্নার গ্যাস ভোক্তাদের নিয়মিত সরবরাহ করছে না ;

২। অবগত থাকিলে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি ; এবং

৩। বিভিন্ন মহকুমা শহরে উক্ত গ্যাস সরবরাহ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

ANSWER

Replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department.

১। হ্যাঁ, ভোক্তারা নিয়মিতভাবে রান্নার গ্যাস পান না।

২। নিয়মিত সরবরাহ রাখার জন্য সরকার অয়েল কোম্পানীগুলি ও ডিষ্ট্রিবিউটরদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। অয়েল কোম্পানীগুলি এবং ডিষ্ট্রিবিউটরগণ এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।

৩। উদয়পুর, কৈলাশহর ও ধর্মনগর অয়েল কোম্পানী গ্যাসের ডিষ্ট্রিবিউটর নিযুক্ত করেছে এবং খোয়াই, সোনামুড়া ও কমলপুরেও গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউটর নিযুক্ত করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

Admitted Starred Question No :—394

Name of Member :— Shri Monoranjan Majumder

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া বিভাগের Fagafa Block এ বি ডি. সি.-র কোন নিজস্ব ঘর নেই ;

খ) সত্য হলে উক্ত ব্লকের বি. ডি সি-র কার্য্য পরিচালনার জন্যে কোন all তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

গ) থাকলে কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে বলে আশ করা যায় ?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma

ক) বগাফা ব্লকে একটি অস্থায়ী ঘর আছে। তাহাতেই বি ডি. সি-র মিটিং হয়ে থাকে। তবে স্থায়ী ঘর তৈয়ার করার জন্য আর্থিক সংগতি হলে চেষ্টা করা যাবে।

খ) ও গ) এই ব্যাপারে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :- 417

Name of Member ;— Maharani Bibhu Kumari Devi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

QUESTION

Percentage of population under proverty line in the state (Town area and Rural areas)

Reply furnished by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Statistfcs.

ANSWER

According to provisional estimate of the State Government, the percentage of population below the poverty line in Tripura was 60.70 in 1983-84 (Rural 63.69 and Urban 36 59)

Admitted Starred Question No. — 422

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ছাওমনু খাদ্য গুদামে দীর্ঘদিন ধরে ষ্টোরকিপার নেই ;

২। সত্য হলে কারণ কি এবং কিভাবে উহার কাজকর্ম চালানো হচ্ছে ; এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত তথায় ষ্টোরকিপার নিযুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in charge of Food & Civil Supplies Department.

১। হ্যাঁ।

২। গুদাম রক্ষক এর পদ শূন্য থাকায় ছাওমনু খাদ্য গুদাম কোন গুদাম রক্ষক দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একজন খাদ্য পরিদর্শক দ্বারা উক্ত খাদ্য গুদামের কাজকর্ম অস্থায়ী ভাবে চালানো হইতেছে।

৩। অতি শীঘ্রই নিযুক্ত করা হচ্ছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. :—356

Name of Members :— 1- Shri Kashiram Reang

2.. Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত মোট কতটি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

খ) তারমধ্যে কতগুলি চালু এবং কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে, এবং

গ) অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলি মেরামতের জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

Name of Minister :—Shri Disnesh Deb Barma

ক), খ) ও গ)

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. :—63

Name of the Member :—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের ব্লকস্তরে অবস্থিত প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটিগুলিতে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয়েছে কিনা ;

২। দেওয়া হয়ে থাকলে সমিতি ভিত্তিক আলাদা হিসাব ;

৩। অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত সমিতিগুলির কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাতে বন্টন করা হয় কিনা ;

৪। হইলে সংখ্যার দিক থেকে মোহনপুরের সমিতির তুলনায় বিশালগড় মার্কেটিং সোসাইটির কর্মচারী বেশী থাকা সত্বেও উক্ত সমিতিকে টাকা কম দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department :—

১। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে।

২। বিভিন্ন প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটিকে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে যে পরিমাণ ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয়েছে তাহার সমিতি ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :-

১)	তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি	১৭,৮৫০.০০
২)	খোয়াই ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৩)	জিরানীয়া ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৪)	মোহনপুর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৫)	বিশালগড় ,, ,, ,,	১৭৮৫০.০০
৬)	মেলাঘর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৭)	হিতসাধনী ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৮)	কাঞ্চনপুর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০
৯)	কৈলাশহর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০.০০

১০)	কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি	১৭,৮৫০.০০
১১)	উদয়পুর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০·০০
১২)	অমরপুর ,, ,, ,,	১৭,৮৫০·০০
১৩)	বিলোনীয়া ,, , ,,	১৭,৮৫০·০০
১৪)	সাব্রুম ,,	১৭,৯৫০·০০

৩। কেবলমাত্র ম্যানেজারের বেতন বাবদ উক্ত প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয়ে থাকে।

।8 প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE—"C"

Postpond Un-starred Question No. : 3

Reply was due on :—22/12/86

Name of the Member ;—Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী আলাদা হিসাব)	১। দপ্তর ভিত্তিক উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা সম্পর্কীয় বিস্তারিত তথ্য সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।
২। তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে নন-ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক ফেল করা কোন কর্মচারী আছে কিনা,	২। হ্যাঁ, আছে।
৩। থাকিলে তার সংখ্যা ?	৩। মোট সংখ্যা চার হাজার চুরানব্বই (৪০৯৪) জন।

সংযোজনী—'ক'

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা				
		১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	ওজন ও পরিমপ	x	১	১১	৫	১৭
২।	ষ্ট্যাট প্ল্যানিং	x	x	৫	১	৬
৩।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার (পশ্চিম ত্রিপুরা	x	x	২	x	২
৪।	পশুপালন অধিকার	১	৪	১৩১	৯০	২২৬
৫।	খাদ্য ও জনসংভরণ অধিকার	x	৪৫	৪৪	৭৬	১৬৫
৬।	ভিজিলেন্স	x	x	৩	x	৩
৭।	নিয়োগ ও জনশক্তি অধিকার	x	১	১৭	৮	২৬
৮।	গবেষণা অধিকার	x	১	৪	১	৬
৯।	অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকার	x	x	২	১	৩
১০।	পঞ্চায়েত অধিকার	x	১	২১১	১০	২২২
১১।	কারা অধিকার	x	২	১৫	৪৯	৬৬
১২।	উচ্চ শিক্ষা অধিকার	১	৮	৫১	৬১	১২১
১৩।	তপশিলী জাতি উন্নয়ন অধিকার	x	x	১৩	১৪	৩১
১৪।	সমাজ-শিক্ষা অধিকার	x	৬	৪০৪	২০৭	৬১৭
১৫।	সমবায় অধিকার	x	২	৫১	১৩	৬৬
১৬।	ক্ষুদ্র সঞ্চয় অধিকার	x	x	৭	২	৯
১৭।	বন দপ্তর	৩	৪	৩৩৩	৪১	৩৮১
১৮।	গ্রামীণ কারিগর বিভাগ (আগরতলা)	x	x	৩	১	৪
১৯।	আরক্ষা দপ্তর	২	১০	১৭৮২	৮৬	১৮৮০
২০।	জেলা জজ দপ্তর (পশ্চিম ত্রিপুরা)	x	x	১৮	২৫	৪৩
২১।	লোকসেবা আয়োগ	x	১	৫	৫	১১
২২।	অগ্নি নির্বাপক দপ্তর	x	x	১০৫	৭	১১২
২৩।	কমিশনার অব ট্যাক্সেস	x	১	১২	৯	২২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	বিদ্যুৎ দপ্তর	১	৪	৮৭	২০১	২১৩
২৫।	একসাইজ (পশ্চিম ত্রিপুরা)	X	X	১	৩	৪
২৬।	জরিপ ও বন্দোবস্ত অধিকার	X	X	২১৩	২০	১৩৩
২৭।	রাজস্ব দপ্তর	X	X	৩	১	৪
২৮।	নিয়োগ ও সেবা দপ্তর	৫	৪৫	২	X	৫২
২৯।	আইন দপ্তর	১	১	X	১	৩
৩০।	শ্রম অধিকার	X	১	১৭	১৪	৩২
৩১।	পরিবহন দপ্তর	X	১	৫	৩	৯
৩২।	জেলা জজ (দক্ষিণ ত্রিপুরা)	X	X	১৫	২৫	৪০
৩৩।	সচিবালয় প্রশাসন দপ্তর	X	X	৪০	৩৭	৭৭
৩৪।	তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার	X	৩	৩৯	৩৩	৭৫
৩৫।	জেলা প্রশাসন (উত্তর)	X	৯	৩৫	২৬	৭০
৩৬।	নির্বাচন দপ্তর	X	X	৫	৩	৮
৩৭।	পরিসংখ্যান অধিকার	X	১	২৪	৩	২৮
৩৮।	মৎস্য অধিকার	Z	১	৯৪	৩৬	১৩১
৩৯।	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিকার	X	X	১	১	২
৪০।	ছাপা ও মুদ্রণ অধিকার	X	X	৬৬	৩৩	৯৯
৪১।	উপজাতি কল্যাণ	X	২	১০৯	১১২	২২৩
৪২।	কৃষি দপ্তর	১	৯	৩১৮	১৭৫	৫০৩
৪৩।	জেলা প্রশাসন (পশ্চিম ত্রিপুরা)	X	X	৩৯	৭১	১১০
৪৪।	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	X	X	১১৭	১১৪	২৯১
৪৫।	বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার	X	১৬	৫১৪২	৭৫৪	৫৯১২
৪৬।	গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর	X	X	৩	২	৫
৪৭।	শিল্প অধিকার	X	২	৫৮	৫৯	১১৯
৪৮।	আদিম জাতি উন্নয়ন অধিকার	X	X	৩৪	১৪	৪৮
৪৯।	স্বাস্থ্য অধিকার	৮	৩০	২৭২	৩৬১	৬৭১

(Questions & Answers)

·POSTPONED UN-STARRED QUESTION NO : 46

Reply was due on ;—22/12/86

Name of Member:— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state —

প্রশ্ন	উত্তর
১। কাঞ্চনপুর ব্লকে ৪২টি গাঁও-সভার মধ্যে মোট কতগুলি জুমিয়া পরিবার আছে (গাঁও পঞ্চায়েত পৃথক পৃথক হিসাব)	১। কাঞ্চনপুর ব্লকে ৪২টি গাঁওসভায় মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছয়শত সাতাশি। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	কালাগাং গাঁওসভা	—১৫৩	পরিবার
২।	ক্ষেদাছড়া ,,	—২৫৫	,,
৩।	দামছড়া আর এফ ,,	—২২৮	,,
৪।	কাচারীছড়া ,,	—১৪২	,,
৫।	দামছড়া ,,	— ৪৫	,,
৬।	পিপলাছড়া ,,	—১৫১	,,
৭।	রহমছড়া ,	—১৫২	,,
৮।	কাঞ্চনপুর ,,	— ৩০	,,
৯।	তুইছামা ,,	—২১১	,,
১০।	শান্তিপুর ,,	— ৫	,,
১১।	দশমনি পাড়া ,,	—২৫০	,,
১২।	মনুছেলেংটা ,,	—২৫৮	,,
১৩।	কড়ইছড়া ,,	— ৮৬	,,
১৪।	গাছিরাম পাড়া ,,	—১৫৭	,,
১৫।	কালাপানি ,,	—১৩৭	,,
১৬।	ভাণ্ডারিয়া ,,	—৬৩২	,,

ANSWER

১৭ ।	আনন্দবাজার	,,	—১৫৫	,,
১৮ ।	উত্তরলাল জুরি	,,	— ২২	,,
১৯ ।	দক্ষিণ লাল জুরি	,,	— ৩৬	,,
২০ ।	সাবুয়া	,,	— ৮৭	,,
২১ ।	ভাংমুন গাঁওসভা	,,	— ৬৭	,,
২২ ।	পশ্চিম সাতনালা	,,	— ৪৯	,,
২৩ ।	পূর্বসাতনালা	,,	—২০০	,,
২৪ ।	ধনীছড়া গাঁওসভা		— ৭১	,,
২৫ ।	দক্ষিন দশদা		—১৯৮	,,
২৬ ।	উত্তর দশদা		— ৩৮	,,
২৭ ।	উজান মাছমারা		— ৮১	,,
২৮ ।	জমারাই পাড়া		— ১৪২	,,
২৯ ।	কাঞ্চন ছড়া		—১৯৬	,,
৩০ ।	চণ্ডিপুর গাঁওসভা		—১০৩	,,
৩১ ।	শিবনগর গাঁওসভা		— ৮৬	,,
৩২ ।	পশ্চিম মনপতুই	,,	— ৪৭	,,
৩৩ ।	দক্ষিণ ধনীছড়া	,,	—১২৭	,,
৩৪ ।	উত্তর ধনীছড়া	,,	— ৩৬	,,
৩৫ ।	পেচারথল	,,	— ৪৩	,,
৩৬ ।	নালকাটা	,,	— ৬৭	,,
৩৭ ।	বাগাইছড়া	,,	— ৯০	,,
৩৮ ।	ত্লাংসাং	,,	—১০৪	,,
৩৯ ।	আন্ধার ছড়া	,,	—১২৮	,,
৪০ ।	উত্তর মাছমারা	,,	—২০৪	,,
৪১ ।	দক্ষিন মাছমাড়া	,,	—১৮৮	,,
৪২ ।	নবীনছড়া	,,	—১৯৬	,,

মোট—৫,৬৮৭ পরিবার

২। উক্ত জুমিয়া পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করিয়াছেন কি না,

২। হ্যাঁ, বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। পরিকল্পনা নিয়া থাকিলে কোন কোন গাঁওসভার মধ্যে ঐ সকল জুমিয়াদের কত টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে তার বিবরণ ?

৩। টি. আর, পি. সি. পরিবার পিছু বাইশ হাজার পাঁচশত টাকা ব্যয়ে রাবার বাগান তৈরীর মাধ্যমে নিম্ন বর্নিত গাঁওসভাগুলিতে মোট ৫৮২টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেবে।

১।	পূর্ব সাতনালা	—৬৬ পরিবার
২।	দশমনি পাড়া	—১০০ ,,
৩।	পিপ্লাছড়া	— ৬৬ ,,
৪।	মনুছৈলেংটা	—৩৫০ ,,
	মোট	—৫৮২ পরিবার

এইসব পরিবার গৃহ নির্মান সাহায্য বাবত ৭৫০ টাকা করে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাবেন।

পি. জি. পি. প্রকল্পে নিম্ন বর্নিত গাঁও-সভাগুলিতে ৭৮০টি রিয়াং জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

১।	মনু ছৈলংটা	—৬২ পরিবার
২।	আন্ধার ছড়া	—১৮০ ,,
৩।	দামছড়া	— ৯১ ,,
৪।	দক্ষিন মাছমারা	— ৪৯ ,,
৫।	পিপ্লাছড়া	—২১৬ ,,
৬।	জামরাইপাড়া	— ৬৩ ,,
৭।	শিবনগর,	— ৪৩ ,,
৮।	কাঞ্চনছড়া	— ৭৬ ,,
		৭৮০ পরিবার

ANSWER

পি, জি, পি, প্রকল্পে পরিবার পিছু খরচের পরিমাণ ৯০০০ টাকা। এ ছাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে সমষ্টি গত সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারনের জন্য পরিবার পিছু খরচের পরিমান প্রায় ৯৫০০ টাকা।

এছাড়া পরিবার পিছু ৮০০০ টাকা অনুদানে উপজাতি কল্যান দপ্তর ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিভিন্ন গাঁওসভায় বহুমুখী পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ন করেছেন। উক্ত পুনর্বাসন কাজ যথাযথ ভাবে রূপায়িত করার জন্য উপজাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।